নজরুল-রচনাবলী

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

দ্বাদশ খণ্ড

হস্তলিপি

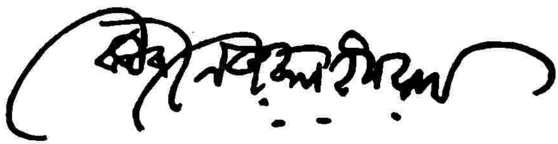

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.icsbook.info

বাএ ৪৯১৩

প্রথম প্রকাশ : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় তিন খণ্ডে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭০ সালে) বাংলা একাডেমী সংস্করণ (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ এবং প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৮৪)। পুনর্মুদ্রণ : ১৯৭৫, ১৯৭৬ ও ১৯৮৪ সালে। নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ (চার খণ্ডে) ১৯৯৩ সালে। নতুন সম্পাদনা পরিষদ-সম্পাদিত নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ দ্বাদশ খণ্ড, হস্তলিপি, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, ২৫শে মে ২০১১। পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ। প্রকাশক : অপরেশ কুমার ব্যানার্জী, পরিচালক, গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : সমীর কুমার সরকার, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, বাংলা একাডেমী। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মুদ্রণসংখ্যা : ২২৫০। মূল্য : ৩০০ টাকা।

Abdul Quadir (ed.), Nazrul-Rachanabali, Central Board for the Development of Bengali edition (Three Volumes in 1966, 1967 & 1970 respectively), Bangla Academy edition (Fourth & Fifth Volumes) in 1977 & 1984. New edition (Four Volumes in 1993). Nazrul Birth Centenary edition : Vol. XII, May, 2011. Manuscript : Compilation Department. Published by : Aparesh Kumar Banerjee, Director, Research, Compilation & Folklore Division, Bangla Academy, 3 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka 1000, Bangladesh. Printed by : Samir Kumar Sarkar, Manager, Bangla Academy Press, Dhaka 1000. Cover design : Dhruba Esh. Print-run : 2250. Price : Taka 300 only.

ISBN-984-07-4921-8

www.icsbook.info

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

দ্বাদশ খণ্ড

হস্তলিপি

সম্পাদনা-পরিষদ

রফিকুল ইসলাম
সভাপতি

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

আবুল কাসেম ফজলুল হক
সদস্য

www.icsbook.info

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান
সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
সদস্য

রফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সদস্য

মনিরুজ্জামান
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

করুণাময় গোস্বামী
সদস্য

সেলিনা হোসেন
সদস্য-সচিব

www.icsbook.info

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী নজরুল জন্মশতবার্ষিক উৎসবের পরপরই কবির ইতোপূর্বে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা একাডেমী-প্রকাশিত রচনাবলীর একটি কালক্রমিক, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ বিন্যাস ও নবসংযোজনযুক্ত নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কারণ, নজরুল এমন এক বিস্ময়কর প্রতিভা ও বিপুলপ্রজ কবি যে, স্বল্পসময়ের সাহিত্য জীবনেও তাঁর রচনাসংখ্যা বেশুমার ; এবং সেই অবিরল ধারায় সৃষ্ট রচনা কবি কখন, কোথায়, কীভাবে লিখেছেন তার হদিস পাওয়া যেমন সহজ নয়, তেমনি তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন কি-না সে সম্পর্কেও নিশ্চিত সংশয় আছে। ধারণা করা হয়, তাঁর সে-সব বিপুল রচনার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন জনের সংগ্রহে অগ্রন্থিত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল ; এবং কিছু রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তা সংগৃহীত না হওয়ায় কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানের পর এদিকে লক্ষ্য রেখে কবির রচনাবলীর একটি পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালে 'নজরুল রচনাবলী জন্মশতবর্ষ সংস্করণ' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ-কাজে কবি আবদুল কাদিরের সুদক্ষ সম্পাদনায় প্রকাশিত আদি নজরুল রচনাবলীর ভিত্তিমূলক সংস্করণ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে চারখণ্ডে বাংলা একাডেমী-প্রকাশিত নজরুল রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র' এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপর্যালোচনার পর সম্পাদকমণ্ডলী বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

নজরুল রচনাবলির দ্বাদশ খণ্ড মূলত নজরুলের হস্তলিপি, আলোকচিত্র ও প্রতিকৃতির প্রতিলিপির সংকলন। নজরুল রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করার ব্যাপারে নজরুল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম যে-নিষ্ঠায় সামগ্রিক কাজের তত্ত্বাবধান করেছেন এবং দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা অতীব প্রশংসনীয়। কবি-সমালোচক-প্রবন্ধকার আবদুল মান্নান সৈয়দ, অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ও অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁদের স্ব স্ব কাজে যে আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ গ্রন্থ প্রকাশের আগেই অন্যতম সম্পাদক আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রয়াত হয়েছেন। তিনি এই গ্রন্থ দেখে যেতে পারলেন না। এ জন্য আমরা গভীরভাবে মর্মাহত।

www.icsbook.info

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে সম্পাদকমণ্ডলীকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন গসফো-র পরিচালক, সংকলন উপবিভাগের উপপরিচালক ও কর্মকর্তা ফারহানা খানম। বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপক সমীর কুমার সরকার ও তাঁর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮॥ ২৫শে মে ২০১১

শামসুজ্জামান খান

মহাপরিচালক

www.icsbook.info

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিকবার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ

www.icsbook.info

সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে।

'নজরুল-রচনাবলী : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ দ্বাদশ খণ্ড, হস্তলিপি', মূলত নজরুলের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি-সংকলন। কবির হস্তাক্ষর সম্বলিত ছয়টি পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে এই খণ্ডের পর্ব বিন্যস্ত হয়েছে। খণ্ডটিতে নজরুলের ছবি, বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত প্রতিকৃতি এবং নজরুলের গ্রন্থের প্রচ্ছদ রয়েছে। 'নজরুল রচনাবলী'র এই সংস্করণে 'গান', 'কবিতা', 'সংগীত-গবেষণা' 'গীতি-আলেখ্য', 'নাটক', 'আধ্যাত্মিকতা', 'চিঠি', 'বেতারভাষণ' এবং 'বিবিধ' পর্ব শিরোনামে তাঁর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সংকলিত। খণ্ডটির শুরুতে বার পৃষ্ঠার প্রথম দশ পৃষ্ঠায় নজরুল ও নজরুল বিষয়ক দশটি আলোকচিত্র রয়েছে। তার মধ্যে পাঁচটি আলোকচিত্র কল্যাণী কাজী সম্পাদিত নজরুল অ্যালবাম থেকে নেয়া হয়েছে। বাকী দুই পৃষ্ঠায় আছে 'নজরুল রচনাবলী' দ্বাদশ খণ্ড যে সাতটি পাণ্ডুলিপির সমন্বয়ে বিন্যস্ত হয়েছে সেসব পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদ। এছাড়াও গ্রন্থটির শেষে নজরুল গ্রন্থের ৩১টি প্রচ্ছদ এবং বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত আটটি প্রতিকৃতি রয়েছে। এই খণ্ডে নজরুলের প্রায় ৩১৮টি গানের হস্তলিপি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে।

দ্বাদশ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি হিসাবে ব্যবহৃত ছয়টি পাণ্ডুলিপি হলো : সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত 'নজরুল পাণ্ডুলিপি', আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'লেখায় রেখায় রইল আড়াল' এবং 'পাণ্ডুলিপি : নজরুল-সংগীত', আসাদুল হক সম্পাদিত 'কার গানের তরী যায় ভেসে', মুহম্মদ নুরুল হুদা সম্পাদিত 'নজরুলের হারানো গানের খাতা' এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সম্ভার'। 'নজরুল সঙ্গীত সম্ভার' গ্রন্থে জনাব নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের সংগৃহীত ১০৩টি গান রয়েছে। এই ছয়টি পাণ্ডুলিপি ছাড়াও আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত নজরুল' গ্রন্থ থেকে 'আধ্যাত্মিকতা' ও 'তবলাচর্চা' বিষয়ক প্রতিলিপির অংশ এতে সংকলিত হয়েছে। এই খণ্ড প্রকাশের ফলে প্রতিলিপিগুলো অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই সংকলনে প্রতিলিপির পুনরাবৃত্তি যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে, তবে যেক্ষেত্রে প্রতিলিপিগুলোর ভিন্নতা নজরে পড়েছে সেগুলো বাদ দেওয়া হয় নি। 'নজরুল-রচনাবলী'র নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণের এটাই শেষ খণ্ড। তাঁর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি, নানান সময়ের আলোকচিত্র, বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের প্রচ্ছদ, বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা প্রতিকৃতি সম্বলিত এই খণ্ডটি প্রকাশের মাধ্যমে জন্মশতবর্ষ সংস্করণটির বারোটি খণ্ড একটি প্রামাণ্য রূপ পেল। হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিগুলোকে সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

উল্লেখ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং কিছু রচনা সংযোজন করা হলেও 'নজরুল-রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল কাদির। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-

www.icsbook.info

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য প্রয়াত আবদুল মান্নান সৈয়দ এই দ্বাদশ খণ্ডের প্রকাশনা দেখে যেতে পারেন নি। এটি আমাদের জন্য গভীর পরিতাপের বিষয়। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা

১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭।। ২৫শে মে ২০১০

রফিকুল ইসলাম

সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

www.icsbook.info

www.icsbook.info

সূচিপত্র

গান [১-৩৪৬]

অন্ধকারে এসে তুমি ৩
অশ্রু বদল করেছিনু মোরা ৪
অসুর বাড়ীর ফেরৎ এমা ৫
আঁধার রাতের তিমির দুলে আমার মনে ৬
আজ গানে গানে ঢাক্‌ব আমার গভীর অভিমান ৭
আজ শেফালির গায়ে হলুদ ৯
আজি কুসুম দীপালি জ্বলিছে বনে ১০
আজি প্রথম মাধবী ফুটেছে কুঞ্জে ১১
আজিকে তনু মনে লেগেছে রং লেগেছে রং ১২
আজিকে তোমারে স্মরণ করি ১৩
আধো আধো বোল ১৪
আনন্দ দুলালী ব্রজ-বালার সনে ১৫
আপনি রঙ্গীলা রাধা ১৬
আবার কেন আগের মত অমন চোখে চাও ১৭
আবীর রাঙা আভীরা নারী সনে ১৮
আমরা বাঙালি বাবু ১৯
আমায় দুঃখ যত দিবি মা গো ২০
আমার আছে অসীম আকাশ ২১
আমার আছে এই ক'খানি গান ২২
আমার ঋণের বোঝা শ্যামা ২৩
আমার ঘরের মলিন দীপালোকে ২৪
আমার ঠনঠনিয়ার চটি ২৫
আমার দেওয়া ব্যথা ভোলো, ভোলো ২৬
আমার নয়নে নয়ন রাখি ২৭
আমার প্রাণের দ্বারে ডাক দিয়ে কে যায় বারে বারে ২৮
আমার যাবার সময় হল দাও বিদায় ২৯
আমার সুরের ঝর্ণাধারায় ৩০
আমার হাতে কালি মুখে কালি ৩১
আমার হৃদয়-মন্দিরে রে ঘুমায় গিরিধারী ৩২
(তুমি) আমারে কাঁদাও নিজেরে আড়াল রাখি ৩৩

www.icsbook.info

আমি অগ্নি শিখা, মোরে বাসিয়া ভালো ৩৪
আমি অলস উদাস আন্‌মনা ৩৫
আমি উদাসীন আমি ভুলেছি সবায় ৩৬
আমি কথ্য ভাষা কইতে নারি শুদ্ধ কথা ভিন্ন ৩৭
আমি কৃষ্ণচূড়া হতাম যদি ৩৮
আমি গেরাম্য ভাষা কইতে নারি সংস্কৃত ভিন্ন ৩৯
আমি ময়না মতির শাড়ি দেবো ৪১
আমি মুলতানী গাই ৪২
আমি রচিয়াছি নব ব্রজধাম হে মুরারি ৪৩
(আমায়) আর কতদিন মহামায়া ৪৪
আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু ৪৫
উচ্ছে নহে, ঝিঙে নহে, নহে সে পটল ৪৭
উঠেছে কি চাঁদ সাঁঝ-গগনে ৪৮
উতল হল শান্ত আকাশ ৪৯
ঊষা এল চুপি চুপি ৫০
একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এইত নদীর খেলা ৫১
এ কুঞ্জে পথ ভুলি কোন্ বুলবুলি আজ ৫২
একটুখানি দাও অবসর বস্‌তে কাছে ৫৩
এক্‌লা জাগি তোমার বিদায় বেলার ব্যথা লয়ে ৫৪
একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী ৫৫
একে একে সব মেরেছিস্ জাতটা শুধু ছিল বাকী ৫৬
একেলা ঢুলিয়া ঢুলিয়া কে যায় ৫৭
এত্‌না তো করনা স্বামী যব্ প্রাণ তনু সে নিকলে ৫৮
এনেছ রূপের সুধা তনুর পেয়ালা ভরি ৫৯
এল ঐ পূর্ণশশী চাঁদ ফুল জাগানো ৬০
এলে কি স্বপন মায়া আবার আমায় গান গাওয়াতে ৬১
এস আনন্দিতা ত্রিলোক-বন্দিতা ৬২
এস তুমি একেবারে প্রাণের পাশে ৬৩
এস মাধব এসে পিও মধু ৬৪
এস শারদ প্রাতের পথিক ৬৫
ঐ চলে তরুণী গোরী গরবী ৬৭
ঐ নীল গগনের নয়ন-পাতায় ৬৮
ও তুই উল্‌টো বুঝলি রাম ৬৯
ওকে উদাসী বেণু বাজায় ৭০
ওকে কল্‌সী ভাষায়ে জলে আনমনে ৭১
ওকে দূর উদাসী হায় ডাকে আয় আয় ৭২
ওগো প্রিয় তব অকরুণ ভালোবাসা ৭৩
ওযে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায় ৭৪

www.icsbook.info

ওরে আলয়ে আজ মহালয়া, মা এসেছে ঘর ৭৫
ওরে ও স্রোতের ফুল ৭৬
কথা কও, কও কথা, হে দেবতা ৭৭
রুমঝুমরুম বাদল-নূপুর বোলে ৭৮
কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে উঠিছে গান ৭৯
কলঙ্ক আর জ্যোস্নায় মেশা ৮০
কলির রাই কিশোরী কলিকাতাইয়্যা গোরী ৮১
কাঁদ্‌বনা আর শচী-দুলাল ৮২
কাছে আমার নাই বা এলে ৮৩
কানে আজো বাজে আমার ৮৪
কার ঝরঝর বর্ষণ বাণী ৮৫
কার বাঁশরী বাজে বেণু-কুঞ্জে উদাস সুরে ৮৬
কালো কালিন্দী সলিল-কান্তি চিকন ঘনশ্যাম ৮৭
কি নামে ধরে ডাকব তোরে মা তুই দে বলে ৮৮
কিশোরী সাধিকা রাধিকা শ্রীমতী ৮৯
কিশোরী ! মিলন-বাঁশরী ৯০
কুড়িয়ে কুসুম ছড়িয়ে ফেল অভিমানে ৯১
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি ৯২
কে তুমি এলে হেলে দুলে ৯৩
কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশী ৯৪
কে বলে গো তুমি আমার নাই ৯৫
কেঁদে কেঁদে নিশি হল ভোর ৯৬
কেন আসিলে, যদি যাবে চলি ৯৭
কেন জল নয়নে ৯৮
কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া ৯৯
কোন্ নামে হায় ডাক্‌ব তোমায় ১০১
কোয়েলা কুহু কুহু ডাকে ১০৩
খুলেছে আজ রঙের দোকান ১০৪
খেলিছে জল-দেবী সুনীল সাগর-জলে ১০৬
খেলো না আর আমায় নিয়ে প্রিয় অলস খেলা ১০৭
গগনে পবনে লাগে ডালিম ফুলী রং ১০৮
গঙ্গার বালুতটে খেলিছে কিশোর গোরা ১০৯
গত রজনীর কথা পড়ে মনে ১১০
গলে টগর মালা কাদের ডাগর মেয়ে ১১১
গাও কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ১১২
গানের সাথী আছে আমার ১১৩
গাহ নাম অবিরাম কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নাম ১১৪
গুল্‌বাগিচার বুলবুলি আমি ১১৫

www.icsbook.info

গোঁধূলীর রং ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ গগনে ১১৬
গ্রামের শেষের মাঠের পথে গান গেয়ে কে যায় ১১৭
ঘরে আয় ফিরে, ফিরে আয় পথ-হারা ১১৮
ঘুমাও ঘুমাও দেখিতে এসেছি ১১৯
ঘুমায়েছে ফুল পথের ধুলায় ১২০
চরস-মেশা চণ্ডুর নেশা মুণ্ডু ঝিম্‌ঝিম্ ১২১
চল্ চল্ চল্ ! চল্ চল্ চল্ ১২২
চল্ চল্ চল্ নওজওয়ান চল্ ১২৩
চল্ রে চপল তরুণ দল বাঁধন-হারা ১২৪
চাঁদিনী রাতে কানন-সভাতে ১২৬
চাঁদের দেশের পথ ভোলা ফুল চন্দ্র-মল্লিকা ১২৭
চাঁদের নেশা লেগে ঢুলে নিশিথিনী ১২৮
চাঁদের পিয়ালাতে আজি জোছনা-শিরাজী ঝরে ১২৯
চির আপনার তুমি হে হরি ১৩০
চুড়ি কিঙ্কিনী রিনি রিন ঝিনি বীন্ বাজায়ে চলে ১৩১
চোখে চোখে চাহ যখন ১৩২
ছি ছি ছি কিশোর হরি হেরিয়া লাজে মরি সেজেছ এ কোন রাজ-সাজে ১৩৩
জননী মোর জন্মভূমি তোমার পায়ে নোয়াই মাথা ১৩৪
জয় নর-নারায়ণ ১৩৫
জয় মীরা জয় গিরিধারি লাল ১৩৬
জাগো অমৃত-পিয়াসী চিত, আত্মা অ-নিরুদ্ধ ১৩৭
জাগো জাগো জাগো নব আলোকে ১৩৮
জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী ১৩৯
জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী ১৪০
জ্বালিয়ে আবার দাও ১৪১
জ্যোৎস্না-হসিত মাধবী নিশি আজ ১৪২
ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে ১৪৩
ঝড় ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান ১৪৪
ঝরল যে ফুল ফোটার আগেই ১৪৬
ঝরে বারি গগনে ঝুরুঝুরু ১৪৭
ডাক্‌তে তোমায় পারি যদি ১৪৮
ক্ষীণ তনু যৌবন-ভার বইতে নারে ১৪৯
ঢলঢল তব নয়ন-কমল ১৫০
তব চরণ-প্রান্তে মরণ-বেলায় ১৫১
তব মাধবী-লীলায় কর মোরে সঙ্গী ১৫২
তব যাবার বেলা বলে যাও মনের কথা ১৫৩
তরুণ তমাল বরণ এস শ্যামল আমার ১৫৪
তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী ১৫৫

www.icsbook.info

তুমি আনমনে গেলে চলিয়া ১৫৬
তুমি দিয়াছ দুঃখ শোক বেদনা ১৫৭
তুমি নন্দন পথ-ভোলা ১৫৮
তুমি পালিয়ে যাবে গো ১৫৯
তুমি পীরিত কি কর হে শ্যাম ১৬০
তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন-পাতে ১৬১
তুমি যখন এসেছিলে ১৬২
তুমি রহিমুর্ রহমান আমি গুনাহ্গার বান্দা ১৬৩
তুমি লহ প্রভু আমার সংসারেরই ভার ১৬৪
তোমায় ফেলে এসেছিলাম ১৬৫
তোমার আঘাত শুধু দেখ্ল ওরা ১৬৬
তোমার দেওয়া ব্যথা সে যে তোমার হাতের দান ১৬৭
তোমার ফুল-ফোটানোর সুর ১৬৮
তোমার ফুলের মত মন ১৬৯
তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত্ ১৭০
তোমার বীণার মূর্চ্ছনাতে ১৭১
তোমার বুকের ফুল-দানীতে ফুল হব বঁধু আমি ১৭২
তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না ত কভু ১৭৩
তোমার হাতের সোনার রাখী ১৭৪
তোর কালো রূপ লুকাতে মা বৃথাই আয়োজন ১৭৫
থাক সুন্দর মিথ্যা আমার ১৭৬
থেকোনা আর দূরের প্রিয়া ১৭৭
দক্ষিণ সমীরণ সাথে বাজো বেণুকা ১৭৮
দু পেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে ১৭৯
দূর প্রবাসে প্রাণ কাঁদে ১৮২
দূর বনান্তের পথ ভুলি কোন্ বুলবুলি ১৮৩
দূরের বন্ধু আছে আমার ১৮৪
দেবতা কোথায়, স্বর্গের পানে চাহি অসহায় ১৮৫
'দেশ প্রিয় নাই' শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি ১৮৬
দোলন-চাঁপা বনে দোলে ১৮৮
ধর্ম্মের নামে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি ১৮৯
ধীর চরণে নীর ভরণে ১৯০
নতুন পাতার নূপুর বাজে দখিনা বায়ে ১৯১
নন্দকুমার বিনে সই নাহি ব্রজে আনন্দ আর ১৯২
নব কিশলয়ে রাঙা শয্যা পাতিয়া ১৯৩
নবীর মাঝে রবির সম ১৯৪
নমো শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত রূপধারী বিশাল ১৯৫
নয়নে তোমার ভীরু মাধুরীর মায়া ১৯৬

www.icsbook.info

নাই চিনলে আমায় তুমি	১৯৭
নাচত নন্দ-দুলাল	১৯৮
নারায়ণ নারায়ণ	২০০
নাহি ভয় নাহি ভয়	২০২
নিরন্ধ্র মেঘে মেঘে অন্ধ গগনে	২০৩
নিশি-রাতে রিম্‌ঝিম্ ঝিম্ বাদল-নূপুর	২০৪
নিশিদিন তব ডাক শুনিয়াছি মনে মনে	২০৫
নিশীথ রাতে ডাকলে আমায়	২০৬
পথিক-বন্ধু এস এস	২০৭
পরজনম থাকে যদি	২০৮
পরমাত্মা নহ তুমি	২০৯
পলাশ ফুলের গেলাস ভরি	২১০
পলাশ ফুলের মউ পিয়ে ঐ	২১১
পিউ পিউ পিউ বোলে পাপিয়া	২১২
পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল	২১৩
প্রদীপ নিভায়ে দাও উঠিয়াছে চাঁদ	২১৪
প্রভাত বীণা তব বাজে হে	২১৫
প্রান্ত-ধারা বালুতটে শীর্ণা নদীর গান	২১৬
প্রিয়া তুমি কোথায় আজি কত সে দূর	২১৭
প্রেমের প্রভু ফিরে এস, শিখাও আবার ক্ষমা	২১৯
প্রেমের হাওয়া বইল, যখন	২২০
ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে গো	২২১
ফিরে ফিরে কেন তারি স্মৃতি মোরে কাঁদায় নিতি	২২২
ফুটল সন্ধ্যামণির ফুল	২২৩
ফুল চাই, চাই ফুল টগর চম্পা চামেলি	২২৪
ফুলের বনে ফুলের সনে	২২৫
ফুলের মতন ফুল্ল মুখে	২২৬
বঁধু, তোমার আমার এই যে বিরহ	২২৭
বকুল-ছায়ে ছিনু ঘুমায়ে	২২৮
বকুল তলে ব্যাকুল বাঁশী কে বাজায়	২২৯
বন-তমালের শ্যামল ডালে	২৩০
বন-দেবী জাগো	২৩১
বন-ফুলের তুমি মঞ্জুরী (গো)	২৩২
বনে মোর ফুল ঝরার বেলা	২৩৩
বরণ করে নিও না গো	২৩৫
বল্ রে জবা বল্	২৩৬
বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু	২৩৭
বহে বনে সমীরণ ফুল জাগানো	২৩৯

www.icsbook.info

বাঁশরী কিশোর ! ব্রজ গোপী চিতচোর এস গোকুলে ফিরে	২৪০
বাজে মঞ্জুর মঞ্জীর রিনিকিঝিনি	২৪১
বাজে মৃদঙ্গ বরষার	২৪৪
বাদল মেঘের মাদল-তালে	২৪৫
বাসন্তী রং শাড়ী পরো	২৪৬
বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু	২৪৭
বিকাল বেলার ভুঁই চাঁপা গো	২৪৮
বিজয়ার পর দেখা হল	২৪৯
বিদেশিনী ! চিনি চিনি ঐ চরণের	২৫০
বিধুর তব অধর-কোণে মধুর হাসির রেখা	২৫১
বীরদল আগে চল	২৫২
বুনো ফুলের করুণ সুবাস ঝুরে	২৫৩
বুলবুলি কি এলে ফিরে আবার গোপাল বনে	২৫৪
বেদনা-বিহ্বল পাগল পূবালী পবনে	২৫৫
বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ, হে ইন্দ্রানী	২৫৬
বৈকালী সুরে গাও চৈতালী গান	২৫৭
ব্যথার উপরে বঁধু ব্যথা দিও না	২৫৮
ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরা	২৫৯
ভবের এই পাশা খেলায়	২৬০
ভারত লক্ষ্মী মা, আয় ফিরে এ ভারতে	২৬১
ভিখারিণী করে পাঠাইলি মোরে	২৬২
ভবনে ভুবনে আজি ছড়িয়ে গেছে রং	২৬৩
ভুল করিলে বনমালি বনে এসে ফুল ফোটাতে	২৬৪
ভুল করেছি ও মা শ্যামা	২৬৬
ভুঁইমালিদের ঘরে ভুঁইচাপার কলি	২৬৭
ভেঙোনা ভেঙোনা ধ্যান হে মম ধ্যানের দেবতা	২৬৮
ভেসে যায় পরাণ আমার মদিনা পানে	২৭০
মদন মনোহর শিশু নটবর শ্যামল সুন্দর	২৭১
মন দিয়ে যে দেখি তোমায়	২৭২
মনে যে মোর মনের ঠাকুর	২৭৩
মনে রাখার দিন গিয়েছে	২৭৪
মহাকালের কোলে এসে	২৭৫
মহুয়া বনের মদির ঘন সুবাস	২৭৬
মা কালি সেজে ফিরলি ঘরে	২৭৭
মা গো ভুল করেছি চোরের রাজায় ছেড়ে দিতে বলে	২৭৮
মাথা খাস্ রাধে, কথা শোন্ ওলো	২৭৯
মানবতা-হীন ভারত-শ্মশানে	২৮৩
মালঞ্চে আজ কাহার যাওয়া আসা	২৮৪

www.icsbook.info

মালা যদি মোর ধূলায় মলিন হয় ২৮৫
মালার ডোরে বেঁধোনা গো ২৮৬
ম্লান আলোকে ফুটলি কেন ২৮৭
মিলন–রাতের মালা হব তোমার অলকে ২৮৮
মুখের কথায় না–ই জানালে ২৯০
মুরলী ধ্বনি শুনি ব্রজনারী ২৯১
মৃতের দেশে নেমে এল মাতৃনামের গঙ্গাধারা ২৯২
মেঘ–মেদুর গগন কাঁদে হুতাশ পবন ২৯৩
মেঘলা মতীর ধারা–জলে কর স্নান ২৯৪
মেষ–চারণে যায় নবি কিশোর রাখাল বেশে ২৯৫
মোতিমালা নিয়া ২৯৬
মোর নন্দ–কুমার বিনে সই ২৯৭
মোরে সেই রূপে দেখা দাও হরি ২৯৮
যখন আমার কুসুম ঝরার বেলা ২৯৯
যা সখি যা তোর গোকুলে ফিরে ৩০০
যাও হেলে দুলে এলোচুলে ৩০১
যাবার বেলায় ফেলে যেয়ো একটি খোঁপার ফুল ৩০২
যার হৃদয়ে আল্লার নাম সদাই জেগে রয় ৩০৩
য়্যাকুল ব্যাকুল ঢুঁড়ত ফিরু শ্যাম ৩০৪
রহি রহি কেন আজো সেই মুখ মনে পড়ে ৩০৫
রাত্রিশেষের যাত্রী আমি ৩০৭
রাস–মঞ্চে দোল্ দোল্ লাগে রে, লাগে রে ৩০৮
রিমিঝিমি রিমিঝিমি ৩০৯
রূপ নয় গো, এযে রূপের শিখা ৩১০
লহ প্রণাম শ্রীঘুপতি রাম ৩১১
লুকোচুরি খেল্‌তে হরি হার মেনেছ আমার সনে ৩১২
শঙ্কা–শূন্য লক্ষ কণ্ঠে শঙ্খ বাজিছে ঐ ৩১৪
শ্রান্ত হৃদয় অনেক দিনের অনেক কথার ভারে ৩১৫
শিউলি ফুলের মালা দোলে ৩১৬
শূন্য বাতায়নে একা জাগি ৩১৭
শোনলো শ্রাবণে শোনা শ্যাম নাম ৩১৮
শোনো ও সন্ধ্যা–মালতী বালিকা পতি ৩১৯
শ্যামে হারায়েছি বলে কাঁদিয়া বিশাখা ৩২০
সখি আমিই না হয় মান করেছিনু তোরা ত সকলে ছিলি ৩২১
সখি কই গোপী বল্লভ শ্যামল পল্লব কান্তি ৩২২
সজল কাজল শ্যামল এস ৩২৩
সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায় ৩২৪
সন্ধ্যা হ'ল ওগো রাখাল ! এবার ডাকো মোরে ৩২৫
সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায় ৩২৬

www.icsbook.info

সাগরে যে জোয়ার জাগে জানেনা তা চাঁদ ৩২৭
সাজে অভিনব সাজে রাই শ্যাম-পাগলিনী ৩২৮
সাধ জাগে মনে পর জীবনে ৩২৯
সুদূর সিন্ধুর ছন্দ-উতল ৩৩০
সুনয়না, চোখে কথা কয়ে যায় ৩৩১
সুরধুনী ধারার মত সুধার সাগর পড়ুক ঝরে ৩৩২
সেই মিঠে সুরে মাঠের বাঁশরী বাজে ৩৩৩
স্নিগ্ধ-শ্যাম-বেণী বর্ণা এস মালবিকা ৩৩৪
স্বপন যখন ভাঙবে তোমার ৩৩৫
স্বপ্নে দেখি একাকী নতুন ঘর ৩৩৬
হলুদ গাঁদার ফুল ৩৩৭
হলুদ বাঁটিতে হলুদ-বরণ গউর মনে পড়ে ৩৩৮
হাওয়াতে নেচে নেচে যায় ঐ তটিনী ৩৩৯
হায় ভিখারী ! হাত পাতিলে কাহার কাছে, হায় ৩৪০
হাসি মুখে বাসিফুল ফেলে দাও ভোরে ৩৪১
হে চির-সুন্দর বিশ্ব চরাচর ৩৪২
হেরি আজ শূন্য নিখিল ৩৪৩
হেসে হেসে কল্‌সী নাচায়ে কিশোরী চলে ৩৪৪
হোরি খেলে নন্দলালা ৩৪৫
হোরীর রং লাগে গোপিনীর তনু মনে ৩৪৬

কবিতা [৩৪৭-৪৩২]
গোপন প্রিয়া ৩৪৯
সিন্ধু (প্রথম তরঙ্গ) ৩৫৫
সিন্ধু (দ্বিতীয় তরঙ্গ) ৩৬১
সিন্ধু (তৃতীয় তরঙ্গ) ৩৬৭
সিন্ধু (চতুর্থ তরঙ্গ) ৩৭১
চক্রবাক ৩৮২
বাংলার 'আজীজ' ৩৮৮
বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি ৩৮৯
শিশু যাদুকর ৩৯৬
অন্ধকারের প্যাঁচা ৩৯৮
স্তব্ধরাতে ৩৯৯
দার্জিলিঙে রচিত কবিতাগুচ্ছ ৪০৩
এপারেতে একলা আমি মধ্যে আমার বাণীর ধারা ৪২৯
জাকাত লইতে এসেছে ডাকাত চাঁদ ৪৩০

সংগীত-গবেষণা [৪৩৩-৪৪৬]
যাম-যোজনায় কড়ি মধ্যম ৪৩৫

www.icsbook.info

লুপ্ত রাগ বিশ্লেষণ 'নৌরোচ্‌কা' ৪৪৩
তবলা-চর্চা ৪৪৬

গীতি-আলেখ্য [৪৪৭-৪৬০]
ঈদজ্জোহা ৪৪৯
অতনুর দেশ ৪৫৫

নাটক [৪৬১-৪৭৮]
জাগে সুন্দর চির কিশোর ৪৬৩

আধ্যাত্মিকতা [৪৭৯-৪৯৬]

চিঠি [৪৯৭-৫০৪]
সেনোলা কোম্পানীর ম্যানেজারকে লেখা চিঠি ৪৯৯
হবীবুল্লা বাহারকে লেখা চিঠি ৫০০
হবীবুল্লা ও শামসুন নাহারকে লেখা চিঠি ৫০২
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে লেখা চিঠি ৫০৩
মৌলবী আবদুল গফূরকে লেখা চিঠি ৫০৪

বেতার ভাষণ [৫০৫-৫১০]

বিবিধ [৫১১-৫২৮]
'সিন্ধু-হিন্দোল' কবিতাগ্রন্থের শুরুর পৃষ্ঠায় লিখিত দুটি পঙ্‌ক্তি ৫১৩
একটি পত্রের খসড়া ৫১৪
'সিন্ধু-হিন্দোল' (১৯২৭) গ্রন্থের উৎসর্গপত্র ৫১৫
কবিতার খাতার তৃতীয় পৃষ্ঠা ৫১৬
কবিতার খাতার চতুর্থ পৃষ্ঠা ৫১৭
ইংরেজী গানের খাতার প্রথম পৃষ্ঠা ৫১৮
'বন্ধুরা এসো ফিরে' কবিতার অংশবিশেষ ৫১৯
'আর কত দিন ?' কবিতার অংশবিশেষ ৫২০
'তোমারে ভিক্ষা দাও' কবিতার অংশবিশেষ ৫২১
'পূরববঙ্গ' রচনার অংশবিশেষ ৫২৩
সারং রঙ্‌ গীতি আলেখ্যের 'শুধু সারং' রাগের বর্ণনা ৫২৪
সারং রঙ্‌ গীতি আলেখ্যর 'সাত্তপ্ত সারং' রাগের বর্ণনা ৫২৫
'ষট্‌ কল্যাণ' গীতি আলেখ্যের শুধ-কল্যাণ' রাগের বর্ণনা ৫২৬
শঙ্করী রাগের বিষয়ে কিছু কথা এবং টৌড়ি রাগে তেতালা ছন্দে রচিত গানের কয়েকটি লাইন ৫২৭
রেকর্ডের কাভারে লেখার একটি নমুনা ৫২৮
বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের প্রচ্ছদ ৫২৯
বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা প্রতিকৃতি ৫৩৭

www.icsbook.info

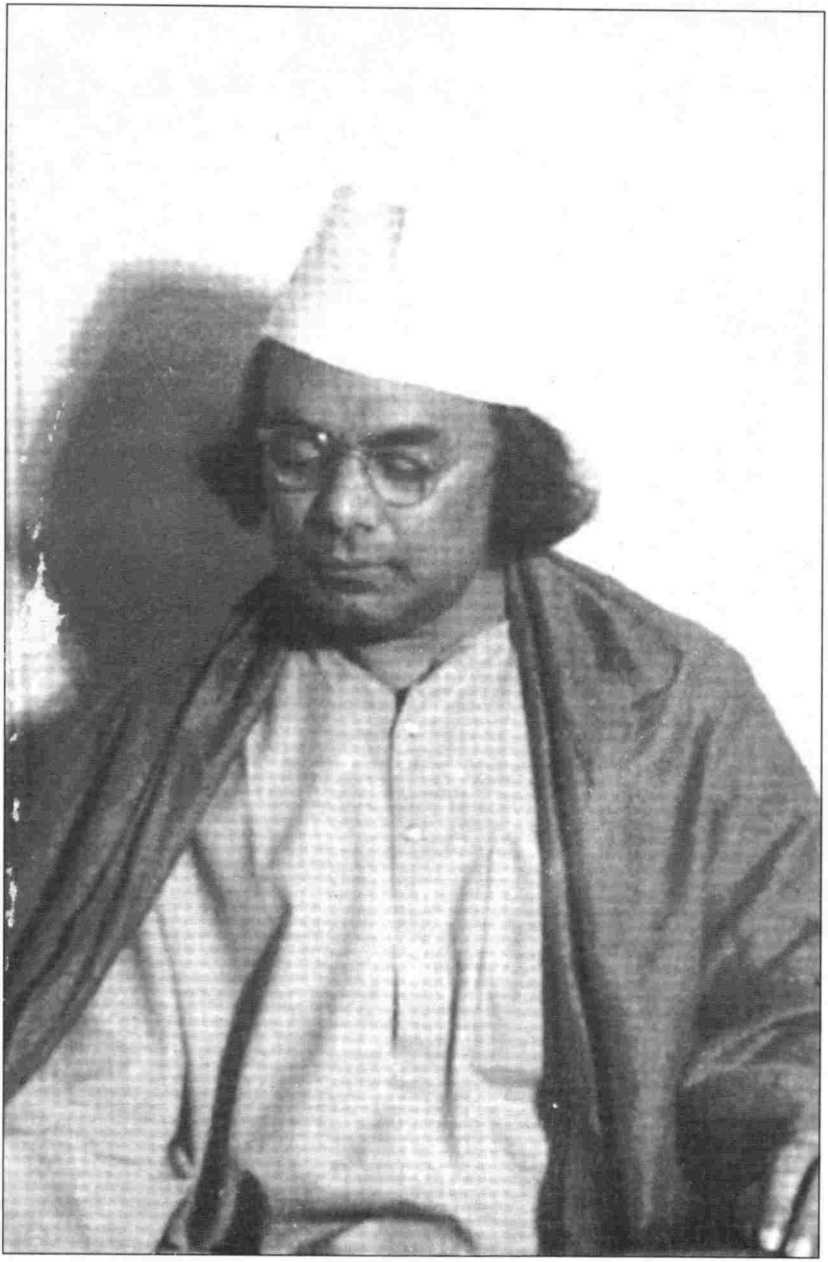

কাজী নজরুল ইসলাম

www.icsbook.info

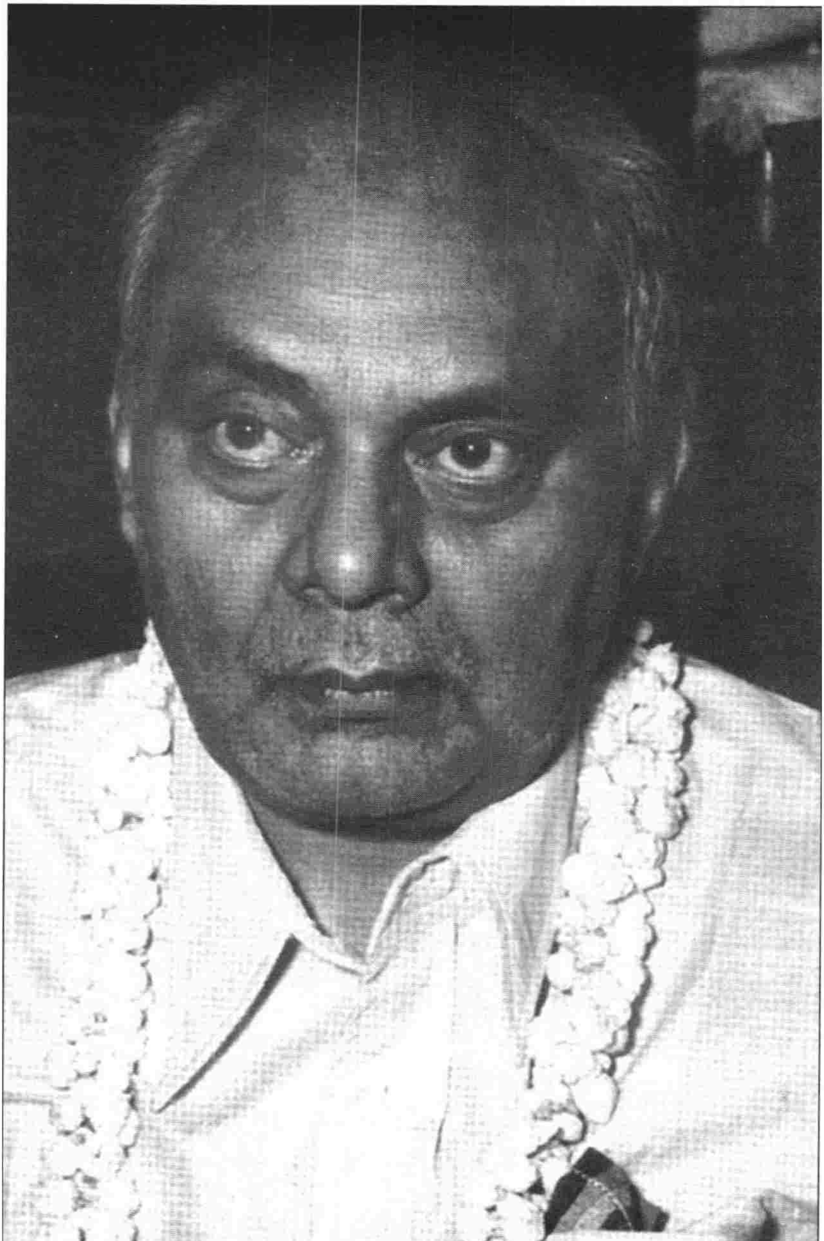

কাজী নজরুল ইসলাম

www.icsbook.info

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

www.icsbook.info

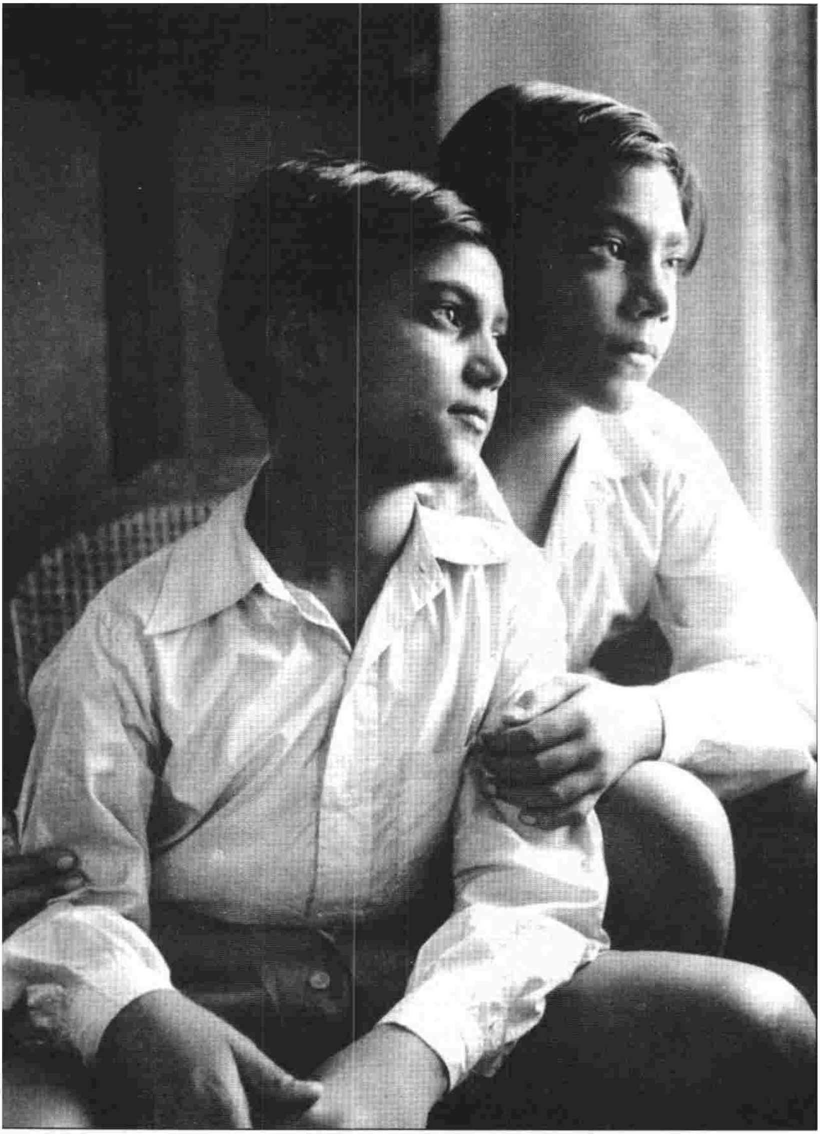

কবি পুত্রদ্বয় সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ

www.icsbook.info

কবিপত্নী প্রমীলা

www.icsbook.info

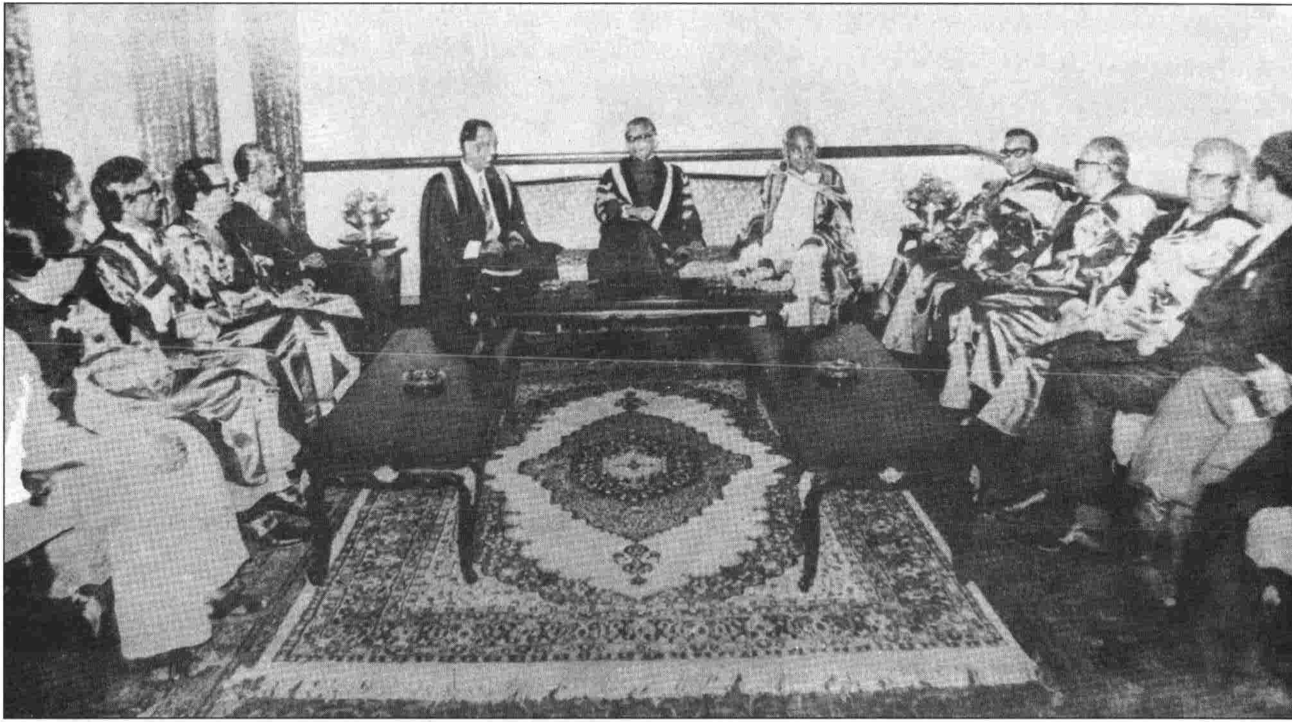

১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি প্রদান-উপলক্ষে (ডান থেকে বামে) কাজী নজরুল, রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর মোহাম্মদউল্লাহ, উপাচার্য আবদুল মতিন চৌধুরী ও অন্যান্য

www.icsbook.info

পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে চুরুলিয়ায় স্বগৃহে আত্মীয়-পরিজনদের মাঝে কাজী নজরুল ইসলাম

www.icsbook.info

অসুস্থার প্রথম দিকে নজরুল

www.icsbook.info

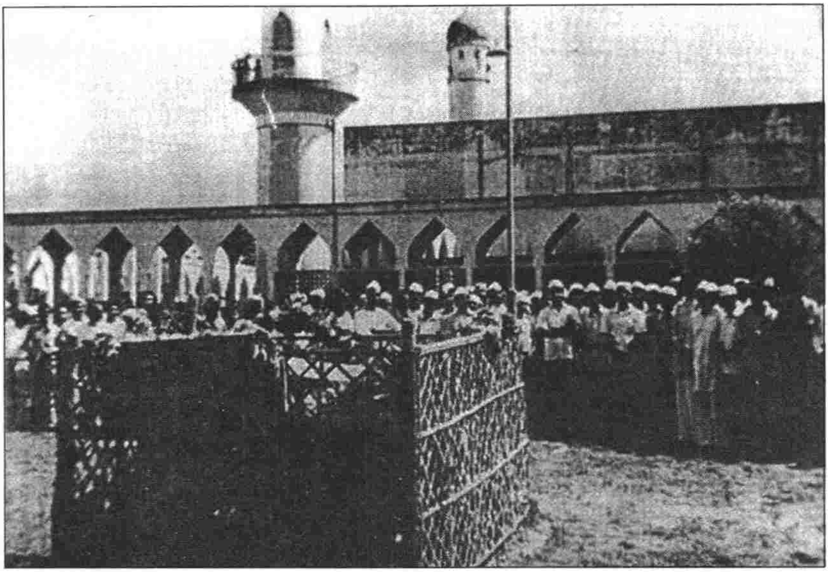

প্রাথমিক অবস্থায় বেড়া দিয়ে ঘেরা নজরুলের সামধি

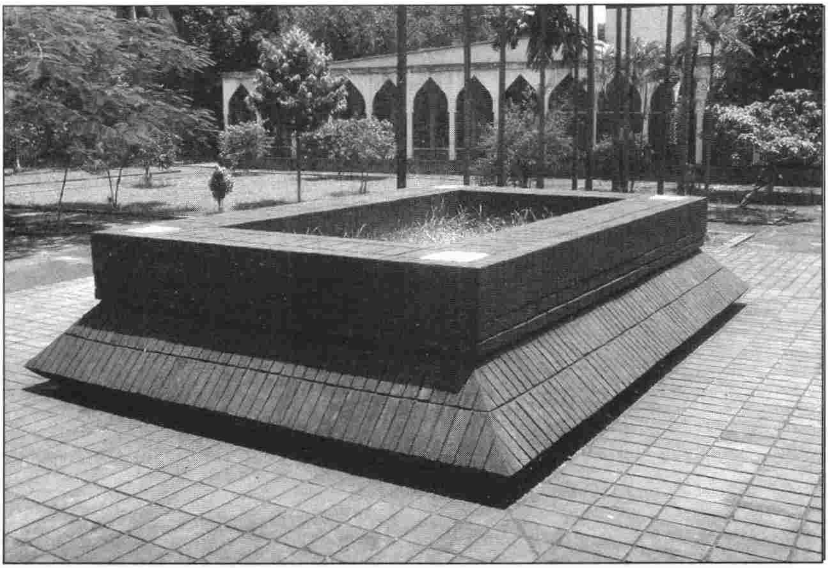

কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি

www.icsbook.info

কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির বর্তমান রূপ

কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিক্ষেত্র

www.icsbook.info

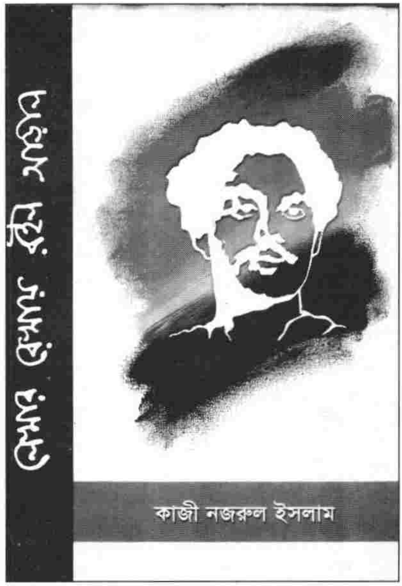

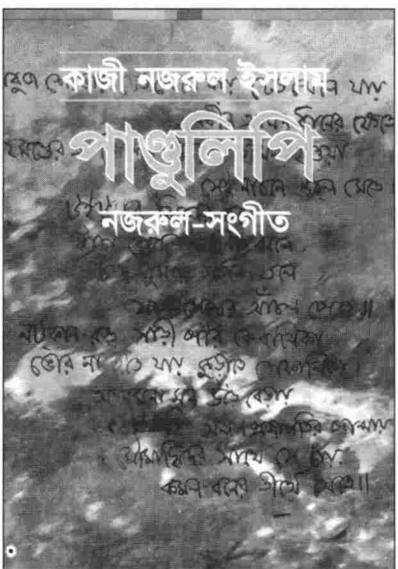

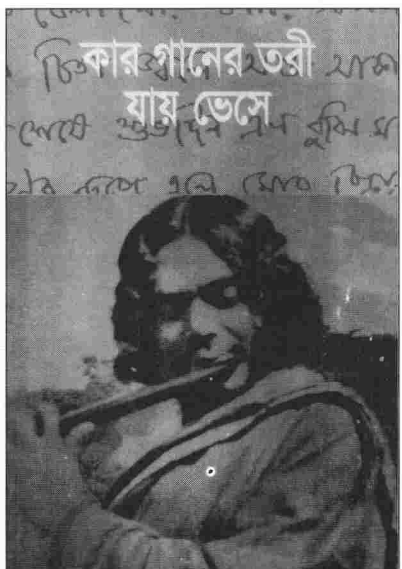

নজরুলের হস্তলিপি সংকলন - গ্রন্থ

www.icsbook.info

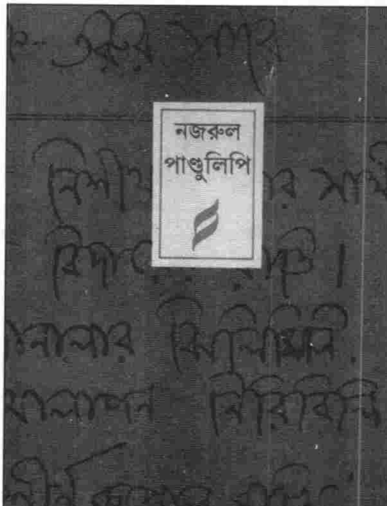

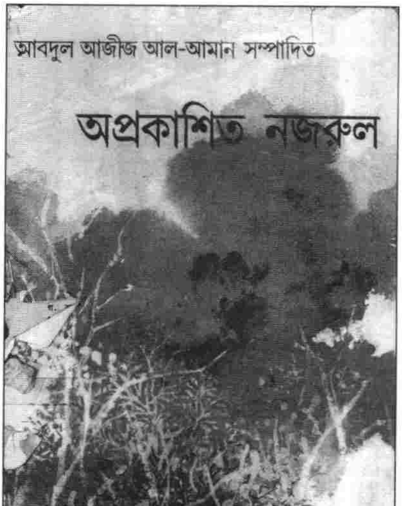

নজরুলের হস্তলিপি সংকলন - গ্রন্থ

www.icsbook.info

গান

www.icsbook.info

www.icsbook.info

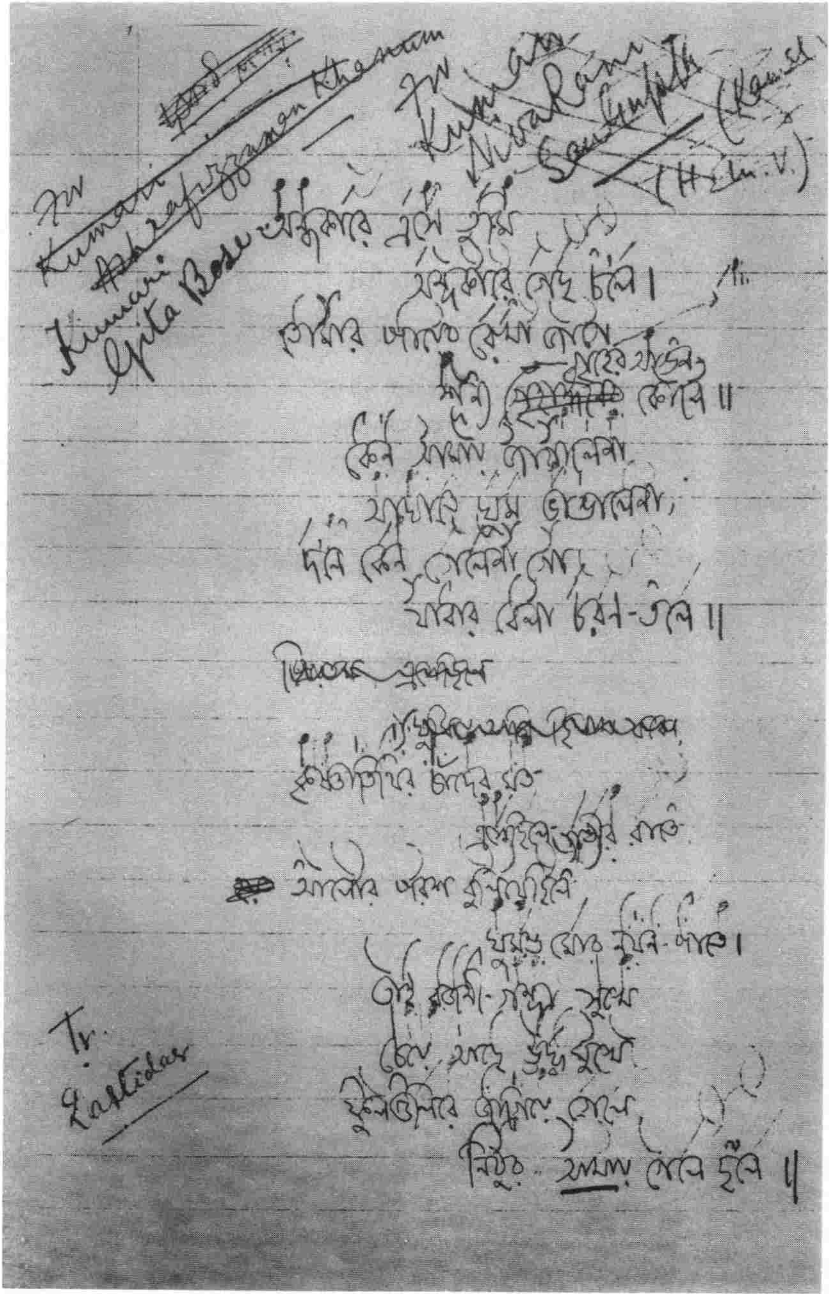

www.icsbook.info

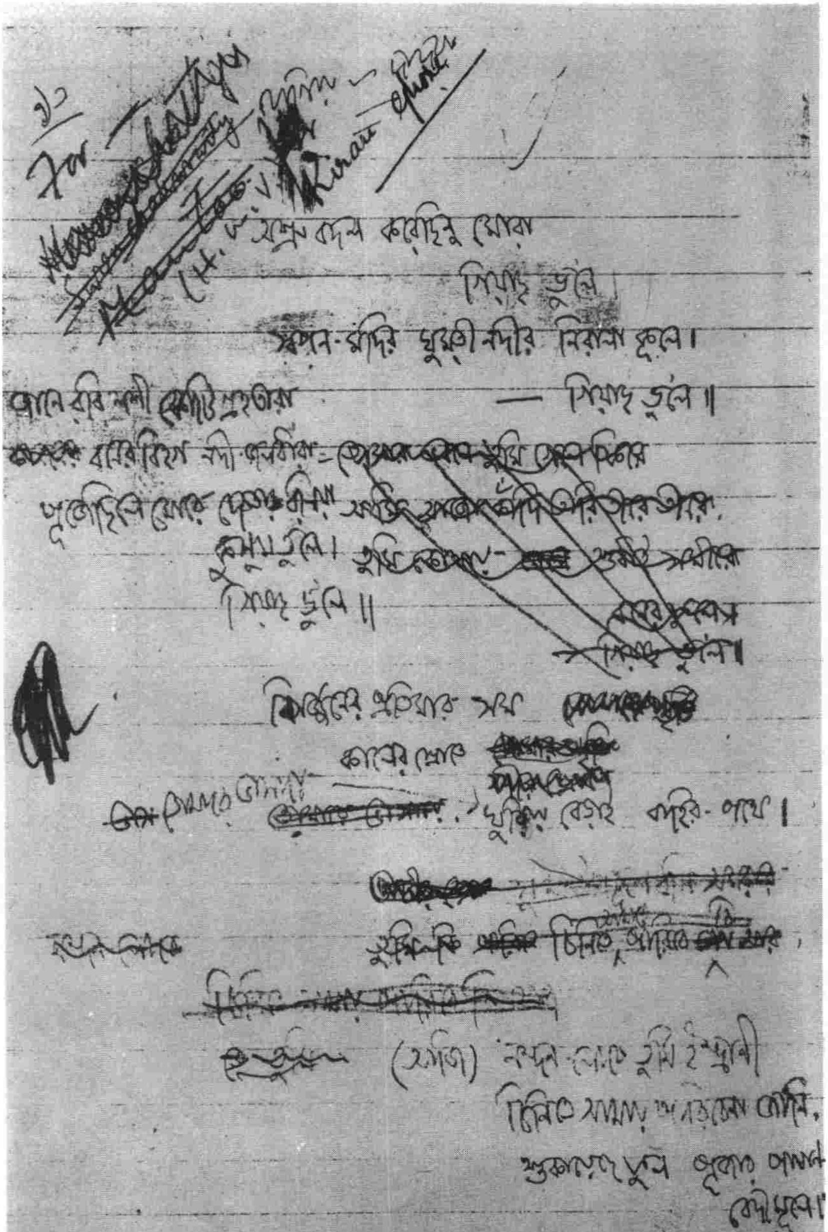

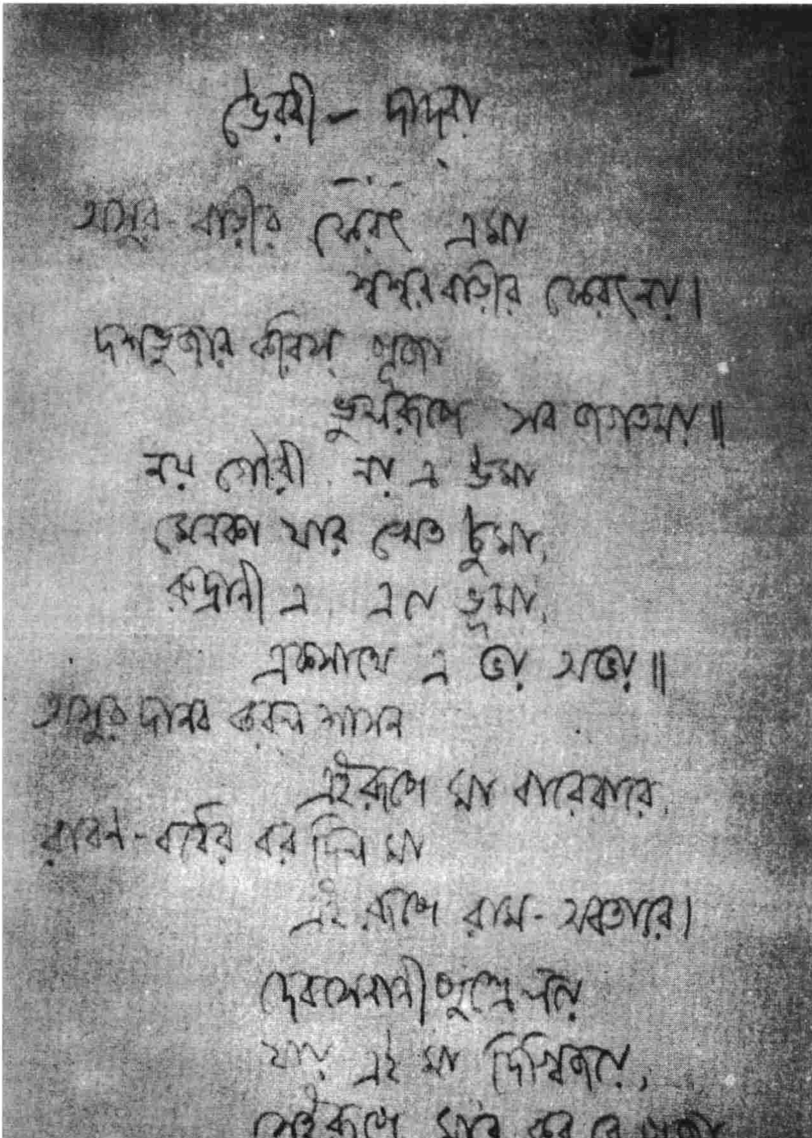
ভৈরবী — দাদ্‌রা

অসুর-বাড়ীর ফেরৎ এমা
শ্বশুরবাড়ীর ফেরৎ নয়।
দশভুজার কিসের পূজা
ভুবনরূপে সব জগৎময়॥
নয় গৌরী, নয় এ উমা
মেনকা যার খেত চুমা,
রুদ্রাণী এ, এল ভূমা,
একসাথে এ ভয় অভয়॥
অসুর দানব করলে শাসন
এইরূপে মা বারেবার,
রাবণ-বধের বর দিলি মা
এই রূপে রাম-অবতার।
দেবসেনানী তুলে নিল
যায় এই মা দিগ্বিজয়ে,
সেইরূপে মা'র কর রে পূজা
ভারতে ফের আসবে জয়॥

www.icsbook.info

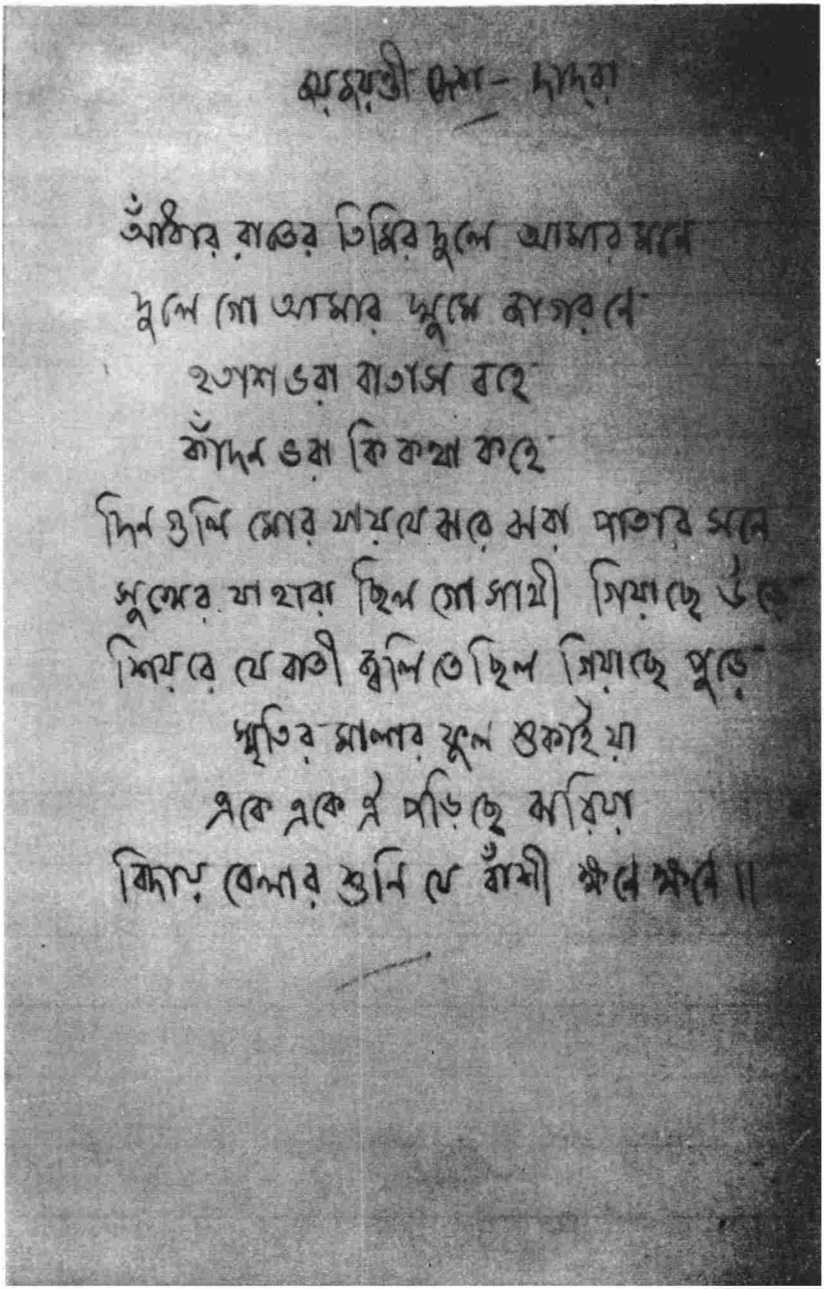

জয়জয়ন্তী মিশ্র – দাদ্‌রা

আঁধার রাতের তিমির দুলে আমার মনে
দুলে গো আমার দুখে জাগরণে
হুতাশ ভরা বাতাস বহে
কাঁদন ভরা কি কথা কহে
দিনগুলি মোর যায় যে ঝরে ঝরা পাতার সনে
সুখের যাহারা ছিল গো সাথী গিয়াছে উড়ে
শিয়রে যে বাতী জ্বলিতেছিল গিয়াছে পুড়ে
স্মৃতির মালার ফুল শুকাইয়া
একে একে ঐ পড়িছে ঝরিয়া
বিদায় বেলার শুনি যে বাঁশী ক্ষণে ক্ষণে ॥

www.icsbook.info

৪/ গান

আজ গানে গানে ঢাক্‌ব আমার গভীর অভিমান।
আজ কাঁটার ঘায়ে কুসুম (ফুটবে (তোমার মোর প্রাণ ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

২। গান গেয়ে মোর কাটবে বেলা,
১। ভুলতে তোমার অবহেলা
৩। আঘাতে যত হানবে বীণায় উঠবে তত গান ॥

ছিঁড়লে যে ফুল মনের ভুলে
গাঁথব মালা সেই সে ফুলে.

[illegible]

আসবে তোমার বন্ধু যখন . করব তারে দান ॥

[illegible]
[illegible]

অসীম রোদন মনের চিতে
[illegible] সাঁঝ দুলে দুলে

[illegible]
সেই রোদনে গানের প্রিয়া [illegible] গান ॥

www.icsbook.info

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কথায় কথায় মিলায়ে মিল
কবি রে তোর ভরল কি দিল?
শূন্য হিয়া শূন্য নিখিল [illegible]
মিল মেলে না প্রাণ ॥

নজরুল ইসলাম

২১-৬-৩১
দার্জিলিং
রবিবার – সন্ধ্যা

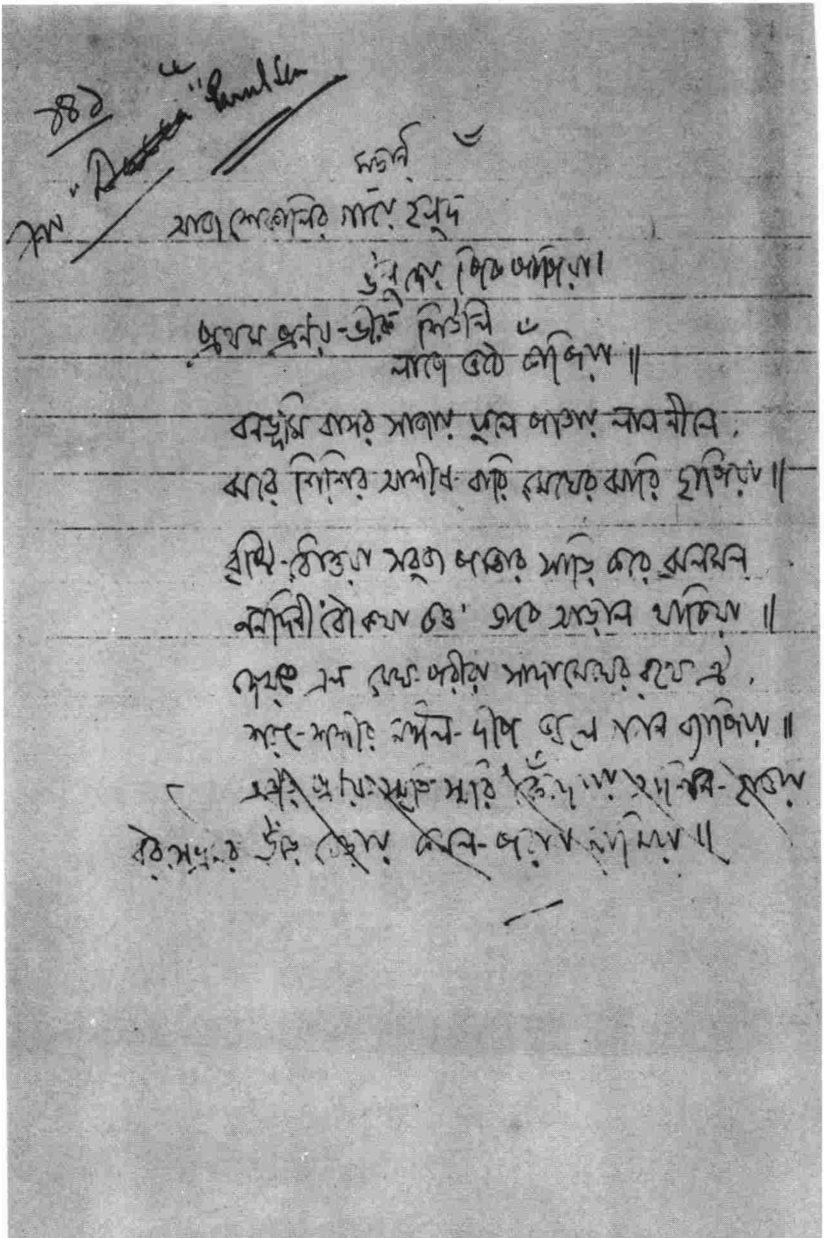

www.icsbook.info

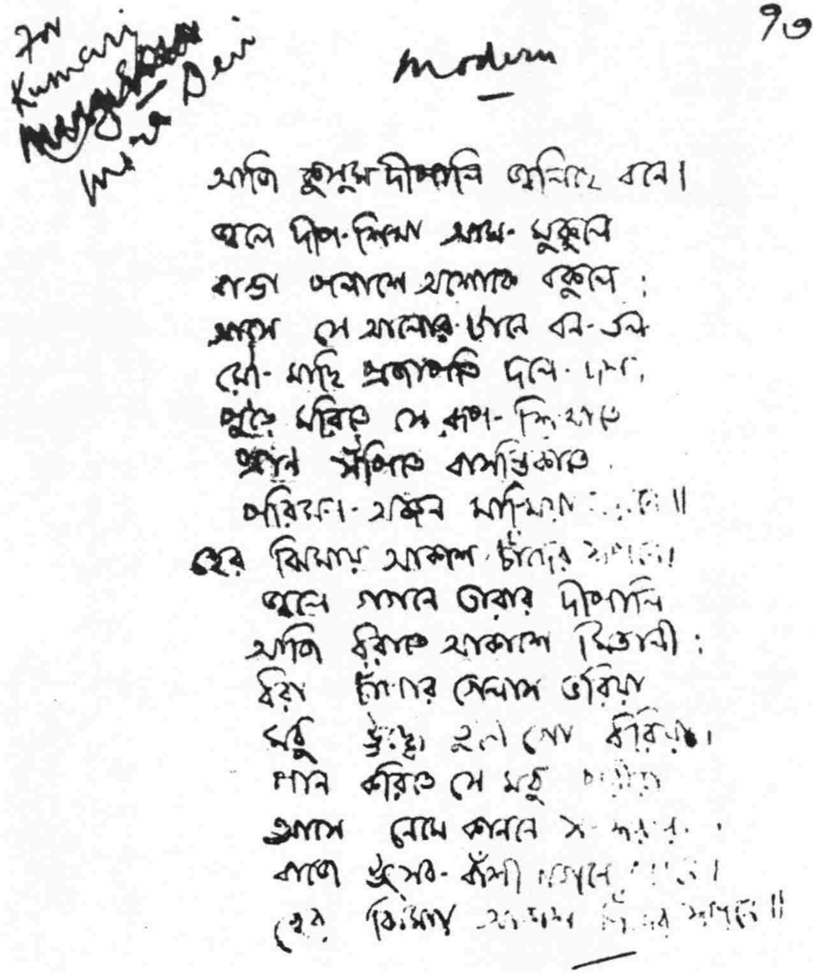
For Kumari Mira Devi

৭৩

Modern

আজি কুসুম-দীপালি জ্বলিছে বনে।
জ্বলে দীপ-শিখা আম-মুকুলে
রাঙা পলাশে অশোক বকুলে:
আসে সে আলোর উৎসবে বন-জন
মৌ-মাছি প্রজাপতি দলে-[illegible],
পুড়ে মরিতে সে রূপ-[illegible]
প্রাণ সঁপিতে বাসন্তিকার
পরিমল-অঞ্চল [illegible] ॥
হের ঝিমায় আকাশ চাঁদের [illegible]।
জ্বলে গগনে তারার দীপালি
আজি বিরহে আকাশে [illegible]:
দিয়া চাঁদের পেয়ালা ভরিয়া
মধু [illegible] [illegible]।
পান করিতে সে মধু [illegible]
আসে নেমে কাননে [illegible]
বাজে উৎসব-বাঁশী [illegible]।
হের ঝিমায় [illegible] ॥

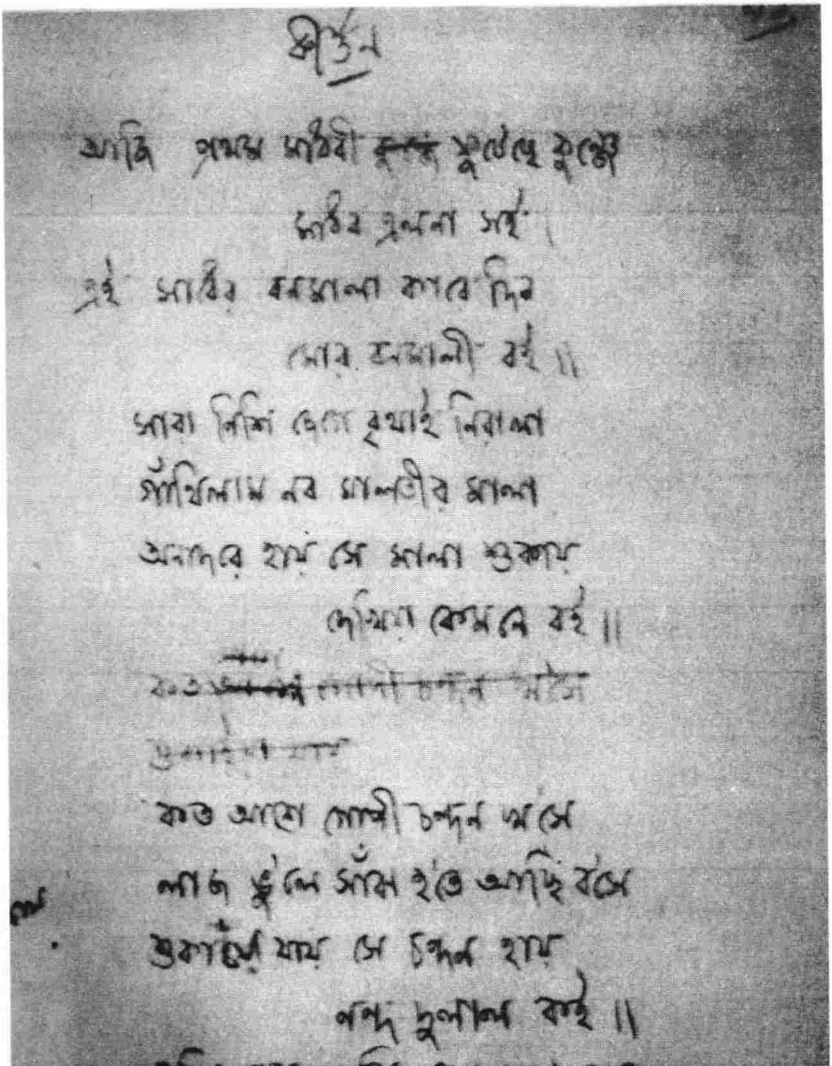

কীর্ত্তন

আজি প্রথম মাধবী ফুটেছে কুঞ্জে
মাধব মুকুল সই।
ওই মাধবীর বনমালা কারে দিব
মোর বনমালী কই॥
সারা নিশি জেগে বৃথাই নিরালা
গাঁথিলাম নব মালতীর মালা
অনাদরে হায় সে মালা শুকায়
দেখিয়া কেমনে রই॥
~~কত আশে গোপী চন্দন ঘসে~~
~~শুকাইয়া যায়~~
কত আশে গোপী চন্দন ঘসে
লাজ ভুলে সাঁঝ হতে আছি বসে
শুকায়ে যায় সে চন্দন হায়
নন্দ দুলাল কই॥
চলিলাম আমি যথা প্রাণ চায়,
প্রভাতে আসিলে মোর শ্যামরায়
বলিস্, আঁধারে হারাইয়া যায়
গেছে রাধা রসময়ী॥

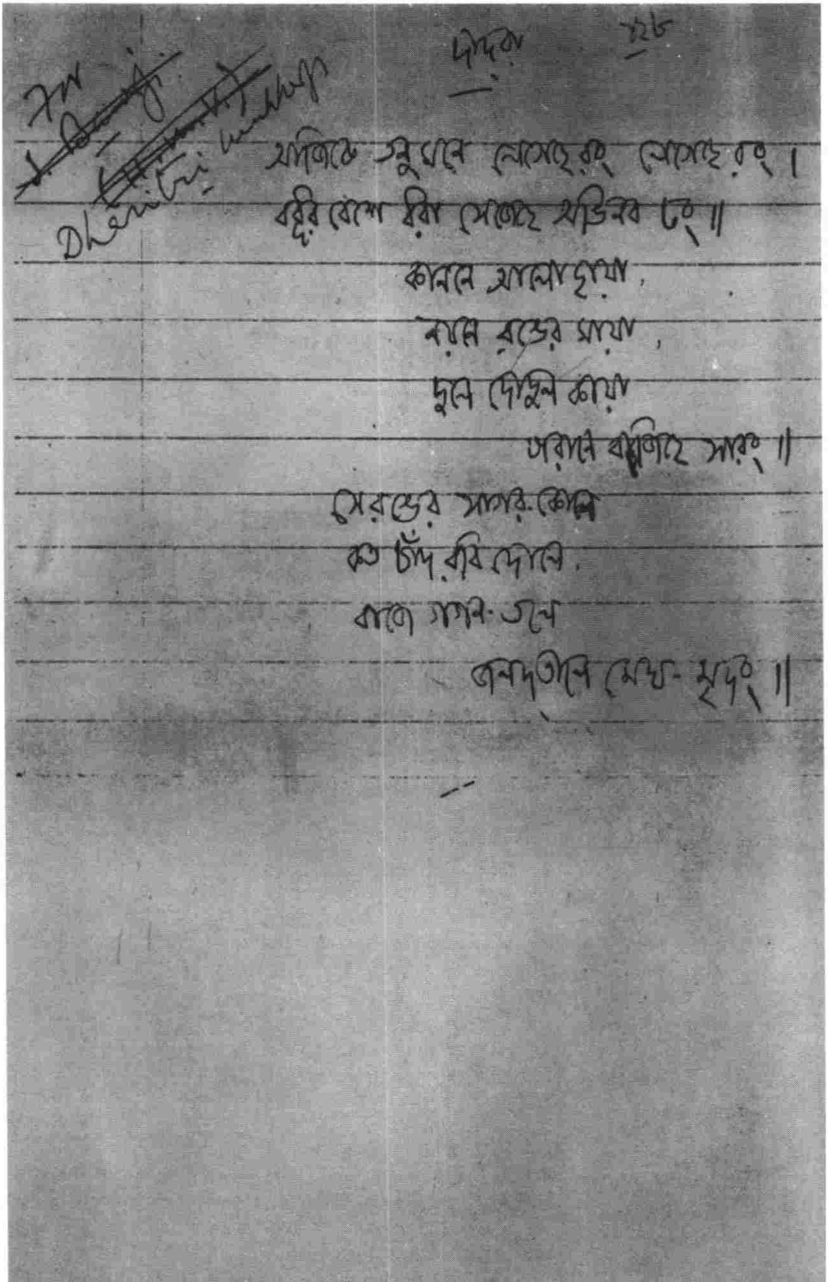

দাদরা ১২৮

আজিকে তনু মনে লেগেছে রং লেগেছে রং।
বহুরূপী বেশে ধরা সেজেছে অভিনব ঢং॥
কাননে আলো ছায়া,
নয়নে রঙের মায়া,
দুলে দোদুল কায়া
পরানে বাজিছে সারং॥
সে রঙের সাগর-কোলে
কত চাঁদ রবি দোলে,
বাজে গগন-তলে
জলদ তালে মেঘ-মৃদং॥

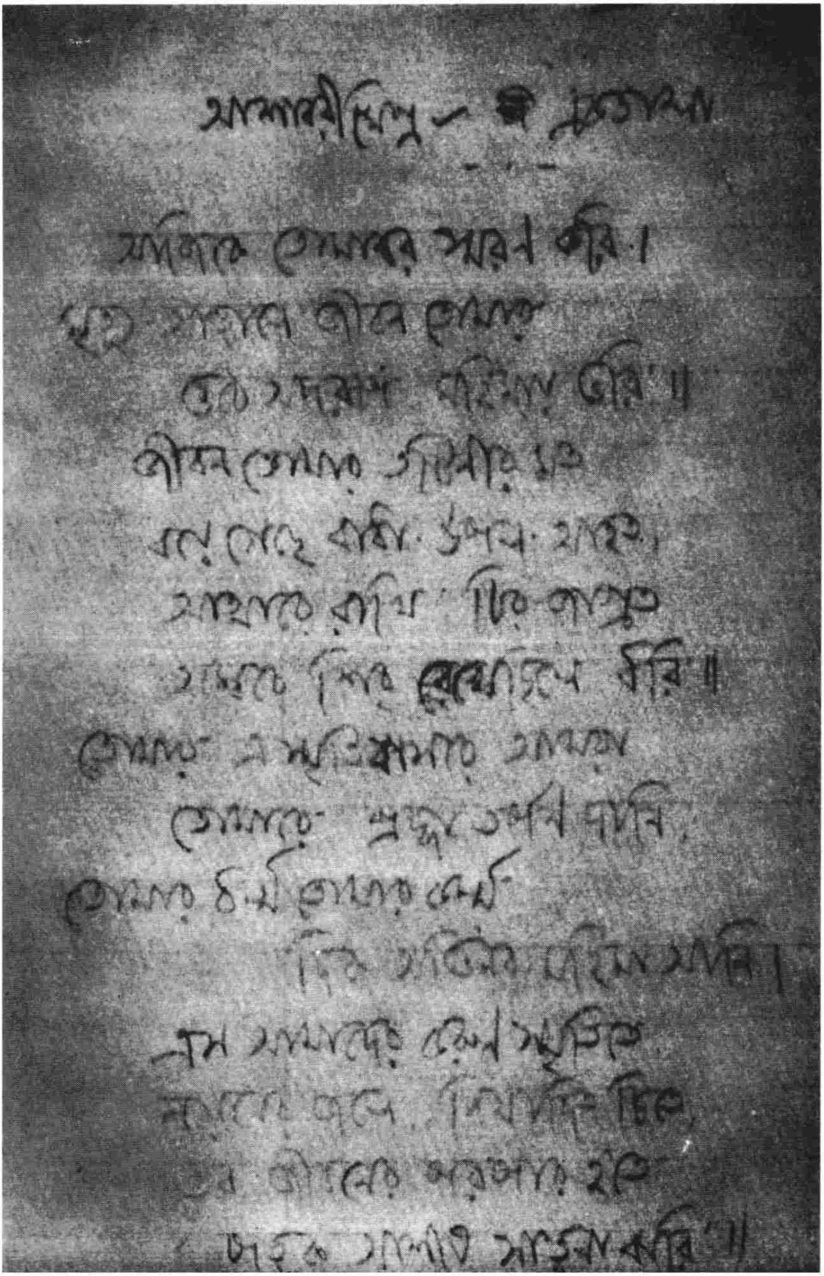
আজিকে তোমারে স্মরণ করি।

For Kamal Gupta

20

"ভৈরবী"

আধো-আধো বোল
লাজে বাধো-বাধো বোল —
বলো কানে কানে।
যে কথাটি আধো রাতে
মনে লাগায় দোল —
বলো কানে কানে॥
যে কথার কলি সখি আজও ফুটিবনা
শরমে মরমে আজও দোলে আনমনা,
যে কথাটি ঢেকে রাখে বুকের আঁচল —
বলো কানে কানে॥
যে কথা লুকায়ে থাকে লাজ-নত চোখে
না বলিতে যে কথাটি জানাজানি লোকে
যে কথাটি ধরে রাখে অধরের কোল —
দুলিয়ে তোলো নিরালায় ~~বলো কানে কানে॥ [illegible]~~
যে কথাটি বলিতে চাও বেণী ছুঁয়ার ছলে
যে কথা দেয় বলে তব তনু-[illegible]
যে কথাটি বলিতে সই গালে পড়ে টোল —
বলো কানে কানে॥

www.icsbook.info

For Ascharyamay…

হোরী

৭

আনন্দ-দুলালী ব্রজ-বালার সনে
নন্দ-দুলাল খেলে হোলি।
রঙের মাতন লেগে যেন শ্যামল মেঘে
খেলিছে রাঙা বিজলি॥
রাঙা মুঠি-ভরা রাঙা আবীর-রেণু
রাঙিল পীতধড়া শিখি-পাখা বেণু
রাঙিল শাড়ি কাঁচলি॥
লচকিয়া নাচে মুচকিয়া হাসে
মারে আবীর পিচকারি,
চাঁদের হাট তোরা দেখে যা রে দেখে যা
রঙে মাতোয়ালা নর নারী।
পিয়ায় পিয়ায় সুরার শিহরণ
রাধে আধো পড়ে ঢলি॥

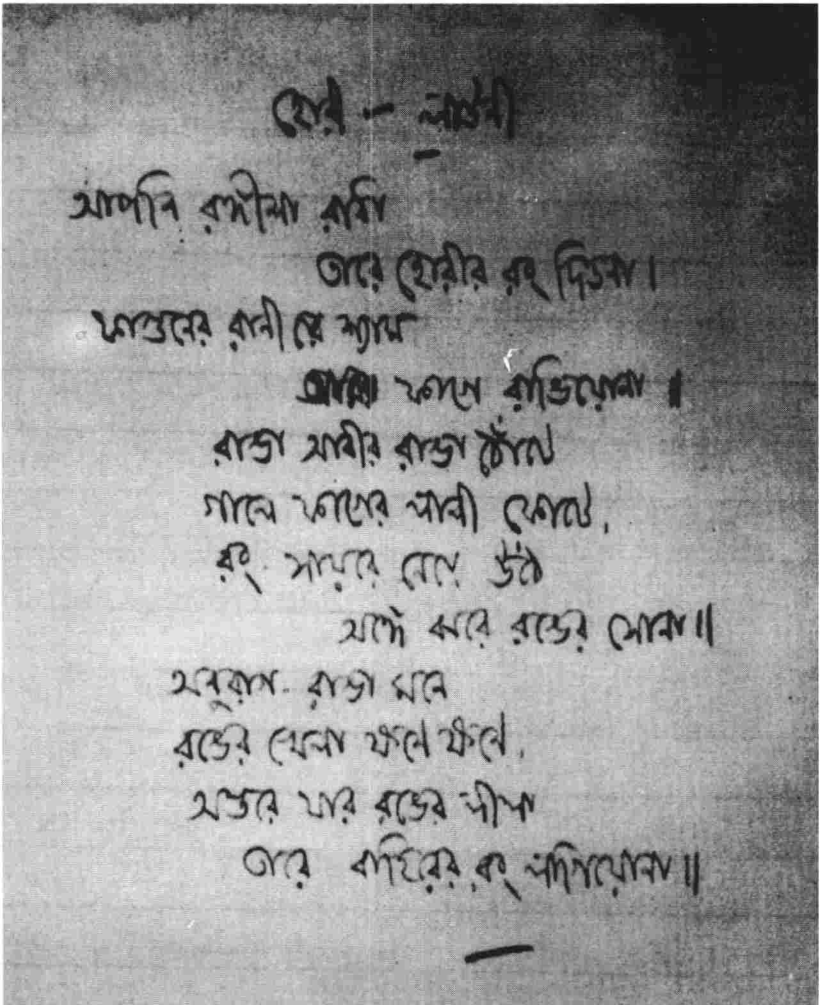

হোরী — লাউনী

আপনি রঙীলা রাধা
তারে হোরীর রং দিও না।
ফাগুনের রানী রে শ্যাম
আর ফাগে রাঙিয়ো না॥
রাঙা শাড়ীর রাঙা আঁচলে
গালে ফাগের লালী খেলে,
রং সাগরে নেয়ে উঠে
আছে ভরে রঙের সোনা॥
অনুরাগ-রাঙা মনে
রঙের খেলা খনে খনে,
অন্তরে যার রঙের লীলা
তারে বাহিরের রং লাগিয়ো না॥

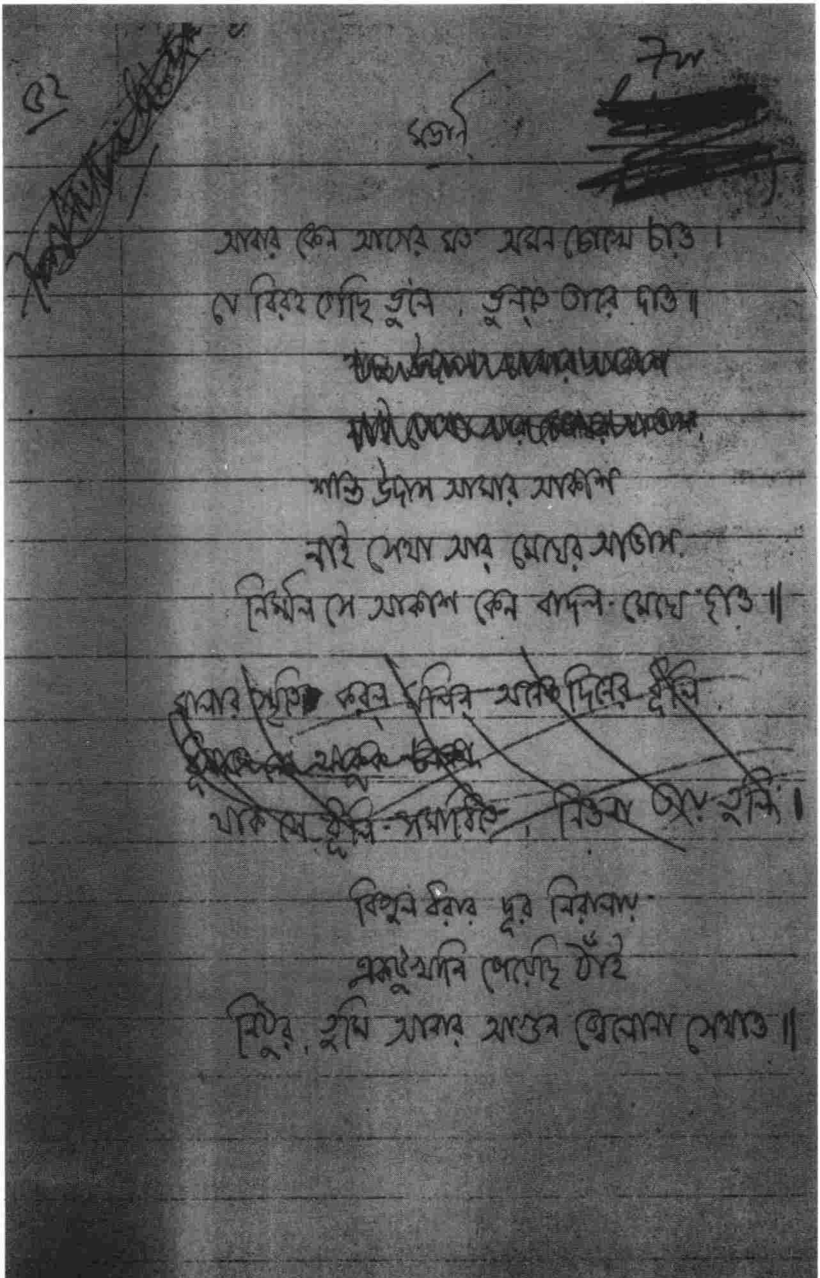

www.icsbook.info

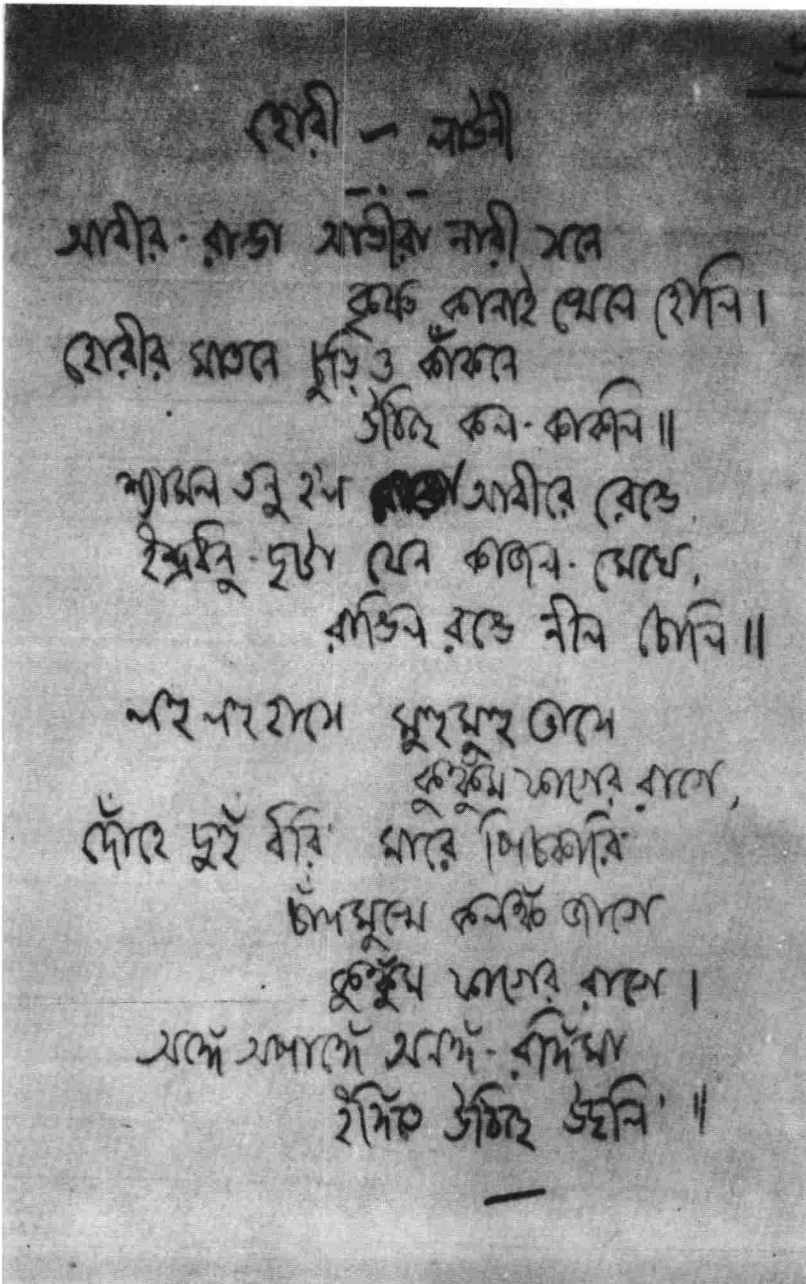

৬

হোরী — কাফী

আবীর-রাঙা আভীরা নারী সনে
কৃষ্ণ কানাই খেলে হোলি।
হোরীর মাতনে চুড়ি ও কাঁকনে
উঠিছে কল-কাকলি॥
শ্যামল তনু হল আবীরে রেঙে
ইন্দ্রধনু-ছটা যেন কাজল-মেঘে,
রাঙিল রঙে নীল চোলি॥
লহ লহ হাসে মুহু মুহু ভাসে
কুঙ্কুম ফাগের রাগে,
দোঁহে দুহুঁ ঘিরি মারে পিচকারি
চাঁদমুখে কলঙ্ক জাগে
কুঙ্কুম ফাগের রাগে।
অঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গ-রঙ্গিমা
ইঙ্গিতে উঠিছে উছলি॥

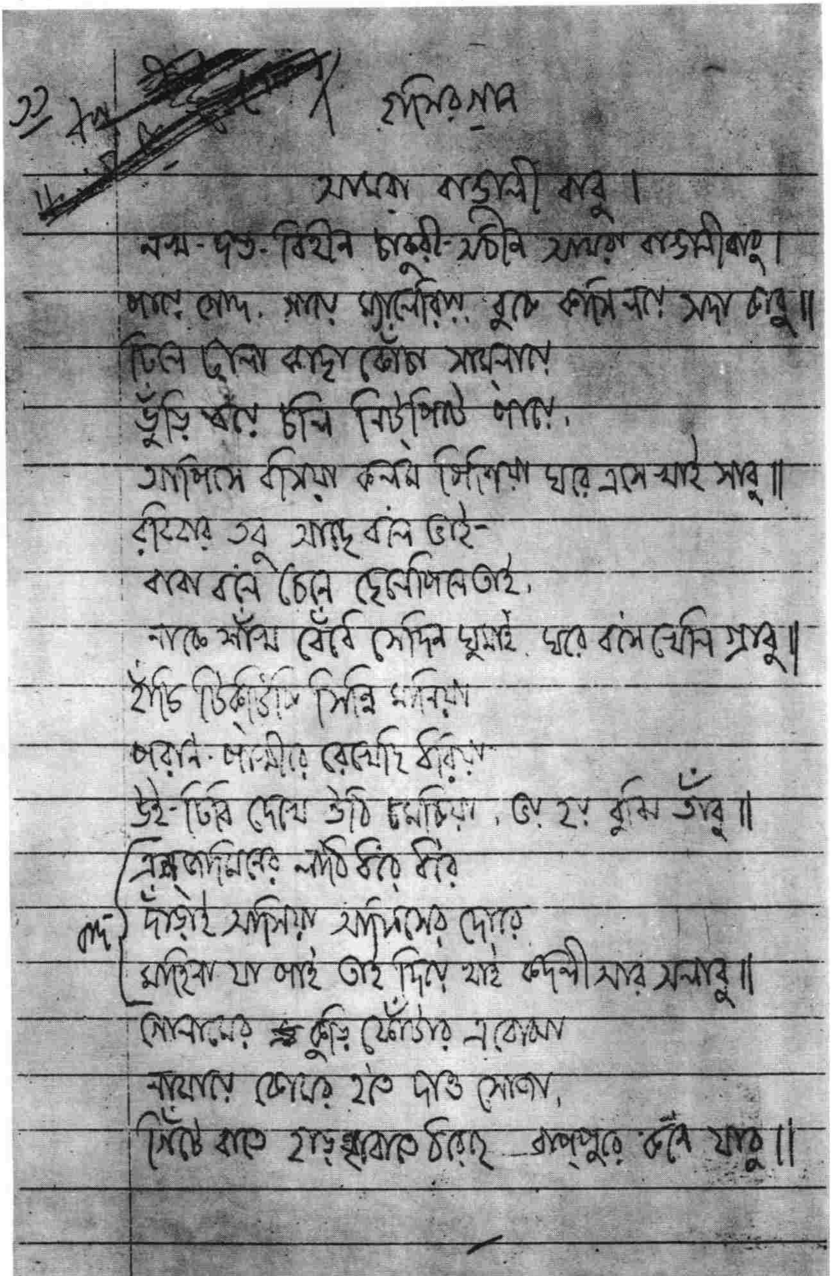
২২
হাসির গান
আমরা বাঙালী বাবু।
নস্য-দন্ত-বিহীন চাকুরী-অধীন আমরা বাঙালীবাবু।
পায়ে গোদ, মাথায় ম্যালেরিয়া, বুকে কাসি নিয়ে সদা কাবু॥
ঢিলে ঢোলা কাছা কোঁচা সামলায়ে
ভুঁড়ি থুয়ে চলি নিট্‌পিট পায়ে,
আপিসে বসিয়া কলম পিষিয়া ঘরে এসে খাই সাবু॥
রবিবার তবু আছে বলি তাই—
বাবা বলে চেনে ছেলেপিলে তাই,
নাকে শাঁখ বেঁধে সেদিন ঘুমাই, ঘরে বসে খেলি গ্রাবু॥
হাঁচি টিকটিকি সিন্নি মানিয়া
পরাণ-পাখীরে রেখেছি ধরিয়া
উই-টিকি দেখে উঠি চমকিয়া, ভয় হয় বুঝি ডাঁবু॥
ইংরাজদিগের লাথি খেয়ে খেয়ে
দাঁড়াই আসিয়া আপিসের দোরে
মাহিনা যা পাই তাই দিয়ে খাই খেঁদী আর মদনাবু॥
সোনামের কুরি ফোঁটার এ কেমন
নায়রে জোরে হতে দাও সোজা,
পিঠে বাতে হাড় ভাঙে চিরে বাপ্পুরে চলে যাবু॥

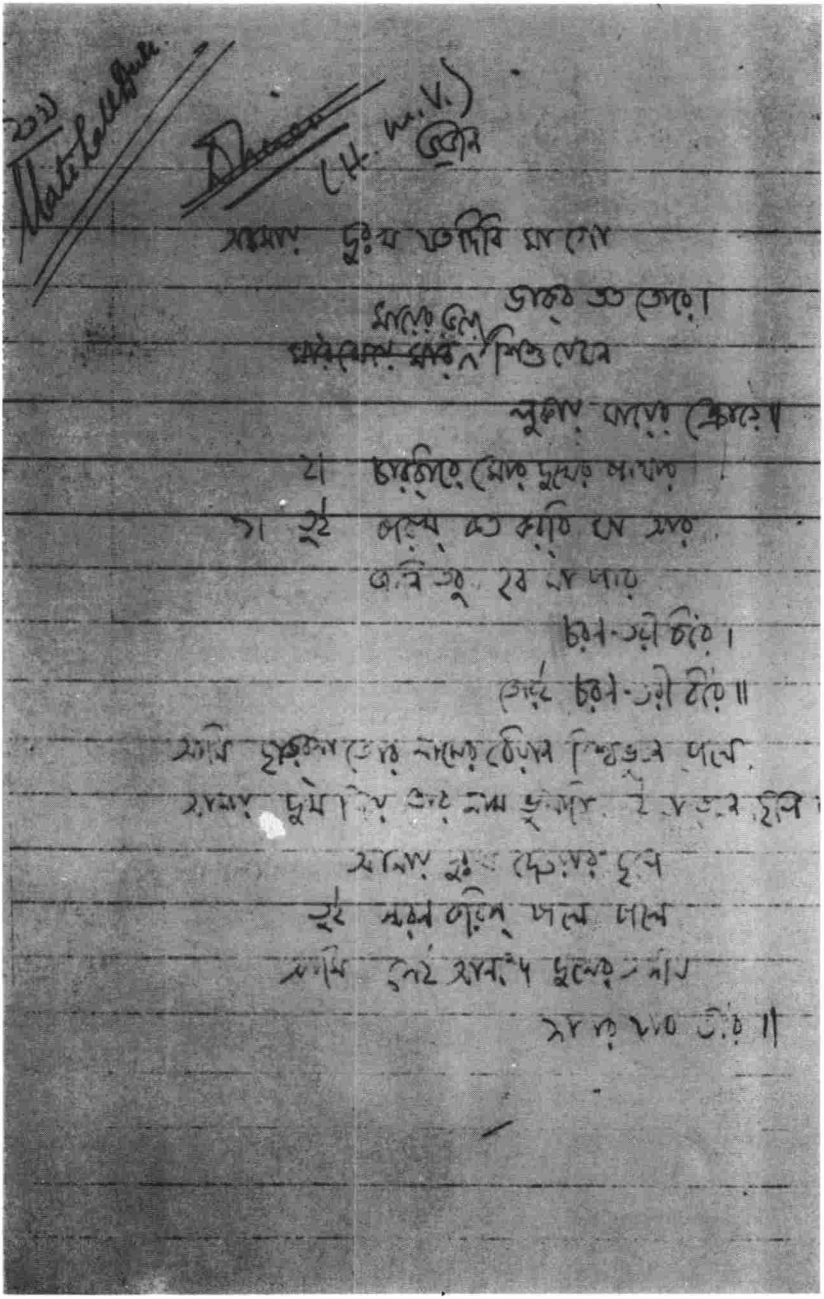

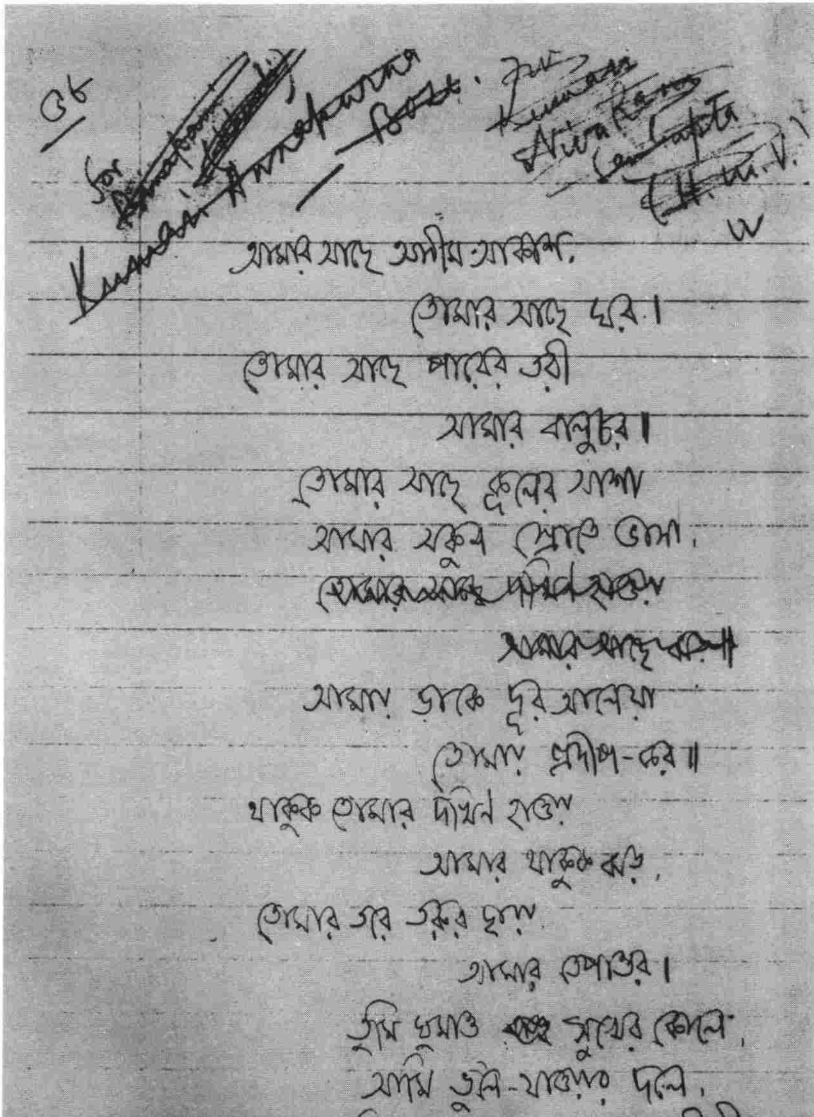

৩৮

আমার আছে অসীম আকাশ,
তোমার আছে ঘর।
তোমার আছে পারের তরী
আমার বালুচর।
তোমার আছে কূলের আশা
আমার অকূল স্রোতে ভাসা।
তোমার আছে দখিন হাওয়া
আমার আছে ঝড়।
আমায় ডাকে দূর আলেয়া
তোমায় প্রদীপ-কর॥
থাকুক তোমার দখিন হাওয়া
আমার থাকুক ঝড়,
তোমার তরে তরুর ছায়া
আমার রোদ্দুর।
তুমি ঘুমাও সুখের কোলে,
আমি ভুলি-যাওয়ার দলে,
হারিয়ে তোমায় মোর ধরণী
হ'ল বিপুলতর॥

www.icsbook.info

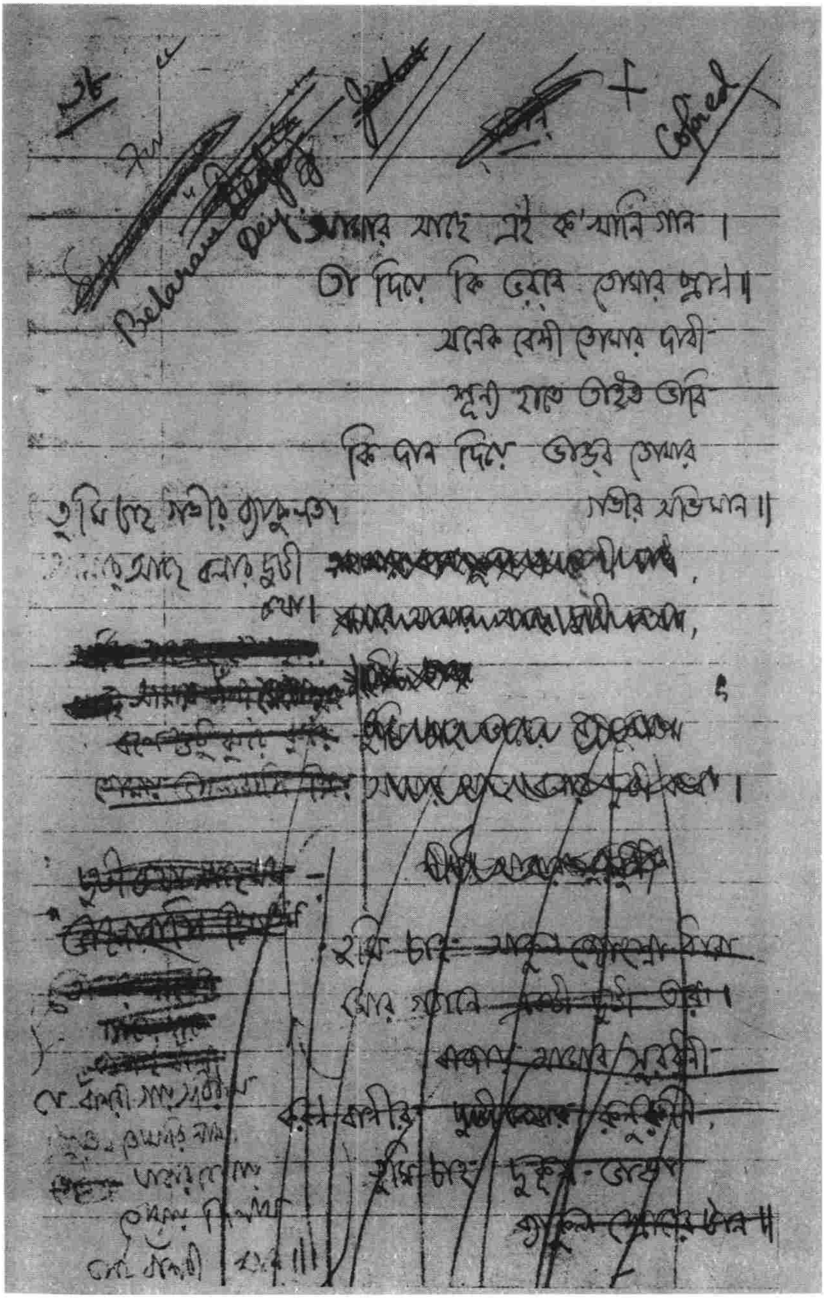
আমার আছে এই ক'খানি গান।
তা দিয়ে কি ভরবে তোমার প্রাণ॥
অনেক বেশী তোমার দাবী
শূন্য হাতে তাইত ভাবি
কি দান দিয়ে ভাঙ্গব তোমার
গভীর অভিমান॥

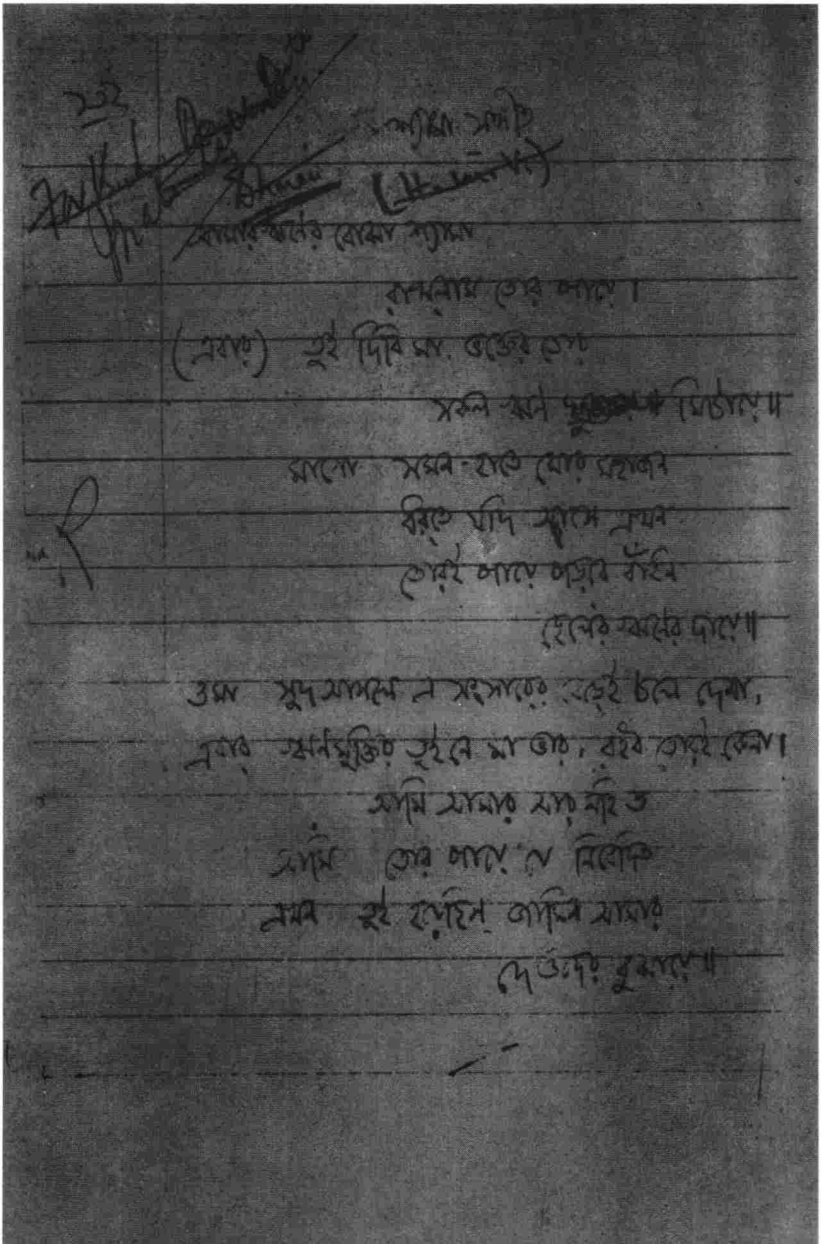

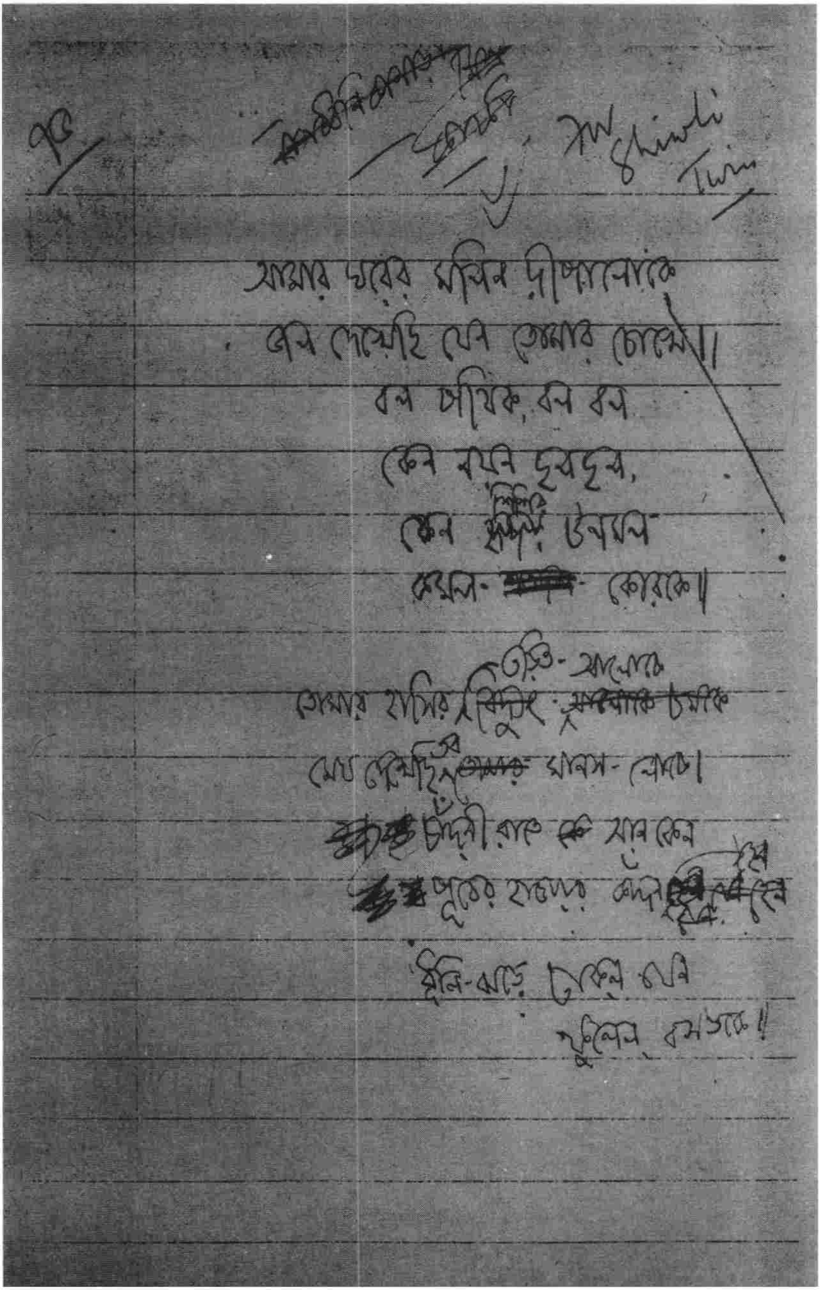

আমার ঘরের মলিন দীপালোকে
জল দেখেছি যেন তোমার চোখে ॥
বন পথিক, বল বল
কেন নয়ন ছলছল,
কেন শিশির টলমল
কমল- কোরকে ॥
তোমার হাসির বিজুরি তড়িত-আলোকে
মেঘ দেখেছি অন্তর মানস-লোকে।
চাঁদনী রাতে কে যায় কেন
পুবের হাওয়ায় কেঁদে
ঝিলি-ঝরে টলে যেন
ফুলের বসন্তে ॥

হায় Harindra

৭৫

কীঃ.ক

আমার ঠনঠনিয়ার চটি।

হায় যাত্রা শুনতে কাহার সাথে গেলি তুই পালটি (রে)॥
হায় মোর শ্রীচরণ-ভরসা গেলি কাহার পায়ে গলে,
তুই দু বছর পায় ছিলি, তোরে জানতাম সতী বলে,
তুই কাহার গোদা চরণ দেখে গেলি শেষে পটি॥
তোরে নিয়ে গেছেন যিনি তাঁর চটি যায় রেংলি-
এ চটি ত নয় কাম-চাটিতং আছেন বদন মেলি (সদাই)
যেন অষ্টাবক্র বেঁকে গেছেন ঠিক হাঁসা-বটী॥
ওরে চামড়া এত লেগেছিল সোনে একটা গরুর
তাঁর পায়ের মাপে মনে হয় সে ওই রাবণের গুরুর
এক পায়ে দিয়ে এক পা চলতে তিন পা পিছু হটি॥
চটি কেন তোরে রাখিনিকো বগল-দাবা করে,
বুঝি এখন সে ফাটিয়ে তোরে ফেলেছে পা ভরে,
শেষে আস্তাকুঁড়ে দেবে ফেলে হয়ত চুটি মাটি॥
আমি ভাবি এ তাঁর পায়ের জুতা, না তাঁর গায়ের নিমা,
ওরে আমার চটির পাশে ইনি ঠিক যেন দিদিমা
ওরে চটিরে তোর দিদি হলেও চলে জোড়ামটি॥
তুই চট্টোপাধ্যায়ে আগে চলে যা — [illegible] চটি॥

Mrinal

Modern

আমারে- দেওয়া ব্যথা ভোলো, ভোলো।
আজ যে যাবার সময় হোলো॥
নিভবে যখন আমার বাতি
আসবে তোমার নূতন সাথী,
আমার কথা তারে বোলো॥
ব্যথা-দেওয়ার ব্যথা
জানি আমি, জানে দেবতা।
জানিলে না কি অভিমান
করেছে হায় আমায় পাষাণ,
দাও যেতে দাও, দুয়ার খোলো॥

—

৭১

ইমন

গজল

আমার নয়নে নয়ন রাখি
পান করিতে চাও কোন্ হাসি।
আছে এ আঁখিতে উছল আঁখি-জল
সুধা নাই [illegible]-বিষ॥
ওগো ও শিল্পী, গড়াইয়া মোরে
গড়িতে চাহ কোন মানস-প্রতিমারে
ওগো পূজারী, কেন এ আরতি
জাগাও আমার-প্রণয়-দেবতারে।
এ দেহ-ছায়াতে [illegible]
ওগো প্রেমানন্দে পিও গো পিও॥

www.icsbook.info

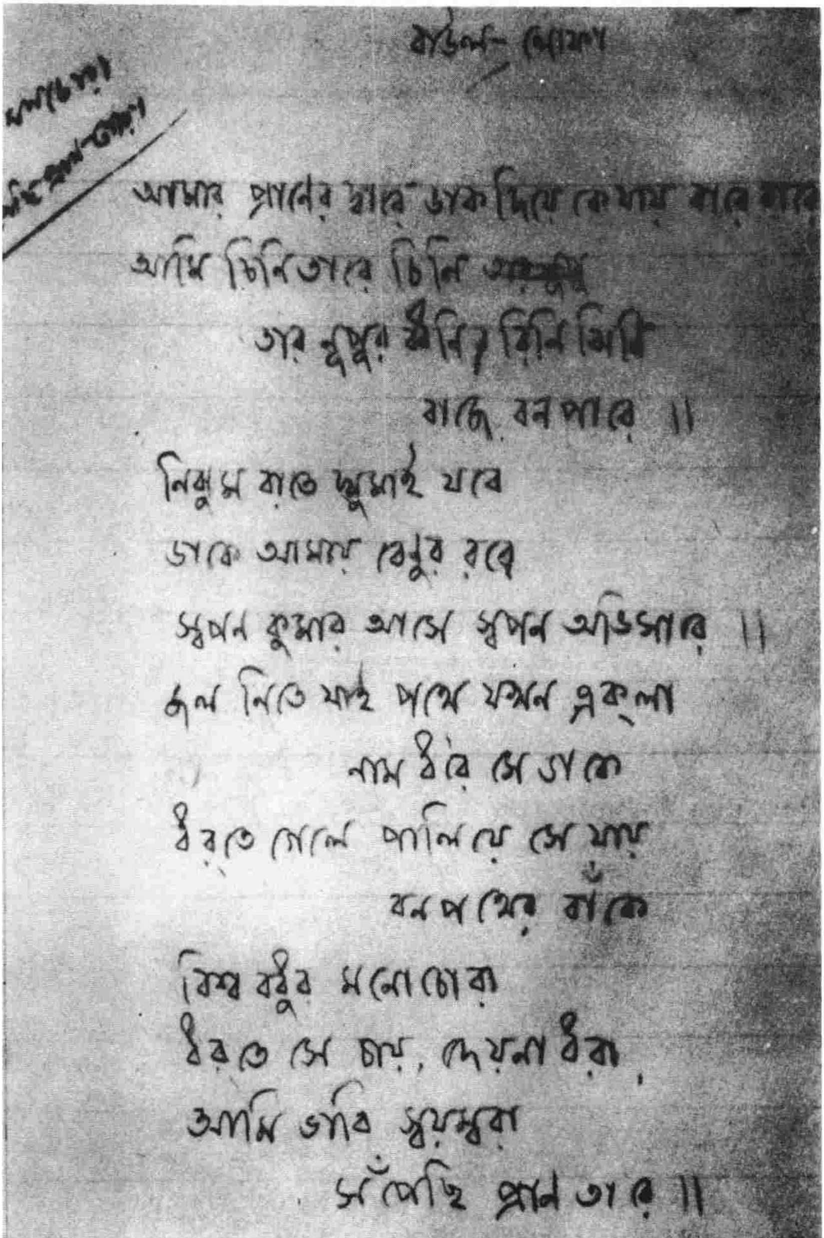

আমার প্রাণের দ্বারে ডাক দিয়ে কে যায় বারে বারে
আমি চিনি তারে চিনি
তার নূপুরে রিনিকি ঝিনি ঝিনি
বাজে বনপারে ॥
নিঝুম রাতে ঘুমাই যবে
ডাকে আমায় বেণুর রবে
স্বপন কুমার আসে স্বপন অভিসারে ॥
জল নিতে যাই পথে যখন একেলা
নাম ধরে সে ডাকে
ধরতে গেলে পালিয়ে সে যায়
বনপথের বাঁকে
বিশ্ব বঁধুর মনোচোরা
ধরতে সে চায়, দেয়না ধরা
আমি তারি স্বয়ম্বরা
সঁপেছি প্রাণ তারে ॥

www.icsbook.info

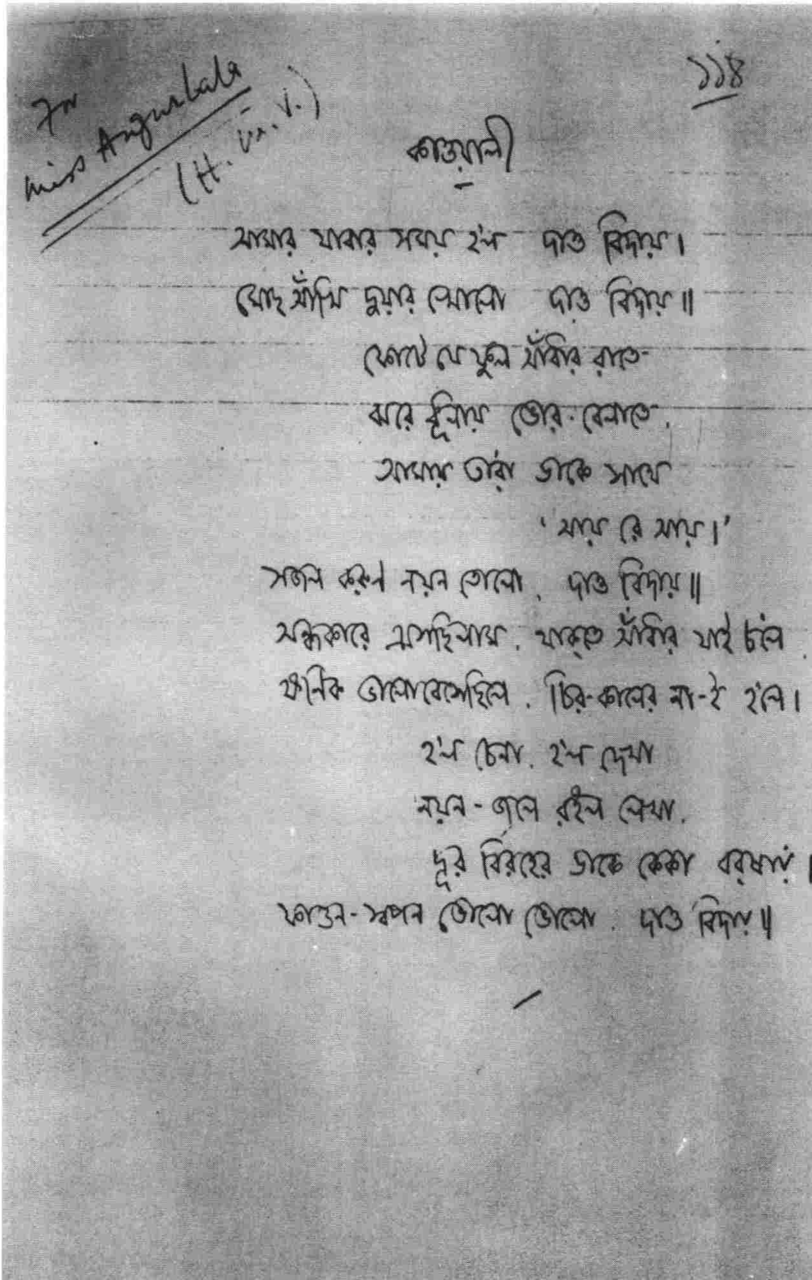
To Miss Angurbala (H. Vx. i.)

১১৪

কাওয়ালী

আমার যাবার সময় হ'ল দাও বিদায়।
মোছ আঁখি দুয়ার খোলো দাও বিদায়॥
ফোটে যে ফুল আঁধার রাতে
ঝরে ধূলায় ভোর-বেলাতে,
আমায় তারা ডাকে সাথে
'আয় রে আয়।'
সজল করুণ নয়ন তোলো, দাও বিদায়॥
অন্ধকারে এসেছিলাম, থাকতে আঁধার যাই চলে,
ক্ষণিক ভালোবেসেছিলে, চির-কালের নাই হ'লে।
হ'ল চেনা, হ'ল দেখা
নয়ন-জলে রইল লেখা,
দূর বিরহে ডাকে কেকা বরষায়।
ফাগুন-স্বপন ভোলো ভোলো, দাও বিদায়॥

www.icsbook.info

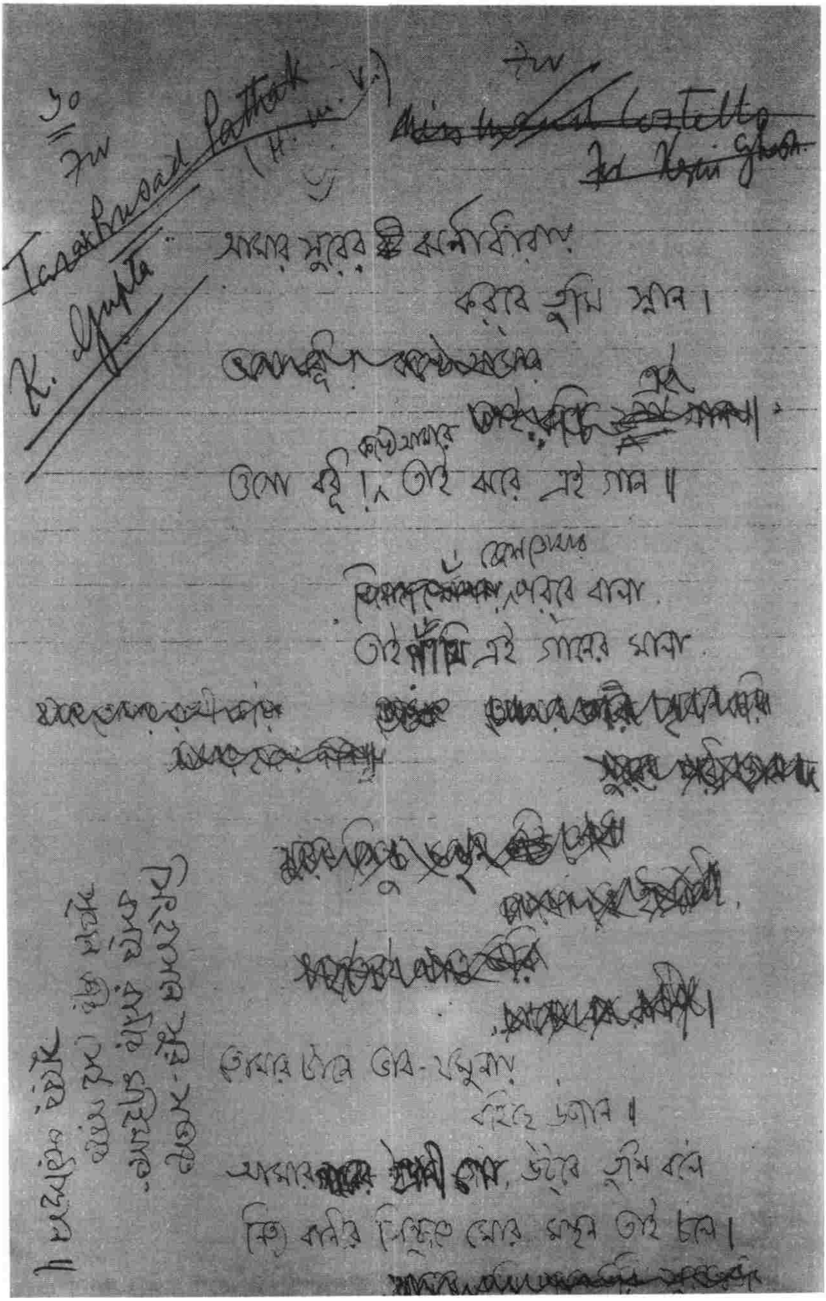
আমার সুরের ঝর্ণাধারায়
করবে তুমি স্নান।

www.icsbook.info

আমার হাতে কালি মুখে কালি।

আমার কালি-মাখা মুখ দেখে মা
পাড়ার লোকে হাসে খালি॥

মোর পড়ালেখা হ'লনা মা
'ম' দেখলেই ভাবি শ্যামা
'ক' দেখলেই নাচি, কালী ব'লে
দিয়ে করতালি॥

কালো আঁক দেখে মা ধারাপাতে
ধারা নামে আঁখি-পাতে।
মোর বর্ণ পরিচয় হ'লনা তোর বর্ণ বিনা কালি।

মা তুই যা লিখিস্ বনের পাতায়
সাগর-জলে আকাশ-খাতায়
আমি সে লেখা ত পড়তে পারি
(লোকে) মূর্খ ব'লে দিলো গালি॥

www.icsbook.info

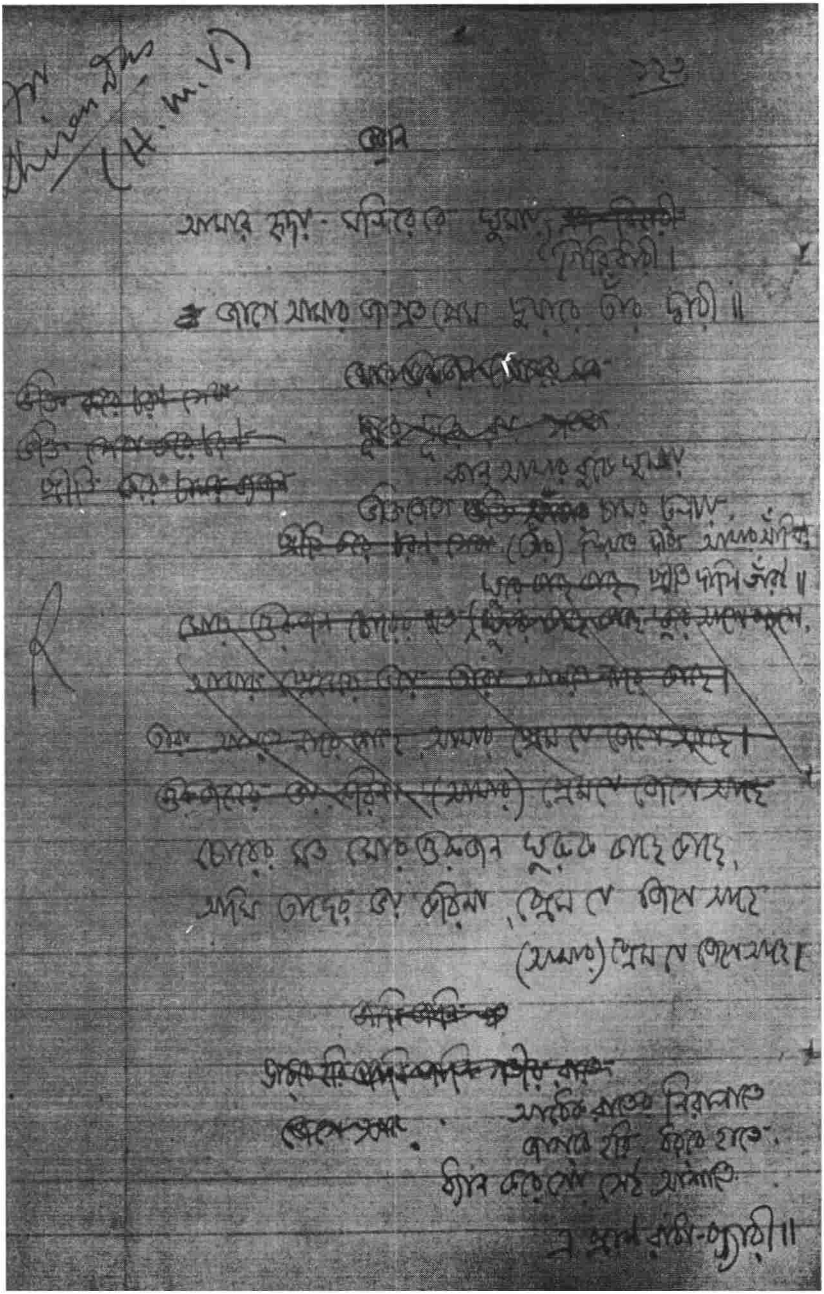
আমার হৃদয়-মন্দিরে রে ঘুমায় গিরিধারী।
জাগে আমার অতৃপ্ত প্রেম দুয়ারে তার দ্বারী॥
কানু আমার বুকে ঘুমায়
চামর ঢুলায়,
(তার) শিয়রে দীপ আমার আঁখি

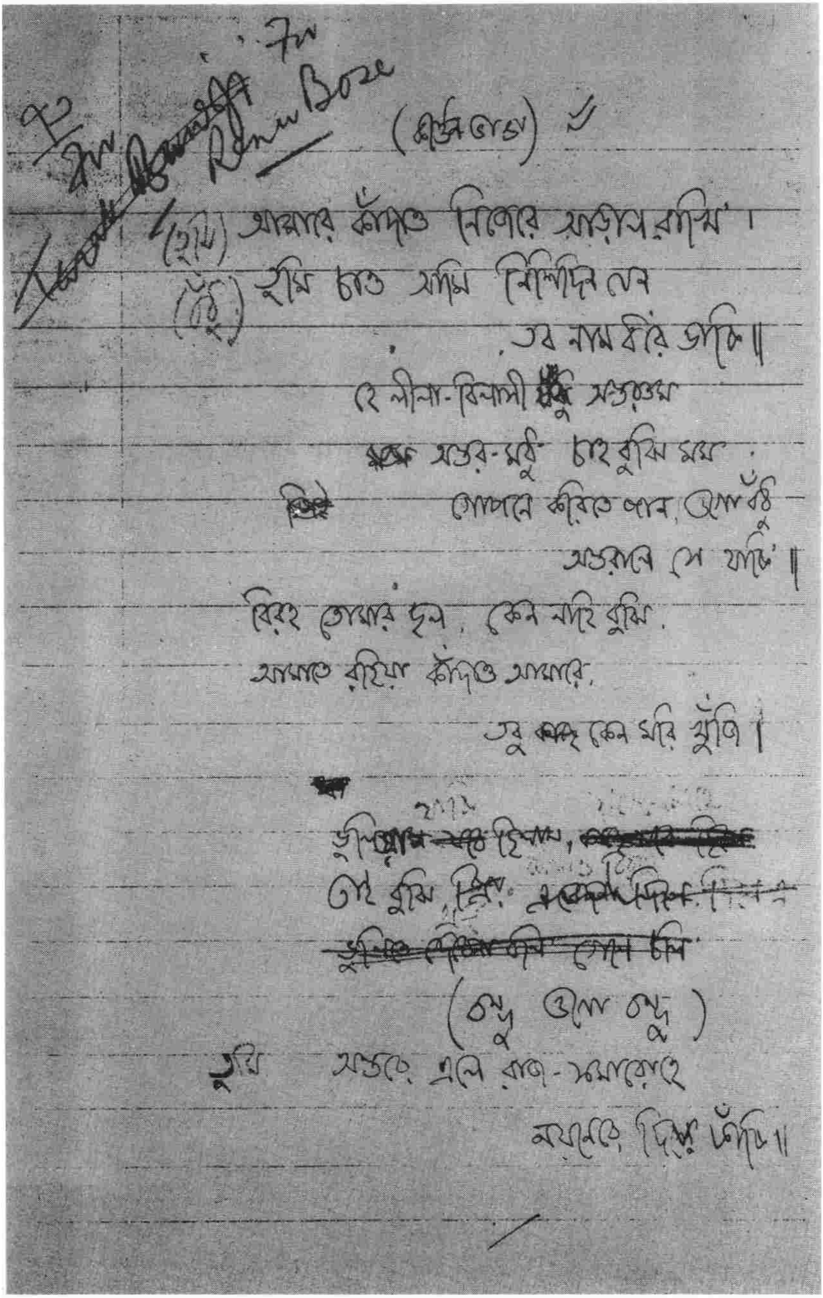

7w

Renu Bose

(মিশ্র ভৈরবী)

(তুমি) আমারে কাঁদাও নিজেরে আড়াল রাখি।
তুমি চাও যদি নিশিদিন নেহ
তব নাম ধরি ডাকি॥
হে লীলা-বিলাসী অন্তরতম
অন্তর-মধু চাহ বুঝি মম
গোপনে করিতে পান, তাই বঁধু
অন্তরালে সে থাকি॥
বিরহ তোমার ছল, কেন নাহি বুঝি,
আমাতে রহিয়া কাঁদাও আমারে,
তবু কেন মরি খুঁজি।

(অন্দু ওলে অন্দু)

তুমি অন্তরে এলে রাজ-সমারোহে
নয়নেরে দিয়ে ফাঁকি॥

www.icsbook.info

2/

গান

আমি অগ্নি-শিখা, মোরে বাসিয়া ভালো —
যদি চাও, তব অন্তরে প্রদীপ জ্বালো॥
মোর দাহন-জ্বালা রবে আমারি বুকে,
তব শিয়রে রাতে হবে রঙিন আলো॥

হবে তোমার প্রেমে নব উদয়-রবি,
আমি মুছিব প্রাণের তব বিষাদ কালো॥

সয়ে দাহি-দাহ, প্রিয়! করো না খেলা।
কবে লাগিবে আগুন, হায়, ভাঙিবে মেলা!

শেষে আমার মত কেন মরিবে জ্বলি,
তুমি মেঘের মায়া, শুধু সলিল ঢালো॥

মোরে আঁচলে ঢেকে তুমি বাঁচাতে যাবে
আজ তুমিই আবার আর নিভায়োনা গো॥

27-1-31
রবিবার-
সকালে

নজরুল ইসলাম

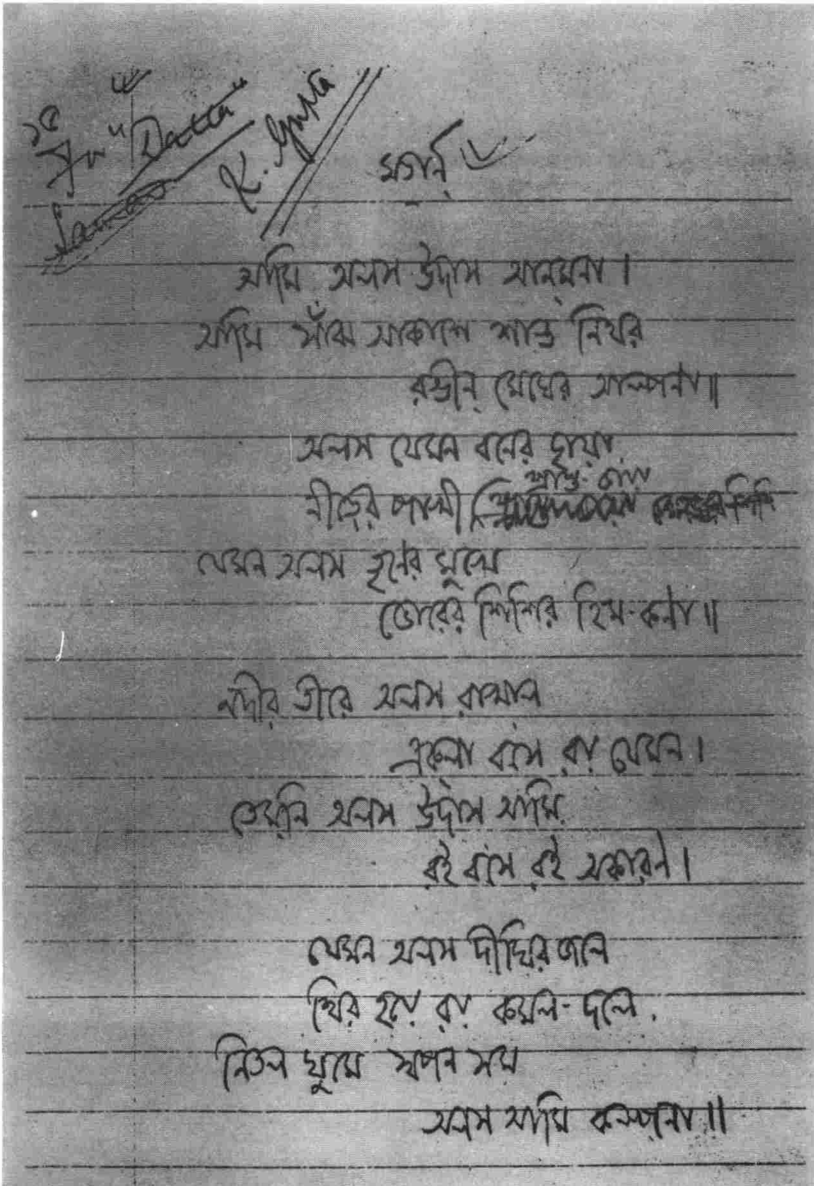
Dutta
K. Gupta
আমি অলস উদাস আন্‌মনা।
আমি সাঁঝ আকাশে শান্ত স্থির
রঙীন মেঘের আল্পনা॥
অলস যেমন বনের ছায়া,
নীড়ের পাখী শান্ত-চোখ
যেমন অলস ফুলের মুখে
ভোরের শিশির হিম-কণা॥
নদীর তীরে অলস বাতাস
এলো বসে রয় যেমন।
তেমনি অলস উদাস আমি
রই বসে রই অকারণে।
যেমন অলস দীঘির জলে
স্থির হয়ে রয় কমল-দলে.
নিতল ঘুমে স্বপন সম
অলস আমি কল্পনা॥

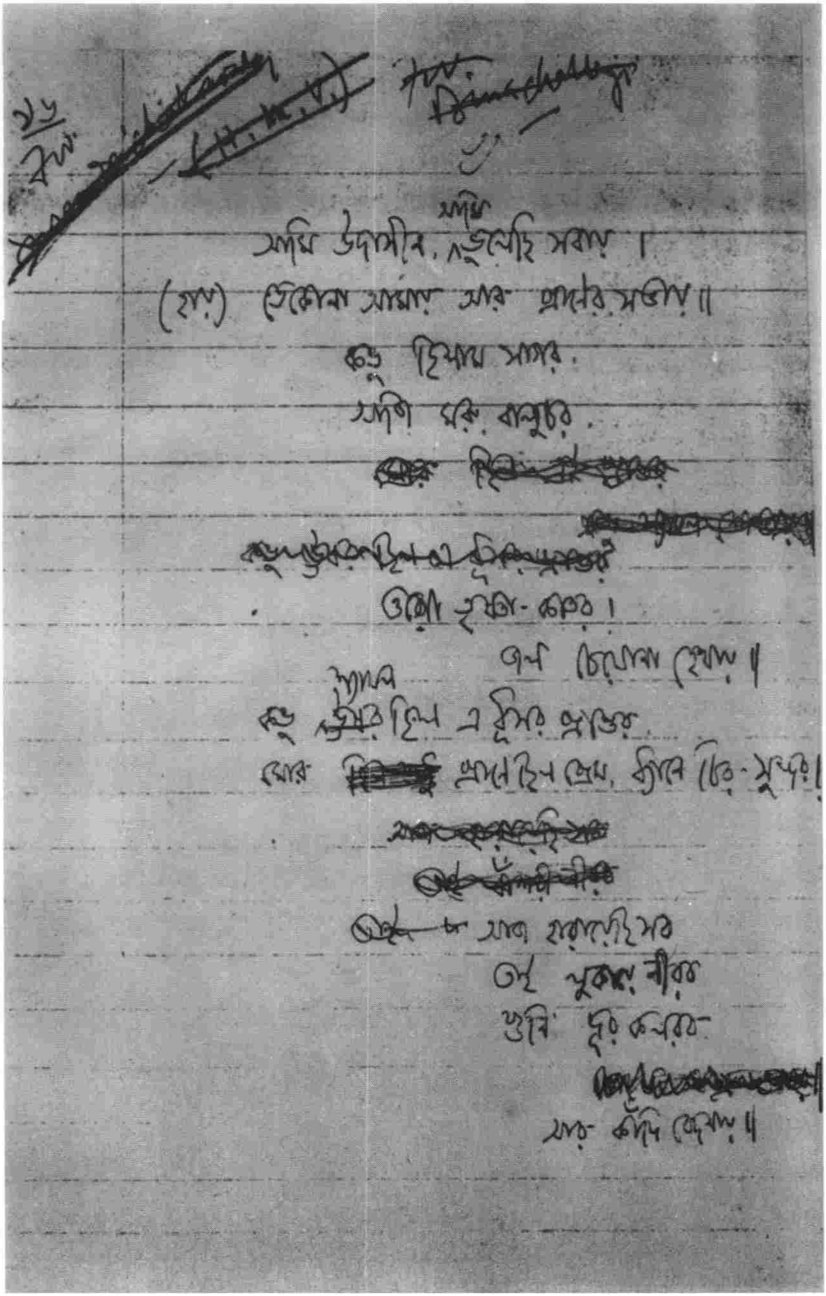
আমি উদাসীন, আমি ভুলেছি সবায় ।
(হায়) চেনো না আমায় আর প্রাণের সভায় ॥
শুধু ছিলাম সাগর.
আজি মরু বালুচর.
ওগো দুস্তর-চর !
কেউ চেনো না হেথায় ॥
শুধু আমার ছিল এ তৃষার প্রান্তর.
মোর প্রাণে ছিল প্রেম, কণ্ঠে ছিল সুধা ।
আজ হারায়েছি সব
আজ ফুরালো নীরব
তুমি দূরে করে
আর কাঁদি হেথায় ॥

www.icsbook.info

হাসির গান

আমি কথ্য ভাষা কইতে নারি শুদ্ধ কথা ভিন্ন।
নেবুরে আমি নিম্ব বলি (কেননা) ছেঁড়ারে বলি ছিন্ন।।
গোঁসাইকে কই গোস্বামী, তাই মশাইকে কই মোস্বামী।
বাবাকে বলি বপ্তা, তাই কাকাকে কপ্তা কই আমি।
চাকায় আমি চক্র বলি, সাঁকোয় বলি শঙ্খ,
কোটকে বলি কোট্ট আর নাসায় বলি নস্য।
শশারে কই শিষ্য আমি, ভেষারে কই ভীষ্ম,
পিসিরে কই পিষ্টক আর মাসীরে মহিষ্য।
পুকুরকে কই পুষ্করিণী, কুকুরকে কই কুক্কু,
বাঁদরকে কই বান্দরা আর গাড়ুকে গুড়ুক্কু।
চাড়ালকে কই চণ্ডাল তাই সাঁড়ালকে কই সণ্ডাল,
শালারে কই শ্যালক আর জামায় বলি [জম্বালি]।
শ্বশুরকে কই শ্বশ্রু আর দাদারে কই দদ্রু,
বামারে কই বম্ভু আর কাদারে কই কদ্রু।
আরো অনেক বলতে জানি, বুঝলে তোমরা মিন্টু?
ভেবে সব শিখে নেবে, বলেছিনে আর কিন্তু।।

২য় K Roy
গ্র. K

ভজন

আমি কৃষ্ণচূড়া হতাম যদি
হতাম ময়ূর-পাখা ।(মধ্যম ২)
R
তোমার বাঁকা চূড়ায় শোভিতাম
ওগো শ্যামল বাঁকা ॥
আমি হইলে গোপী-চন্দন শ্যাম
অলকা তিলক হতাম
ও চাঁদ-মুখে অলকা তিলক হতাম,
ঐ শ্রী অঙ্গেরই পরশ পেতাম
হইলে কদম-শাখা ॥

আমি বৃন্দাবনে বন-কুসুম হতাম যদি কালা.
তোমার কণ্ঠে দুলে মরে যেতাম হয়ে বন-মালা'

আমি নূপুর যদি হতাম হরি
কাঁদিতাম শ্রী চরণ ধরি
ব্রজ - ধূলি হলে রইত বুকে চরণ-চিহ্ন আঁকা ॥

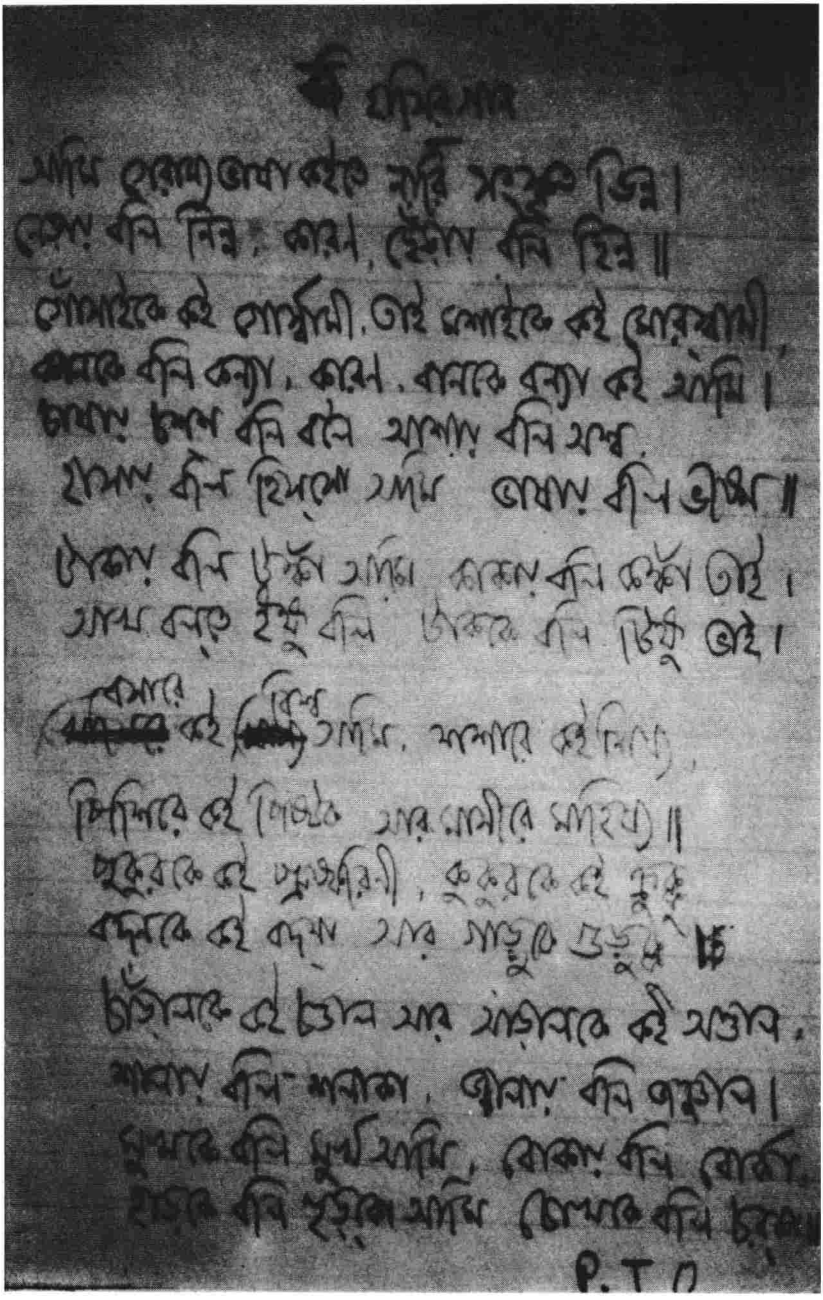

[illegible]

আমি গেরাম্য ভাষা কইতে নারি সংস্কৃত ভিন্ন।
[illegible] বলি নিন্ন, কারন, ছেঁড়ায় বলি ছিন্ন॥
গোঁসাইকে কই গোস্বামী, তাই মশাইকে কই মোরস্বামী,
কানাকে বলি কন্যা, কারন, বানকে বন্যা কই আমি।
চাষায় [illegible] বলি বলে আশায় বলি অশ্ব,
হাঁসায় বলি হিস্যো আমি ভাষায় বলি ভীষ্ম॥
টেকায় বলি টঙ্কা আমি কাকায় বলি কঙ্কা তাই।
আখ বলতে ইক্ষু বলি টাকাকে বলি টিক্ষু ভাই।
বসারে কই বিশ্ব আমি, [illegible] কই [illegible],
দিদিরে কই [illegible] আর মাসীরে [illegible]॥
পুকুরকে কই পুষ্করিণী, কুকুরকে কই কুক্কু
বাঁদরকে কই বান্দর আর মাদুরকে [illegible]
চাঁড়ালকে কই চণ্ডাল আর ষাঁড়ালকে কই ষণ্ডাল,
শালায় বলি শ্যালক, [illegible] বলি [illegible]।
মুখ্যকে বলি মুর্খ আমি, বোকায় বলি বোকা,
[illegible] বলি [illegible] আমি চোখাকে বলি [illegible]

P. T. O

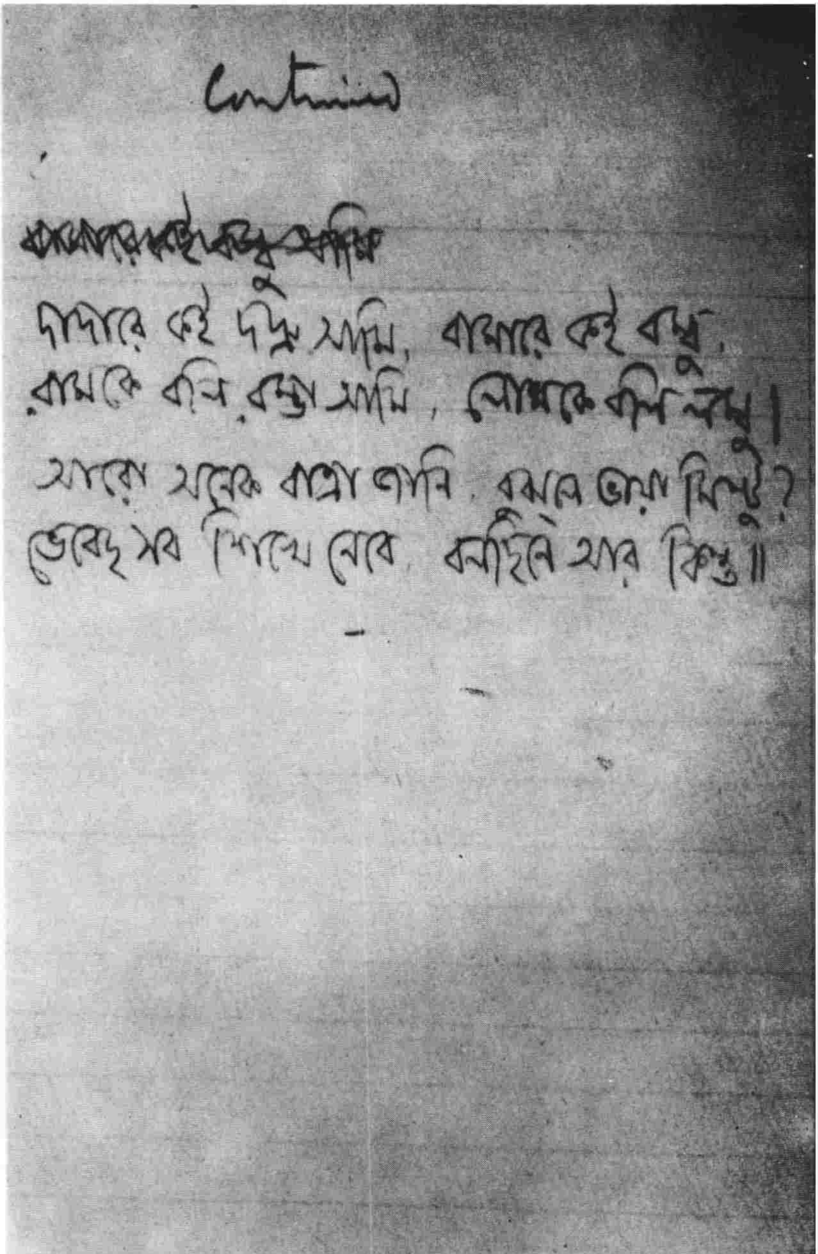
Continued

~~[illegible]~~

দাদারে কই দদ্দু আমি, বাবারে কই বন্ধু,
রামকে বলি রস্তা আমি, সোমকে বলি সন্ধু।
আরো অনেক বাত্রা জানি, বুঝলে ভায়া কিছুই?
ভেবেছ সব শিখে নেবে, বলছিনে আর কিন্তু॥

www.icsbook.info

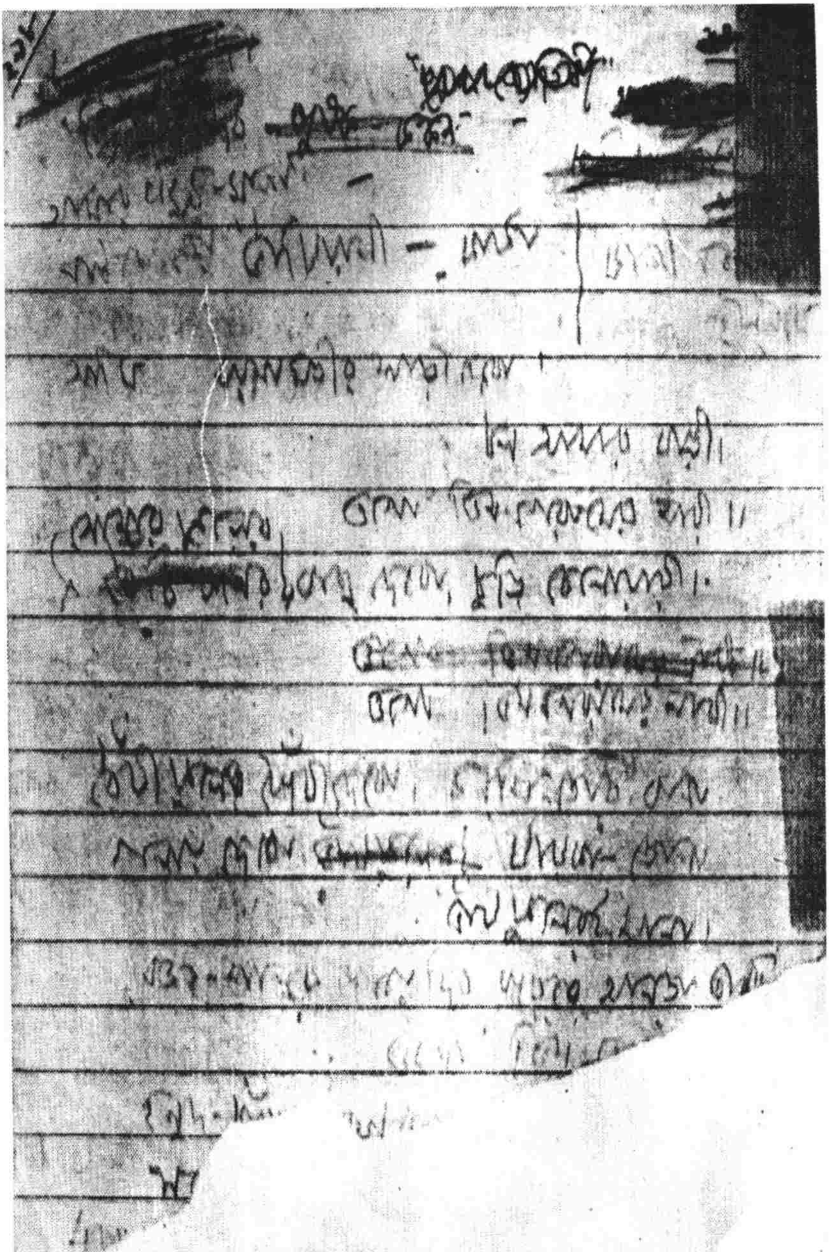

To Haradhan Haldar
Bandana Guha

হাসির গান ৩

আমি মূলতানী গাই।

শ্রোতারা বাবুর সব মুখ পানে চেয়ে সব
ঘন ঘন তোলে হাই॥

জাপটে সুরের দাড়ি সাপটে তান মারি
গমকে ঠমক দিই, মীড়ের মাড় চড়াই॥

বোল-তান খেলি হাড্ডুডু কিত্‌কিত্‌
কাঁটের চাট মেরে সুরে করি চিৎ
তানের শিং দিয়ে বেদম গুঁতাই।

(সমস্বরে) মুখের হাঁ দেখে হিপোপোটেমাস
আফ্রিকার জঙ্গলে ভয়ে করে বাস
(আমি) যত নাহি গাই তত থাকি রোগাই॥

[illegible] ভজন R ৪

আমি রচিয়াছি নব ব্রজধাম, হে মুরারি ! -২
এসো করিবে লীলা, নব গোলোক-বিহারী ॥ -২

45 মোর কামনার কালি-দহ করি' মন্থন-
কালিয়-নাগে হরি করিও দমন।
আছে গিরি গোবর্দ্ধন মোর অহংকারী
যদি সাধ যায় সেই গিরি ধরো গিরিধারী ॥

1:37 আছে যত কিছু, কংসের অসুর দল,
আছে অবিদ্যা-পূতনা, লোক-দাবানল,
আছে সাত জনমের সাধ আশা ক্ষীর-ননী
আছে [illegible] প্রেমের যমুনা-বারি ॥

2:15 আছে [illegible] [illegible] প্রেমের [illegible],
হরি সব আছে, নাই শুধু আনন্দ-[illegible]
তুমি আনিলে হরি ব্রজ-রাসেশ্বরী
[illegible] [illegible] রাধে [illegible] ॥

[illegible]

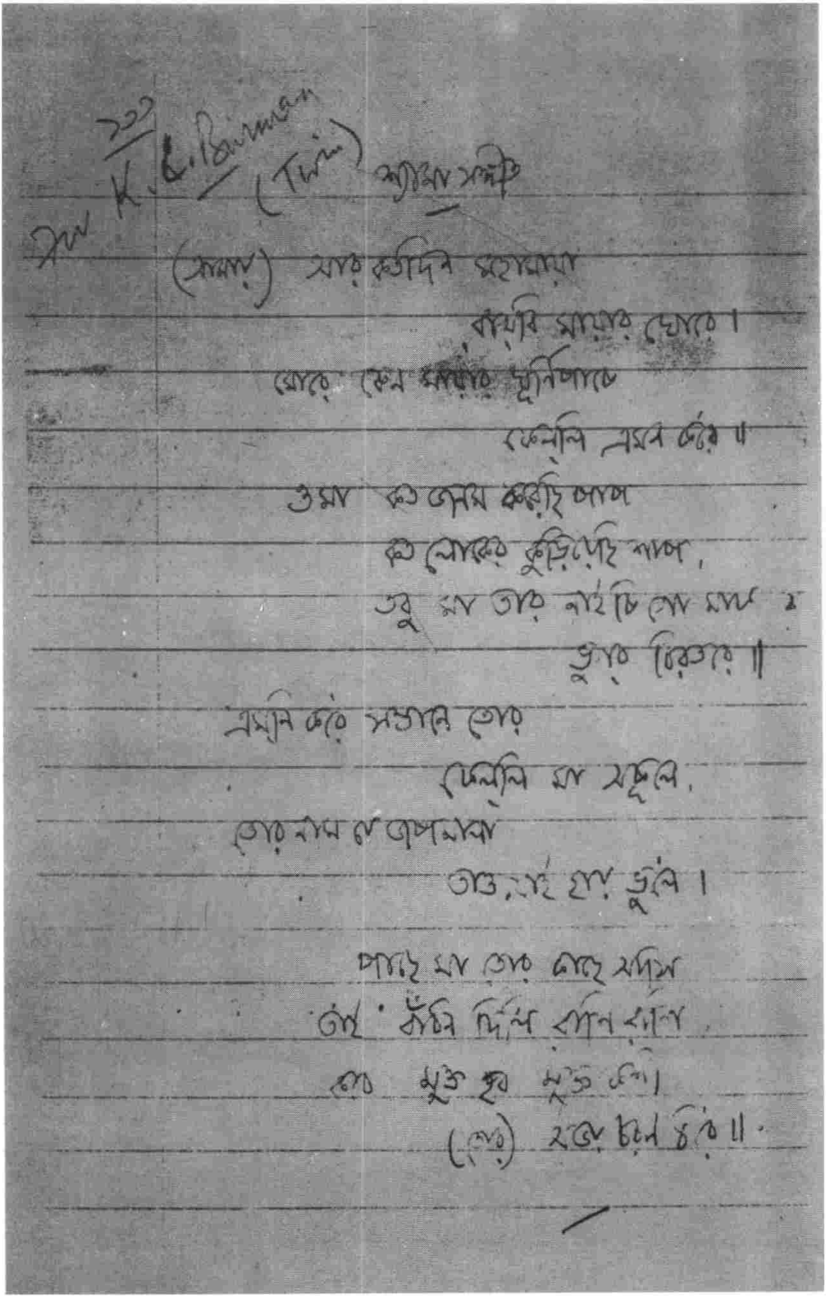
Shri K. C. Burman
(Tune) শ্যামা সঙ্গীত

(আমায়) আর কতদিন মহামায়া
বাঁধবি মায়ার ঘোরে।
মোরে কেন মায়ার ঘূর্ণিপাকে
ফেললি এমন করে॥
ও মা কত জনম করেছি পাপ
কত লোকের কুড়িয়েছি শাপ,
তবু মা তোর নাইকি গো মাপ
ভুগব চিরতরে॥
এমনি করে সন্তানে তোর
ফেললি মা যদি ভুলে,
তোর নাম যে জগন্মাতা
তাও যে হবে ভুলে।
যাই মা তোর কাছে যদিও
তাই কাঁদি দিন রাত,
কবে মুক্ত হব মুক্ত করে
(তোর) রাঙা চরণ ধরে॥

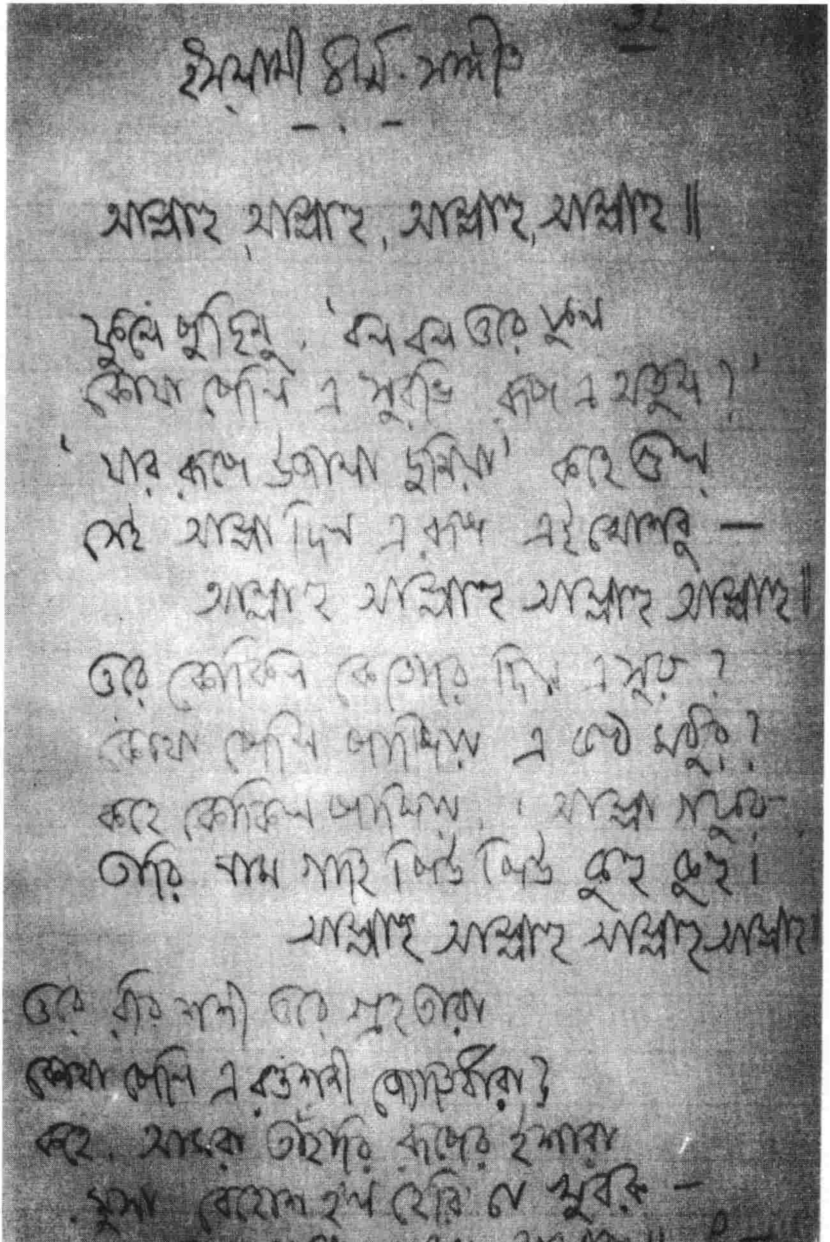
ইস্‌লামী ধর্ম্ম-সঙ্গীত

আল্লাহ্ আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্ ॥

ফুলে পুছিনু, 'বল বল ওরে ফুল
কোথা পেলি এ সুরভি রূপ এ খুশি?'
'যাঁর রূপে উজালা দুনিয়া' কহে গুল
'দিল সেই খোদা মোরে এই খোশবু —
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ ॥'
ওরে কোকিল কে তোরে দিল এ সুর?
কোথা পেলি পাপিয়া এ কণ্ঠ মধুর?
কহে কোকিল পাপিয়া, 'আল্লা গফুর —
তাঁরি নাম গাহি পিউ পিউ কুহু কুহু।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ ॥'
ওরে রবি শশী ওরে গ্রহ তারা
কোথা পেলি এ রওশনী জ্যোতিধারা?
কহে, 'আমরা তাঁহারি রূপের ইশারা
মুসা বেহোঁশ হলো হেরি যে খুবরু —
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ ॥' P.T.O.

www.icsbook.info

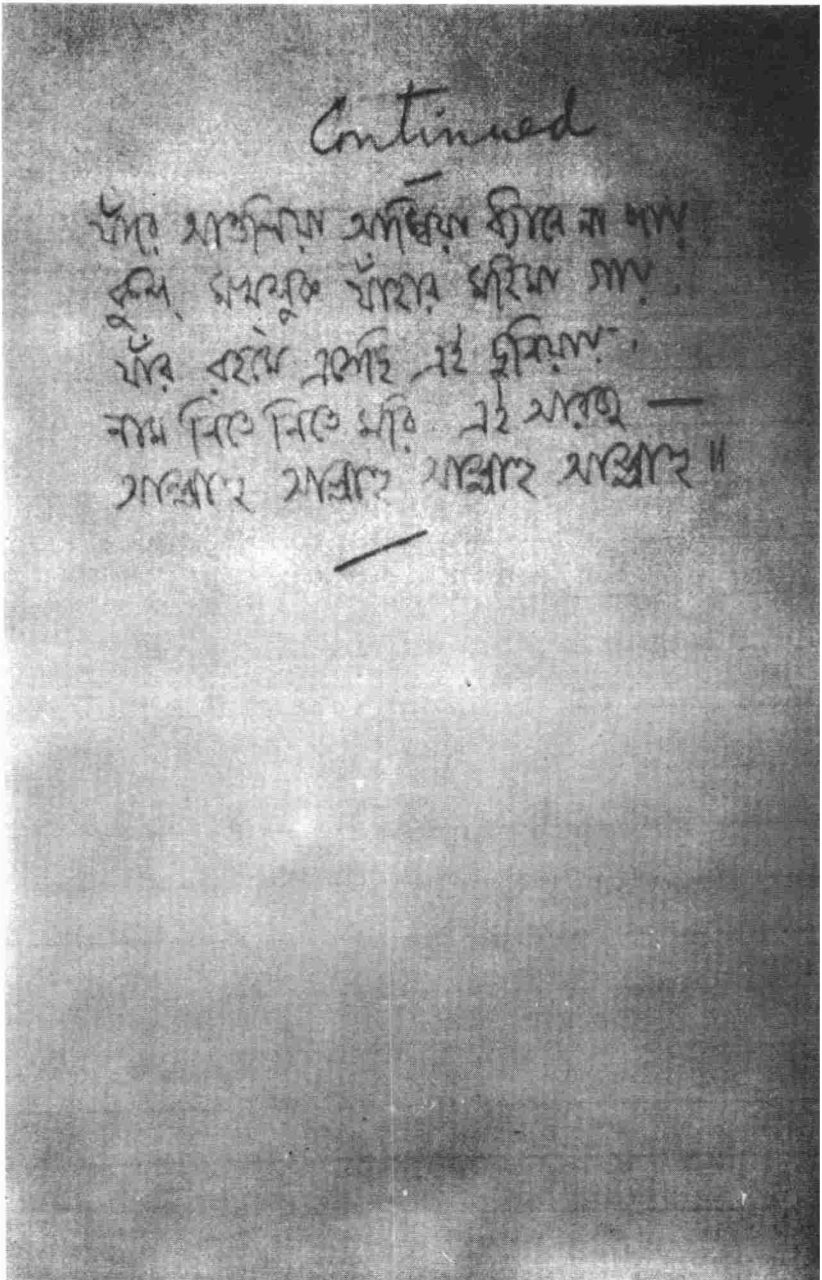

www.icsbook.info

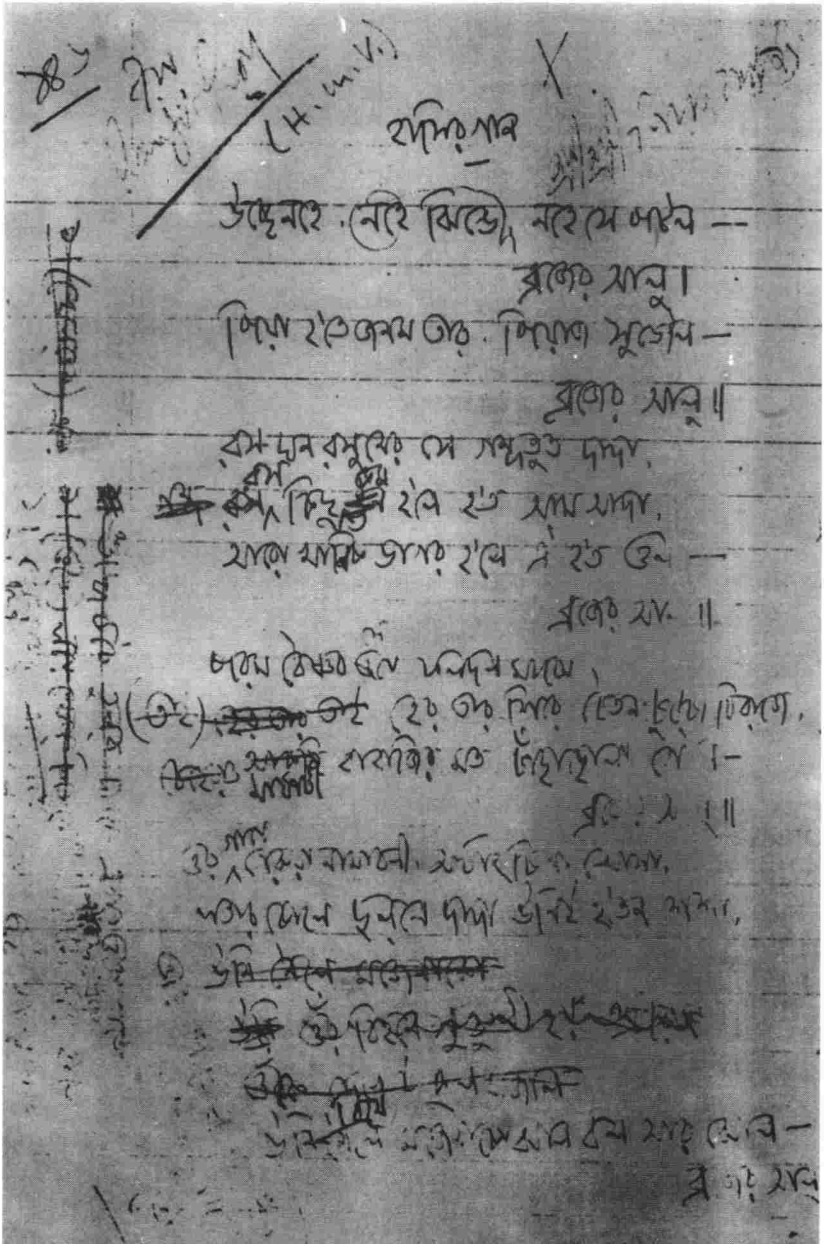
হাসির গান

উচ্ছে নহে, নহে ঝিঙে, নহে সে পটল —
ব্রজের আলু।
প্রিয়া হতে অধম তবু প্রিয়ার সুশীল —
ব্রজের আলু॥

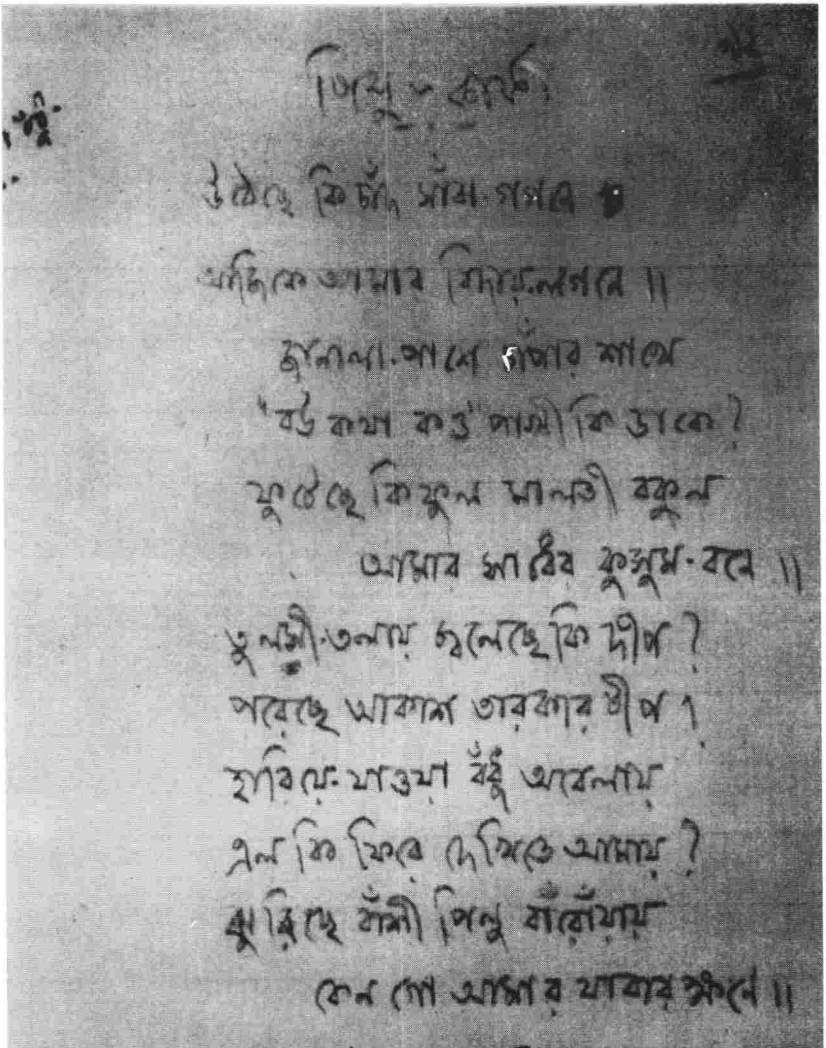
পিলু – কার্ফা
উঠেছে কি চাঁদ সাঁঝ-গগনে
এদিকে আমার বিদায়-লগনে ।।
জানালা-পাশে আমার শাখে
'বউ কথা কও' পাখী কি ডাকে ?
ফুটেছে কি ফুল মালতী বকুল
আমার সাধের কুসুম-বনে ।।
তুলসী-তলায় জ্বলেছে কি দীপ ?
পরেছে আকাশ তারকার টীপ ?
হারিয়ে-যাওয়া বঁধূ অবেলায়
এল কি ফিরে দেখিতে আমায় ?
ঝুরিছে বাঁশী পিলু বাঁরোয়ায়
কেন গো আমার যাবার ক্ষণে ।।

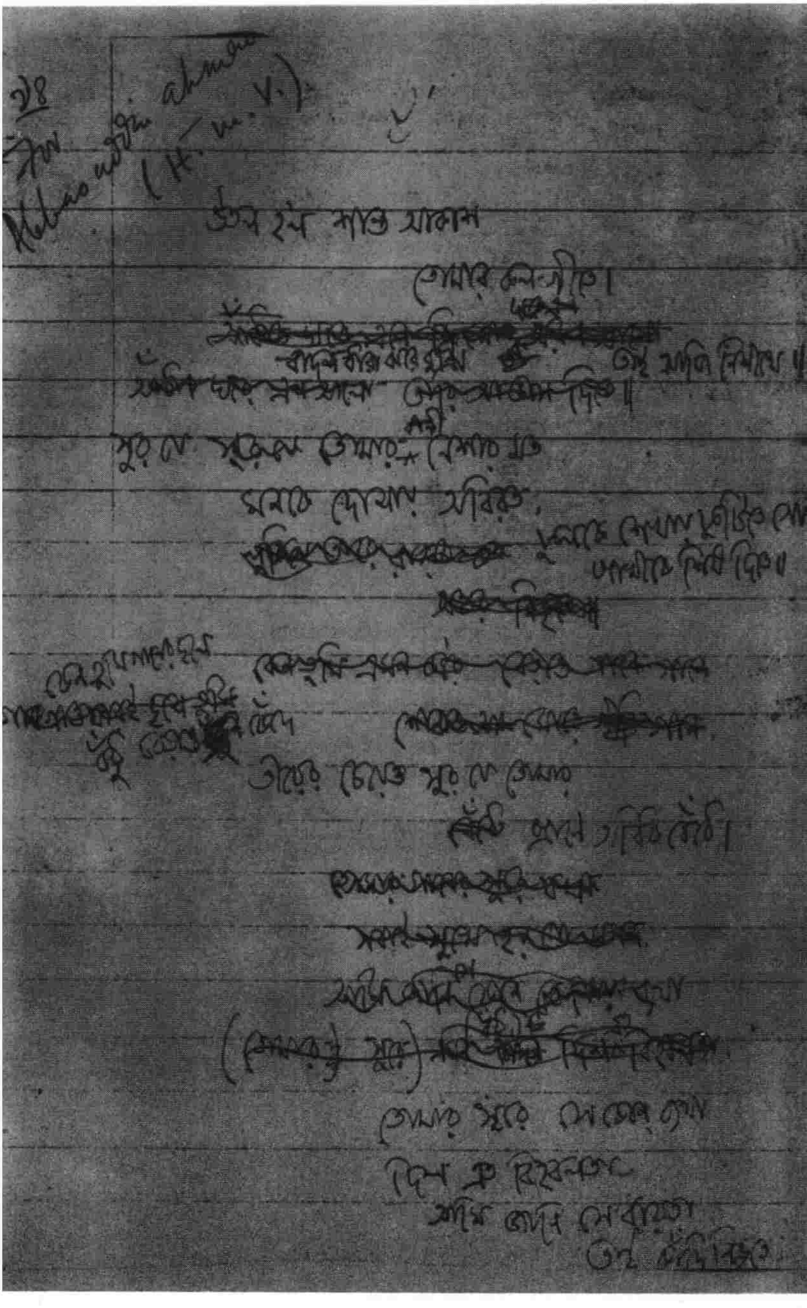

www.icsbook.info

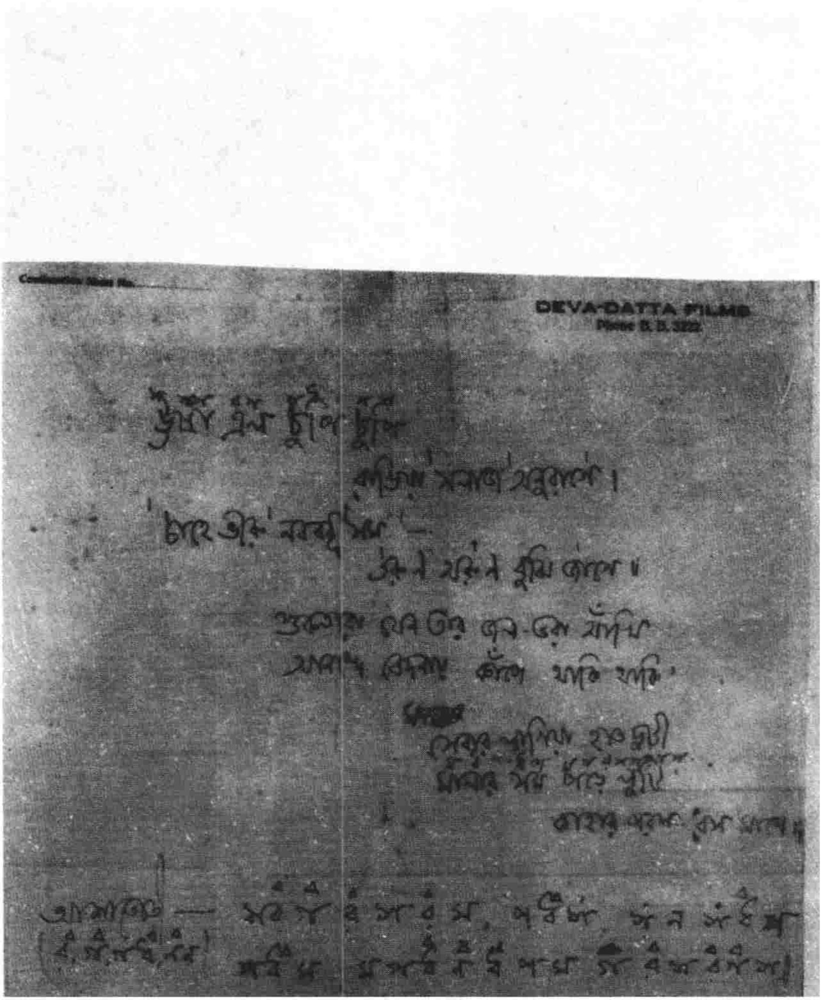
DEVA-DATTA FILMS

পল্লীসঙ্গীত

একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এইত নদীর খেলা
(রে ভাই) এইত বিধির খেলা।
সকাল বেলা আমির রে ভাই ফকির সন্ধ্যাবেলা॥

সেই নদীর ধারে কোন ভরসায়
(ওরে বুঝিনা) বাঁধিলি [redacted] সুখের নেশায়
যখন ধসে [redacted] পেলিনে [redacted] কূল
[redacted] ভেলা॥

এই দেশ ভেঙে হয় রে সাথী, [redacted] হয় দেশ,
এ দুনিয়ার মাঝে সেই দেশ তার খোঁজ মিলবে শেষ

কত রাজার সাধের ~~অট্টালিকা~~ সাত-মহলে
ছিল যারা তারা নাই
দিনে ~~[illegible]~~
সেথা অন্ধকার-রাতে শিয়াল ডাকে
সবাই মাটির ঢেলা॥

www.icsbook.info

১

গজল

এ কুঞ্জে পথ ভুলি কোন্ বুলবুলি আজ
গাহিতে এলে গান।
বসন্ত গত মোর আজ পুষ্প-বিহীন-
লতিকা-বিতান॥
এলে কি দলিতে আজ ঝরা চাঁপা
ফুল সমাধি মোর,
নাহি আর চৈতী হাওয়া, বহে শ্মশানের
বৈশাখী তুফান॥
সাজায়ে ফুলের বাসর ছিনু তব পথ চেয়ে,
সে বাসর বাসি হ'ল কেঁদে নিশি
হ'ল অবসান॥
বাজে মোর তোরণ-দ্বারে
খেলা-শেষের বিদায়-বাঁশরী,
ফিরে যাও হে অতিথি, দাও যেতে দাও
লয়ে অভিমান॥

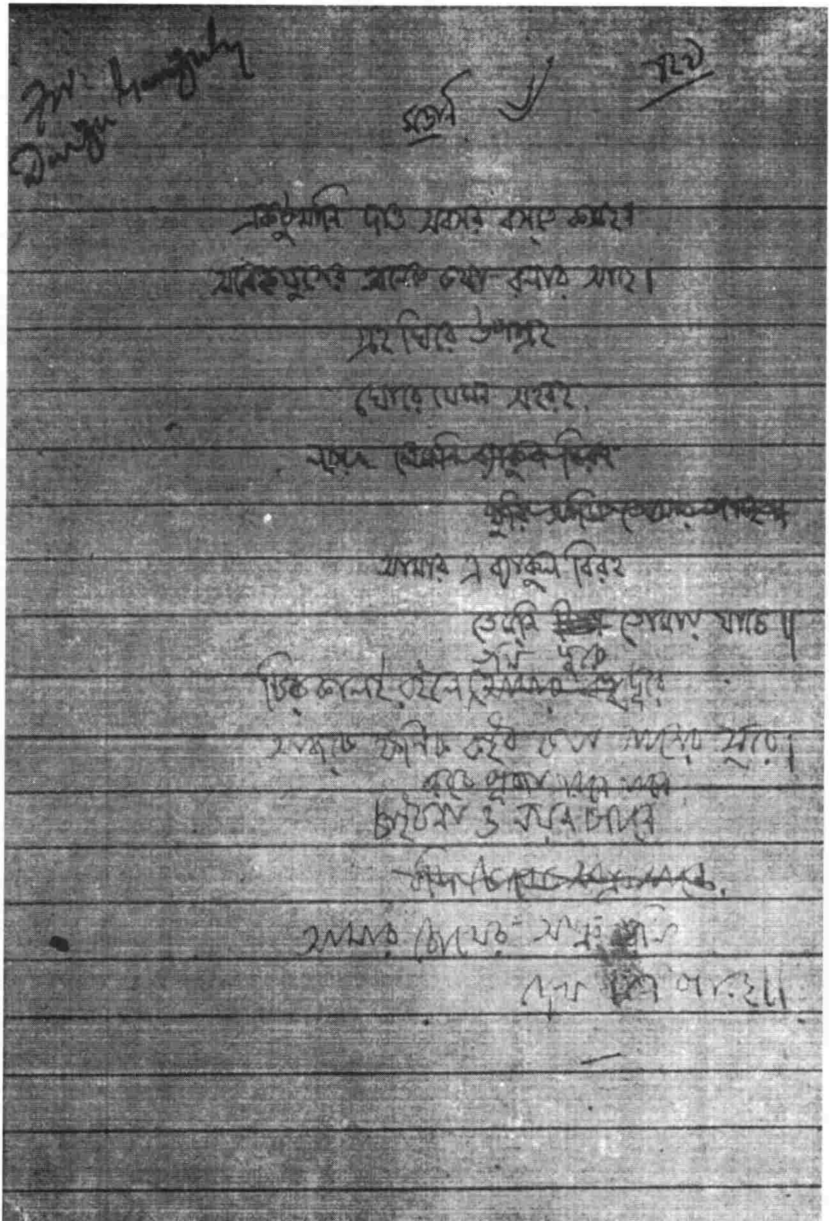
একটুখানি দাও অবসর বসতে কাছে

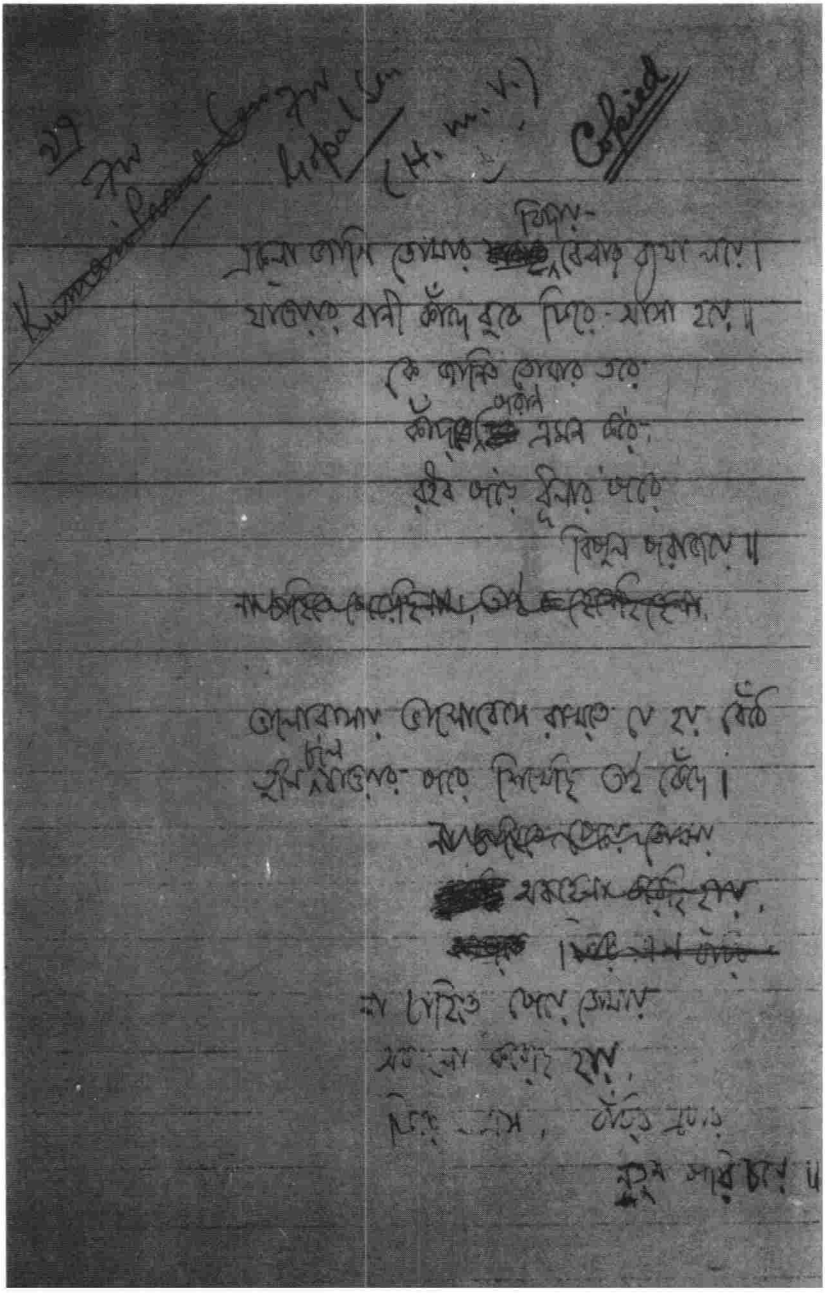

www.icsbook.info

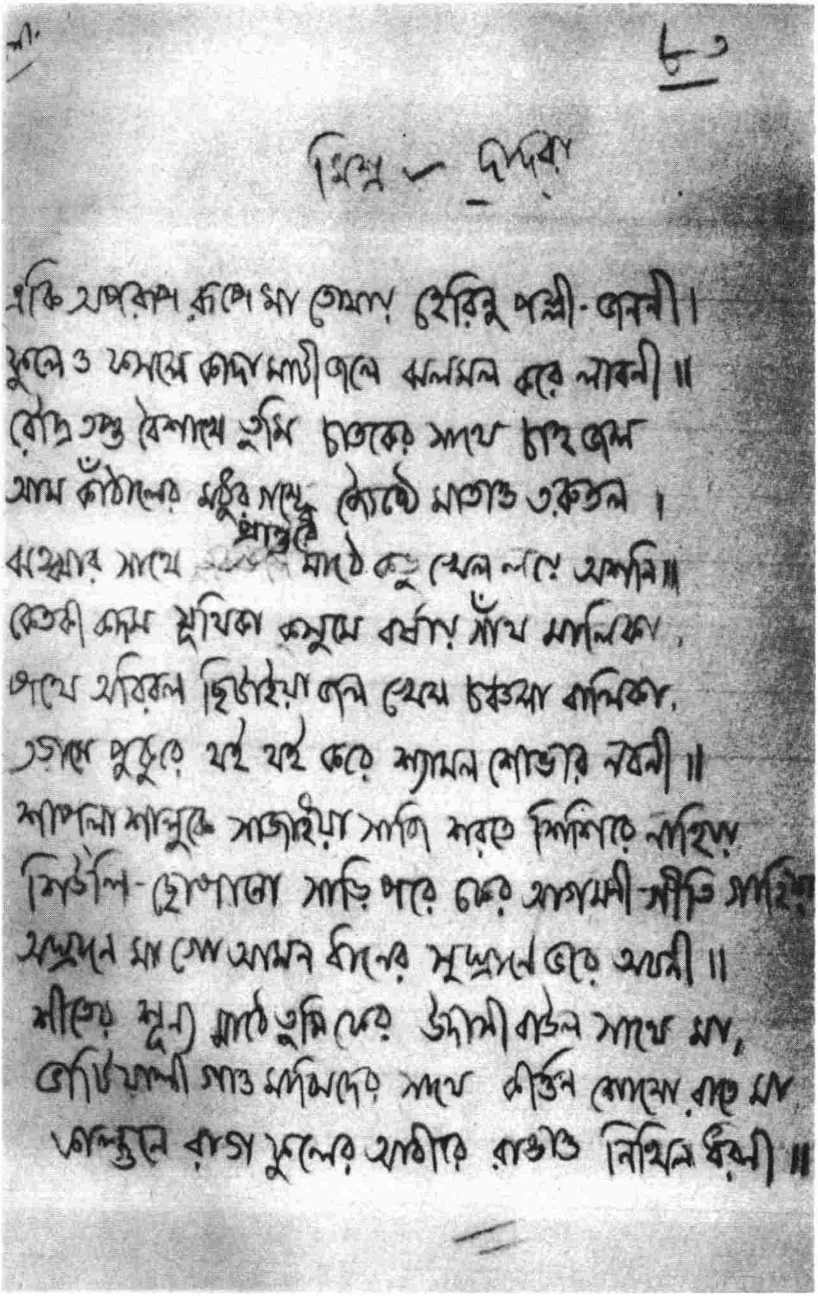
গী.

৮৩

মিশ্র — দাদরা

একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবনি॥
রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল
আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল।
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল লয়ে অশনি॥
কেতকী কদম যূথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথ মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেলে চঞ্চলা বালিকা,
তড়াগে পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার নবনী॥
শাপলা শালুকে সাজাইয়া সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া
শিউলি-ছোপানো শাড়ি পরে ফের আগমনী-গীতি গাহিয়া
অঘ্রানে মা গো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনি॥
শীতের শূন্য মাঠে তুমি ফের উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালি গাও মাঝিদের সাথে কীর্তন শোনো রাতে মা
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবীরে রাঙাও নিখিল ধরণী॥

www.icsbook.info

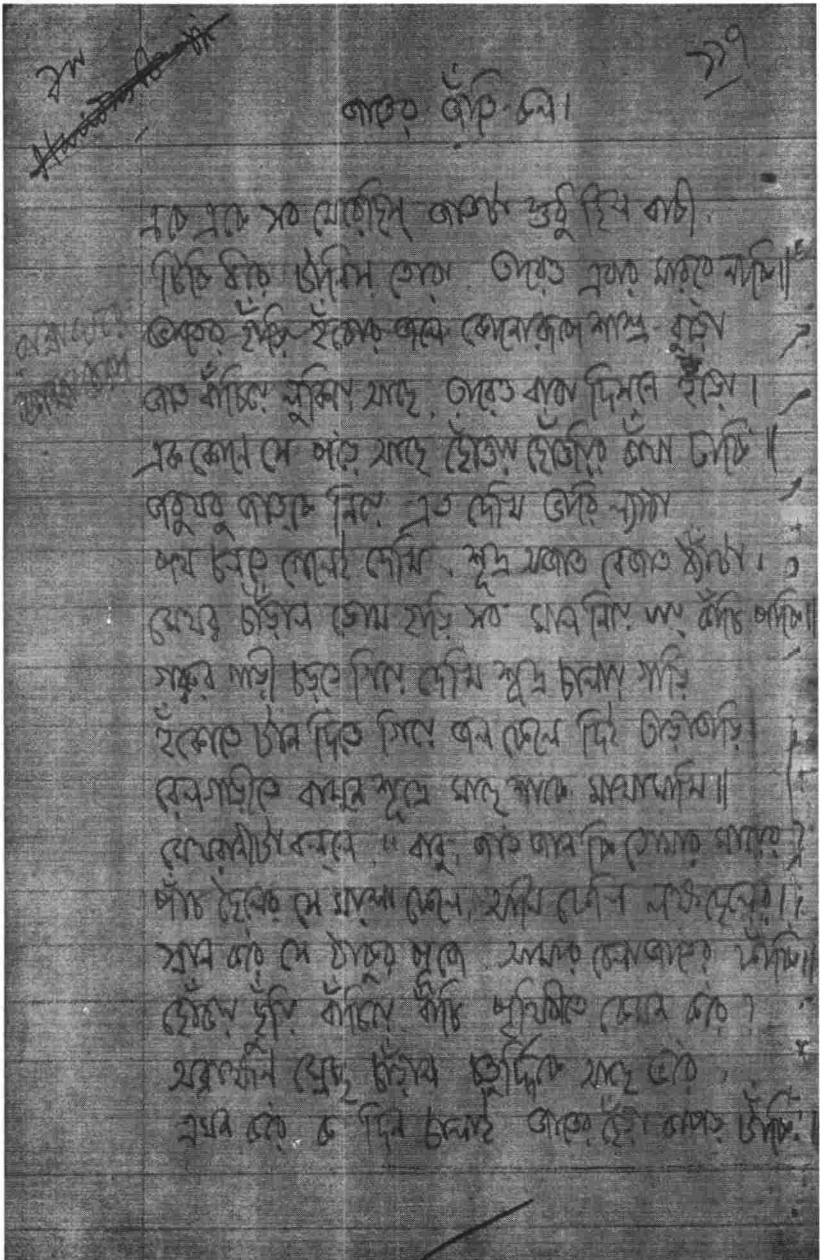
একে একে সব মেরেছিস্ জাতটা শুধু ছিল বাকী

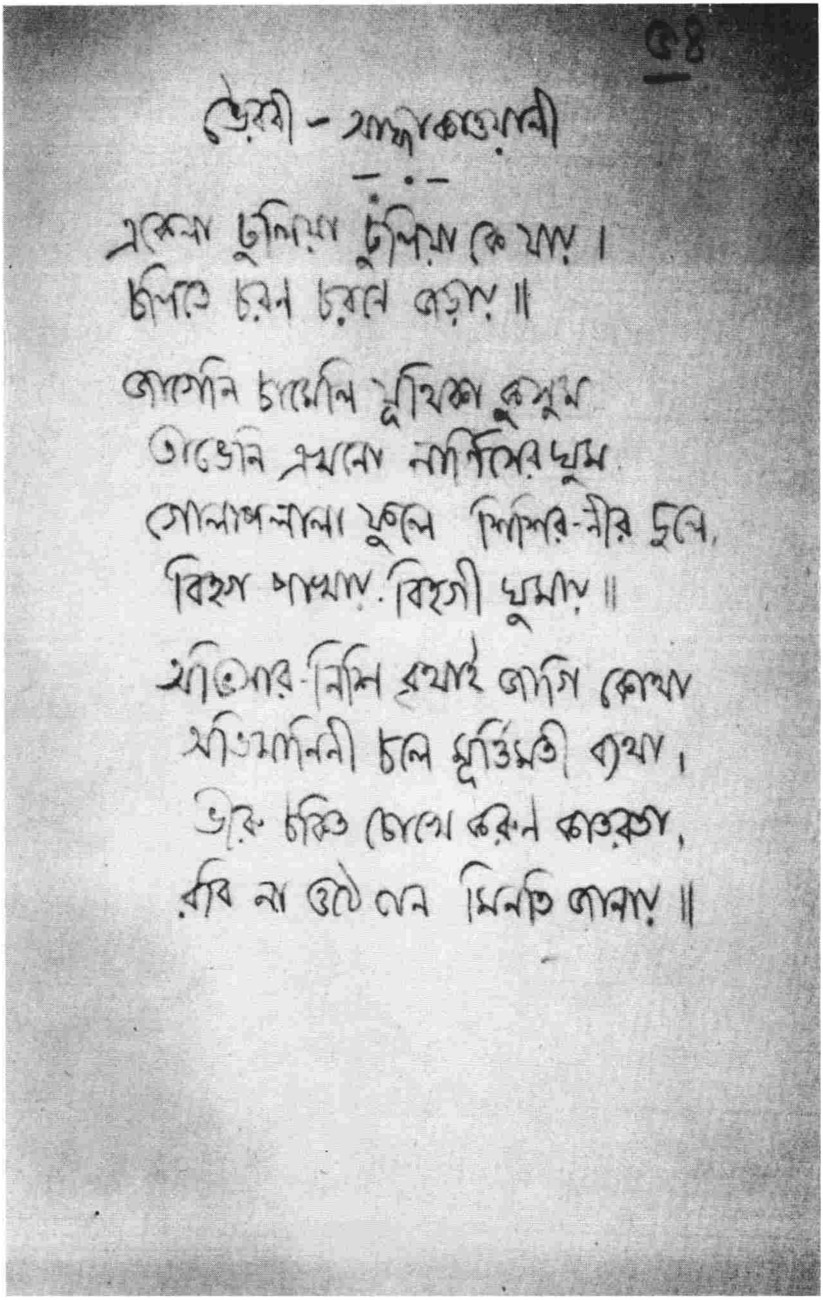
৫৪

ভৈরবী – আদ্ধা কাওয়ালী

একেলা ঢুলিয়া ঢুলিয়া কে যায়।
চলিতে চরণ চরণে জড়ায়॥

জাগেনি চামেলি যূথিকা কুসুম
ভাঙেনি এখনো নার্গিসের ঘুম
গোলাপ-লালা ফুলে শিশির-নীর দুলে,
বিহগ শাখায় বিহগী ঘুমায়॥
অভিসার-নিশি বৃথাই জাগি কোথা
অভিসারিনী চলে মূর্তিমতী ব্যথা,
ভীরু চকিত চোখে করুণ কাতরতা,
রবি না উঠে যেন মিনতি জানায়॥

www.icsbook.info

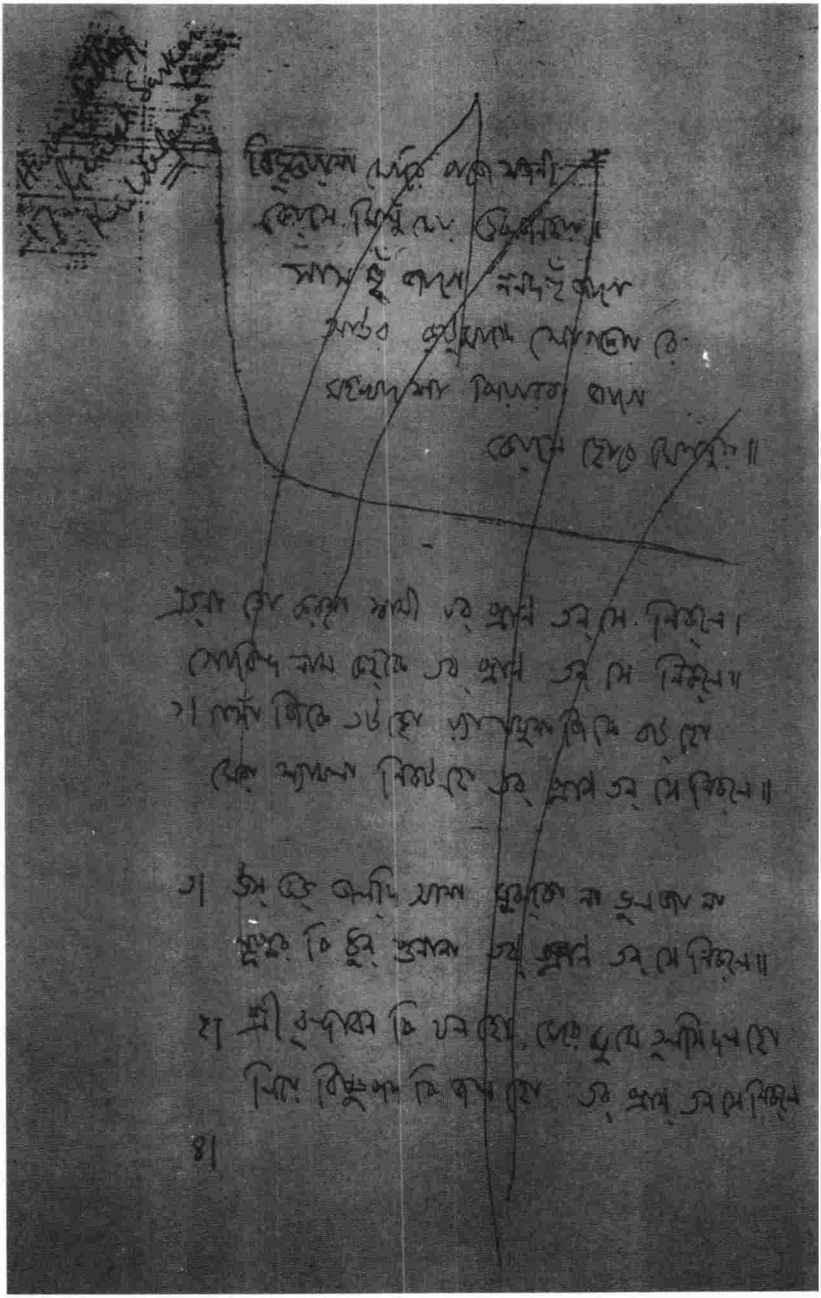
এত্না তো করনা স্বামী যব্ প্রাণ তনু সে নিকলে।
গোবিন্দ নাম লেকে তব প্রাণ তনু সে নিকলে॥

মঙ্গলী

এনেছ রূপের সুধা, তনুর পেয়ালা ভরি'
পিয়াসী আঁখিরে মম কেমনে বারণ করি ॥
তব মনের লজ্জা দুলে
ওঠে আঁখি সে-কোন ফুলে
বসন ভূষণে তাহা ফিরিতেছে সম্বরি'।
পিয়াসী আঁখিরে মম কেমনে বারণ করি ॥
তব অন্তর-মধু-নীরে বাহিরে উছলি' যায় -
বল সে কি অপরাধ মম (যদি) ভ্রমর সে মধু চায়।
জানি হৃদয়ে আমার বাতি -
তুমি কেন জাগ সারা রাতি ?
মন-পতঙ্গ মম ওই চাহে জ্বলে মরি ॥

www.icsbook.info

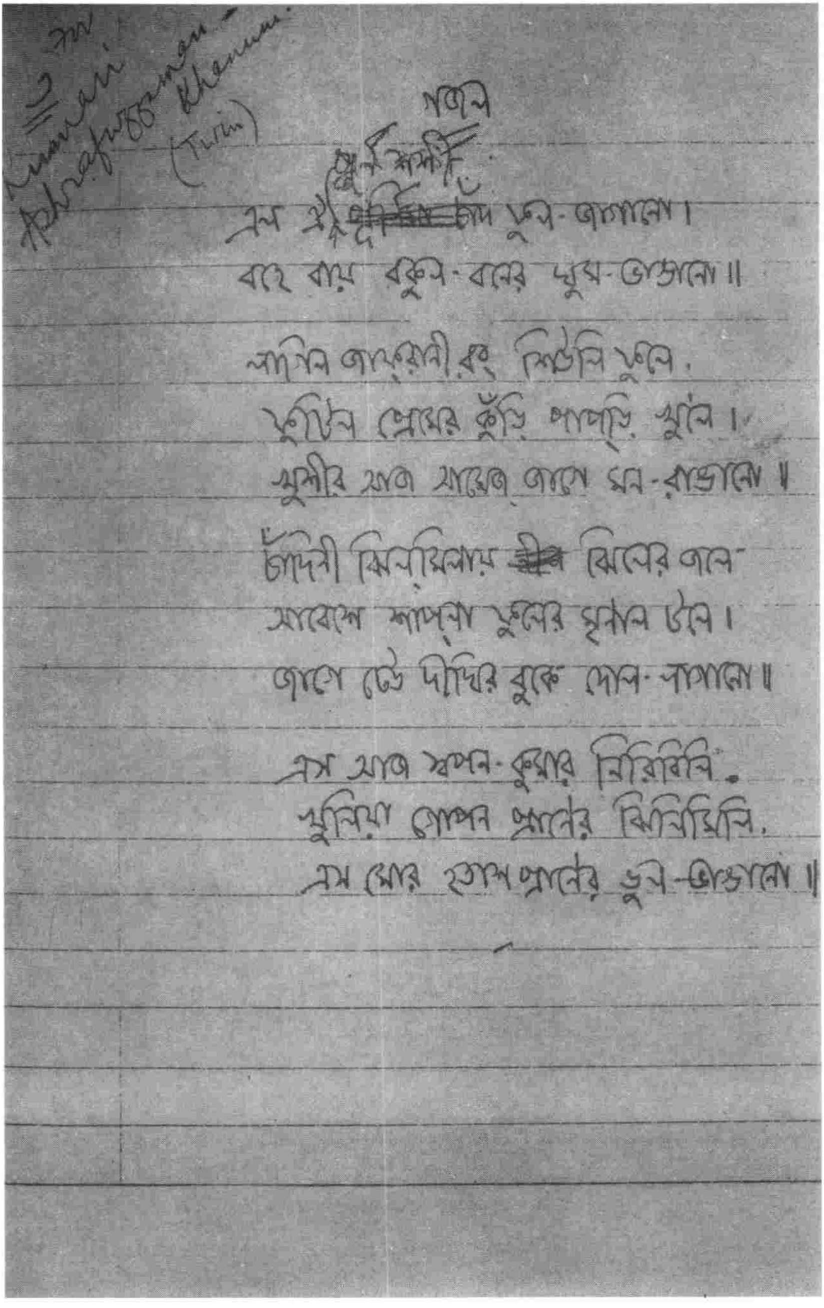
গজল
এস ঐ পূর্ণশশী চাঁদ ফুল-জাগানো।
বহে বায় বকুল-বনের ঘুম-ভাঙানো॥
শাখীন জাফ্‌রানী রং শিউলি ফুলে,
ফুটিল প্রেমের কুঁড়ি পাপড়ি খুলে।
খুশীর আজ আমেজ জাগে মন-রাঙানো॥
চাঁদিনী ঝিলমিলায় ঝিলের জলে
আবেশে শাপ্‌লা ফুলের মৃণাল টলে।
জাগে ঢেউ দীঘির বুকে দোল-লাগানো॥
এস আজ স্বপন-কুমার নিরিবিলি,
খুলিয়া গোপন প্রাণের ঝিলিমিলি,
এস মোর হতাশ প্রাণের ঘুম-ভাঙানো॥

গান

এলে কি স্বপন মায়া আবার আমায় গান গাওয়াতে।
নিদাঘের দাহ শেষে বরষে শীতল দূর-হাওয়াতে ॥

ছিল যে পাষাণ চাপা আমার গানের উৎস-মুখে —
তারে আজ মুক্তি দিলে ঐ রাঙা চরণ আঘাতে ॥

এলে কি বর্ষা-রানী বিরস মোর নয়ন-লোকে,
বহালে আবার সুরের সুরধুনী- বেদনাতে ॥
এসেছ ঘূর্ণী হাওয়া হয়ত বা ভুল এক নিমেষের,
এসেছ সাথে নিয়ে বজ্র-ভরা ঝঞ্ঝা রাতে।
তবু ঐ ভুল যে প্রিয় ফুলের মুকুল- [illegible] কানন,
আকাশের তন্দ্রা নয়ন জুড়িয়ে গেল ঐ চাওয়াতে ॥

তোমার ঐ সোনার হাতের সোনার চুড়ির তালে তালে
নাচে মোর গানের শিখী এবার নব মেঘলা রাতে ॥
এলে কি হারিয়ে-যাওয়া তারার দেশের সুরের পরী,
শ্রাবণ বন-বীথির মোর গানের পাপিয়ার ঘুম ভাঙাতে ॥
এলে আজ বাদল-শেষে ইন্দ্রধনুর রঙিন মায়া,
ফোটাতে সুর-উদ্যান স্রোতে, [illegible]

শিল্পী: — ফোটাও কুঁড়ির রূপ-লোকে!
শ্রীমতী রানি —

কাজী নজরুল ইসলাম

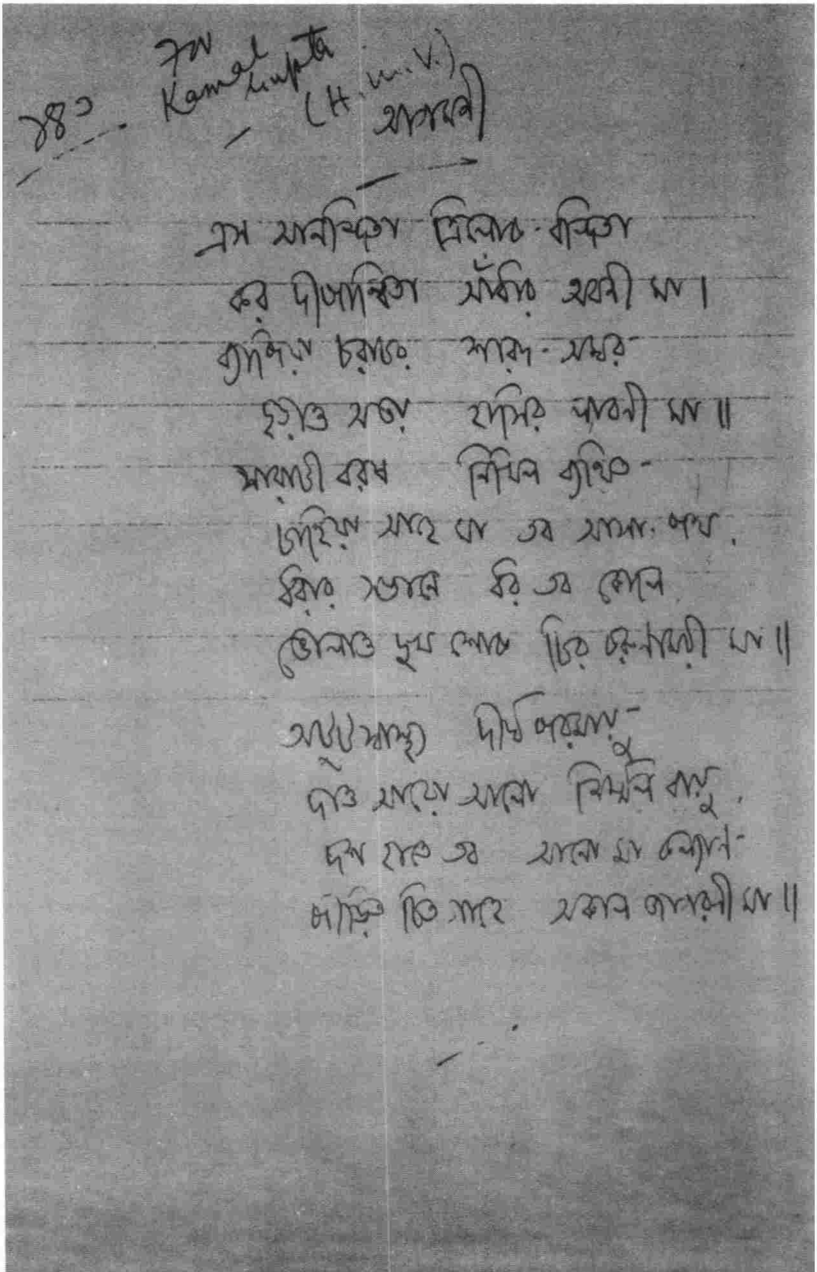

১৪৩ . Kamal Gupta (H.M.V.) আশাবরী

এস আনন্দিতা ত্রিলোক-বন্দিতা
কর দীপান্বিতা আঁধার ধরণী মা।
বন্দিয়া চরণে শারদ-অম্বর
দুলাও অতসী হাসির লহরী মা॥
আষাঢ়ী বরষ নিখিল ব্যথিত-
চাহিয়া আছে মা তব আসার পথ,
ফিরে এসেছে কি তব কোলে
ভোলাও দুখ শোক চির-কল্যাণী মা॥
অশ্রু আঁধার দীর্ঘ বরষ-
দাও মায়ে আলো স্নিগ্ধ বায়ু,
দশ হাতে তব আলো মা জ্বালো-
শান্তি চিত মাঝে সকল তাপহারী মা॥

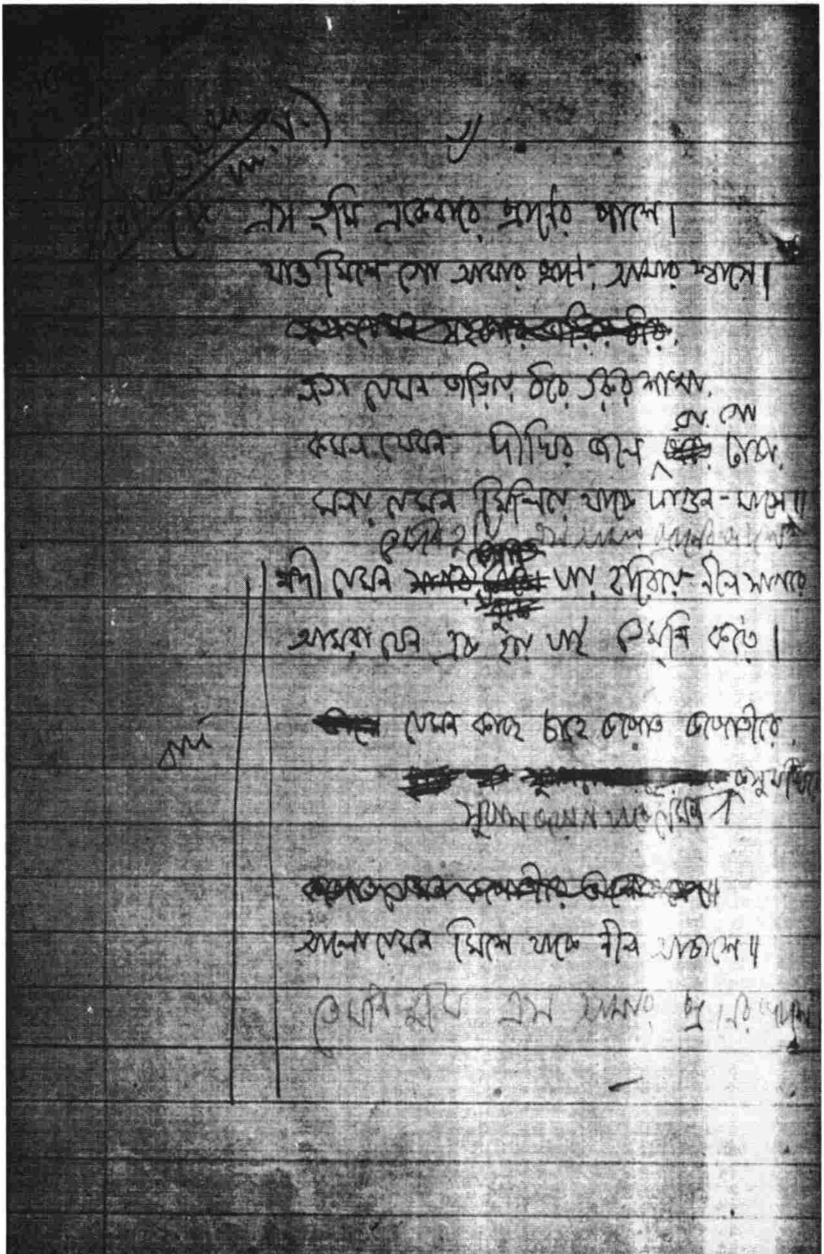

www.icsbook.info

৪৮

কীর্ত্তন

এস মাধব এসে পিও মধু।
এস মাধবী-লতার কুঞ্জ-বিতানে
মাধবী রাতে এস বঁধু।
মধু-মাধবী রাতে এস বঁধু॥
এস মৃদুল মধুর পা ফেলে
এস ঝুমুর ঝুমুর ঘুমুর বাজায়ে
শ্রবণে অমিয়া মধু ঢেলে,
এস বাজায়ে বাঁশরী সে সুর-লহরী
শুনি কুল ভোলে ব্রজবধূ॥
এস নিবিড় নীরদ-বরন শ্যাম
ময়ূর-কলাপে কাজল বুলায়ে
দুলায়ে চাঁচর চিকুর-দাম।
এস বামে হেলায়ে শিখী-পাখা
ত্রিভঙ্গ ঠামে এস বঁধু॥
এস নারায়ণ এস অবতার!
পার্থ-সারথি বেশে এস পাপ-কুরুক্ষেত্রে আরবার।
হরি মহাভারতের ভাগ্য-বিধাতা,
গীতা-উদ্গাতা নহ শুধু॥

www.icsbook.info

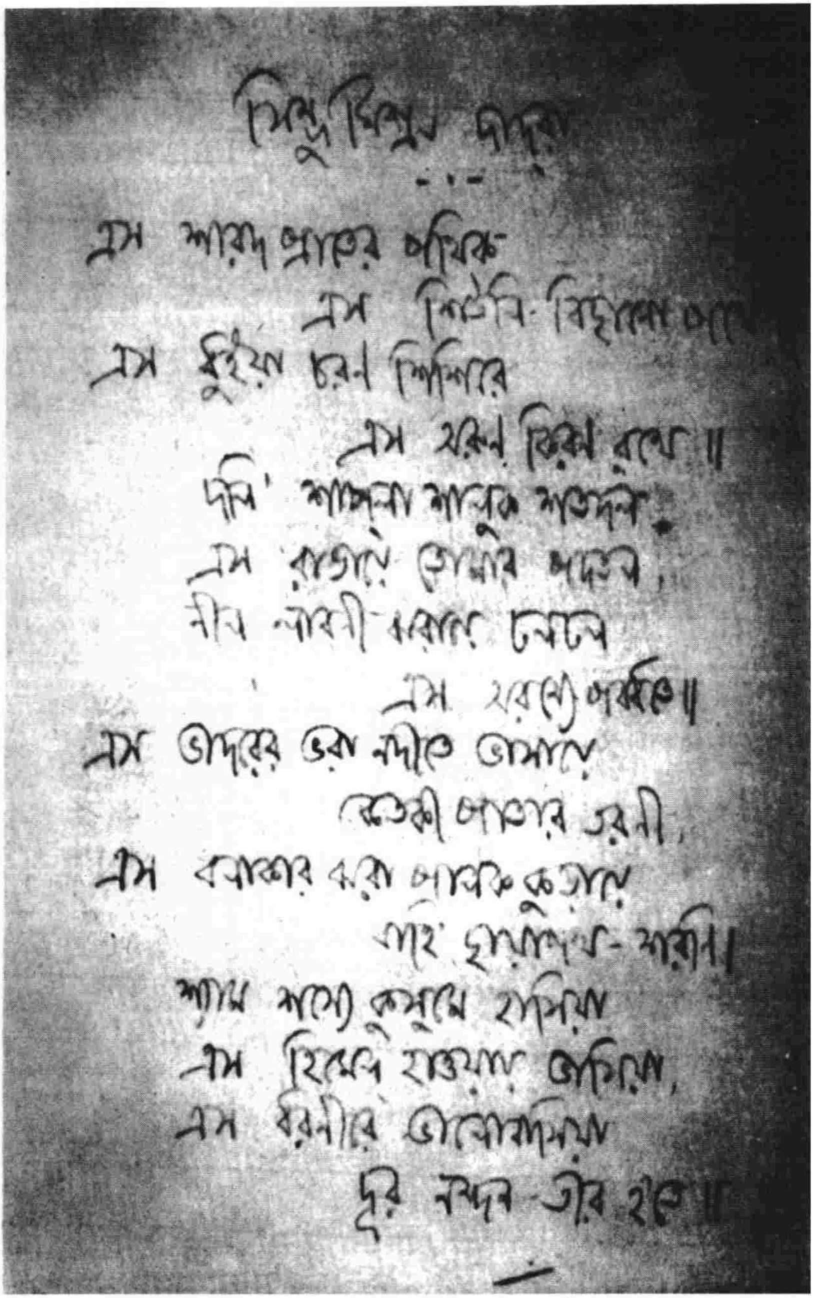
সিন্ধু মিশ্র দাদ্‌রা

এস শারদ প্রাতের পথিক
এস শিউলি-বিছানো পথে।
এস ধুইয়া চরণ শিশিরে
এস অরুণ কিরণ রথে॥
দলি' শাপলা শালুক শতদল,
এস রাঙায়ে তোমার পদতল,
নীল লাবনী ঝরায়ে ঢলঢল
এস ঝরণা পর্বত হ'তে॥
এস ভাদরের ভরা নদীতে ভাসায়ে
কেতকী পাতার তরী,
এস বলাকার ঝরা পালক কুড়ায়ে
বাহি' ছায়াপথ-সরণী।
শ্যাম শস্যে কুসুমে হাসিয়া
এস হিমেল হাওয়ায় ভাসিয়া,
এস ধরণীরে ভালোবাসিয়া
দূর নন্দন-তীর হ'তে॥

www.icsbook.info

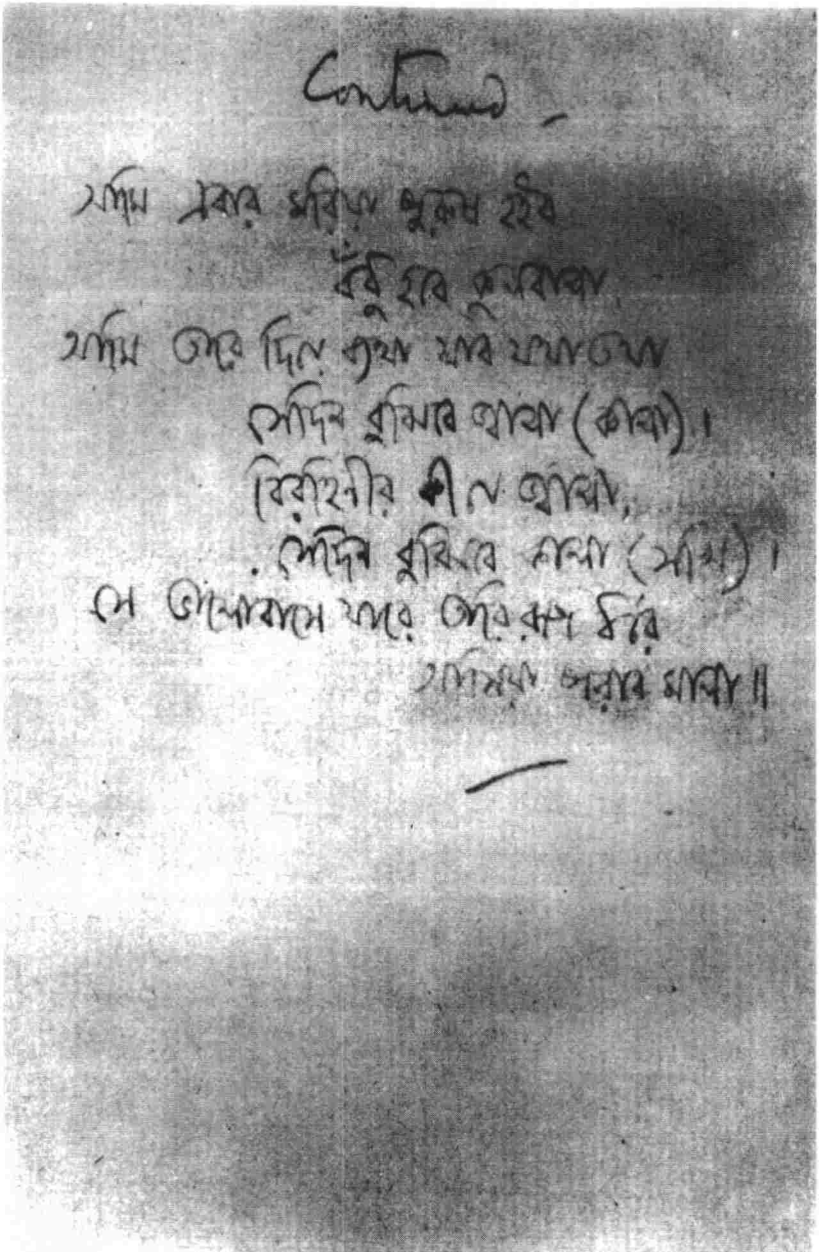

www.icsbook.info

Form 30
manikmala

নাচ ঐ চলে তরুণী গোরী [illegible]
গরবী।

~~চম্পক-বরনী উছলিত তরুণী~~
~~চলে [illegible] তরুণী যৌবন গরবী~~

ডাকে দূর পারাবার ডাকে তারে বন-পার,
লালসে ঝরে তার পায়ে রাঙা করবী॥
চলে বালা দুলে দুলে,
এলোখোঁপা পড়ে খুলে,
চাহে ভ্রমর কুসুম ভুলে
তনুর তার সুরভি॥

নাচের ছন্দে দোদুল
টলে তার চরণ চটুল,
হরিণী চায় পথ-বেভুল,
মায়া-লোক-বিহারিণী রূপ চলে ছায়া-ছবি॥

www.icsbook.info

For Indumati

ভুমতী

ঐ নীল গগনের নয়ন-পাতায়
নামল কাজল-কালো মায়া।
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়
তারি সজল আলো-ছায়া॥
তমাল-তালের বুকের কাছে
কে ব্যথিত দাঁড়িয়ে আছে।
ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
আদুল ঢলঢল কায়া॥
তার ছায়া দোলে অতল কালো
শাল পিয়ালের শ্যামলিমায়
আমলকী বন ঝিমায় ব্যথায়
ঘনায় কাঁদন গগন-সীমায়।
তার বেদনাই ভরেছে দিক
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্ পথিক,
আকাশ-জোড়া শুধু তারি
অসীম রোদন বেদন-ছায়া॥

For অ/৭/২

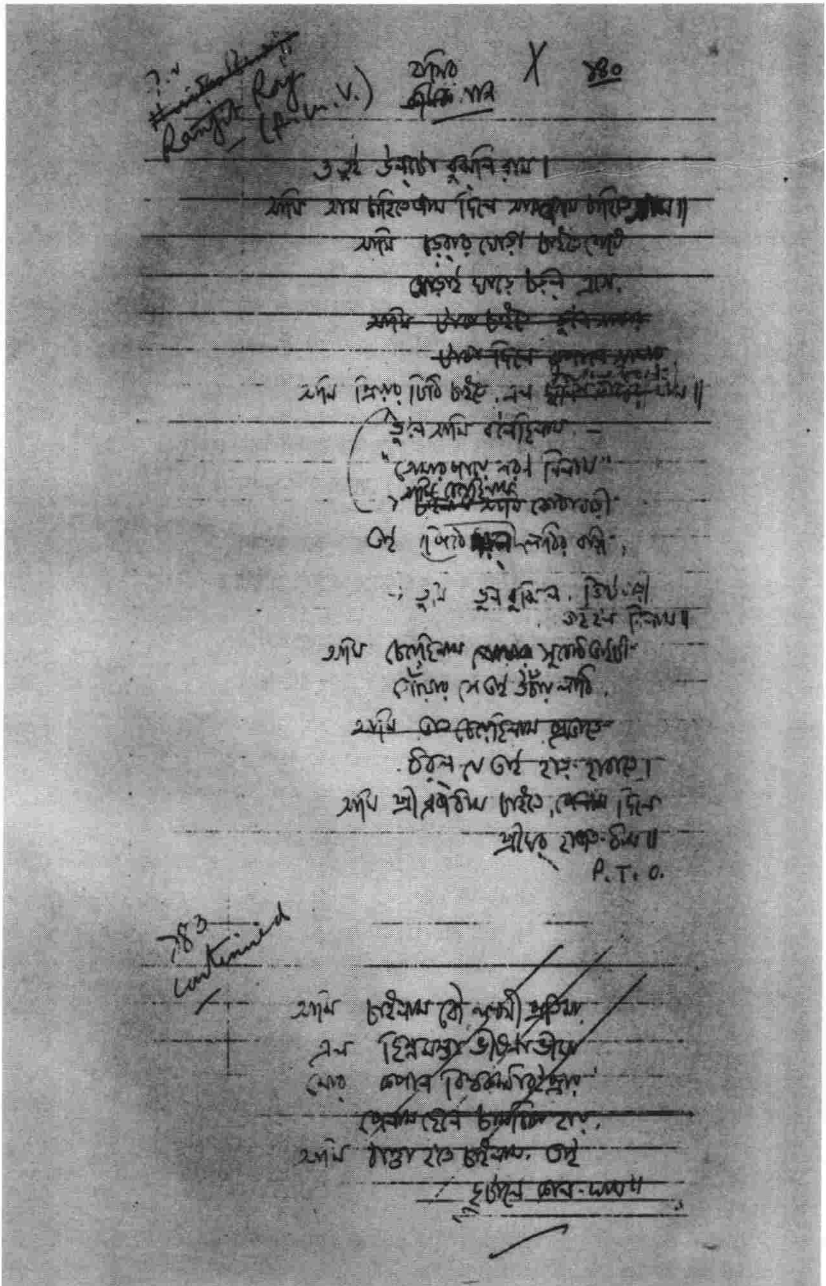
Ranjit Roy
৪৪০
ও তুই উল্টো বুঝলি রাম।
P.T.O.
continued

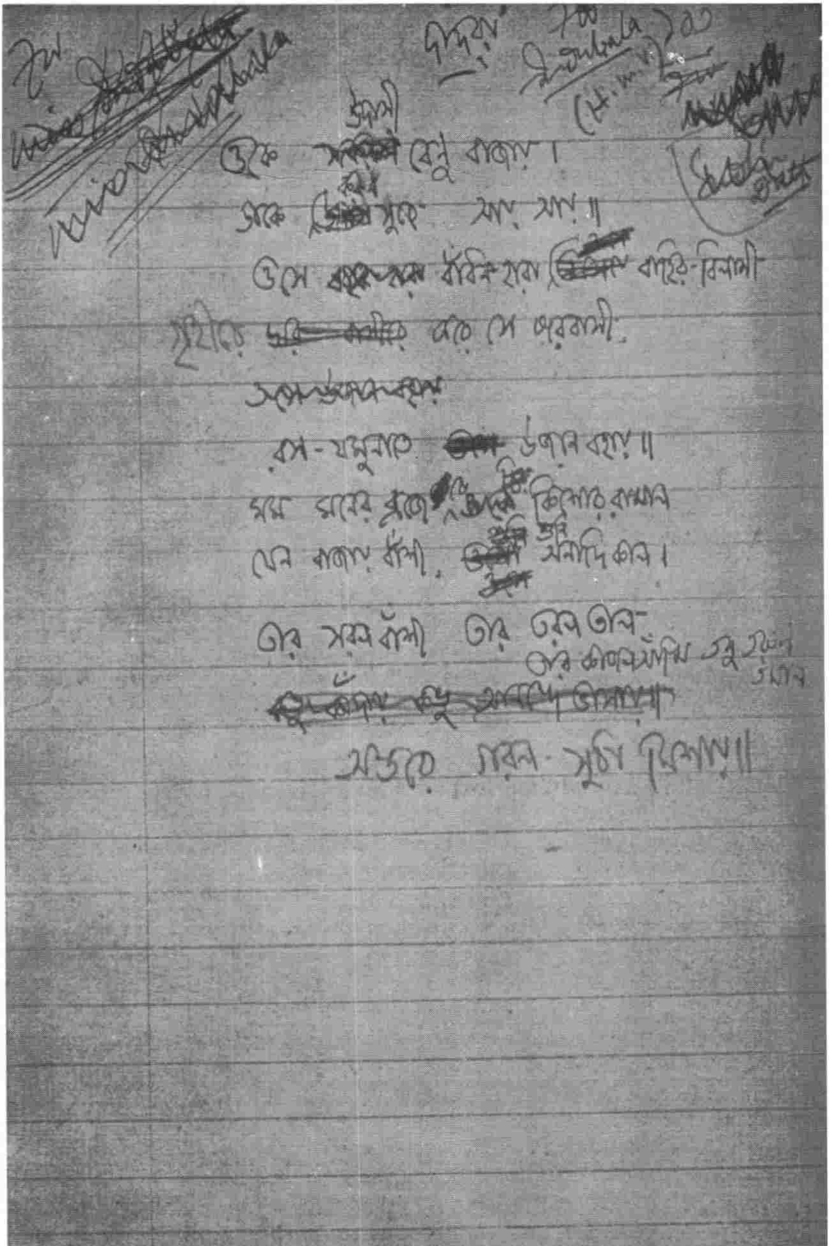
ওকে উদাসী বেণু বাজায়।
রস-যমুনাতে উজান বহায়॥
মম মনের ব্রজে কিশোর রাখাল
যেন বাজায় বাঁশী অনাদি কাল।
তার সরল বাঁশী তার তরল তান

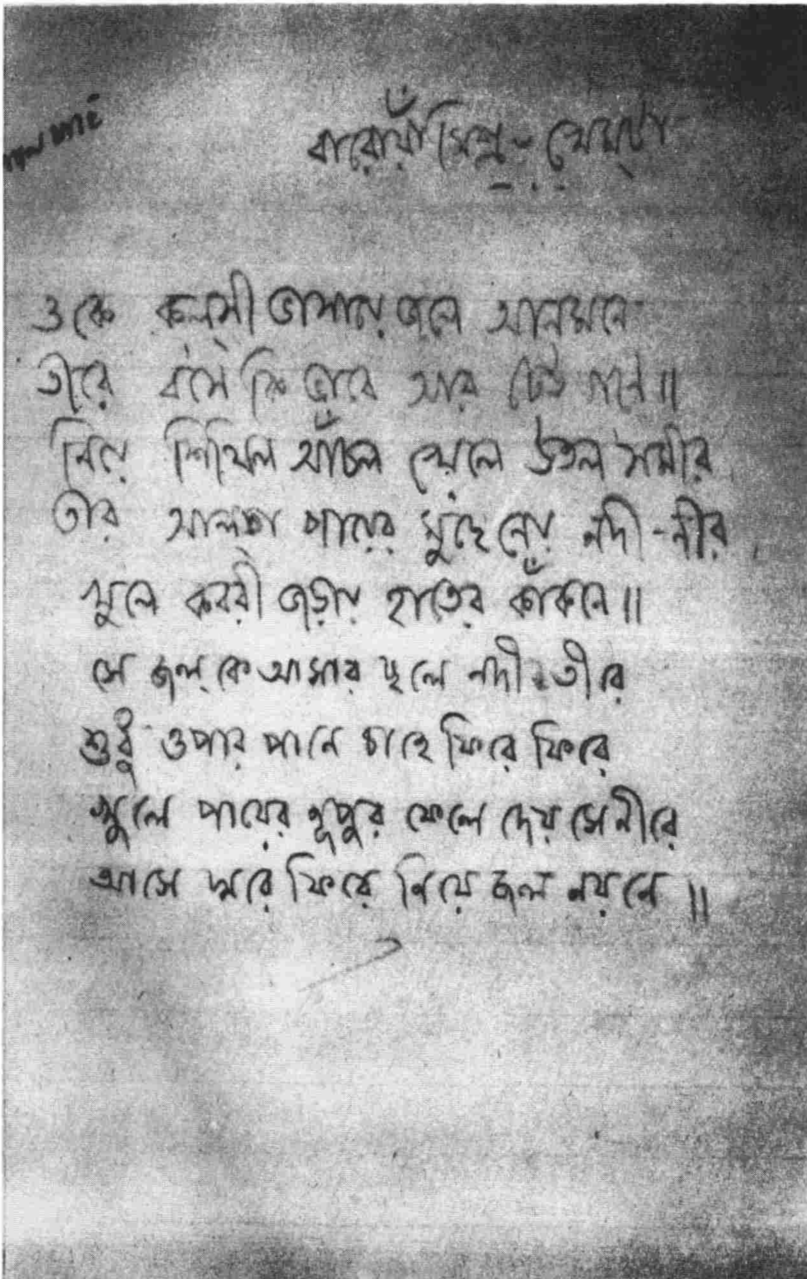

বারোয়াঁ সিন্ধু – খেমটা

ওকে কলসী ভাষায়ে জলে আনমনে
তীরে বসে কি ভাবে সে ঢেউ গনে ॥
নিয়ে শিথিল আঁচল খেলে উতল সমীর
তার অলক্ত পায়ে ধুয়ে নেয় নদী-নীর,
খুলে কবরী জড়ায় হাতের কাঁকনে ॥
সে জল কে আসার ছলে নদী-তীর
শুধু ওপার পানে চাহে ফিরে ফিরে
খুলে পায়ের নূপুর ফেলে দেয় সে নীরে
আসে ঘরে ফিরে নিয়ে জল নয়নে ॥

www.icsbook.info

১. Bimalji

পাহাড়ী — কার্ফা

ওকে দূর উদাসী হায় ডাকে আয় আয়
গোধূলি-বেলায় বাজায়ে বাঁশরী।
তার পাহাড়ী সুরে মোর নয়ন ঝুরে,
মম কুল লাজ গৃহকাজ (যাই) পাসরি
তার সুরের মায়ায়
আকাশ ঝিমায়
চাঁদের চোখে শিশির ঝরায়।
তারি বিরহে মরি মোহে
জীবন মরণ লয়েছে কিশোরী ।।

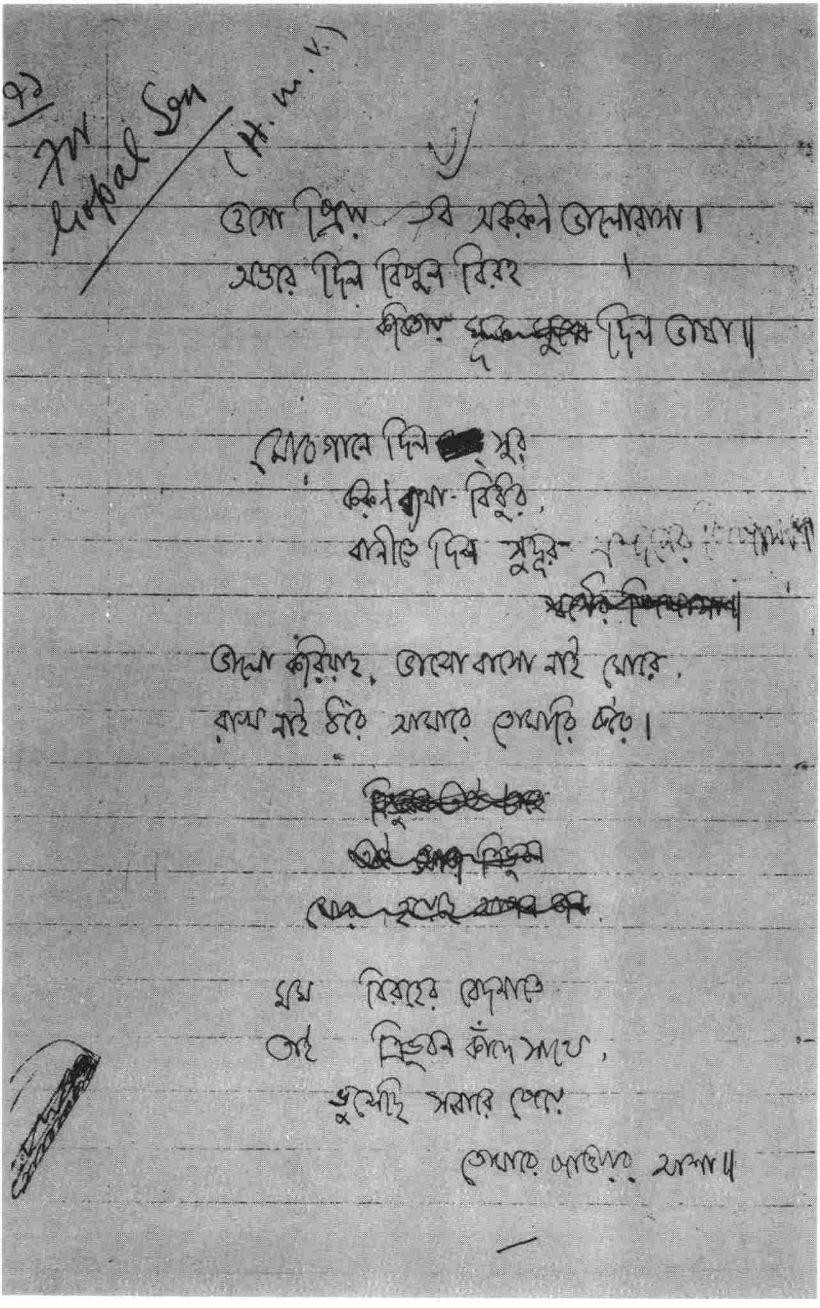
ওগো প্রিয় তব অকরুণ ভালোবাসা।
অন্তরে দিল বিপুল বিরহ
কণ্ঠে দিল ভাষা।।

মোর গানে দিল সুর
কোন্ ব্যথা-বিধুর,
বাণীতে দিল সুদূর

ভুলে করিয়াছ, ভালোবাসো নাই মোরে,
বাসো নাই ঠিক যাহারে দেখেছি দূরে।

মম বিরহের বেদনাতে
তাই ত্রিভুবন কাঁদে সাথে,
ভুলেছি সবার পরে
তোমারে পাইবার আশা।।

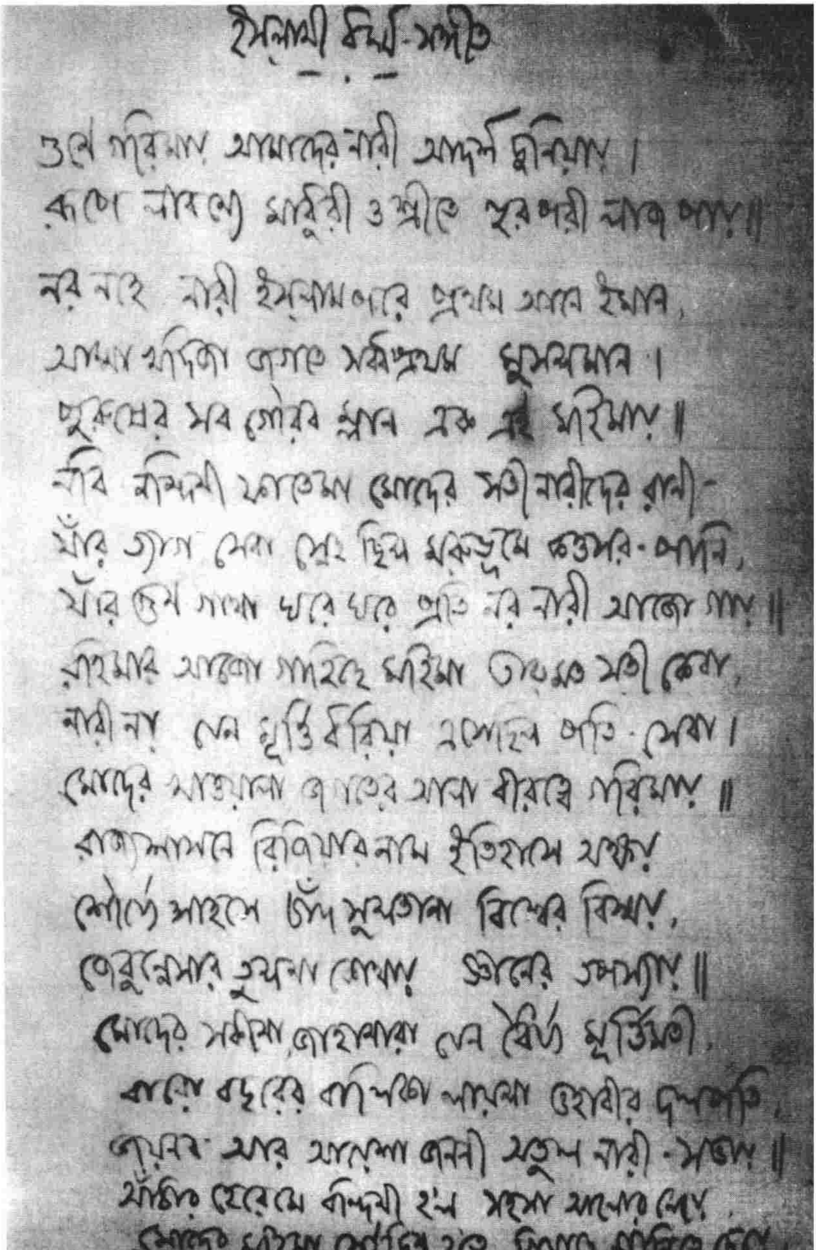

ইসলামী স্ত্রী-সঙ্গীত

ওগো গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়।
রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরপরী লাজ পায়॥
নর নহে নারী ইসলাম 'পরে প্রথম আনে ঈমান,
আম্মা খাদিজা জগতে সর্বপ্রথম মুসলমান।
পুরুষের সব গৌরব ম্লান এক এই মহিমায়॥
নবি-নন্দিনী ফাতেমা মোদের সতী নারীদের রানী—
যাঁর ত্যাগ সেবা স্নেহ ছিল মরুভূমে খর্জুর-পানি,
যাঁর প্রেম গাথা ঘরে ঘরে প্রতি নর নারী আজো গায়॥
রহিমার আজো গাহিছে মহিমা [illegible] সতী কেবা,
নারী নয় যেন মূর্তি ধরিয়া এসেছিল পতি-সেবা।
মোদের আওলা জগতের আলো বীরত্বে গরিমায়॥
রাজ্য শাসনে রিজিয়ার নাম ইতিহাসে অক্ষয়
শৌর্যে সাহসে চাঁদ সুলতানা বিশ্বের বিস্ময়,
জেবুন্নেসার তুলনা কোথায় জ্ঞানের তপস্যায়॥
মোদের সকিনা, জাহানারা যেন ধৈর্য মূর্তিমতী,
[illegible]
জোবেদা আর আয়েশা জননী অতুল নারী-সভায়॥
[illegible]
[illegible]

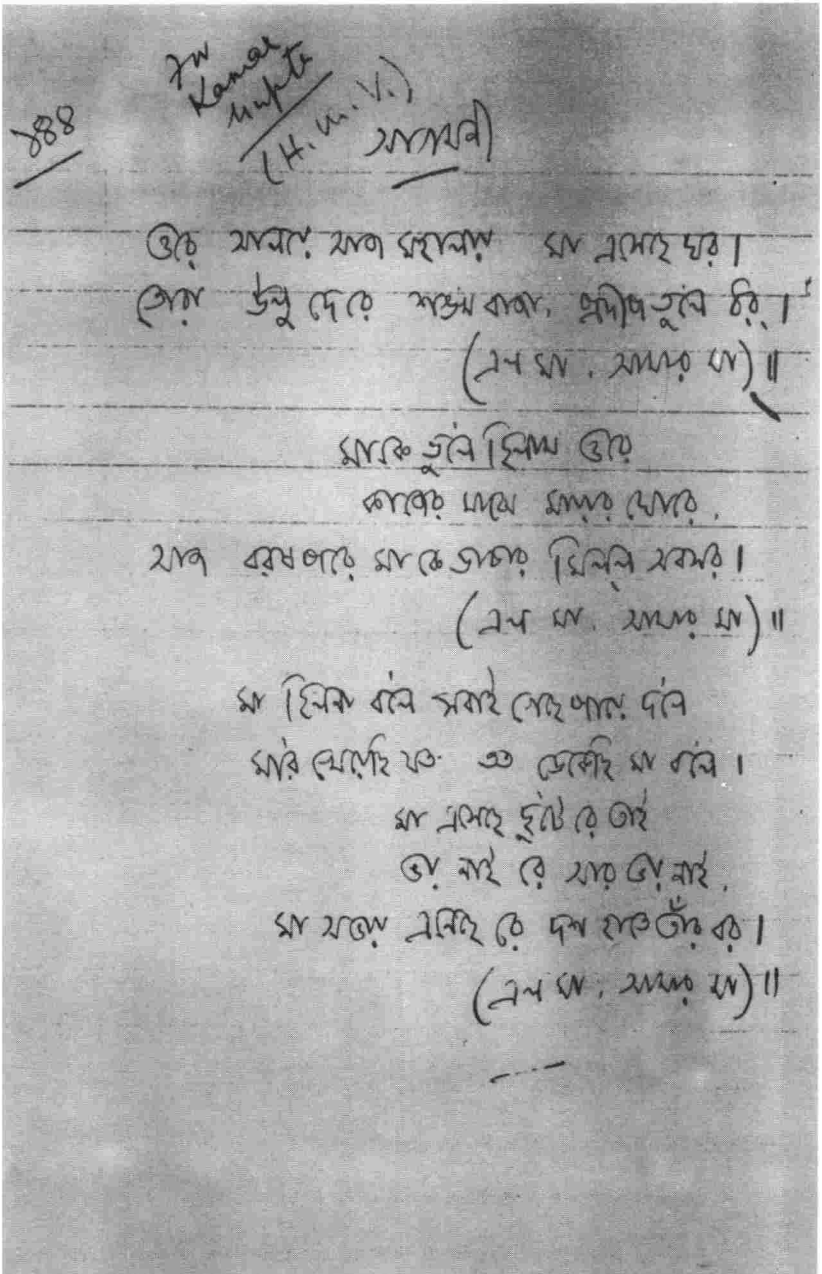

১৪৪

(H.M.V.)

আগমনী

ওরে আলয়ে আজ মহালয়া মা এসেছে ঘর।
তোরা উলু দেরে শঙ্খ বাজা, প্রদীপ তুলে ধর।
(এল মা, আনন্দ মা)॥

মাকে ভুলে ছিলি ওরে
কাহার মায়ে মায়ের ঘোরে,
আজ বরষ পরে মাকে ডাকে ঝিল্লি ঝঙ্কার।
(এল মা, আনন্দ মা)॥

মা ছিল না বলে সবাই গেছে পায়ে দলে
মার ছেলেরা যত ওরে ডেকেছি মা বলে।
মা এসেছে ছুটে রে তাই
ভয় নাই রে আর ভয় নাই,
মা অভয় এনেছে রে দশ হাতে তাঁর বর।
(এল মা, আনন্দ মা)॥

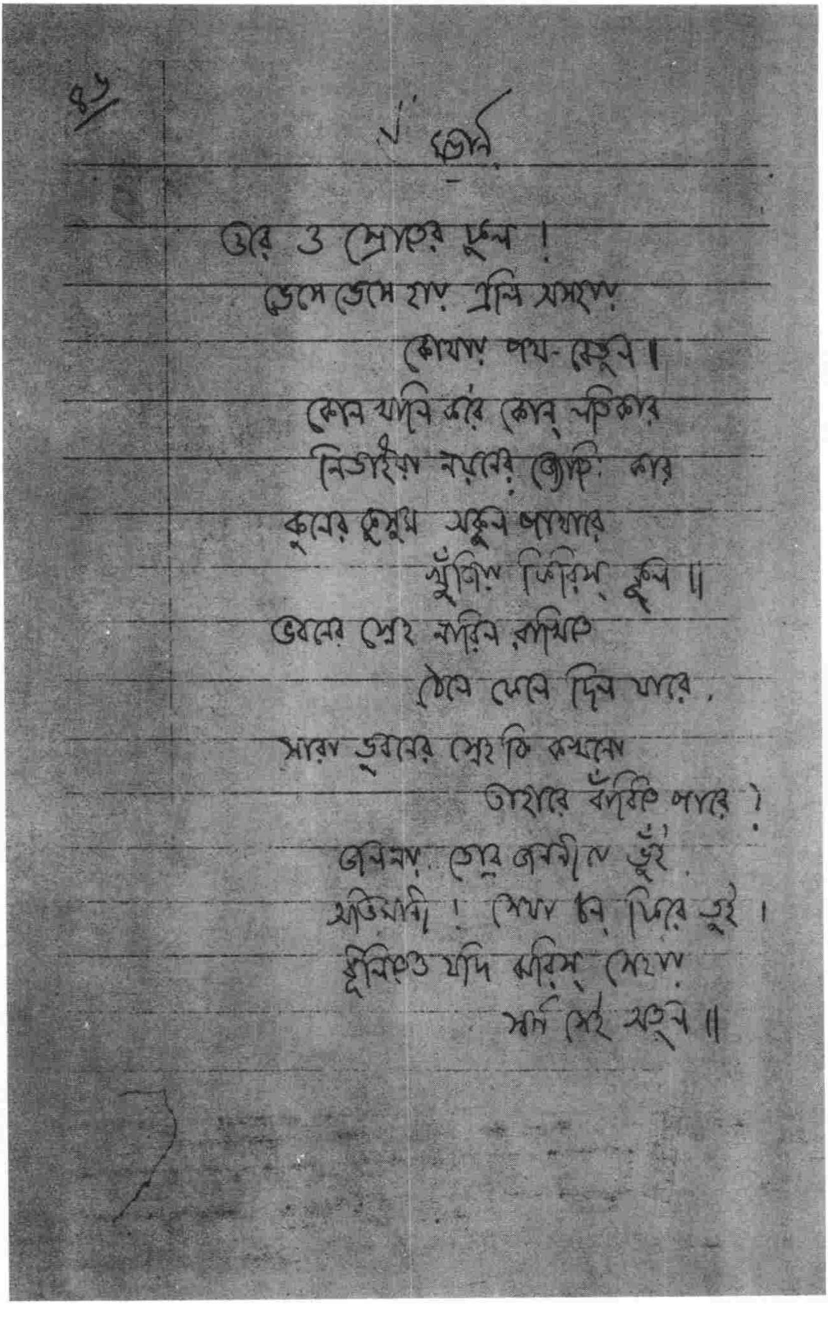

৪৬/

ভৈরবী

ওরে ও স্রোতের ফুল!
ভেসে ভেসে যায় এলি অসহায়
কোথায় পথ-বেভুল।
কোন বাগিচার কোন্ শাখার
নিভাইয়া নয়নের জ্যোতিঃ কার
কূলের কুসুম অকূল পাথারে
খুঁজিয়া ফিরিস্ কূল॥
ভবনের স্নেহ নারিল রাখিতে
টেনে ফেলে দিল যারে,
সারা ভুবনের স্নেহ কি কখনো
তাহারে বাঁধিতে পারে?
জানিনা তোর জননী সে কই,
অভিমানী! শেষ দিনে ফিরে তুই।
দুনিয়াতে যদি ঝরিস্ সেথায়
সার্থ সেই অকূল॥

www.icsbook.info

(৫৭)

কথা কও, কও কথা, হে দেবতা!
তুমি ত জান হে স্বামী আমার প্রাণের ব্যথা॥
মোর তরে আজি সকল দুয়ার
হইল বন্ধ, হে প্রভু আমার
তুমি খোলো দ্বার, সহেনা যে আর
সহেনা এ নীরবতা॥
শুনি আজো মোর ক্রন্দন
গলিবেনা পাষাণের নারায়ণ?
ভোলো অভিমান, দাও লুটাতে তোমার
পূজারিনী আশা হে

Nilima Banerji!

মনিপুরি (খেমটা) ২০

R

রুমঝুমঝুম বাদল-নূপুর বোলে।
শ্যামল-বরন কে নাচে কে নাচে
গগন-কোলে॥
তার অঙ্গের লাবনী (যেন ঝরে অবিরল
হায়) শীতল মেঘলা-মাটির ধারা-জল
কদম ফুলে পীত উত্তরী তার
পূব হাওয়াতে দোলে।
ঝিকিমিকি ঝিলিকে তার বনমালার
আভাস দোলে
বনকুন্তল ঢল ঢল শ্যাম মনোহর
তাহারি অনুরাগে
তারে হেরি পাপিয়া "পিয়া পিয়া" কহে
সারং কাঁদে, নদীজল বহে,
ময়ূর ময়ূরী বনশবরী নাচে টলে টলে।

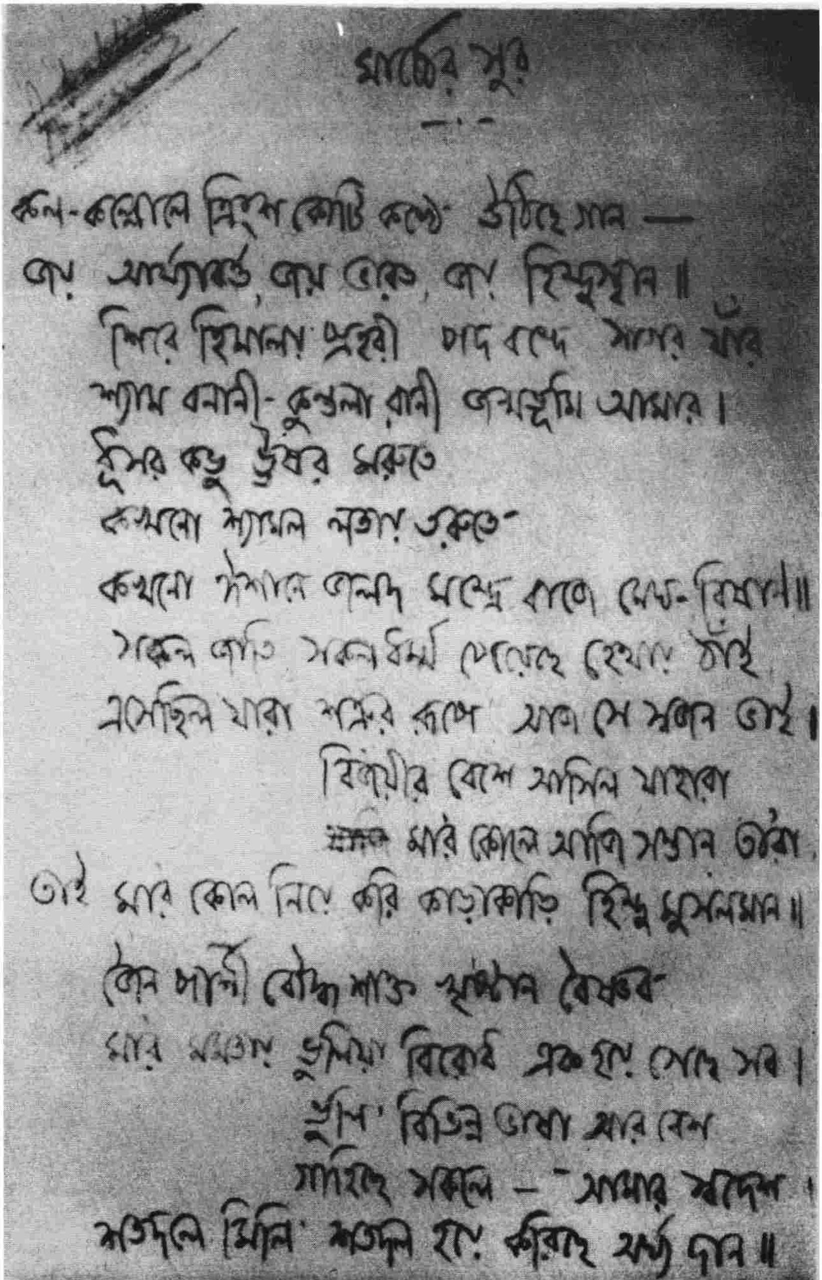

মার্চের সুর

কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে উঠিছে গান —
জয় আর্য্যাবর্ত্ত, জয় ভারত, জয় হিন্দুস্থান ॥
শিরে হিমালয় প্রহরী চাঁদ বন্দে সাগরে যাঁর
শ্যাম বনানী-কুন্তলা রাণী জন্মভূমি আমার।
ধূসর কভু ঊষর মরুতে
কখনো শ্যামল লতায় তরুতে
কখনো ঈশানে জলদ মন্দ্রে বাজে মেঘ-বিষাণ ॥
সকল জাতি সকল ধর্ম্ম পেয়েছে হেথায় ঠাঁই
এসেছিল যারা শত্রুর রূপে আজ সে স্বজন ভাই।
বিজয়ীর বেশে আসিল যাহারা
মার কোলে আজি সন্তান তাঁরা
তাই মার কোল নিয়ে করি কাড়াকাড়ি হিন্দু মুসলমান ॥
জৈন পার্শী বৌদ্ধ শাক্ত খৃষ্টান বৈষ্ণব
মার মমতায় ভুলিয়া বিরোধ এক হয়ে গেছে সব।
যদি বিভিন্ন ভাষা আর বেশ
গাহিছে সকলে — "আমার স্বদেশ"।
শতদলে মিলি শতদল হয়ে করিছে অর্ঘ্য দান ॥

www.icsbook.info

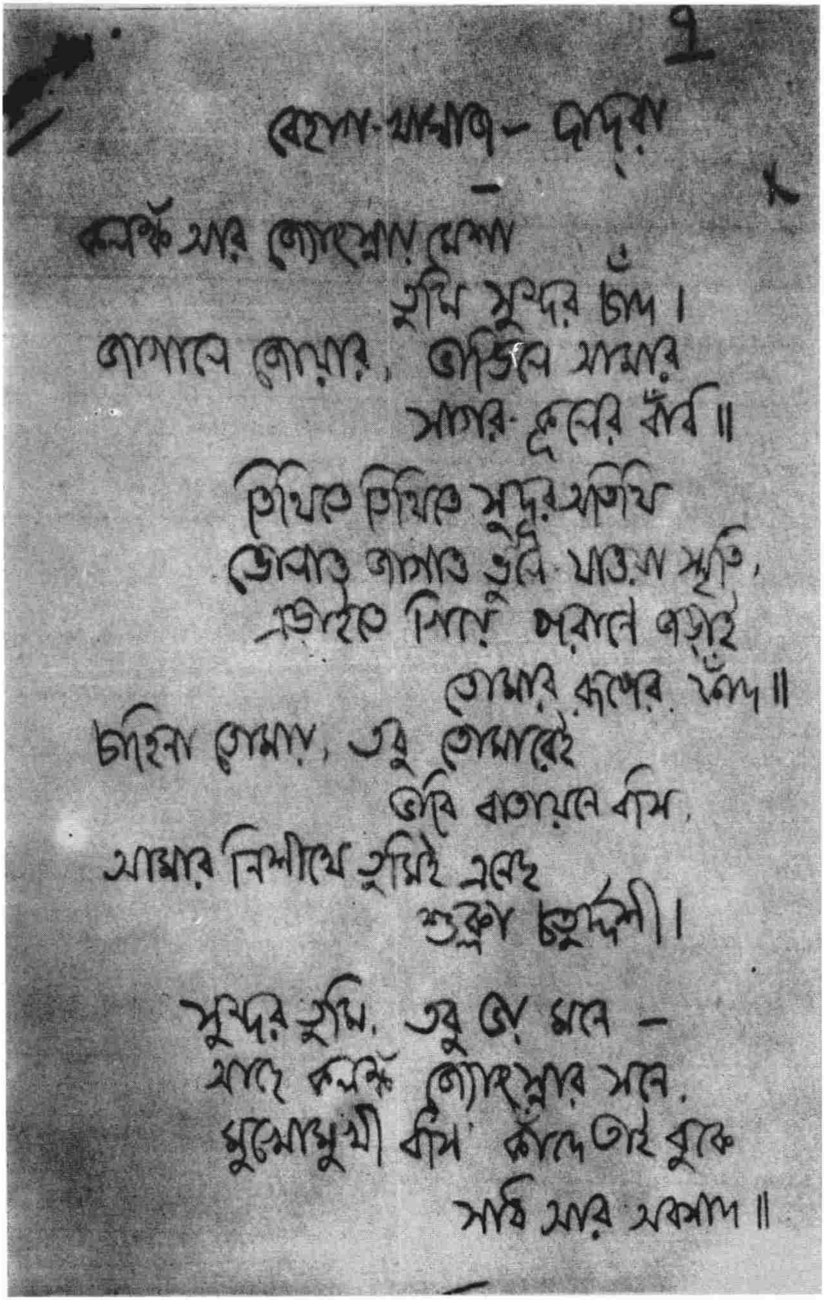

৭

বেহাগ-খাম্বাজ – দাদ্‌রা

কলঙ্ক আর জ্যোস্নায় মেশা
তুমি সুন্দর চাঁদ।
জাগাবে জোয়ার, ভাঙিবে আমার
সাগর-কূলের বাঁধ॥
তিথিতে তিথিতে সুদূর অতিথি
ডোবাও জাগাও ভুলে যাওয়া স্মৃতি,
এড়াইতে গিয়ে সরালে জড়াই
তোমার রূপের ফাঁদ॥
চাহিনা তোমায়, তবু তোমারেই
হেরি বাতায়নে বসি,
আমার নিশীথে তুমিই এনেছ
শুক্লা চতুর্দশী।
সুন্দর তুমি, তবু ভয় মনে –
থাকে কলঙ্ক জ্যোস্নার সনে,
মুখোমুখি বসি' কাঁদে তাই বুকে
সাধ আর অবসাদ॥

www.icsbook.info

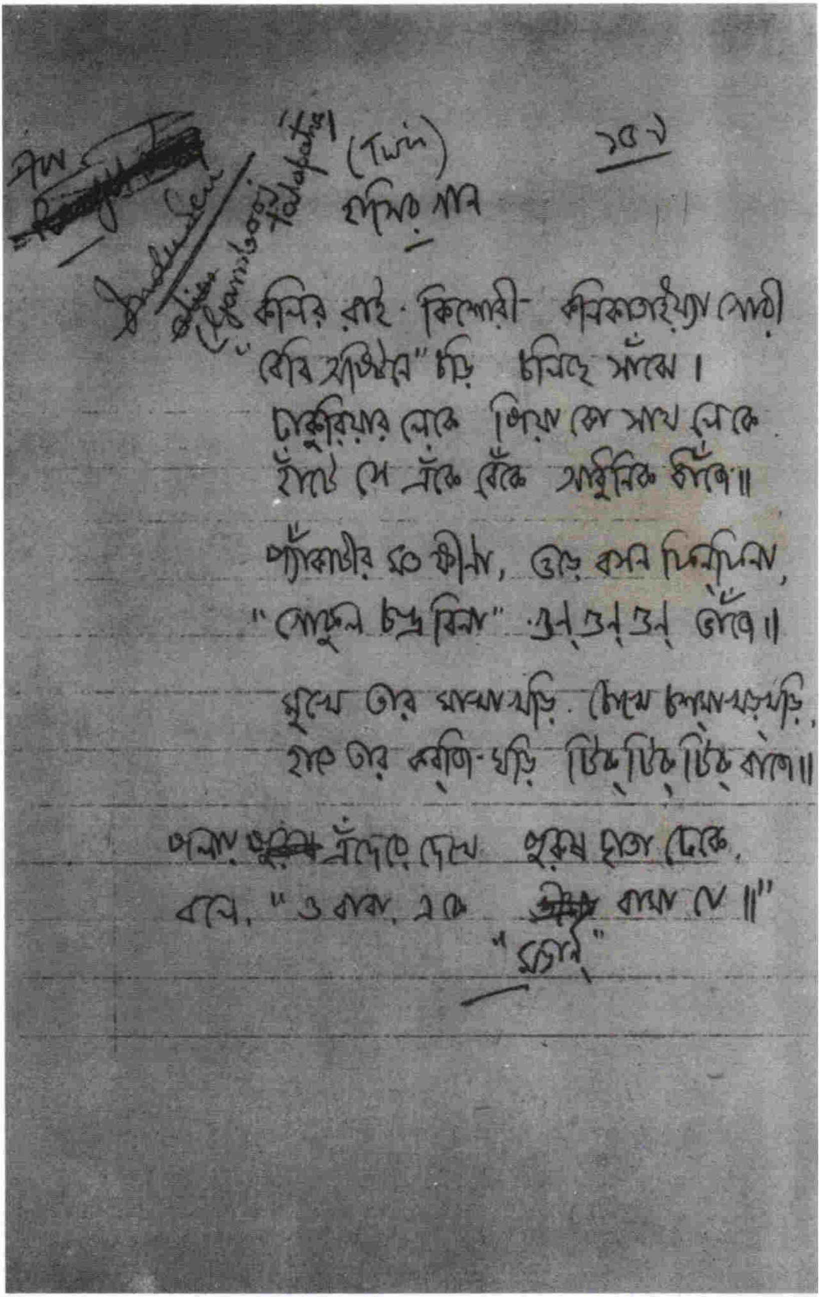

www.icsbook.info

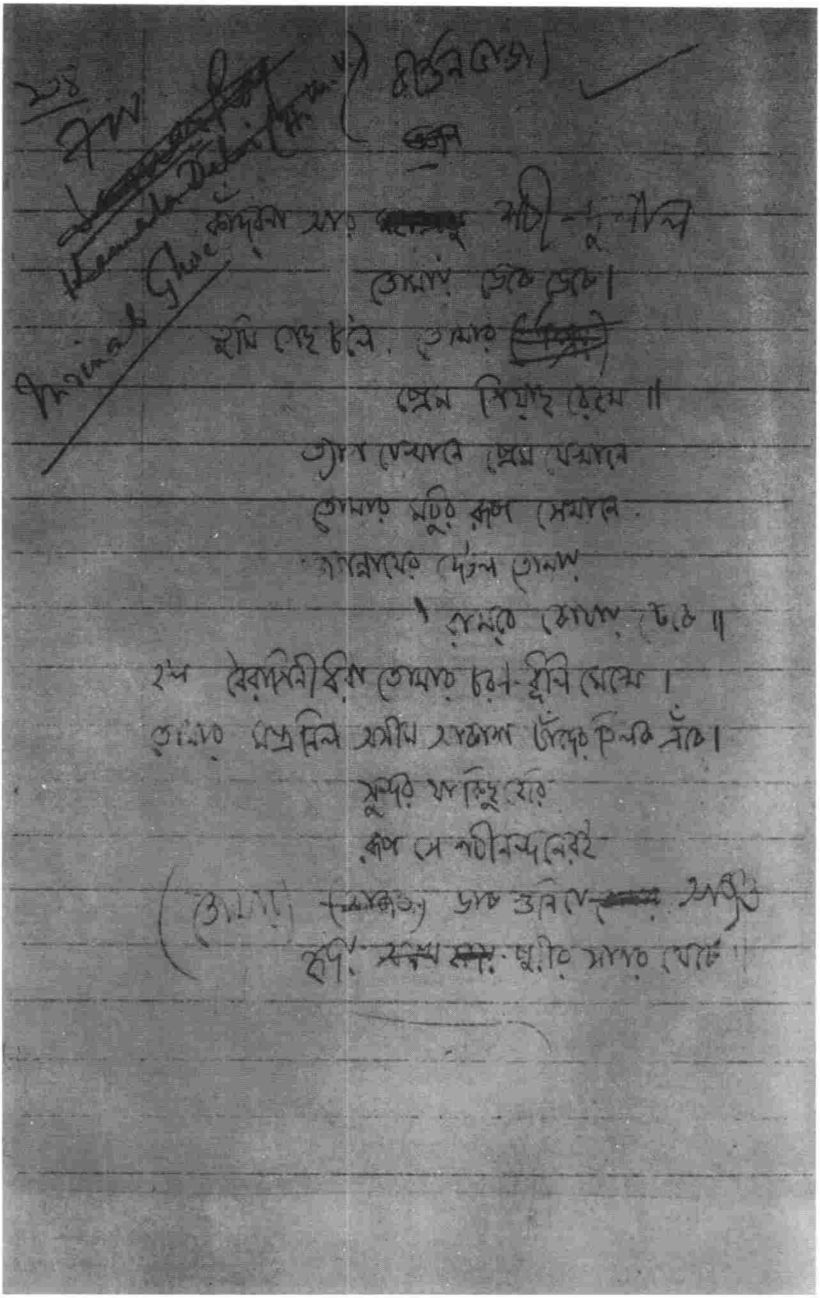

কাঁদবনা আর শচী-দুলাল
তোমায় ডেকে ডেকে।
তুমি দেহ ছেড়ে তোমার
প্রেম গিয়াছ রেখে॥
প্রাণ যেখানে প্রেম যেখানে
তোমার মূর্তি রূপ সেখানে
আনন্দেরি দেউল তোমার
[illegible] তোমায় [illegible]॥
হল বৈরাগিনী বিশ্ব তোমার চরণ-ধূলি মেখে।
তোমার প্রেম নিল অসীম আকাশ [illegible]
সুন্দর যা কিছু হেরি
রূপ সে শচীনন্দনেরই
(তোমায়) ডাক শুনি যে [illegible]
যদি [illegible] খুঁজি সাগর [illegible]॥

www.icsbook.info

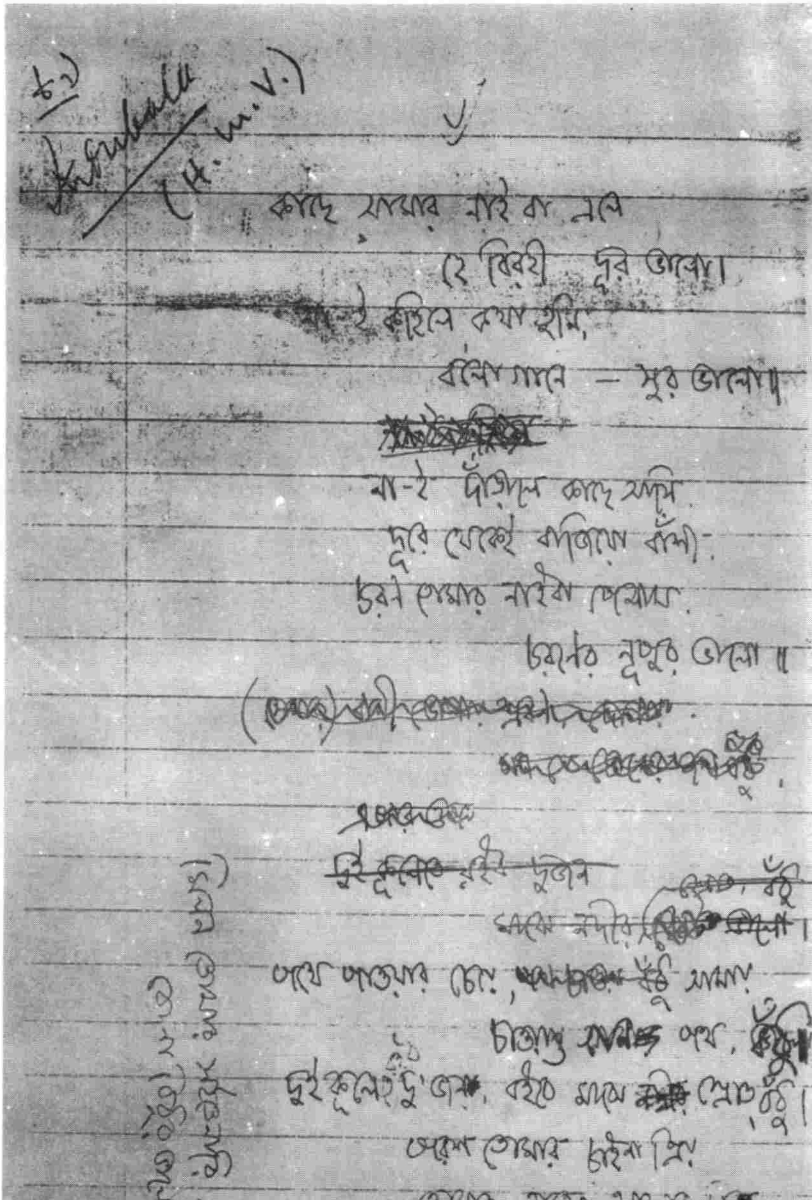
কাছে আমার নাই বা এলে
হে বিরহী দূরই ভালো।
নাই কহিলে কথা তুমি,
বলো গানে — সুর ভালো॥
নাই দাঁড়ালে কাছে আসি
দূরে থেকেই বাজিয়ো বাঁশী
চরণ তোমার নাই বা পেলাম
চরণের নূপুর ভালো॥
পরশ তোমার চাইনা প্রিয়
তোমার হাতের আঘাত দিও।

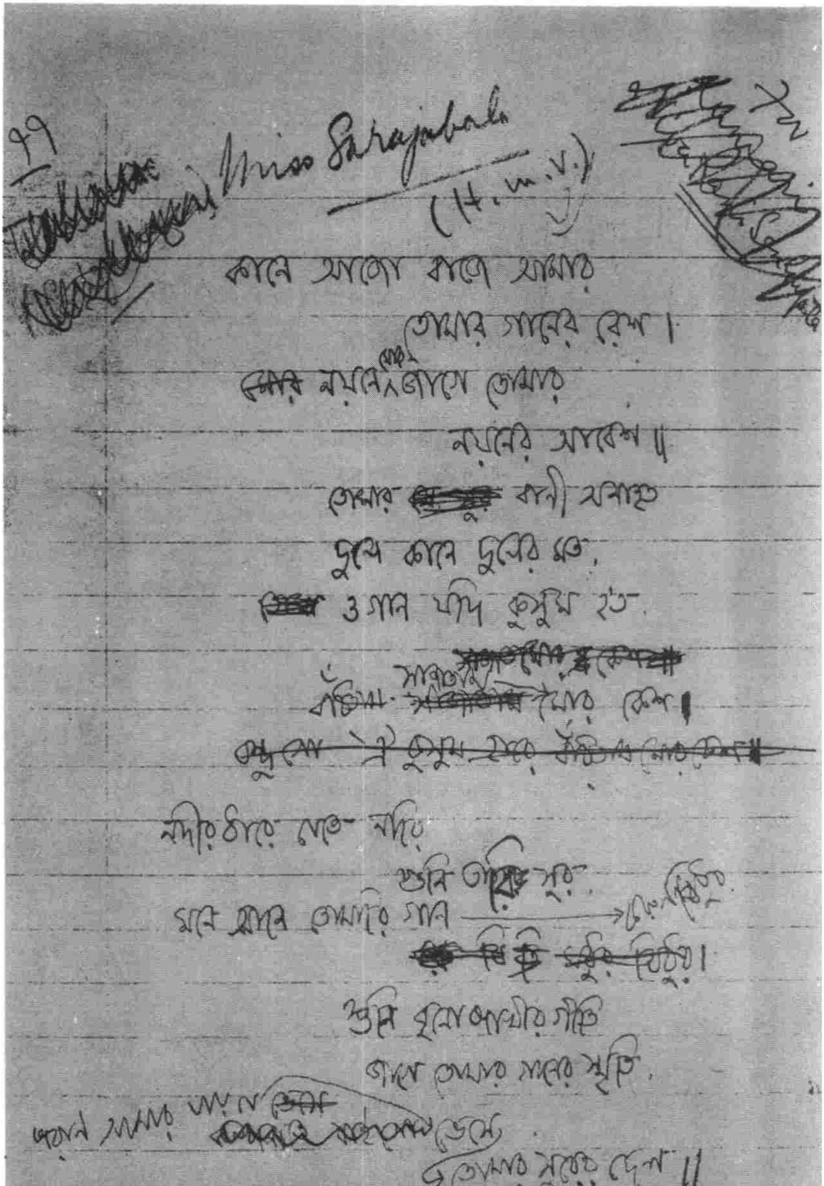
Miss Sarajubala
(H.M.V.)

কানে আজো বাজে আমার
তোমার গানের রেশ।
মোর নয়নে জাগে তোমার
নয়নের আবেশ॥
তোমার বাণী যেন আছে
দুখে কানে দুলের মত,
ও গান যদি কুসুম হ'ত,
বাঁধিয়া সারাতনু মোর কেশ।

নদীর তীরে যেতে নদীর
শুনি তাহার সুর,
মনে জাগে তোমারি গান
বিধুর।
শুনি বুনো পাখীর গীতি
জাগে তোমার গানের স্মৃতি,
আজো আমার
যে তোমার সুরের দেশ॥

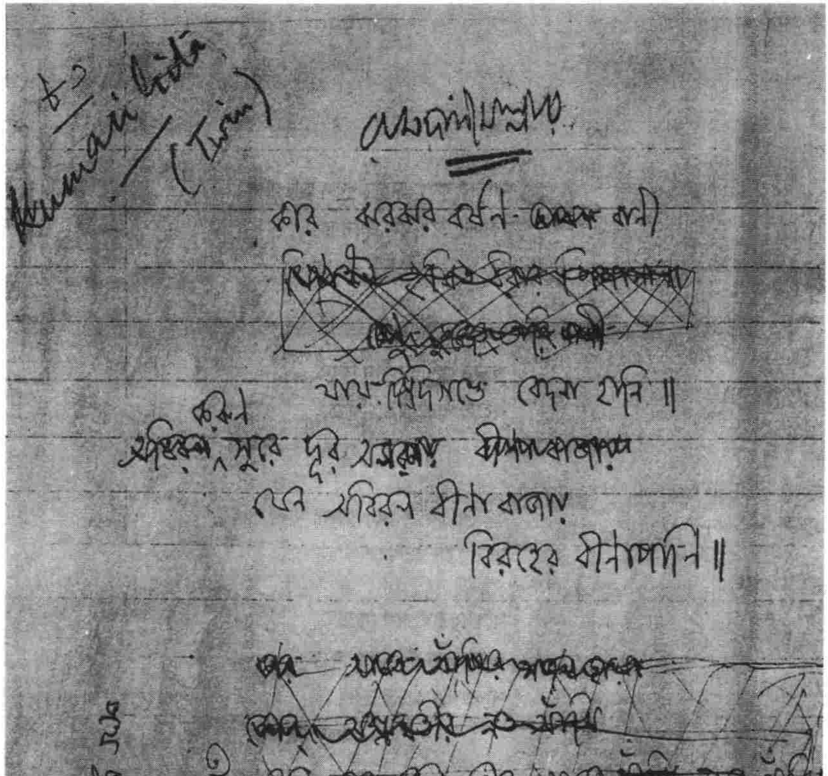
বিরহের বীণাপাণি ॥
গীতি-পিপাসিতা বসুন্ধরা
শোনে সেই সুর প্রাণ-উদাস-করা।

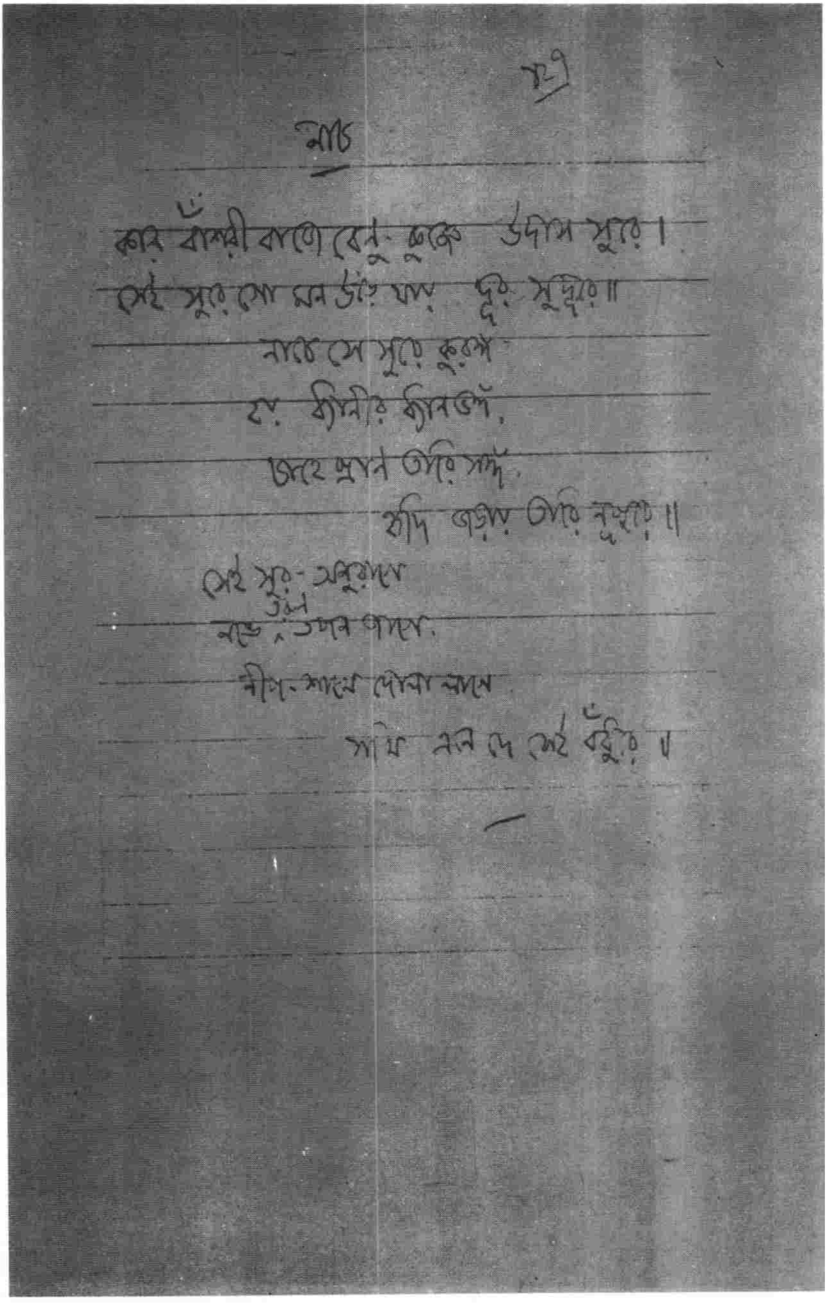

নাচ

কার বাঁশরী বাজে বেণু-কুঞ্জে উদাস সুরে।
সেই সুরে মোর মন উড়ে যায় দূর সুদূরে॥
নাচে সে সুরে কুরঙ্গ
হয় ঝিল্লীর ঝিনঝিন,
জাগে প্রাণে তারি সাধ,
হৃদি জড়ায় তারি নূপুরে॥
সেই সুর-অনুরাগে
নভে উজল তপন জাগে,
নীপ-শাখে দোলা লাগে
সখি এল সে সেই বঁধুরে॥

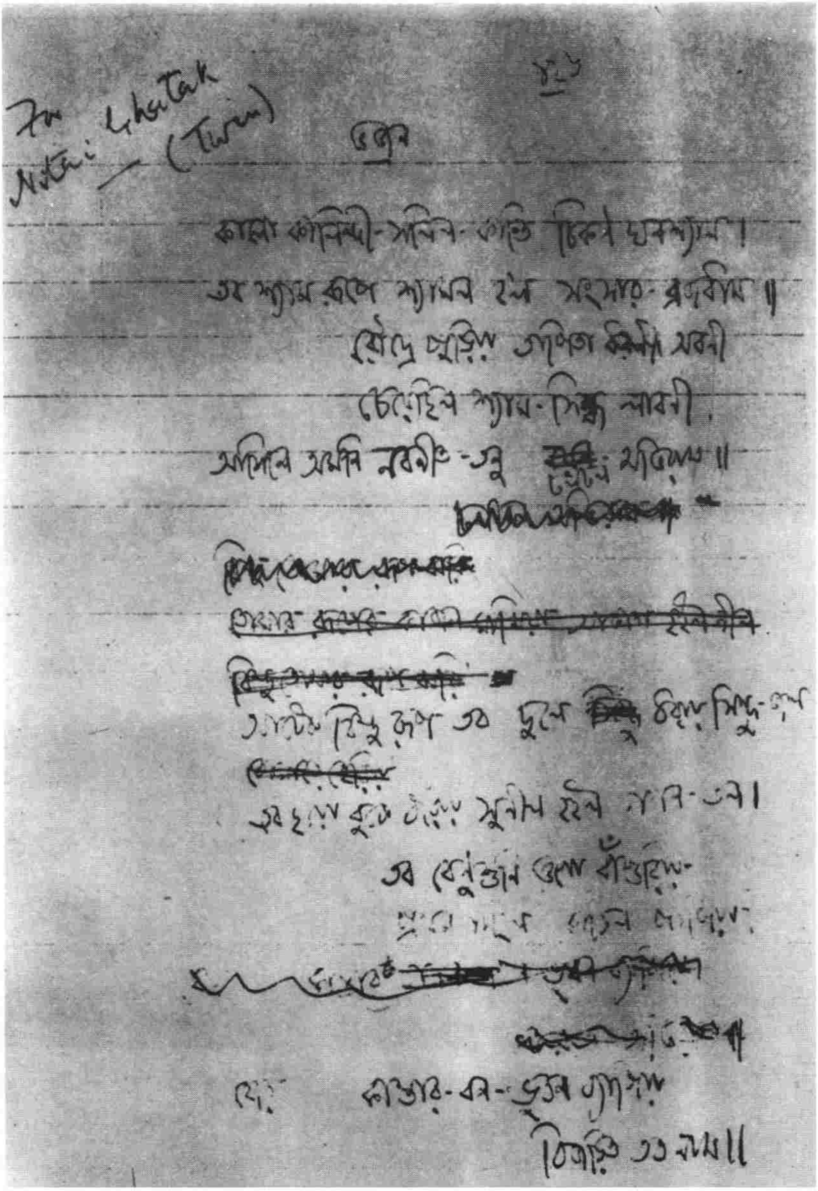
কালো কালিন্দী-সলিল-কান্তি চিকন ঘনশ্যাম।
তব শ্যাম রূপে শ্যামল হ'ল সংসার-ব্রজধাম॥

22

শ্যামা-সঙ্গীত

কি নামে ধরে ডাকব তোরে, মা তুই দে বলে।
কি নামে ধরে কাঁদলে পরে ধরে তুলিস কোলে।
মা তুই দে বলে॥
বনে খুঁজি মনে খুঁজি
পাইনে দেখা, যতই খুঁজি,
মন্দিরে তাই কেঁদে লুটাই মা গো
পাষাণ-প্রতিমা মা তোর একটুও না টলে॥
কোলে যদি না দিবি মা গো থাকিস কেন তবে?
(আমি) জনম নিয়ে এসেছিলেম তোর কোলেরই লোভে।
আমি রইতে নারি মা না পেয়ে
মরণ দে মা তোমায় চেয়ে,
এ ইহ জীবনে কোল পাবো না মা গো.
(যদি) তোকেই পাব মা মরণে তো মরি মা যদি পাই মলে॥

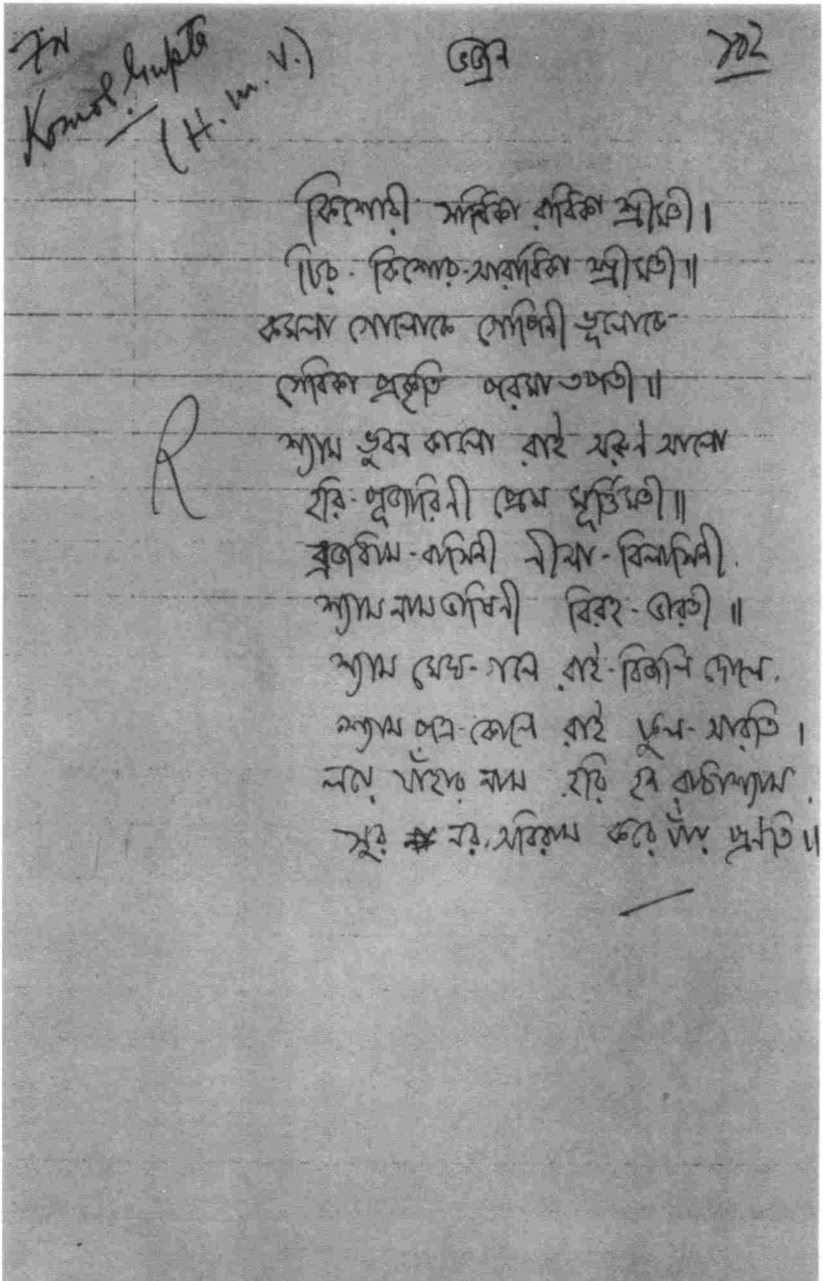

7/1 Kamal Gupta (H.M.V.)

ভজন

১০২

কিশোরী সাধিকা রাধিকা শ্রীমতী।
চির-কিশোর-আরাধিকা শ্রীমতী॥
কমলা গোলোকে সৌদামিনী ভূলোকে
সেবিকা প্রকৃতি পরমা তপতী॥
শ্যাম ভুবন কালো রাই বরন আলো
হরি-পূজারিণী প্রেম মূর্তিমতী॥
ব্রজধাম-বাসিনী লীলা-বিলাসিনী
শ্যাম নাম জপিনী বিরহ-আরতী॥
শ্যাম মেঘ-গানে রাই-বিজলি দোলে,
শ্যাম চন্দ্র-কোলে রাই ফুল-আরতি।
নমো যাঁহার নাম রাই হরি রাধাশ্যাম,
সুর নর, অবিরাম করে যাঁর প্রণতি॥

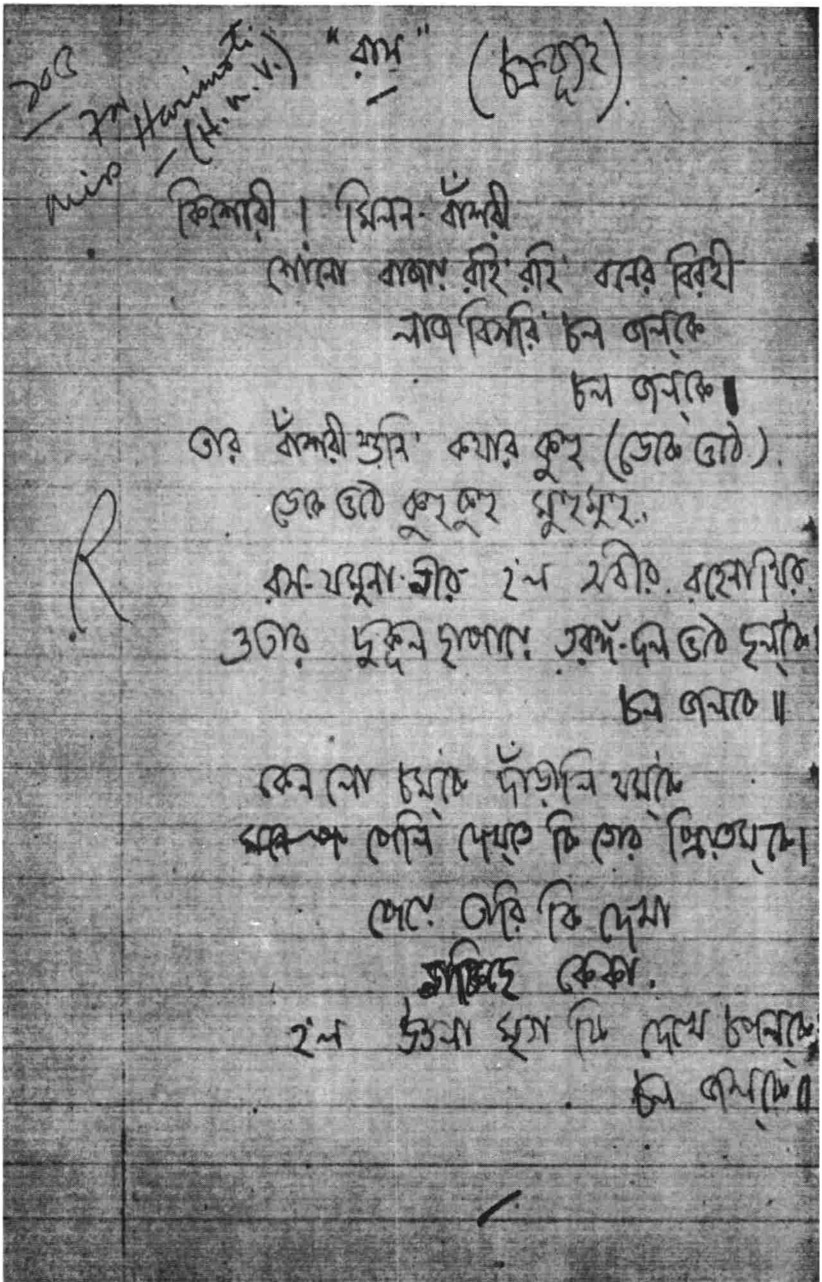
২০৩
Miss Harimati
(H.M.V.)
"বাগ"
কিশোরী! মিলন-বাঁশরী
শোনো বাজায় রহি' রহি' বনের বিহারী
নাচে কিশোরী চল জলকে
চল জলকে।
ওর বাঁশরী শুনি' কদম্ব কুঞ্জ (জেগে ওঠে).
জেগে ওঠে কুহু কুহু মুহুমুহু.
রস-যমুনা-তীরে হ'ল অধীর রহি রহি.
ওঠার দুকূল হাওয়ায় তরঙ্গ-দল ওঠে দুলে
চল জলকে॥
কেন লো চমকে দাঁড়ালি থমকে
ফেলি' দেখতে কি তোর প্রিয়তমে।
দেখে ওরি কি নেশা
লেগেছে কেকা.
হ'ল উতলা হৃদয় কি দেখে চলিতে
চল জলকে॥

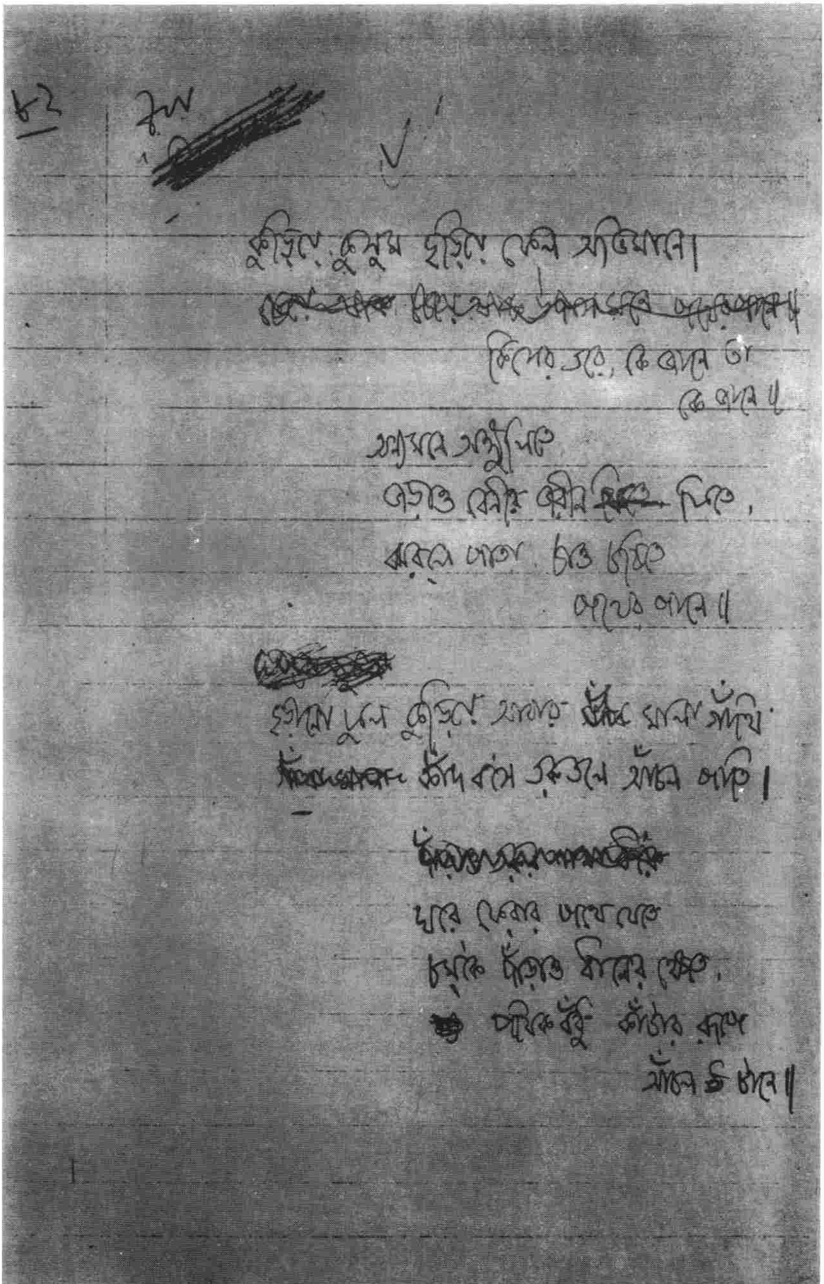
কুড়িয়ে কুসুম ছড়িয়ে ফেলি অভিমানে।

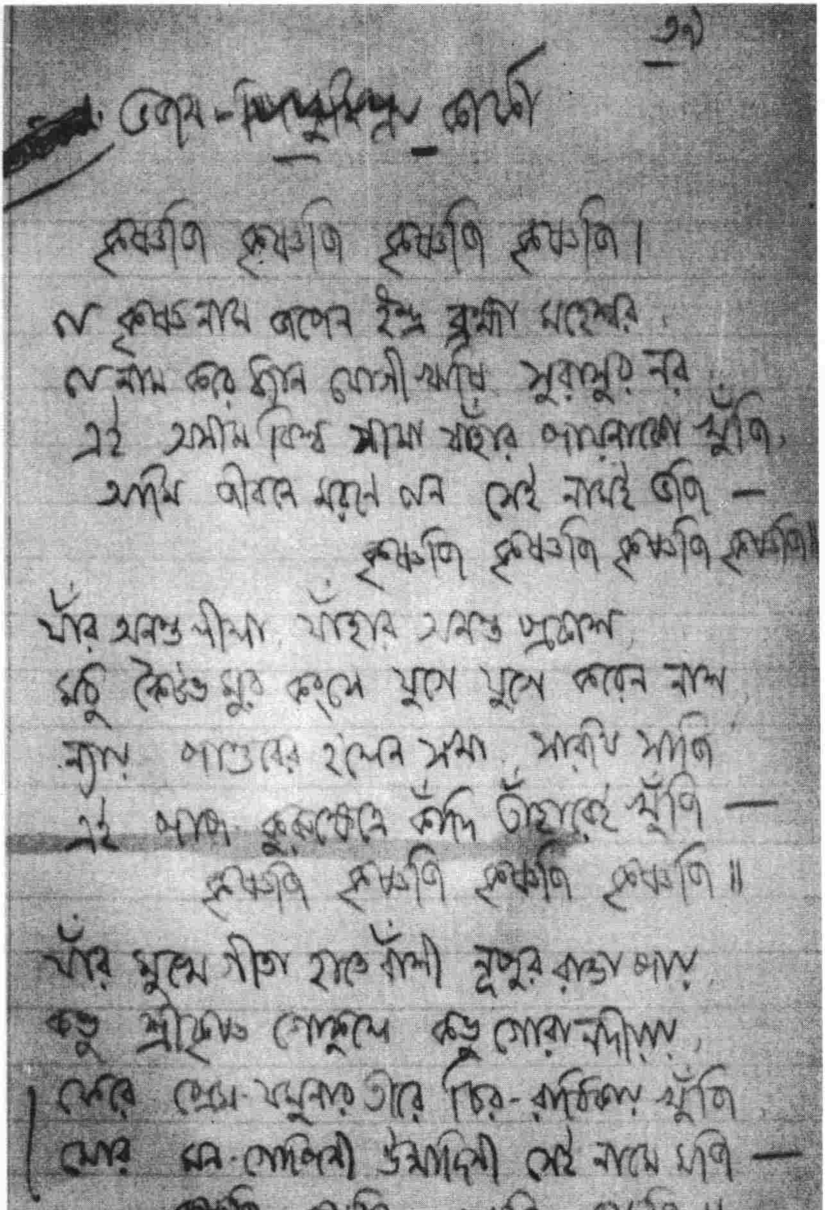
৩৭

ভজন - মিশ্র সিন্ধু - কাহার্বা

কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি।
যে কৃষ্ণনাম জপেন ইন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর,
যে নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর,
এই অসীম বিশ্ব সীমা যাঁহার আপনাতে খুঁজি,
আমি জীবনে মরণে মন সেই নামই ভজি —
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি।
যাঁর অনন্ত লীলা, যাঁহার অনন্ত প্রকাশ,
মধু কৈটভ মুর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ,
যিনি পাণ্ডবের হলেন সখা, সারথি সাজি
এই মন কুরুক্ষেত্রে কাঁদি তাঁহারে খুঁজি —
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি॥
যাঁর মুখে গীতা হাতে বাঁশী নূপুর রাঙা পায়,
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে কভু গোরা নদীয়ায়,
ফেরে প্রেম-যমুনার তীরে চির-রাধিকায় খুঁজি,
মোর মন-গোপিনী উন্মাদিনী সেই নামে মজি —
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি॥

www.icsbook.info

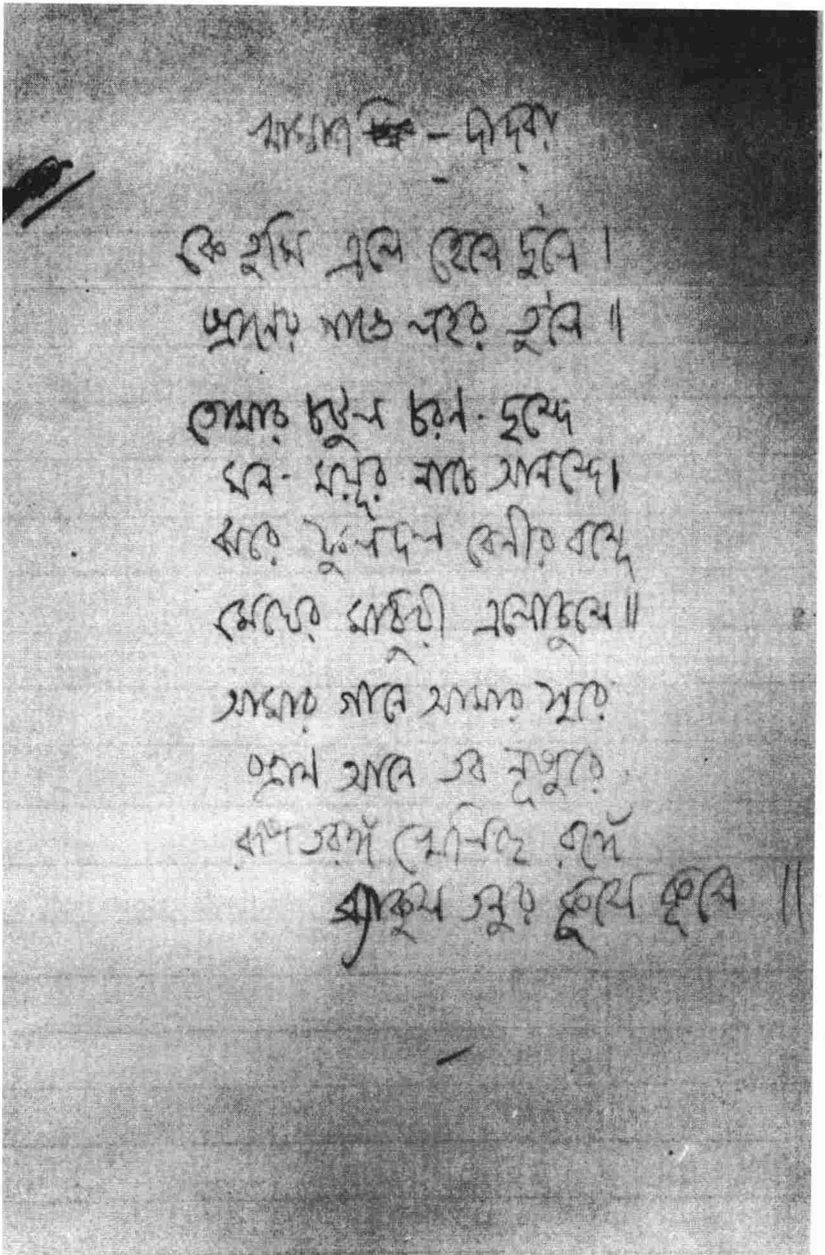

খাম্বাজ — দাদরা

কে তুমি এলে হেলে দুলে।
অশোক শাখে লহর তুলে॥

তোমার নূপুর চরণ-ছন্দে
বন-ময়ূর নাচে আনন্দে।
ঝরে কুন্দদল বেণীর বন্ধে
মেঘের মাধুরী এলোচুলে॥

আমার গানে আমার সুরে
এলে আবার এ নূপুরে
বাঁধা তরুণী মোহিনী রূপে
আকুল সুর ফুলে ফুলে॥

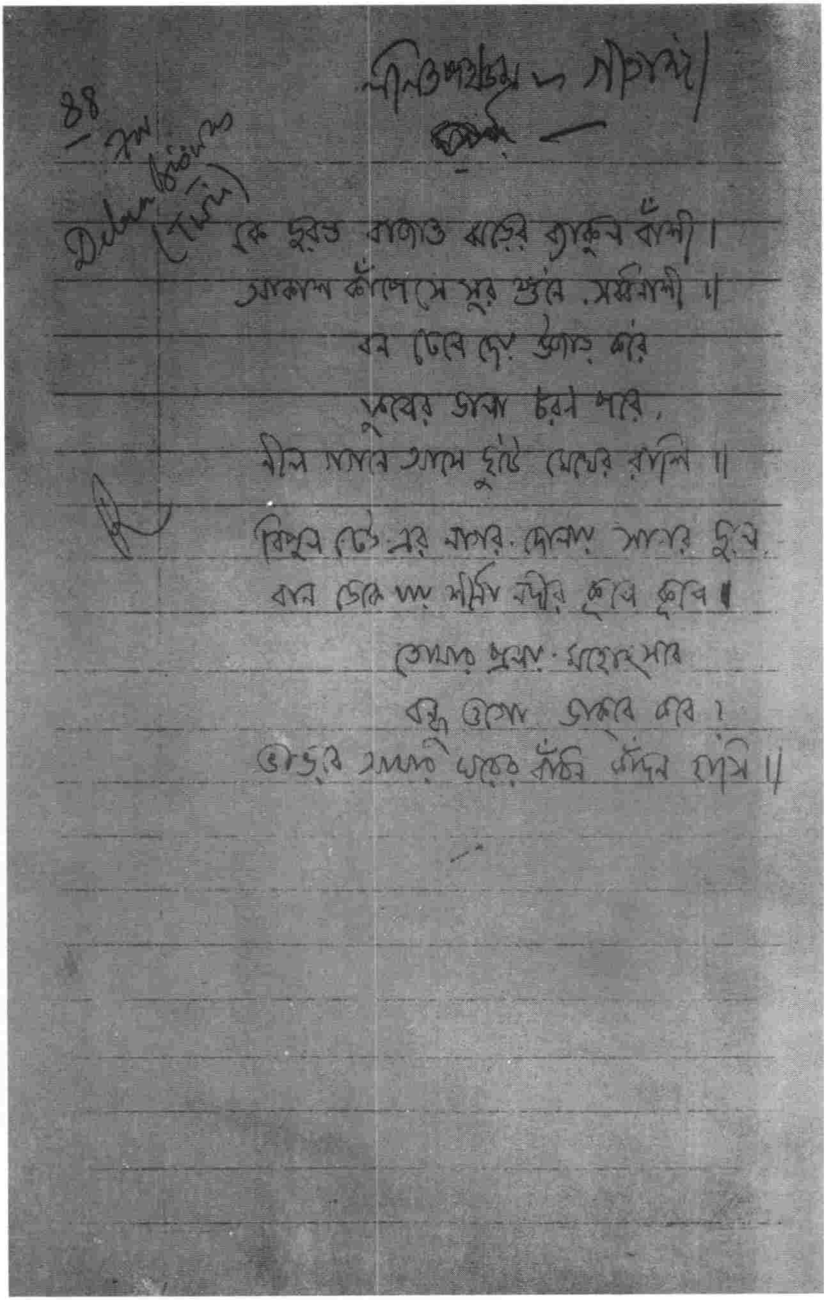
কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশী।
আকাশ কাঁপে সে সুর শুনে সর্বনাশী ॥
বন ঢেকে দেয় আঁধার করে
সুরের জালা চরণ পরে,
নীল গগনে আসে ছুটে মেঘের রাশি ॥
ঝিনুক ঢেউ-এর নাগর-দোলায় সাগর দুলে,
বান ডেকে যায় শীর্ণ নদীর কূলে কূলে ॥
তোমার দুলাল মাহেন্দ্রসার
বন্ধু ওগো অন্তরে মোর।
ভিতরে আমার ঘরে বাঁধন কাঁদন হাসি ॥

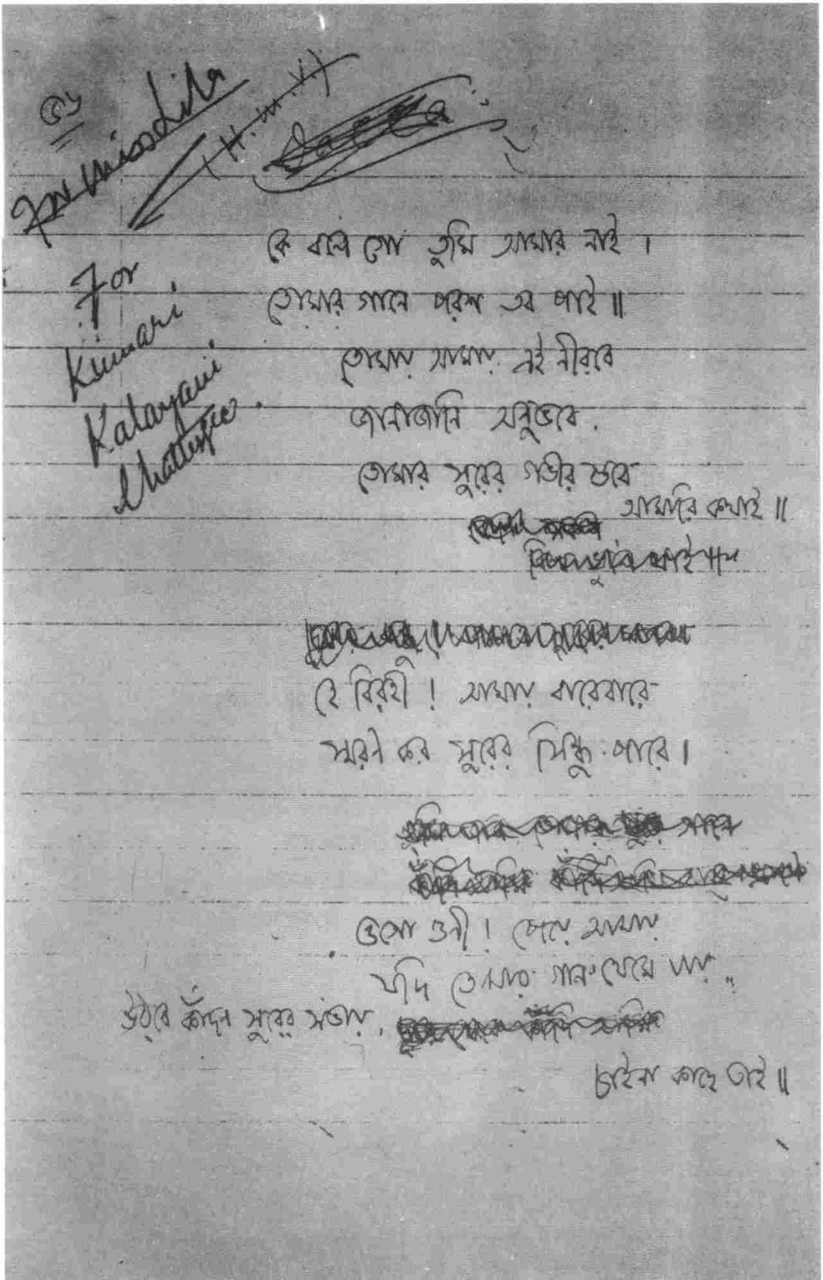
For Kumari Katayani Chatterjee

কে বলে গো তুমি আমার নাই।
তোমার গানে পরশ তব পাই॥
তোমায় আমায় নাই নীরবে
জানাজানি অনুভবে।
তোমার সুরের গভীর রবে
আমারি কথাই॥

হে বিরহী! আমায় বারেবারে
স্মরণ কর সুরের সিন্ধু-পারে।

ওগো ভীরু! যেতে আমায়
যদি তোমার গান থেমে যায়,
উঠবে কেঁদে সুরের সভায়,
চাইনা কাছে তাই॥

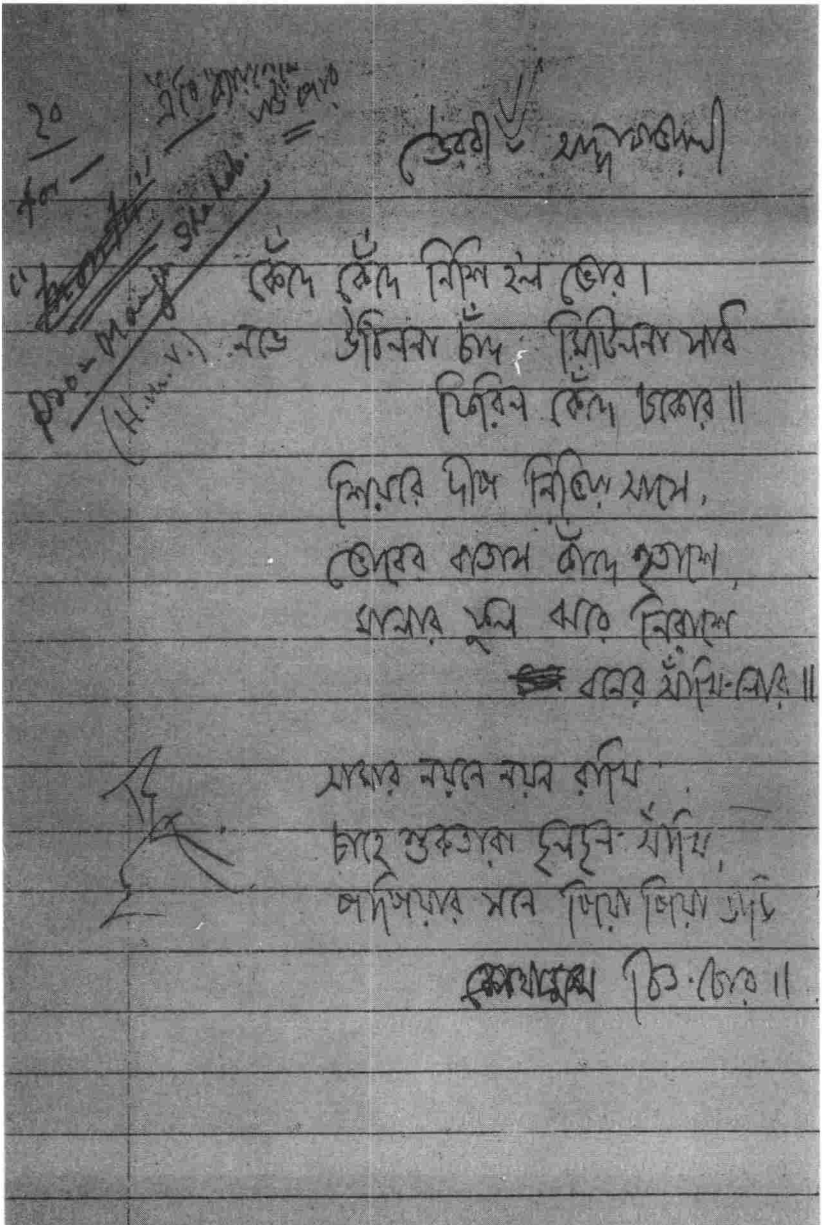

কেঁদে কেঁদে নিশি হল ভোর।
উদিল না চাঁদ, মিটিল না সাধ
ফিরিল কেঁদে চকোর॥
শিয়রে দীপ নিভিয়ে আসে,
ভোরের বাতাস কাঁদে হুতাশে,
মালার ফুল ঝরে নিরাশে
বনের আঁখি-লোর॥
সাথীর নয়নে নয়ন রাখি
চাহে শুকতারা ছলছল আঁখি,
পাপিয়ার সনে পিয়া পিয়া ডাকি
চিত-চোর॥

(দিনের) দুর্গা — দাক্কারী ঠেকা

কেন আসিলে, যদি যাবে চলি।
গাঁথিলে না মালা ছিঁড়ে ফুল-কলি ॥
কেন বারেবারে [redacted] ~~ফিরিলে~~ আসিয়া দুয়ারে
~~ডাকিলে কেঁদে — ফিরে গেলে চলি~~
ফিরে গেলে চাহিয়ে কথা নাহি বলি ॥

~~[illegible]~~

কি কথা কহিতে আসিয়া নিশীথে
শুধু ব্যথা-গীতি গেলে শেষে ছলি ॥
~~[illegible]~~ অলসে বাগে কুসুম ফুটায়ে
নিশীথে ~~[illegible]~~ নূতন [redacted] উড়ে গেলে অলি ॥
~~কোন অভিমানে কি ভুল করে~~
কি ভুল জানে কোন অভিমানে
~~তাই হৃদয়ে [illegible] কেন তাই~~
~~[illegible]~~ তাই যাও চলে [illegible]

চতুর্দশ— ২১-১১-২৮ / সুরে ॥

www.icsbook.info

For
Bina chatterjee

ঠুংরী

কেন জল নয়নে
কি হবে জানিয়া বল (কেন জল নয়নে)।
তুমি ত ঘুমায়ে রহ সুখে ফুল-শয়নে॥
১। নিশীথে পাপিয়া পাখী যেমনি ত ওঠে ডাকি,
তেমনি ঝুরিছে আঁখি বুঝি না যে কারণে॥
২। কে শুধায় বল্লরীরে ঝরি কেন কেঁদে মরে,
এমনি চাতক তরে মেঘ ঝুরে গগনে॥

কেঁদে কেঁদে নিশি হল ভোর।
নভে উঠিল না চাঁদ মিটিল না সাধ
ফিরিল কেঁদে চকোর॥
শেজের দীপ নিভিয়া আসে,
ভোরের বাতাস কাঁদে হুতাশে,
মালার ফুল ঝরে নিরাশে
যেন মোর আঁখি-লোর॥
আমার নয়নে নয়ন রাখি
চাহে শুকতারা ছলছল আঁখি,
পাপিয়ার সনে পিয়া পিয়া ডাকি
এস এস চিত-চোর॥

www.icsbook.info

~~পরিত্র~~

~~পারিজাতে দেখন হবে ...।~~
~~ভুলিতে মোরে হয় ভুলিতে॥~~

(রাগেয়) দুর্গা — মাদ্রা কাওয়ালী

কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া।
প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশীথে পাপিয়া॥
এ ভরা ভাদরে আমার মরা নদী
উথলি' উথলি' উঠিছে নিরবধি,
আমার ভাঙা ঘাটে আমার হৃদি-তটে
চাপিতে গেলে ওঠে দুকূল ছাপিয়া॥
নিষেধ নাহি মানে আমার পোড়া আঁখি,
জল লুকাব কত কাজল মাখি' মাখি'।
ছলনা করে হাসি অমনি জলে ভাসি,
ছলিতে গিয়া আসি ভয়েতে কাঁপিয়া॥
গাঁথিতে ফুলমালা বিঁধেছে কাঁটা হয়ে,
কাঁটার হার গাঁথি — সে আসে ফুল নিয়ে!
[redacted] কবি রে, জানাবি এ তাহারে মন দিয়ে
পেলি রে জল নিয়ে জীবন ব্যাপিয়া॥

কাজী নজরুল
চৈত্র-
২৭-১-১৯২৭
দুপুর

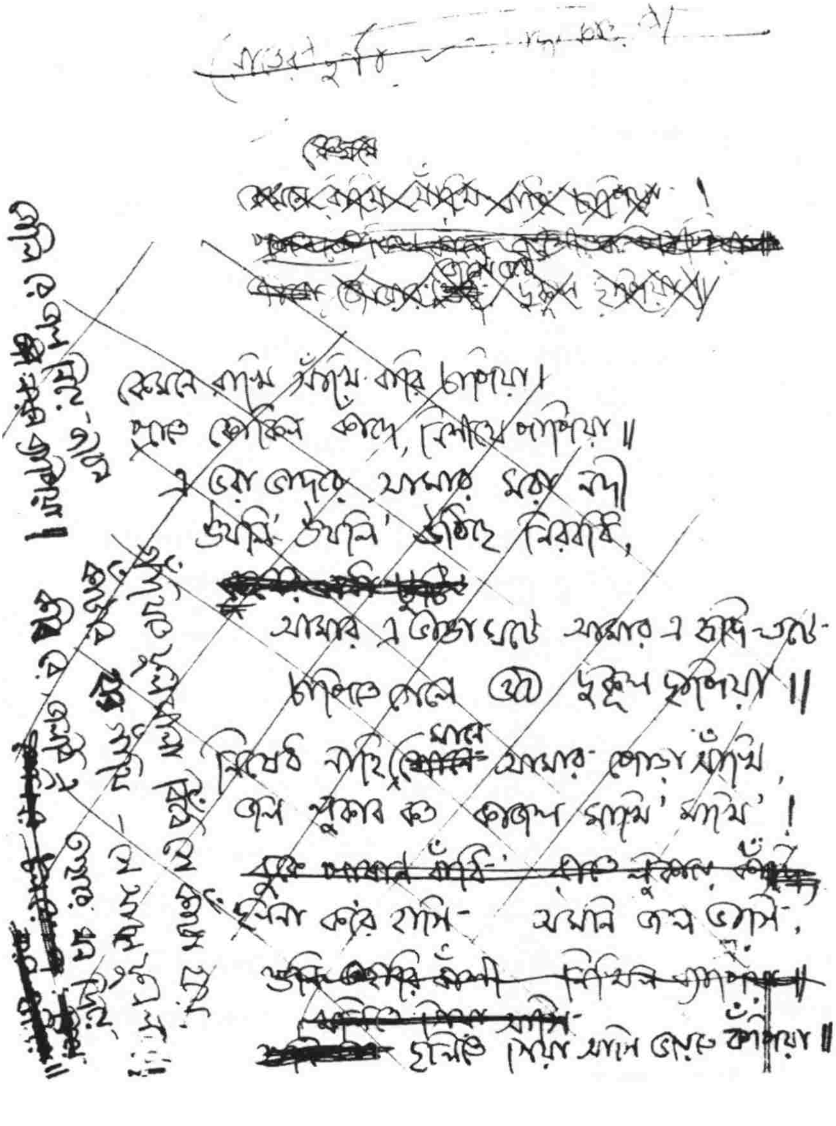
কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া।
প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশীথে পাপিয়া॥
এ ভরা ভাদরে আমার মরা নদী
উথলি' উথলি' উঠিছে নিরবধি,
আমার এ ভাঙা ঘাটে আমার এ বাঁধ-জলে
চাপিতে গেলে ওঠে দুকূল ছাপিয়া॥
নিষেধ নাহি মানে আমার পোড়া আঁখি,
জল লুকাব কত কাজল মাখি' মাখি'!
ছলনা করে হাসি – অমনি জল ভাসি',
হাসিতে গিয়ে যায় ঠোঁট কাঁপিয়া॥

কোন্ নামে হায় ডাক্‌ব তোমায়

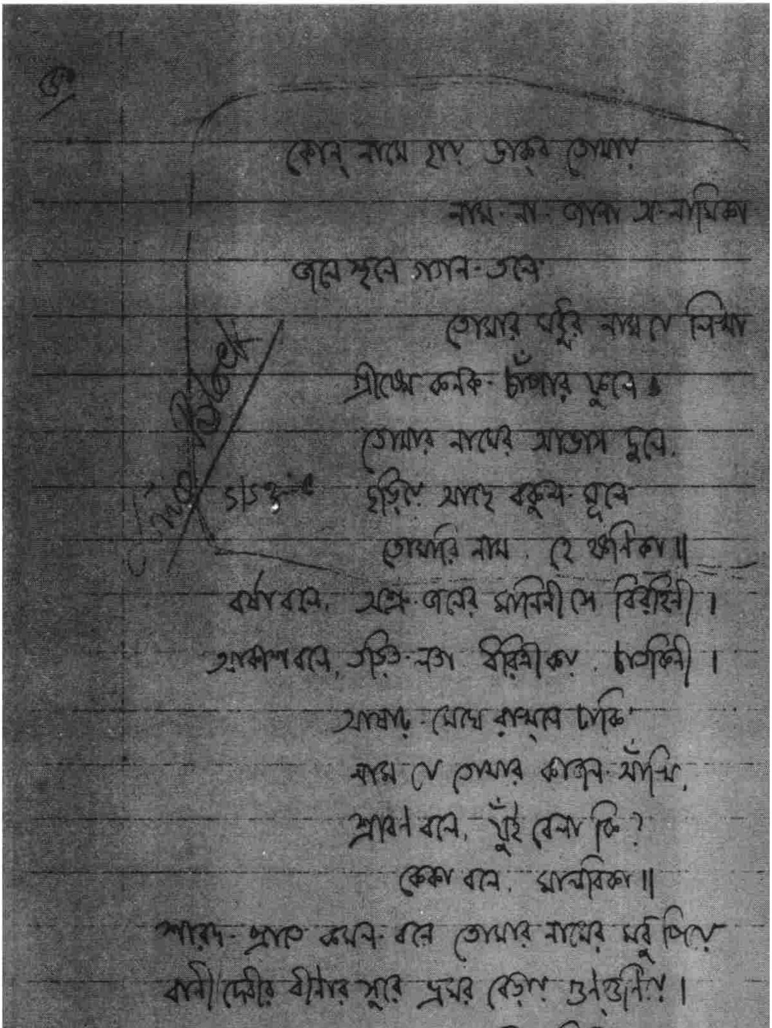

কোন্ নামে হায় ডাক্‌ব তোমায়
নাম-না-জানা অ-নামিকা
জলে স্থলে গগন-তলে
তোমার মধুর নাম যে লিখা
গ্রীষ্মে কনক-চাঁপার ফুলে
তোমার নামের আভাস দুলে,
ছড়িয়ে আছে বকুল-মূলে
তোমারি নাম, হে ক্ষণিকা॥
বর্ষা বলে, অশ্রু-জলের মানিনী সে বিরহিনী।
আকাশ বলে, তড়িৎ-লতা, ধরিত্রী কয়, চাতকিনী।
আষাঢ়-মেঘে রাখলে ঢাকি'
নাম যে তোমার কাজল-আঁখি,
শ্রাবণ বলে, যূঁই বেলা কি?
কেকা বলে, মালবিকা॥
শারদ-প্রাতে কমল-বনে তোমার নামের মধু পিয়ে
বাণী দেবীর বীণার সুরে ভ্রমর বেড়ায় গুঞ্জরিয়ে।
তোমার নামের মিল মিলায়ে
ঝিল ওঠে যে ঝিলিমিলিয়ে,
আশ্বিন কয়, তারি যে বিয়ে
গায়ে-হলুদ শেফালিকা॥

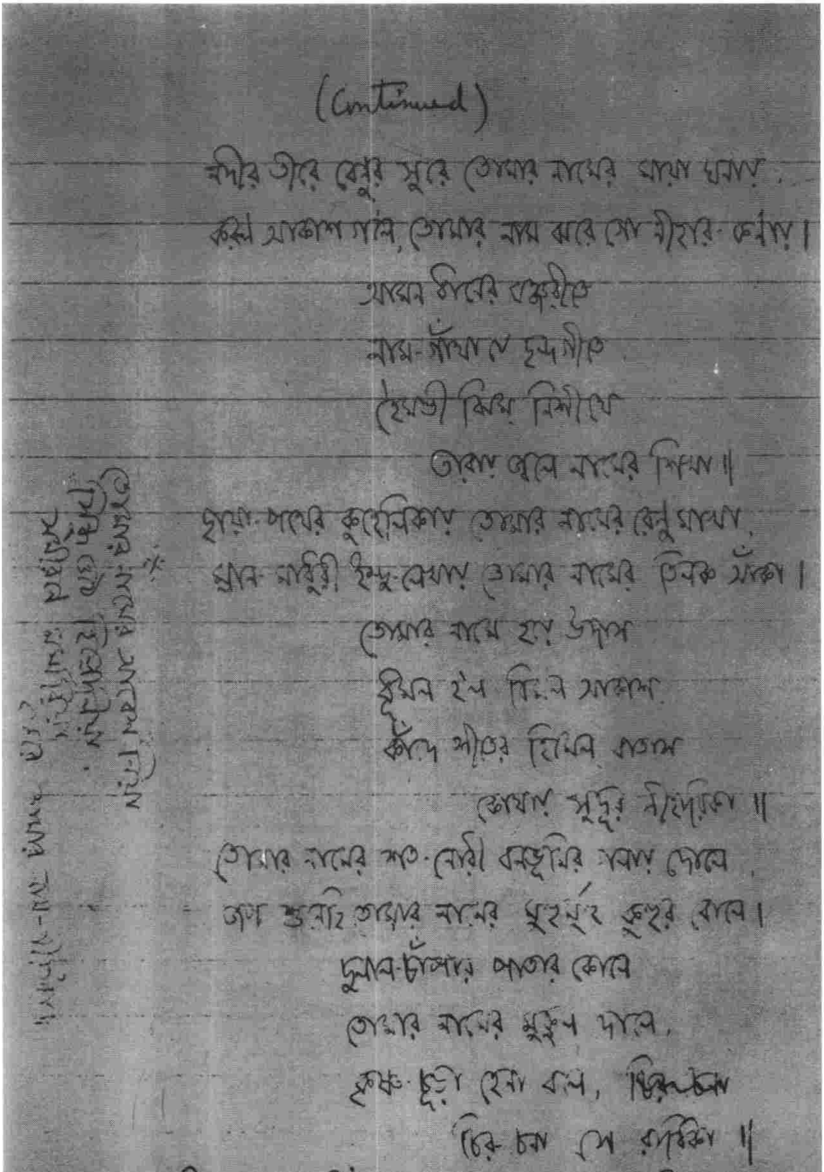
(Continued)
নদীর তীরে বেণুর সুরে তোমার নামের মায়া মাখায়,
কনক আকাশ গায়ে, তোমার নাম ঝরে গো নীহার-কণায়।
যেমন তীরের বক্ষ্মীতে
নাম-গাঁথা যে ছন্দগীতে
হৈমন্তী স্নিগ্ধ নিশীথে
তারায় জ্বলে নামের শিখা ॥
ছায়া-পথের কুহেলিকায় তোমার নামের রেণু মাখা,
ম্লান-মাধুরী ইন্দু-রেখায় তোমার নামের তিলক আঁকা।
তোমার নামে হায় উদাস
দুখিন হল দিনের আকাশ
কাঁদে আঁখির হিমেল বাতাস
ছোঁয়ায় সুদূর নীহারিকা ॥
তোমার নামের শত-কোটি বনভূমির সবায় দোলে,
শুনি তোমার নামের মুহুর্মুহু কুহুর বোলে।
দুলে-চাঁপার পাতার কোলে
তোমার নামের স্বপন দোলে,
কৃষ্ণ-চূড়া হেনা বলে, ঝিকিমিকি
চিক-চিক সে বাতিকা ॥
বিশ্বময়! সৃষ্টি জুড়ে তোমার নামের আলপনা
জড়িয়ে আছে নামাবলী ছড়ায় ওরে ফোটার কবিতা।

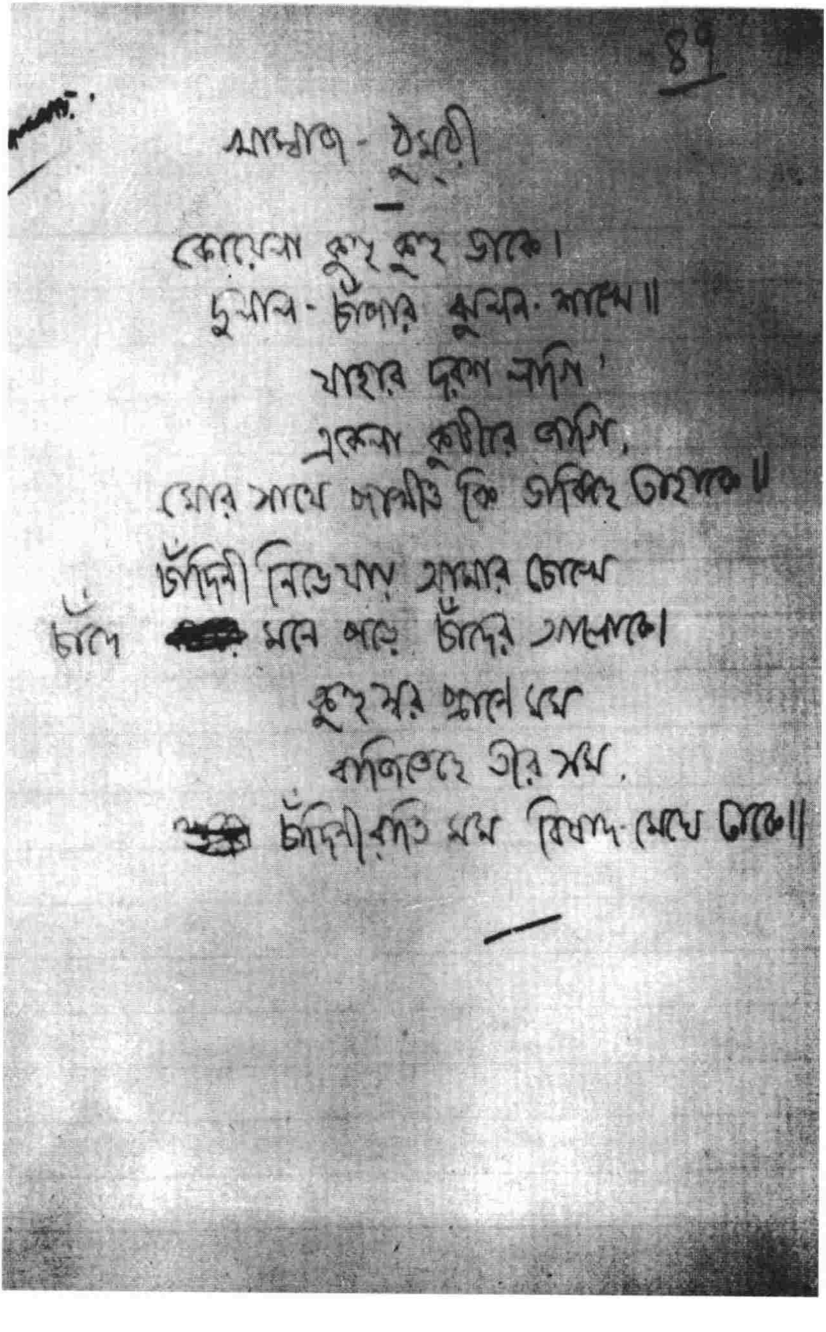

৪৭

খাম্বাজ - ঠুংরী

কোয়েলা কুহু কুহু ডাকে।
দুলালি-চাঁপার ফুলেল শাখে॥
যাহার তরুণ সাথী
একেলা কুটীরে জাগি,
মোর সাথে আজিও কি ডাকিছে তাহাকে॥
চাঁদিনী নিভে যায় আমার চোখে
চাঁদে মনে পড়ে চাঁদের আলোকে।
কুহু স্বর কানে মম
বাজিতেছে তীর সম,
চাঁদিনী রাতি মম বিষাদ-মেখে আছে॥

www.icsbook.info

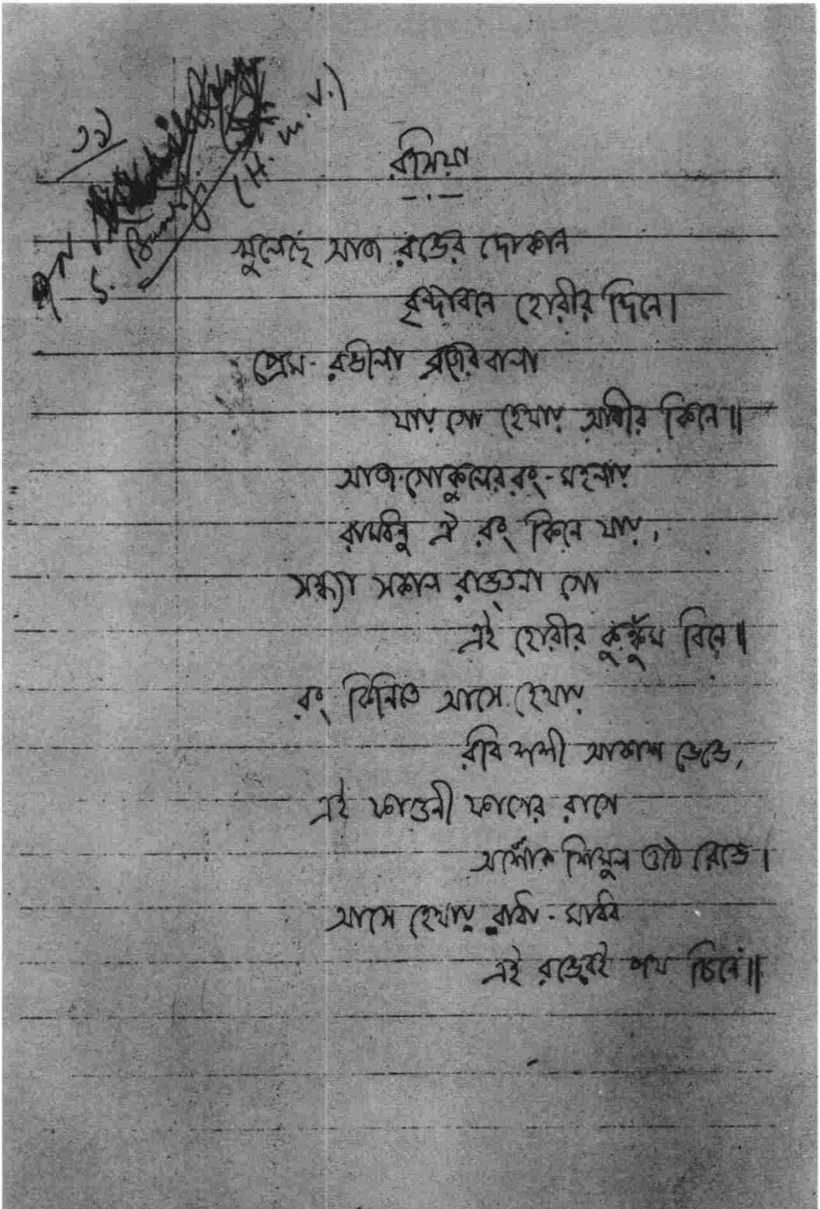

রসিয়া

খুলেছে আজ রঙের দোকান
বৃন্দাবনে হোরীর দিনে।
প্রেম-রঙিলা ব্রজের বালা
যায় গো হেথায় আবীর কিনে॥
আজ গোকুলের রং-মহলায়
রসবিন্দু ঐ রং কিনে যায়,
সন্ধ্যা সকাল রাঙতে না গো
ঐ হোরীর কুঙ্কুম বিনে॥
রং কিনিতে আসে হেথায়
রবি শশী আকাশ ভেঙে,
ঐ ফাগুনী ফাগের রাগে
অশোক শিমুল ওঠে রেঙে।
আসে হেথায় কবি-মরমী
এই রঙেরই পথ চিনে॥

www.icsbook.info

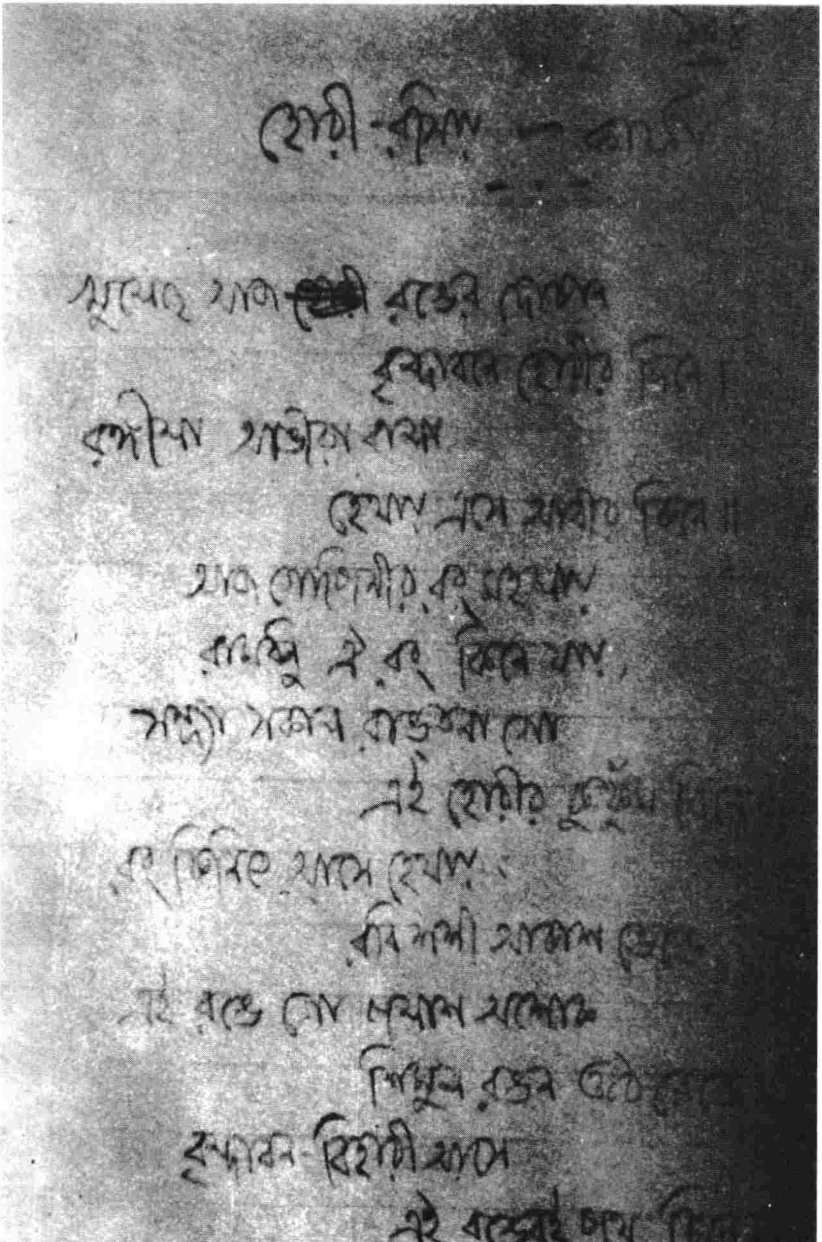
হোরী-রসিয়া — কাওয়ালী

খুলেছে আজ রঙের দোকান
বৃন্দাবনে হোরীর দিনে।
রূপসী আভীর বালা
হেথায় এসে আবীর কিনে॥
আর দোকানীর রং মেখে
রাধিমু এই রং কিনে যায়,
সন্ধ্যা সকাল রাঙা করে গো
এই হোরীর কুঙ্কুম কিনে
রং কিনিতে আসে হেথায়
রবি শশী আকাশ ছেয়ে
এই রঙে গো পলাশ অশোক
শিমুল রঙের ওঠে
বৃন্দাবন-বিহারী আসে
এই রঙেরই দাম দিয়ে

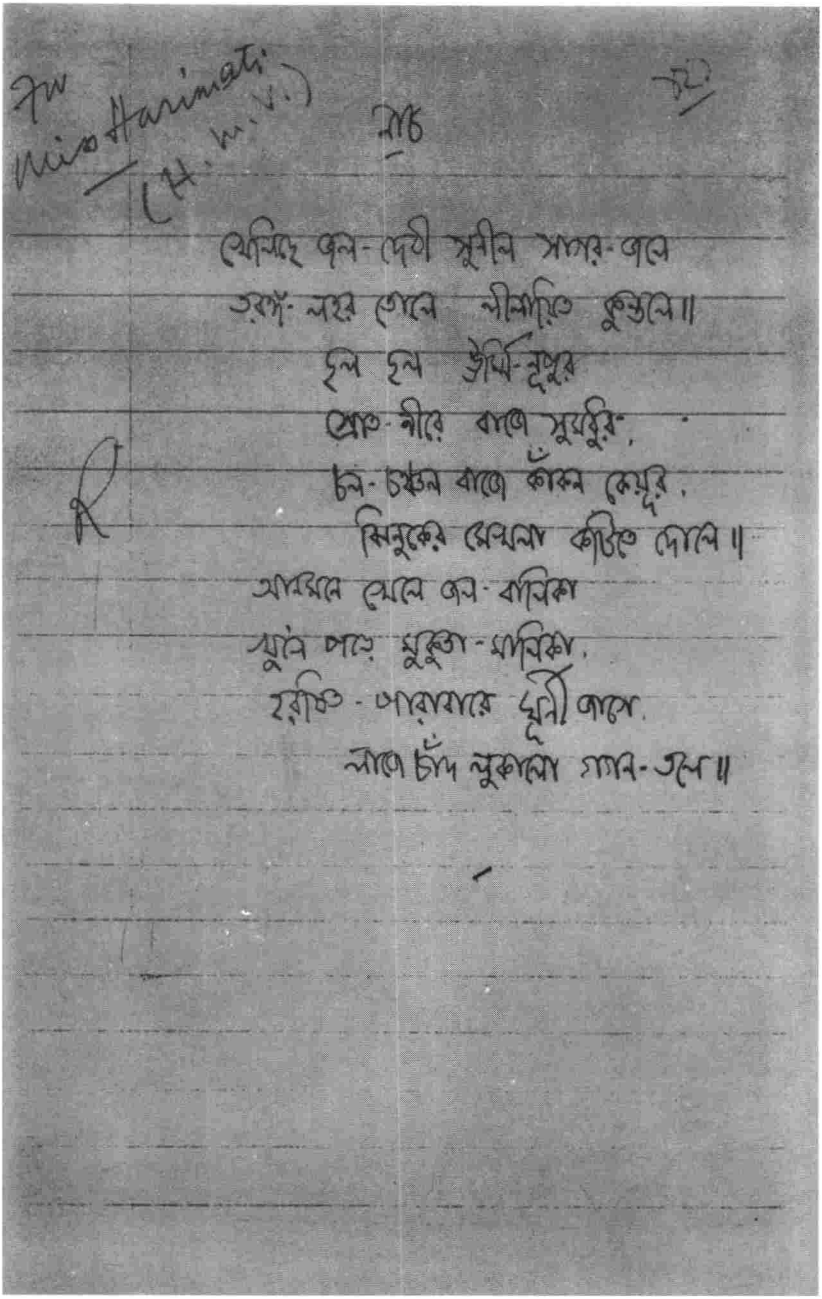

খেলিছে জল-দেবী সুনীল সাগর-জলে
তরঙ্গ-লহর তোলে লীলায়িত কুন্তলে॥
দুল দুল ঊর্মি-নূপুর
শ্রোত-নীরে বাজে সুমধুর,
চল-চঞ্চল বাজে কাঁকন কেয়ূর,
ঝিনুকের মেখলা কটিতে দোলে॥
আনমনে খেলে জল-বালিকা
ঝুনে পায়ে মুক্তা-মালিকা,
হরষিত-তারাহারে ধ্বনি জাগে,
লাজে চাঁদ লুকালো গগন-জলে॥

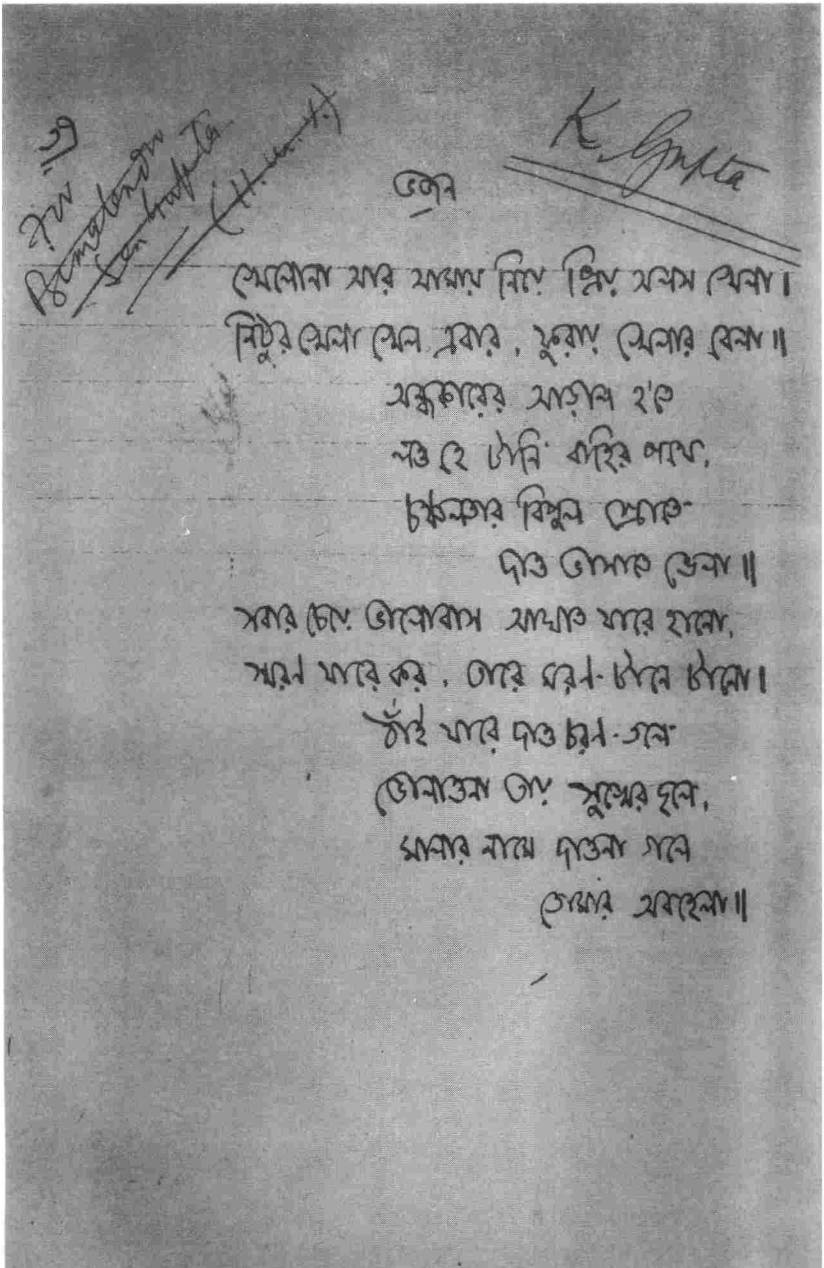
K. Gupta

ভজন

খেলো না আর আমায় নিয়ে প্রিয় অলস খেলা।
নিঠুর খেলা খেলে এবার, ফুরায় খেলার বেলা॥
অন্ধকারের আড়াল হ'তে
লও হে টানি' বাহির পথে,
চঞ্চলতার বিপুল স্রোতে
দাও ভাসায়ে ভেলা॥
সবার চেয়ে ভালোবাস আঘাত যারে হানো,
মরণ যারে কর, তারে মরণ-টানে টানো।
ঠাঁই যারে দাও চরণ-তলে
ভোলাও না তায় সুখের ছলে,
মালার নামে দাওনা গলে
প্রেমের অবহেলা॥

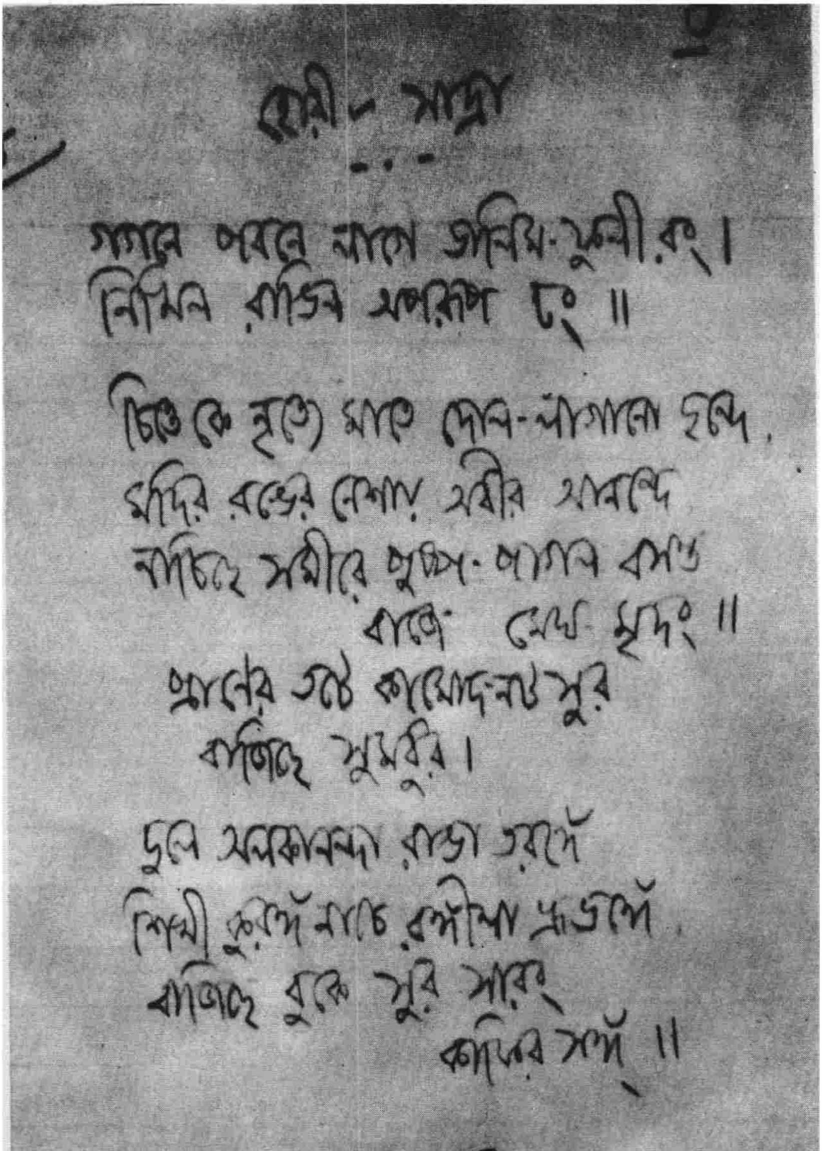

ভৈরবী – দাদ্রা

গগনে পবনে লাগে ডালিম-ফুলী রং।
নিখিল রাঙিল অপরূপ ঢং॥

চিত্ত কে নৃত্যে মাতে দোল-লাগানো ছন্দে,
মদির রঙের নেশায় অধীর আনন্দে
নাচিছে সমীরে দুলিয়ে-আঁচল বসন্ত
বাজে মেঘ-মৃদং॥
প্রাণের গন্ধ কামোদ-নট সুর
বাজিছে সুমধুর।

দুলে অলকানন্দা রাঙা তরঙ্গে
শিখী কুরঙ্গ নাচে রঙ্গিলা ভ্রূভঙ্গে,
বাজিছে বুকে সুর সারং
কাফির সঙ্গে॥

www.icsbook.info

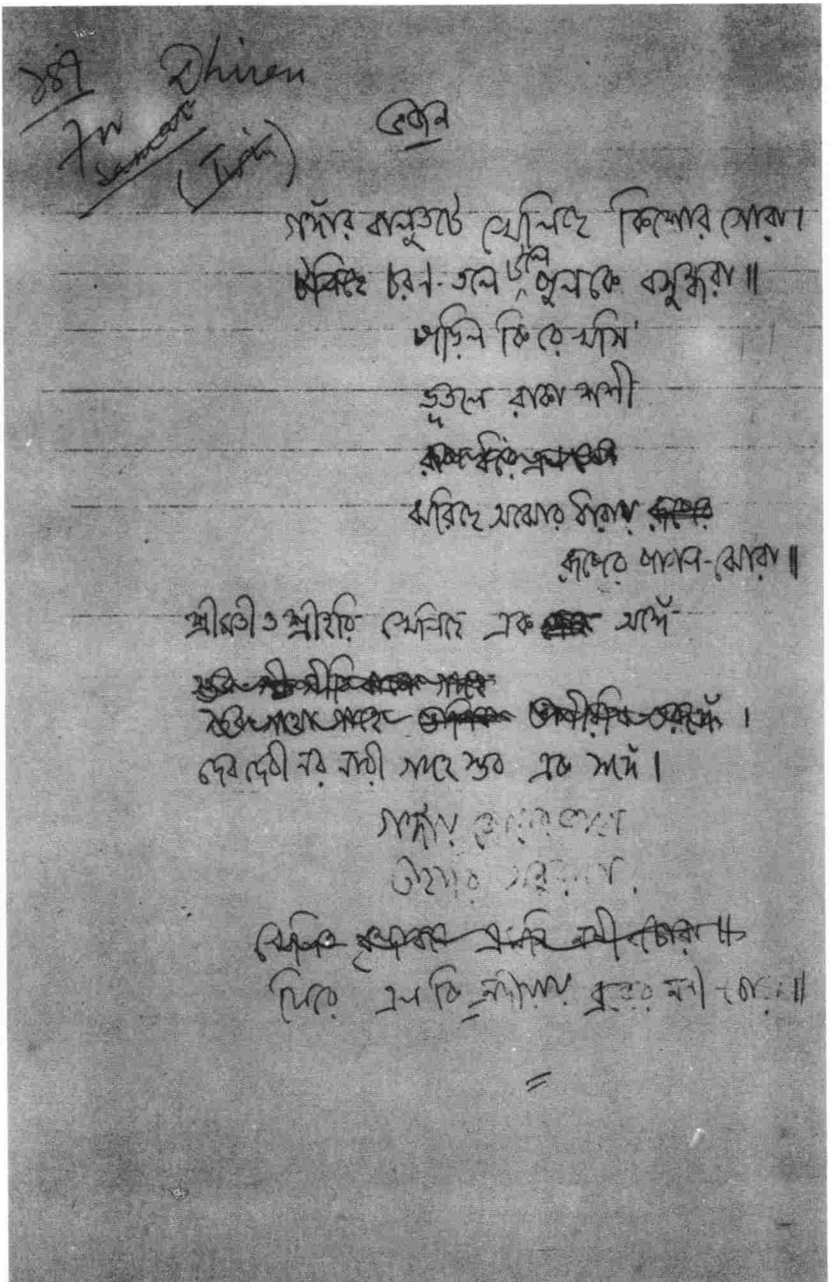
Dhiren

গঙ্গার বালুতটে খেলিছে কিশোর গোরা।

পড়িল কি রে খসি'

ভূতলে রাকা শশী

শ্রীমতী ও শ্রীহরি খেলিছে এক সাথে

দেব দেবী নর নারী সবে হেরে এক সাথে।

www.icsbook.info

Twin

দাদ্‌রা

গত রজনীর কথা পড়ে মনে
রজনী-গন্ধার মদির গন্ধে।
এই সে ফুলেরই মোহন মালিকা
জড়ায়েছিল সে কবরী-বন্ধে॥
বাহুর বল্লরী- জড়ায়ে তার গলে-
বসেছি তরু-তলে আবেশ আঁচলে
দুলেছে হৃদয় ব্যাকুল ছন্দে॥

মুখরা "বউ-কথা-কও" ডেকেছে বকুল-ডালে,
লাজে ফুটেছে লালী গোলাপ-কুঁড়ির গালে।
কপোলের কলঙ্ক মোর মেটেনি আজো যে সই
জাগিছে তারি স্মৃতি চাঁদের কপোলে ঐ।
কাঁদিছে নন্দন আজ নিরানন্দে॥

7ম ৪৪
manikmala

নাচ

গলে টগর-মালা কাদের ডাগর মেয়ে
যেন রূপের সাগর চলে উজান বেয়ে॥
তার সুগোল তনু নিটোল বাহুর পারে
চাঁদের আলো যেন পিছলে পড়ে
ওকি বিজলি-পরী এলো মেঘ পাসরি
চাঁদ ডুবে যায় লোক তারে নয়ন চেয়ে॥

যেন রূপ কথার দেশের সে রাজকুমারী
রামধনুর রং ঝরে অঙ্গে তারি
~~[illegible]~~
তারি ~~[illegible]~~
মদন রতি করে তার আরতি
তারি রূপের মায়া দুলে ভুবন ছেয়ে॥

www.icsbook.info

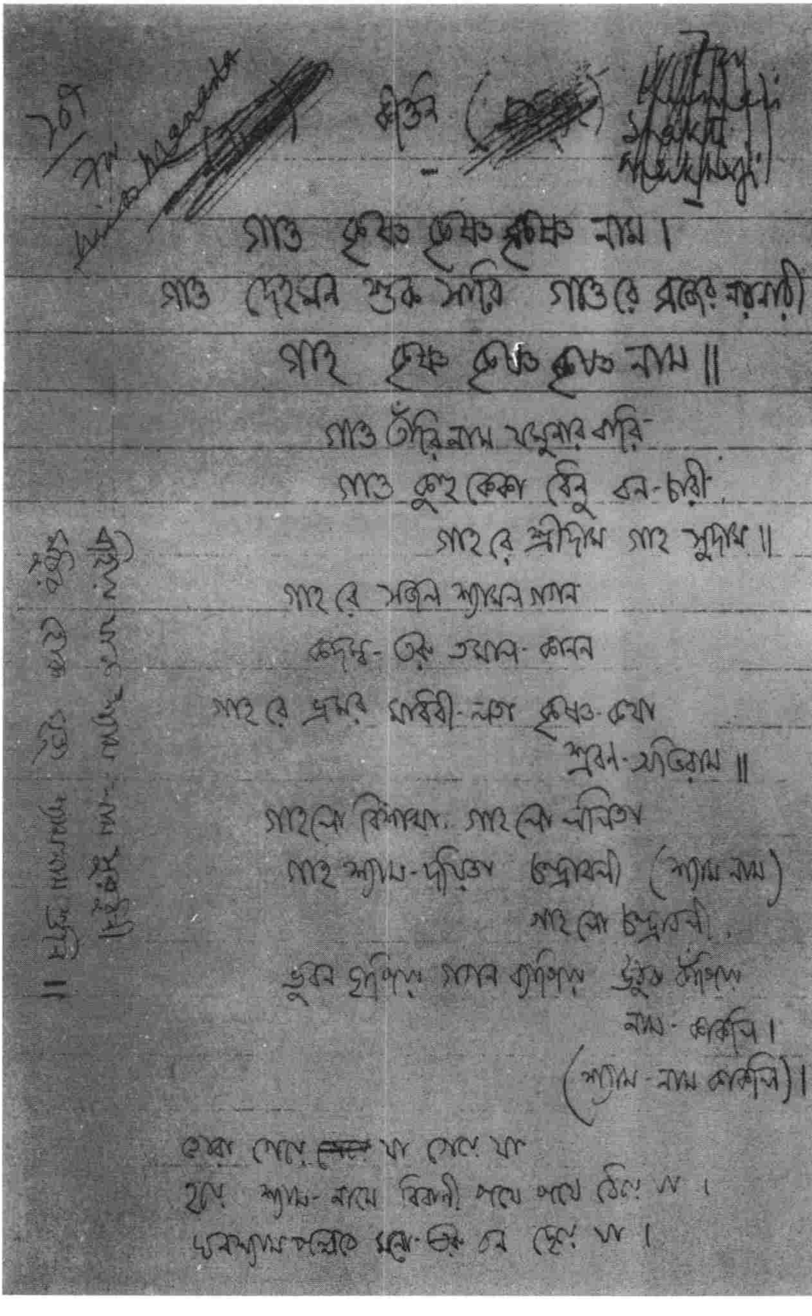

২০৭

কীর্তন

গাও কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
গাও দেহমন শুক সারি গাও রে ব্রজের নরনারী
গাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ॥
গাও তাঁরি নাম যমুনার বারি
গাও কুহু কেকা ধেনু বন-চারী
গাহ রে শ্রীদাম গাহ সুদাম ॥
গাহ রে সজল শ্যামল গগন
কদম্ব-তরু তমাল-কানন
গাহ রে ভ্রমর মাধবী-লতা কৃষ্ণ-প্রেম
শ্রবণ-অভিরাম ॥
গাহ লো বিশাখা, গাহ লো ললিতা
গাহ শ্যাম-দয়িতা চন্দ্রাবলী (শ্যাম নাম)
গাহ লো চন্দ্রাবলী।
তুমি হৃদিপদ্মে রাধার শ্রীপদ্মে তুমি তাঁহারে
নাম-কেলি।
(শ্যাম-নাম কেলি)।

তোরা গেয়ে যা গেয়ে যা
হবে শ্যাম-নামে বিকানী পথে পথে চলে যা।

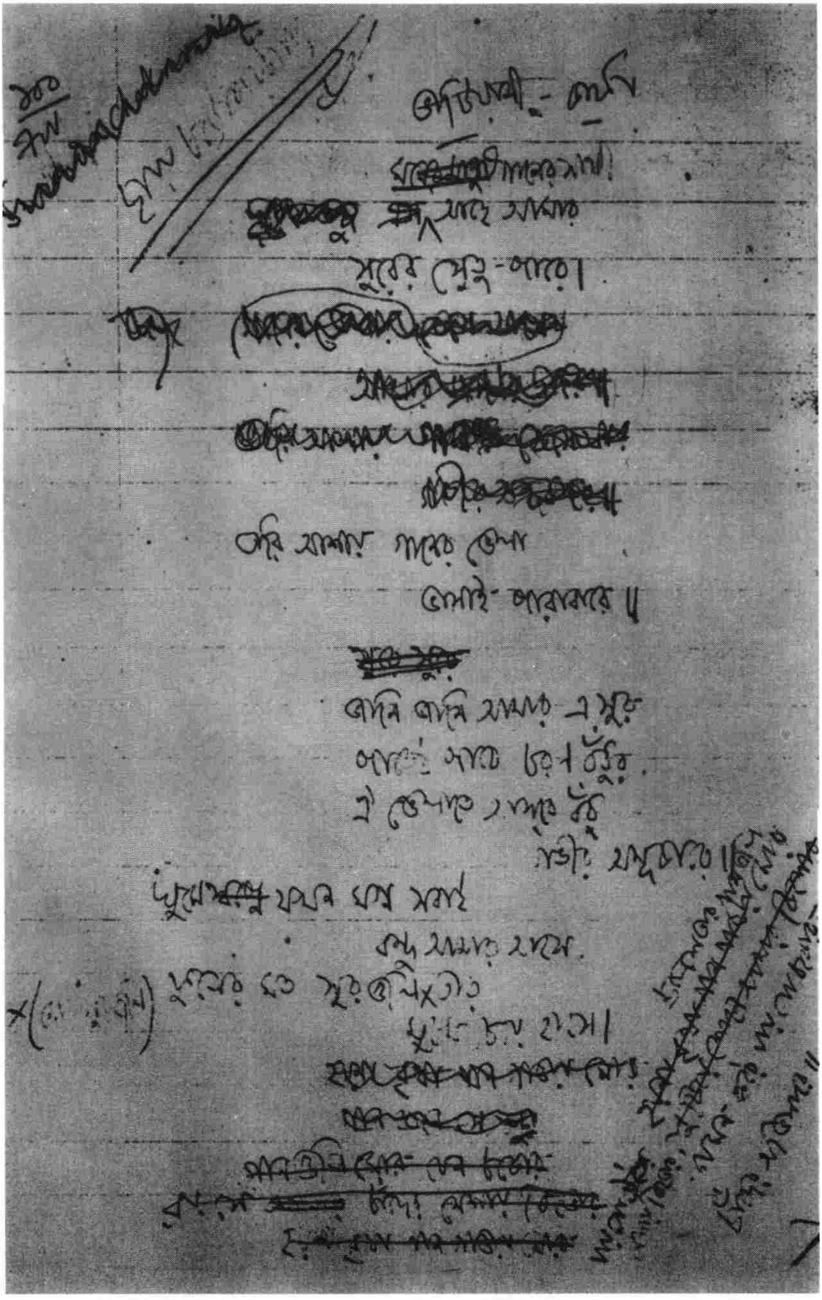

আছে আমার
সুরের সেতু-পারে।
কত আশায় গানের ভেলা
ভাসাই পারাবারে॥

www.icsbook.info

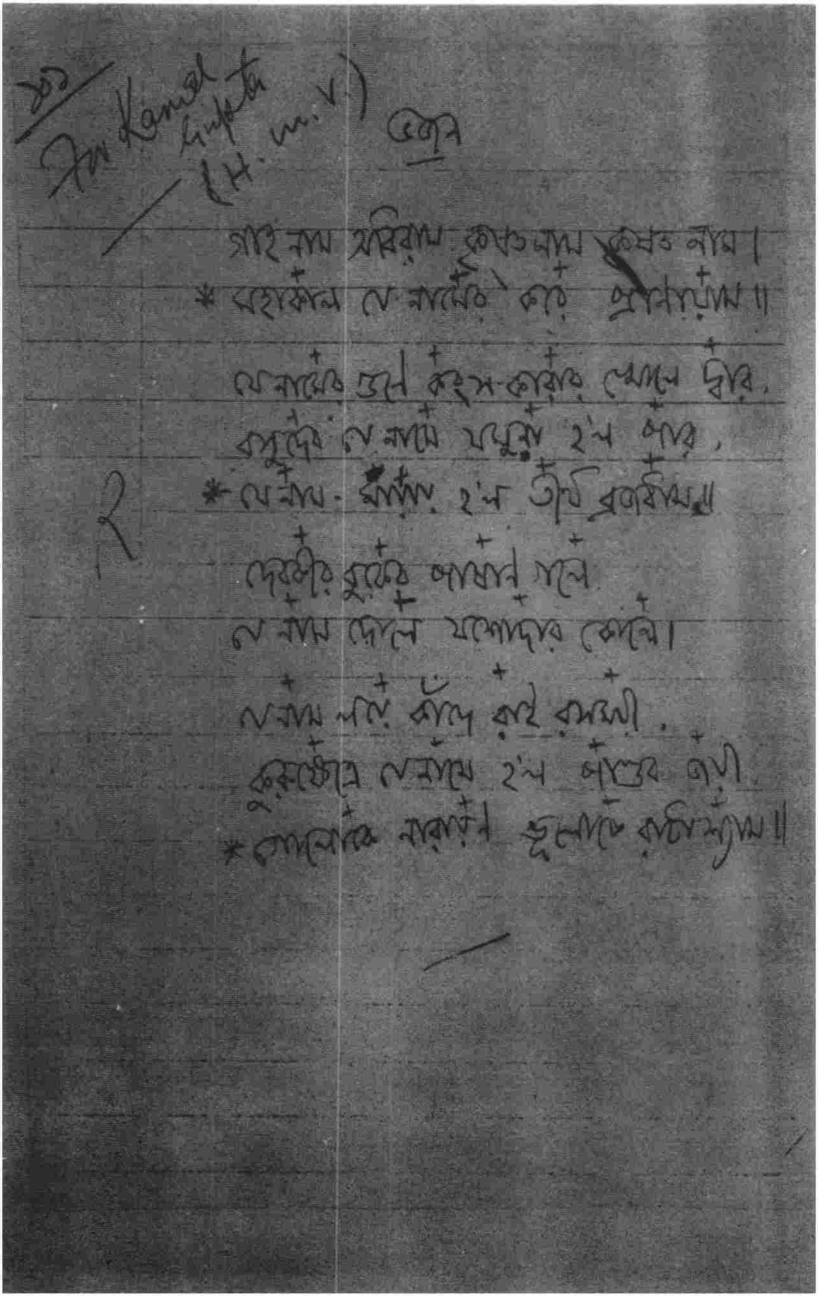
ভজন

গাহ নাম অবিরাম কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নাম।
* মহাকাল যে নামের করে প্রাণায়াম॥
যে নামের গুণে কংস-কারার খোলে দ্বার,
বসুদেবে যে নামে যমুনা হ'ল পার,
* যে নাম গাহিয়া হ'ল তীর্থ ব্রজধাম॥
দেবকীর বুকের পাষাণ গলে
যে নাম দোলে যশোদার কোলে।
যে নাম লয়ে কাঁদে রাই কিশোরী,
কুরুক্ষেত্রে যে নামে হ'ল শাস্ত্রের বাণী,
* গোলোকে নারায়ণ ভূলোকে ঘনশ্যাম॥

[illegible]
ইন্দু

গজল

গুল্‌বাগিচার বুলবুলি আমি
রঙীন প্রেমের গাই গজল।
অনুরাগের লাল শারাব মোর
চোখে ঝলে ঝলমল॥
আমার গানের মদির ছোঁওয়ায়
গোলাপ-কুঁড়ির ঘুম টুটে যায়,
সে গান শুনে প্রেম-দীওয়ানা
কবির আঁখি ছলছল॥
লাল শেরাজীর গেলাস হাতে তন্বী সাকী পড়ে ঢুলে
আমার গানে মিঠা পানির লহর বহে নহর-কূলে,
আনার-কলি ফুটে ওঠে-
নাচে ভ্রমর রং-পাগল॥
সে সুর শুনে দিশাহারা
ঝিমায় গগন ঝিমায় তারা
চন্দ্র জাগে তন্দ্রাহারা-
বনের আঁখি হিম-সজল॥

www.icsbook.info

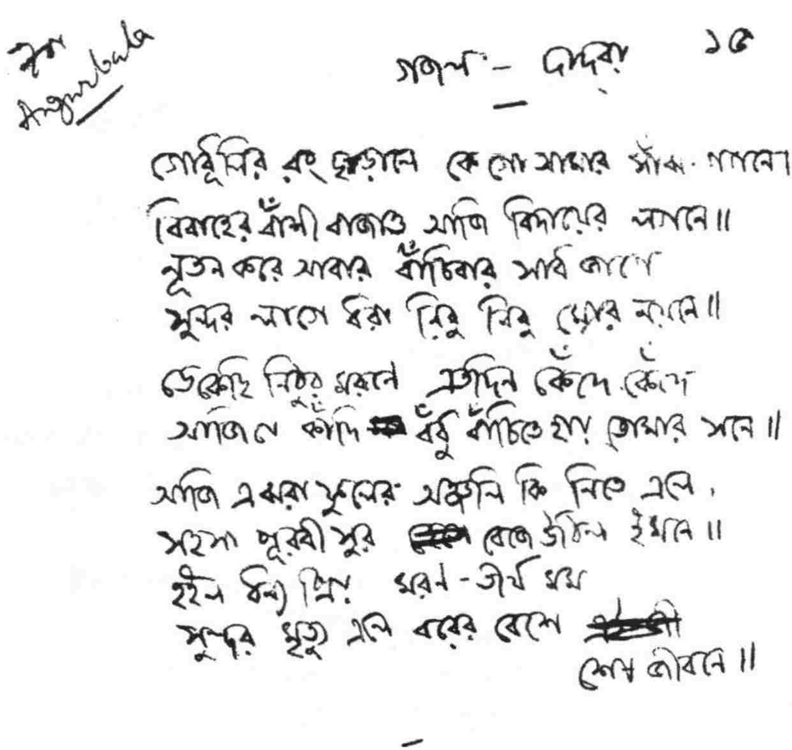
Angurbala

গজল – দাদরা ১৫

গোধূলির রং ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ গগনে
বিবাহের বাঁশী বাজাও আজি বিদায়ের লগনে ॥
নূতন করে আবার বাঁচিবার সাধ জাগে
সুন্দর লাগে ধরা প্রিয় প্রিয় মোর নয়নে ॥
ডেকেছি নিঠুর মরণে এতদিন কেঁদে কেঁদে
আজ যে কাঁদি বঁধু বাঁচিতে হায় তোমার সনে ॥
আজি এ ঝরা ফুলের অঞ্জলি কি নিতে এলে,
সহসা পূরবী সুর বেজে উঠিল ইমনে ॥
হইল ধন্য প্রিয় মরণ-জীর্ণ হিয়া
সুন্দর মৃত্যু এলি বরের বেশে
শেষ জীবনে ॥

www.icsbook.info

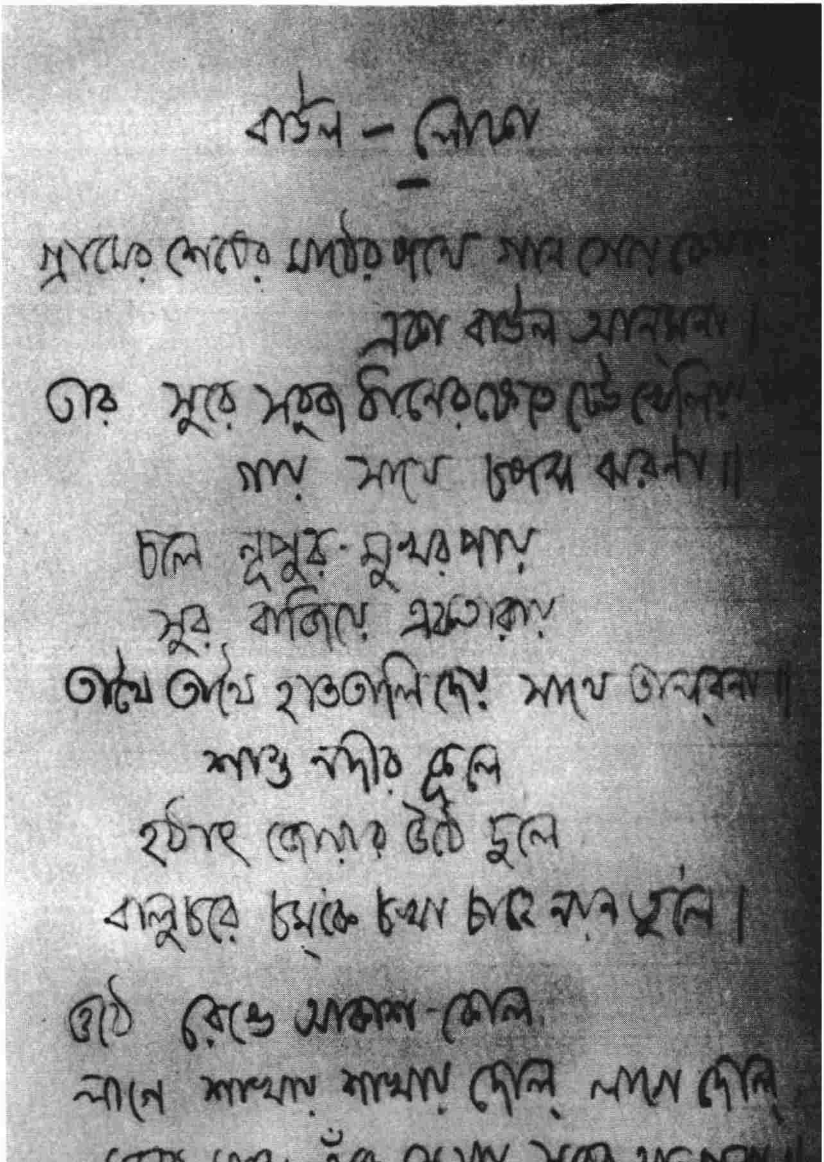
বাউল — লোফা
গ্রামের শেষের মাঠের পথে গান গেয়ে কে যায়
একা বাউল আনমনা।
তার সুরে সবুজ ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলিয়া
যায় সাথে চলে ঝরনা॥
চলে নূপুর-ঘুঙুর পায়
সুর বাজিয়ে একতারায়
তালে তালে হাততালি দেয় সাথে জলকনা।
শান্ত নদীর কূলে
হঠাৎ জোয়ার উঠে দুলে
বালুচরে চমকে তখন চলে নাও দুলে।
ওঠে রেঙে আকাশ-কোল
লাগে শাখায় শাখায় দোল, লাগে দোল
মনের মাঝে এঁকে সে যায় সুরের আলপনা॥

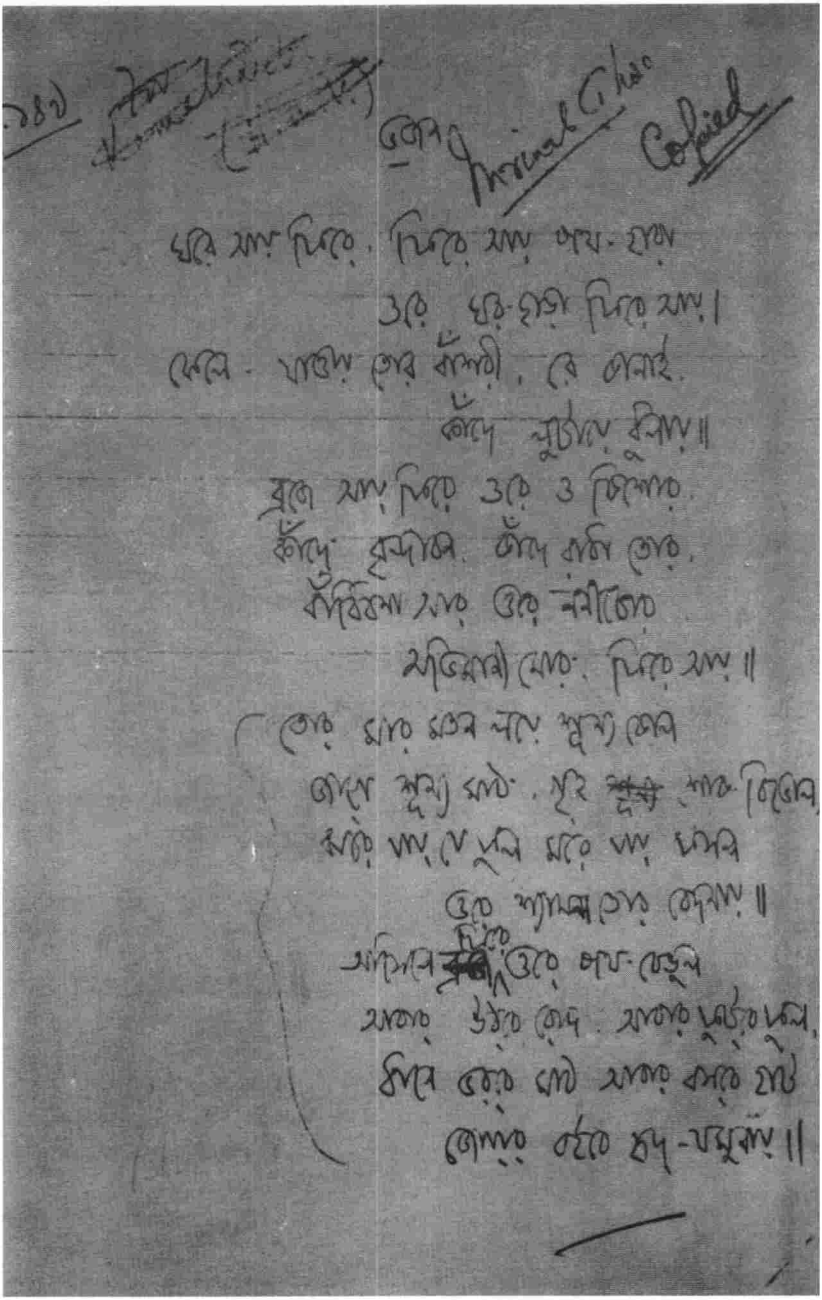

ঘরে আয় ফিরে, ফিরে আয় পথ-হারা
ওরে ঘর-হারা ফিরে আয়।
ফেলে-যাওয়া তোর বাঁশরী, রে কানাই,
কেঁদে লুটায় ধুলায়॥
ব্রজে আয় ফিরে ওরে ও কিশোর,
কাঁদে বৃন্দাবন, কাঁদে ধেনু তোর,
বাঁধিবি না আর ওরে ননীচোর
অভিমানী মোর, ফিরে আয়॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

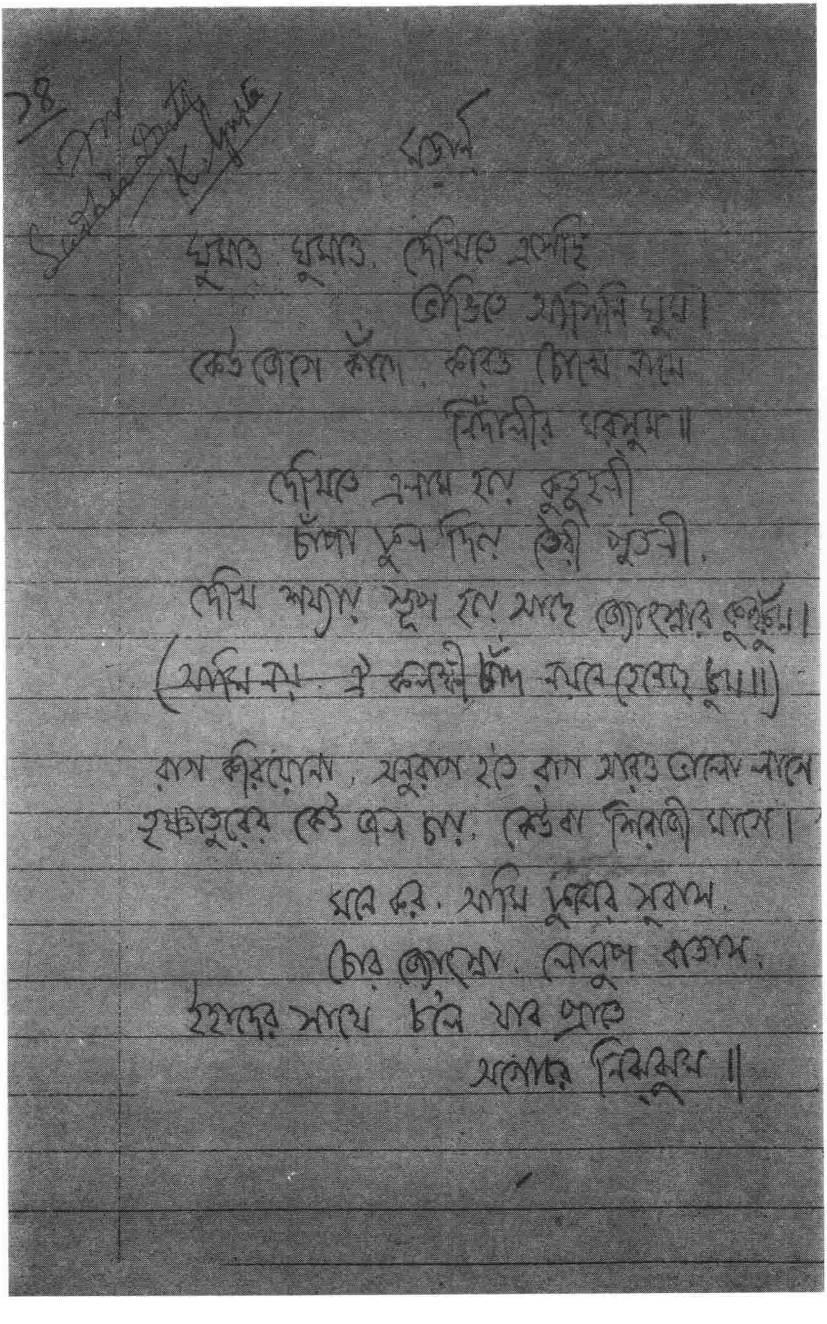
ঘুমাও ঘুমাও দেখিতে এসেছি
দেখিতে আসিনি ঘুম।
কেউ জেগে কাঁদে, কারো চোখে নামে
নিঁদালীর ঘরঘুম।।
দেখিতে এলাম হয়ে কুহুকী
চাঁপা ফুল দিয়ে তৈরী পুতলী.
দেখি শয্যায় শুভ্র হয়ে আছে জোছনার পুতুল।
(আমি না — এই কলঙ্কী চাঁদ নয়নে হেনেছে ঘুম।।)

রাগ করিয়োনা, অনুরাগ হতে রাগ আরও ভালো লাগে
ঘুমপুরের কেউ ভেসে চায়, কেউবা নিরালী জাগে।
মনে করি, আমি ফুলের সুবাস,
চোর জোছনা, লোলুপ বাতাস,
ইহাদের সাথে চলে যাব প্রাতে
অগোচরে নিঃঝুম।।

Angurbala

গজল

ঘুমায়েছে ফুল পথের ধুলায়
জাগায়োনা উহারে ঘুমাইতে দাও।
বনের পাখী ধীরে গাহ গান
দখিনা হাওয়া ধীরে ধীরে বয়ে যাও॥
এখনো শুকায়নি চোখে তার জল,
এখনো অধরে হাসি ঢলঢল.
প্রভাত-রবি শুকায়োনা তায়
ধীর কিরণে তাহার নয়নে চাও॥
সামলে পথিক ফেলিয়ো চরণ
ঝরেছে হেথায় ফুলের জীবন,
তুলিয়া দলোনা ঝরা পাতাগুলি
ফুল-সমাধি থাকিতে পারে হেথাও॥

চরস-মেশা চণ্ডুর নেশা মুণ্ডু ঝিম্‌ঝিম্

~~Recorded by~~ Saroda (Megaphone)

চরস-চণ্ডু

চরস-মেশা চণ্ডুর নেশা মুণ্ডু ঝিম্‌ঝিম্

উড়ছে ধুম্রে ঢেউ-টিন ঘোড়ার ডিম্‌ ।

বাপ-বাবারে লাখ-হাজার অণ্ডী-বাচ্চা হাঁসের ডিম ॥

নওয়াবী নেশা রওয়াবী নেশা ম্লান হয় এর তাজা,

মদের নেশা গাঁজার নেশা এর কাছে একদম বাজা

(ঝুলে) দিনের খিড়কি বাদশার লেড়কি

ডাঁইহেরার দেন বাজায় রিম্‌ঝিম্ ॥

(দিই) নাকে যেমনি দম, অমনি নল-দময়ন্তী

লাটবেলাটি ভরে বুকে হয় চরস-পন্থী

এর কাছে ভাঙের নেশা? ছোঃ, যেন বোড়ির চিম্‌টিম্ ॥

নেশার মজায় আসমান মজায়, হয়ে যায় চিলে-ঘুড়ি,

চাঁদসুরুয় মারড়মা, তেঁতরে পোকা দেয় যেন সুড়সুড়ি

কানে দেয় যেন সুড়সুড়ি!

(এর) প্রেমে মজে তারার দিকে চেয়ে চেয়ে লোকেন অদিম্ ॥

শেয়ালের ন্যাজুড় যেমন টেনে আয়েড় করে জেড়া,

চণ্ডুর নেশা তেমনি, একদিন খেয়ে দিয়ে যায় ধরা।

মাতাল দেখলে হাতপা ভাঙ্গা বেঁকে হয় ন্যায় বাঁকিম ॥

চল্ চল্ চল্। চল্ চল্ চল্॥
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ-দল
চল্‌রে চল্ রে চল্॥
চল্ চল্ চল্॥
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
~~চল্ রে [illegible]~~
~~মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে [illegible]~~
নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নতুন প্রাণ বাহুতে নবীন বল।
চল্‌-রে নও-জোয়ান শোন্ রে পাতিয়া কান
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙ রে ভাঙ আগল চল্ রে চল্ রে চল্।
চল্ চল্ চল্॥

নজরুল ইসলাম

www.icsbook.info

2nd Hindi

(হিন্দী) মার্চ ৮৫

চল্ চল্ চল্।
নওজওয়ান্ চল্
আদমিয়ত কি লোজ্ তুম্
দরিয়া কি হো মৌজ্ তুম্
কুওত্ কে হো ফৌজ্ তুম্
তুম্ দেশশক্তি বল্।
চল্ চল্ চল্॥

সোল্ কে রাত কা নকীব
সাত দিন্ কা আফতাব,
জওয়ানে কে তুম হো খাব,
তুম্ হো শান আয়মন্।

তুম্ আলী কে জুলফিকার, তুম হো নূর তুম হো নার,
জনজাকে তুম পোকার জুলম্ কে আজল্।

চল্ মচাকে শোর জোর জিয়ে রে জোর
উঠ্ যায় হো ছন্ আজাদ শানদার্ কোহেতোড়্।
আরাম কা শিশ্ মহল
তোড়্ জওয়ান্ চল্
চল্ চল্ চল্॥

www.icsbook.info

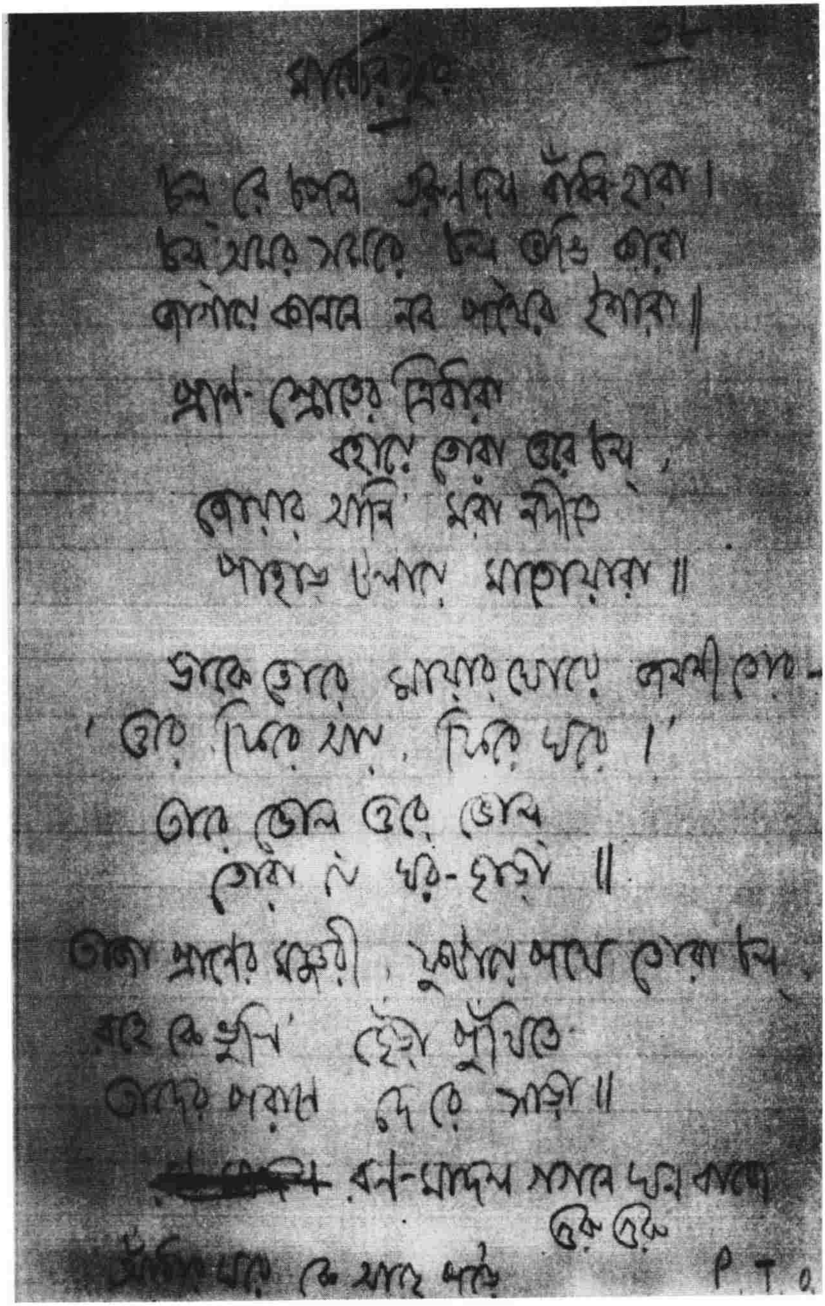

মার্চের সুর

চল রে চপল তরুণ দল বাঁধন-হারা।
চল ঘরে ঘরে চল ভাঙি কারা
জাগায়ে কাননে নব পাখীর ইশারা॥

প্রাণ-স্রোতের নিঝরা
বহায়ে তোরা ওরে চল,
জোয়ার আনি মরা নদীতে
পাহাড় টলায়ে মাতোয়ারা॥

ডাকে তোরে মায়ার ঘোরে জননী তোর—
'ওরে ফিরে আয়, ফিরে ঘরে।'
ওরে ভোল ওরে ভোল
তোরা যে ঘর-ছাড়া॥

তাজা প্রাণের মঞ্জরী, ফুটায়ে পথে তোরা চল,
যাহে কে জানি ছেঁড়া পুঁথিতে
তাদের দাবানে দেরে সাড়া॥

[illegible] বন-মাদল মাদলে ডংকা বাজে
গুরু গুরু
আঁধার ঘরে কে থাকে পড়ে P.T.O.

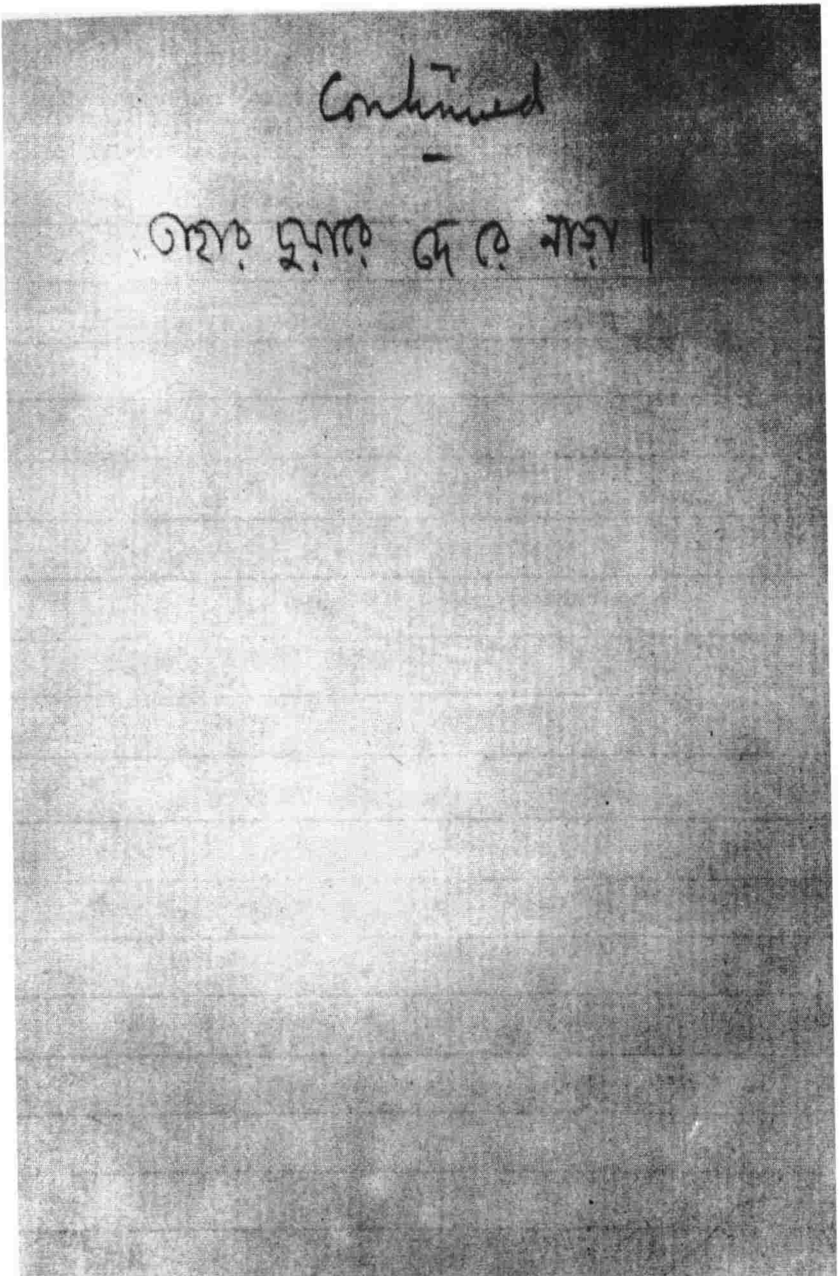

Continued

–

তোমার দুয়ারে দেরে নায়।

নাচ

চাঁদিনী রাতে কানন-সভাতে
আপন হাতে গাঁথিলে মালা।
পরেছি বুকে নিবিড় সুখে
তোমার ধ্যানের সূচীর জ্বালা।।
অলক্ত জাগে লোহিত রাগে—
রক্তের গোলাপে আমারই ব্যথা
তব ও-গালে দুলিবে বলে দিয়াছি তুলে
কণ্ঠ-কালা।
যদি ভুলালে মোরে তুমি কেন বাঁধিলে
দুলিছে পরান।
অভিমানে হায় মালা শুকায়
ঝরে ঝরে যায় লাজে নিরালা।।

K. Mallik

৩৯

চন্দ্রমল্লিকা।

চাঁদের দেশের পথ ভোলা ফুল চন্দ্র-মল্লিকা।
রং-পরীদের সঙ্গিনী তুই আলো চাঁদের রূপ-শিখা॥
উতল হাওয়ায় আপনি ভুলে তুষার দেশের রঙ্গিনী,
হিমেল দেশের চন্দ্রিকা তুই শীত-শেষের বাসন্তিকা॥

চাঁদের আলো চুরি করে আনলি তুই মুঠি ভরে
দিলাম চন্দ্র-মল্লিকা নাম তাই তোরে আদর করে।
অণিমা তোর গরব-ভরা
রঙ্গিমা তোর হৃদয়-হরা,
ফুলের দলে ফুলরানী তুই তোরেই দিলাম জয়টীকা॥

নাচ ১৫

চাঁদের নেশা লেগে ঢুলে নিশিথিনী।
মদির হাওয়ার তালে নাচে সাথে তালে তালে,
ঝিল্লি-নূপুর পরি' পায়
নাচে কানন-বিহারিণী॥
নেশার ঘোর লাগে,
বলে পাপিয়া জাগে,
"চোখ-গেল চোখ গেল"
গেয়ে ওঠে অনুরাগে।
একেলা বাতায়নে হায় জাগে বিরহিণী॥
মহুয়া [illegible] বকুল ফুলে মদির সুবাস ঢালায়,
চাঁদের ঐ মুখ-মদের [illegible] ছিটে লাগে কনক-চাঁপায়।
শান্ত হৃদয় মম
দুলিছে সাগর সম,
এমন রাতে সে কোথায় সে কোথায়
আমি যার অনুরাগিণী॥

২১

Twin নতুন

চাঁদের পিয়ালাতে আজি জোছনা-শিরাজী ঝরে।
ঝিমায় নেশায় ঝিলিমিলি সে শারাব পান করে॥
সবুজ বনের জলসাতে-
ফুলের গালিচা পাতে
উতল হাওয়া বিলায় আতর চাঁপার আতরদানী ~~[illegible]~~ ভরে॥

সাদা মেঘের গোলাব-পাশে
ঝরিছে সোনার-পানি,
রজনী-গন্ধার গেলাসে
রজনী দেয় সুরা আনি।
কোয়েলিয়া কুহু কুহু
গাহে গজল মুহু মুহু
সুরের নেশা সুরার নেশা
লাগে আজি চরাচরে॥

www.icsbook.info

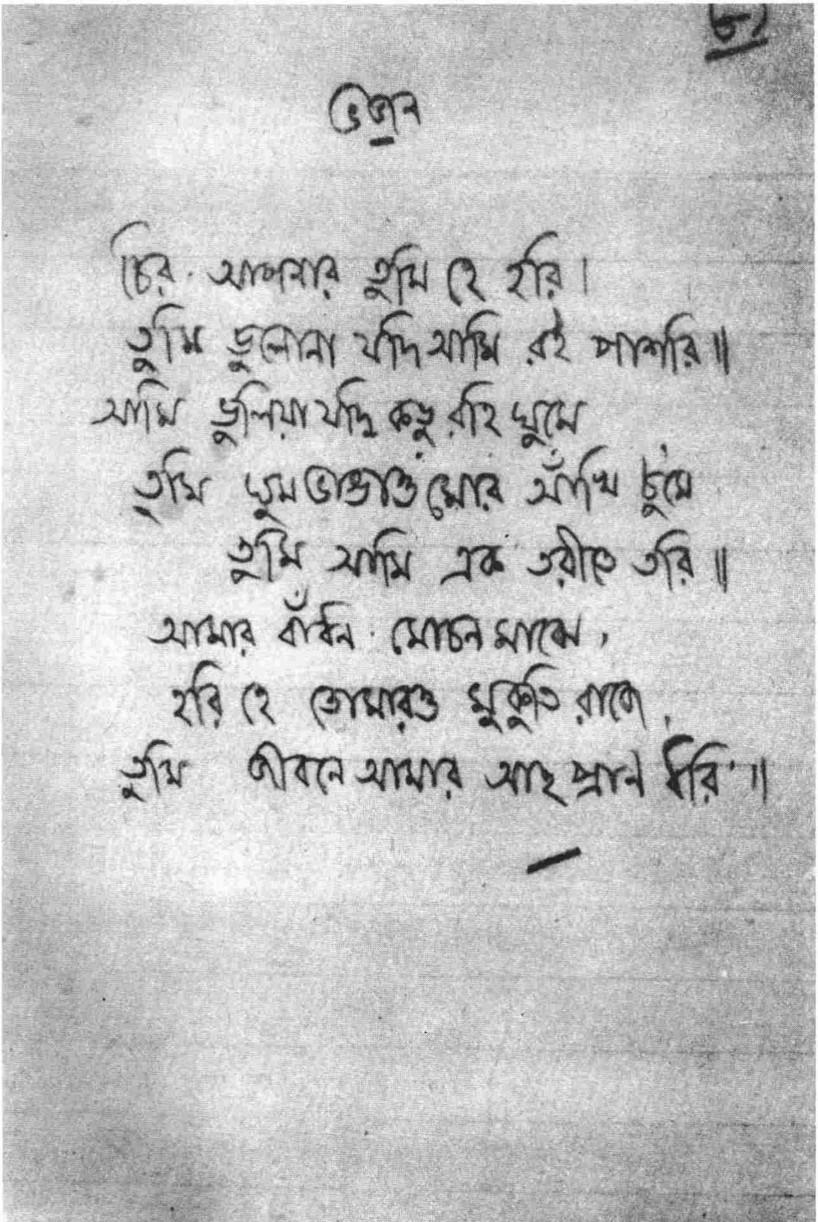

ভজন

চির আপনার তুমি হে হরি।
তুমি ভুলো না যদি আমি রই পাশরি॥
আমি ভুলিয়া যদি কভু রহি ঘুমে
তুমি ঘুম ভাঙাও মোর আঁখি চুমে
তুমি আমি এক তরীতে তরি॥
আমার বাঁধন মোচন মাঝে,
হরি হে তোমারও মুকতি রাজে,
তুমি জীবনে আমার আছ প্রাণ ধরি॥

www.icsbook.info

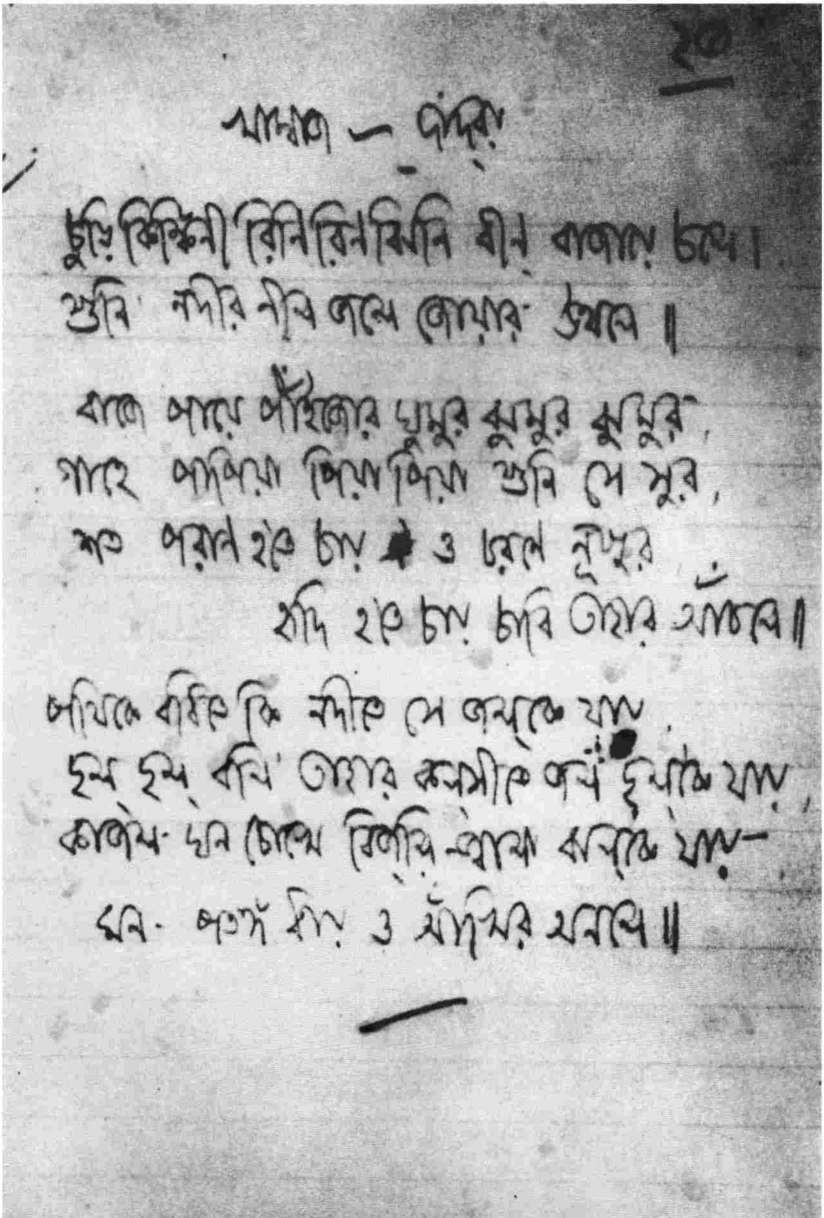
১৩
খাম্বাজ — দাদ্‌রা
চুড়ি কিঙ্কিনী রিনি রিন ঝিনি বীন্ বাজায়ে চলে।
শুনি নদীর নীর জলে জোয়ার উথলে॥
বাজে পায়ে পাঁইজোর ঘুমুর ঝুমুর ঝুমুর,
গাহে পাপিয়া পিয়া পিয়া শুনি সে সুর,
শত পরান হতে চায় ও চরণে নূপুর
যদি হতে চায় চাবি তাহার আঁচলে॥
চলিতে বাঁকিতে কি নদীতে সে জল্‌কে যায়,
হেসে হেসে বলি তাহার কলসীকে পথে দুলিয়ে যায়,
কাজল-ঘন চোখে বিজলি-প্রভা ঝলকে যায়—
মন-পতঙ্গ হায় ও আঁখির অনলে॥

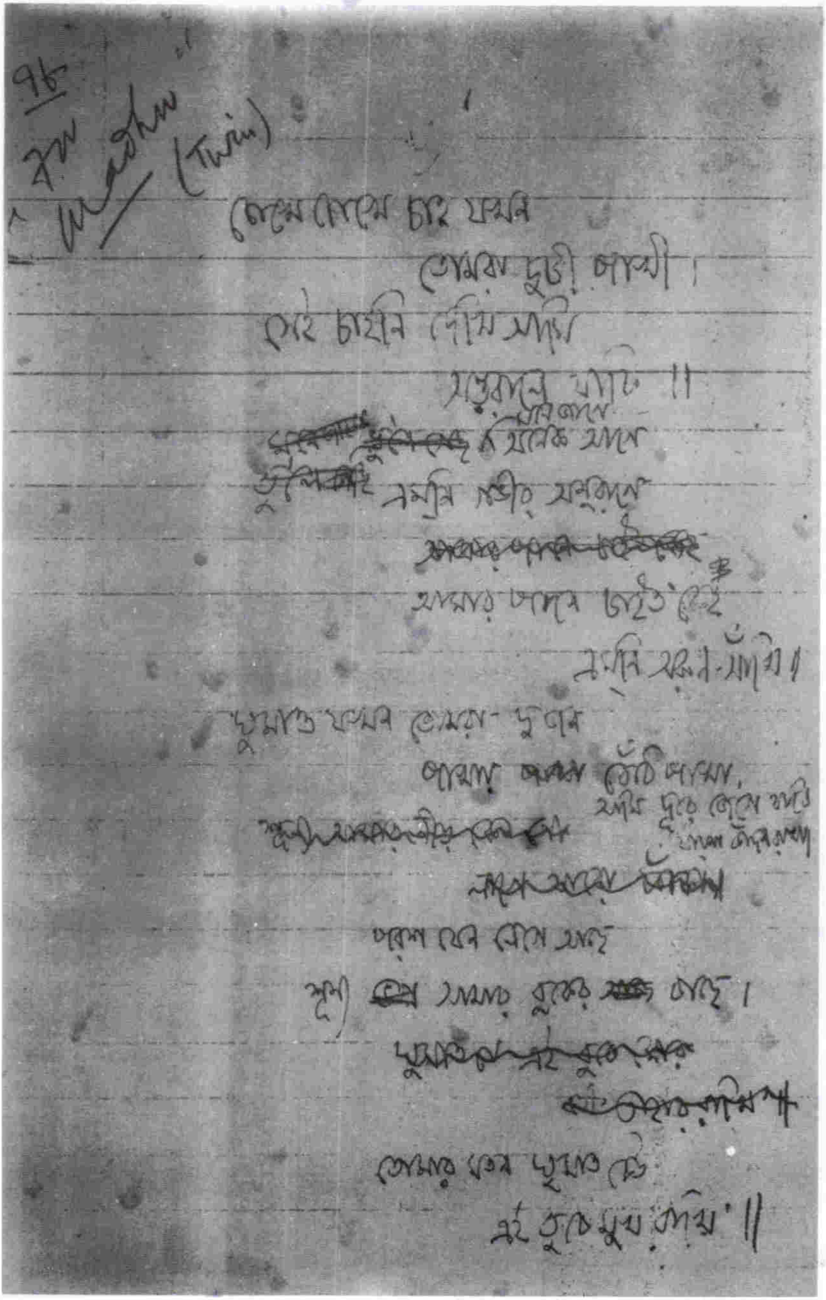

www.icsbook.info

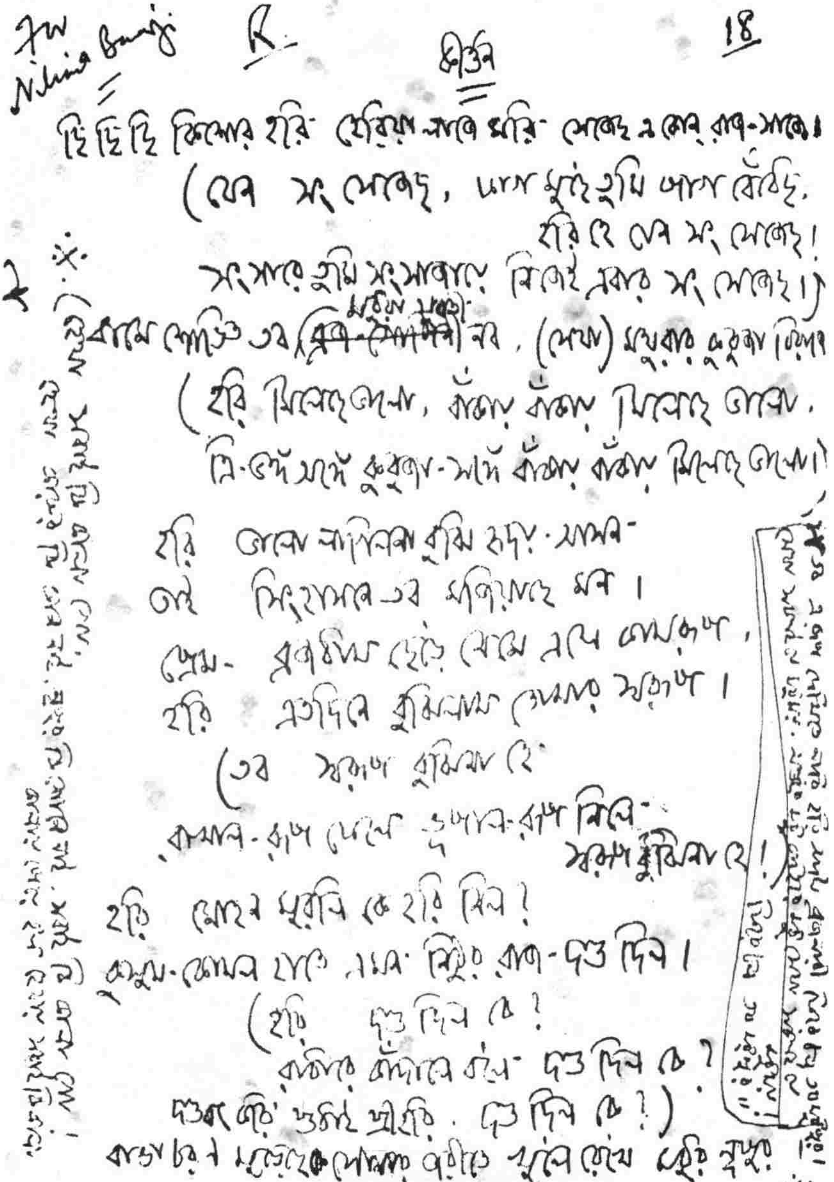
18
কীর্তন
ছি ছি ছি কিশোর হরি হেরিয়া লাজে মরি সেজেছ এ কোন্ রাজ-সাজে।

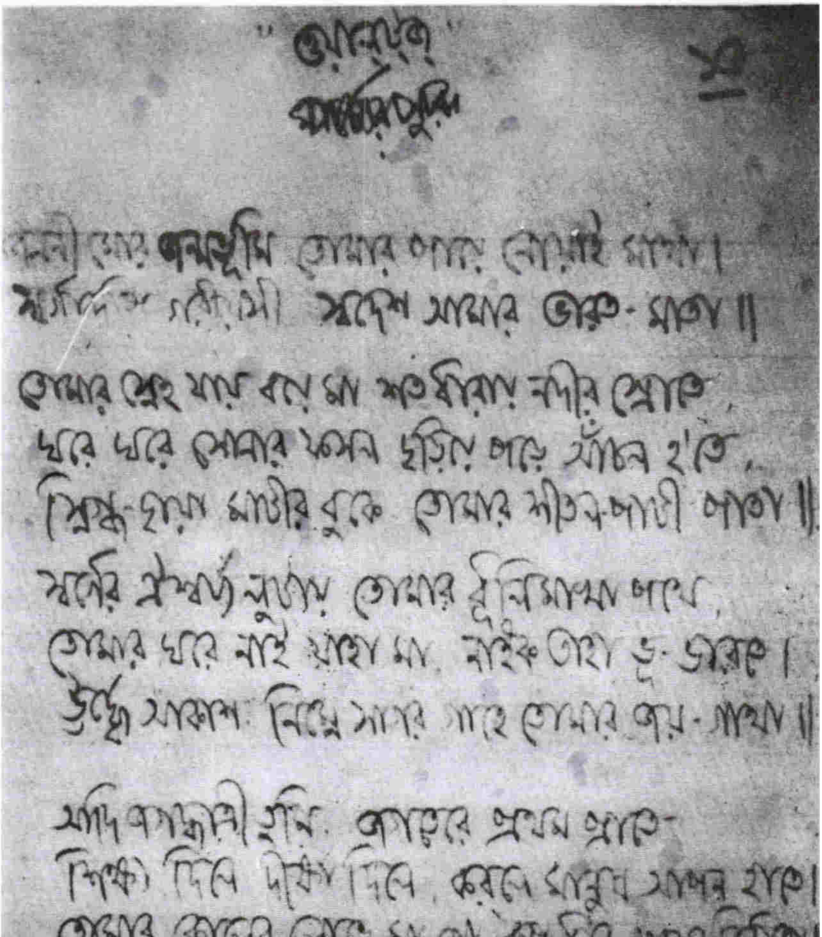

জননী মোর জন্মভূমি তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা॥

তোমার স্নেহ যায় বয়ে মা শত ধারায় নদীর স্রোতে,
ঘরে ঘরে সোনার ফসল ছড়িয়ে পড়ে আঁচল হ'তে,
স্নিগ্ধ-ছায়া মাটির বুকে তোমার শীতল-পাটি পাতা॥

স্বর্গের ঐশ্বর্য্য লুটায় তোমার ধূলিমাখা পথে,
তোমার ঘরে নাই যাহা মা, নাইক তাহা ভূ-জগতে।
ঊর্দ্ধে আকাশ নিম্নে সাগর গাহে তোমার জয়-গাথা॥

যদি কাঙালিনী তুমি জগতেরে প্রথম প্রাতে-
শিক্ষা দিলে দীক্ষা দিলে, করলে মানুষ আপন হাতে।
তোমার কোলের লোভে মা গো দেব ঋষি আসেন ফিরে ফিরে।

ছেলের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়ালি মা যাদের ডেকে,
তারাই দিল তোর সন্তানে চির-দাসীর তিলক এঁকে।
দেখে শুনে হায় মা মানে নেইকি বিচার, নেই বিধাতা॥

www.icsbook.info

For Indubala

সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে ভগবান ।

ভজন

জয় নর নারায়ণ জয় পুরুষোত্তম

যে কৃষ্ণ নাম জপেন ইন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর
যে নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর
~~এই অসীম কিন্তু সীমা যাঁহার ... খুঁজি~~
অতি জীবনে মরণে যেন সেই ~~নামই~~ জপি
~~কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি — কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি~~

যাঁর অনন্ত লীলা যাঁহার অনন্ত প্রকাশ
যিনি বৈকুণ্ঠ পুর ত্যেজে যুগে যুগে করেন নাশ,
ন্যায় সাত্তরের হলেন যখন সারথি সাজি
এই পাপ কুরুক্ষেত্রে কাঁদি তাঁহারেই খুঁজি —
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি ॥

যাঁর মুখে গীতা, হাতে বাঁশী, নূপুর রাঙা পায়
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে, কভু গোরা নদীয়ায়
যাঁরে প্রেম যমুনার-তীরে ফিরে রাধিকা ...
মোর মন গোপিনী উন্মাদিনী সেই নামে মাতি
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি ॥

www.icsbook.info

৬৪

কোরাস

জয় মীরা জয় গিরিধারি লাল।
আজি এক হয়ে গেল রাধা কিশোর কাঙাল॥
অনন্ত লীলা লোকে
হেরি যুগে যুগে ধরায় গোলোকে,
অভিমান বিরহ প্রেম অহরহ
দেবতা মানুষ হল প্রেমের কাঙাল॥

আসে ধরাধামে লয়ে শত রূপ নাম
ত্রেতায় সীতারাম দ্বাপরে রাধাশ্যাম
কলিতে নদীয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই
যুগল রূপ হেরি দোলে চিরকাল॥

www.icsbook.info

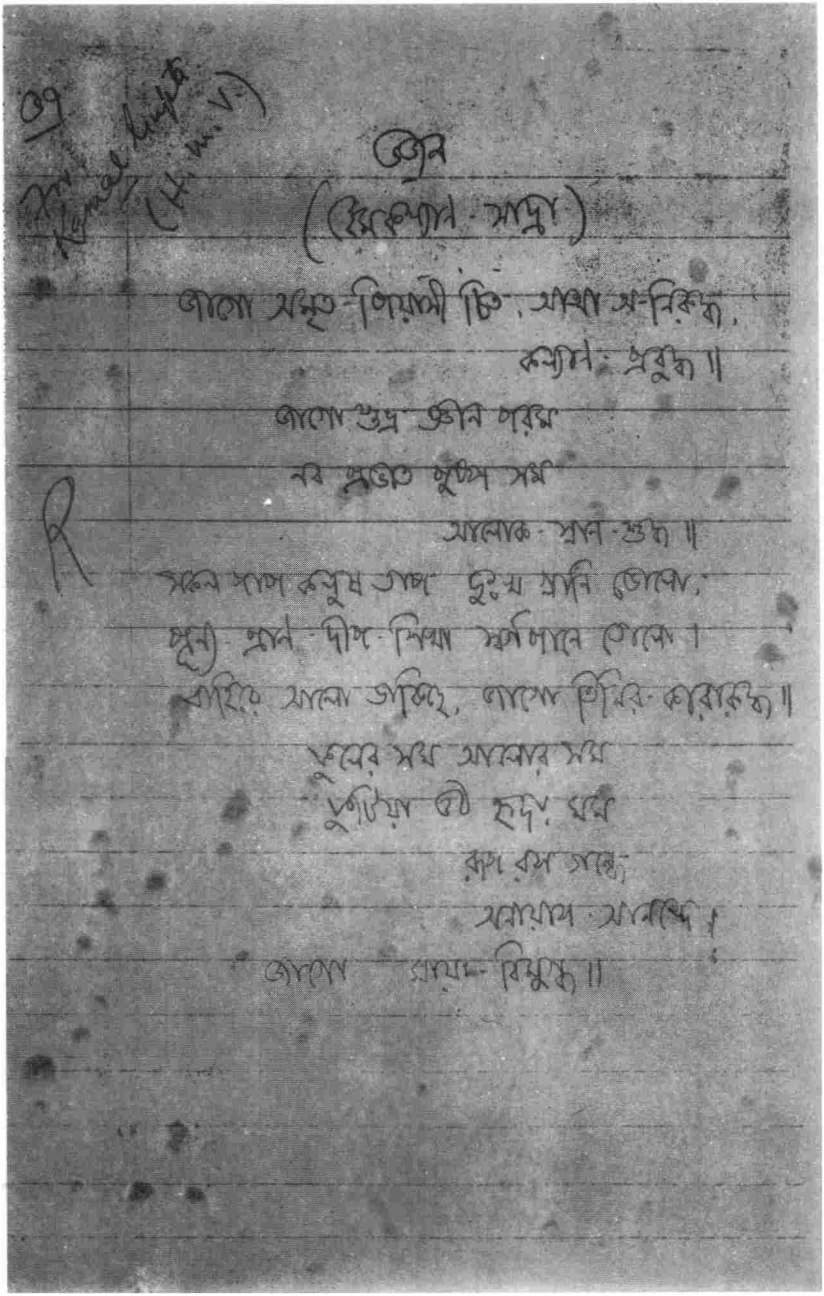
৩৭
Kamal Dasgupta
(H.M.V.)
ভজন
(ইমকল্যাণ-দাদ্রা)
জাগো অমৃত-পিয়াসী চিত, আত্মা অ-নিরুদ্ধ,
কল্যাণ-প্রবুদ্ধ ॥
জাগো শুভ্র জ্ঞান পরম
নব প্রভাত পুষ্প সম
আলোক-স্নান-শুদ্ধ ॥
সকল পাপ কলুষ তাপ দুঃখ গ্লানি ভোলো,
পুন প্রাণ-দীপ-শিখা স্বর্গপানে তোলো।
বাহিরে আলো ডাকিছে, জাগো তিমির-কারারুদ্ধ ॥
ফুলের সম আলোর সম
ফুটিয়া ওঠ হৃদয় মম
রূপ রস গন্ধে,
অনায়াস আনন্দে,
জাগো বন্ধন-বিমুক্ত ॥
R

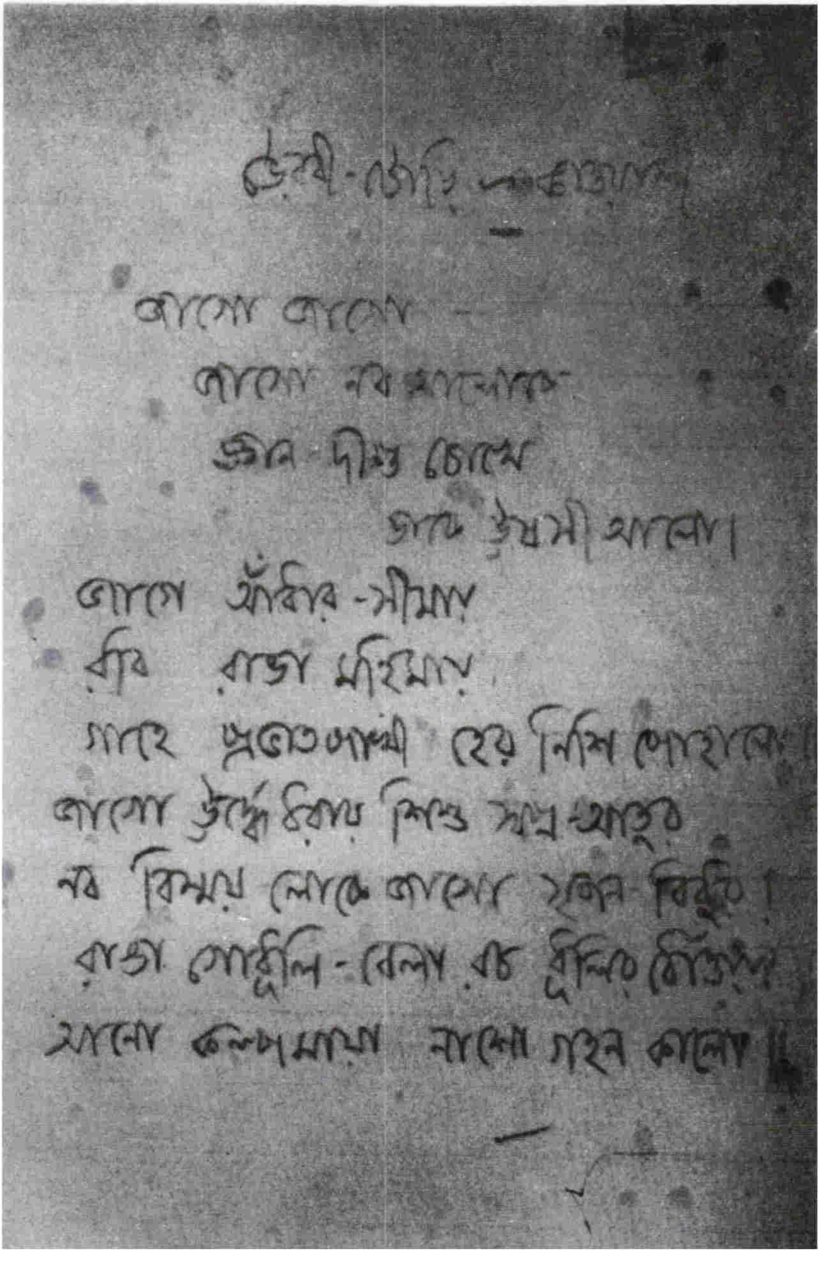

ভৈরবী-ভৈরোঁ — কাহারবা

জাগো জাগো —
জাগো নব আলোকে
জ্ঞান-দীপ্ত চোখে
জাগে ঊষসী আলো।
জাগে আঁধার-সীমায়
রবি রাঙা মহিমায়
গাহে প্রভাত-পাখী "হের নিশি পোহালো।"
জাগো ঊর্দ্ধে চিরায় শিশু স্বপ্ন-আতুর
নব বিস্ময় লোকে জাগো সৃজন বিদুর।
রাঙা গোধূলি-বেলায় এ দুলিছে চিত্তে
আলো কল্পমায়া নাশো গহন কালো।।

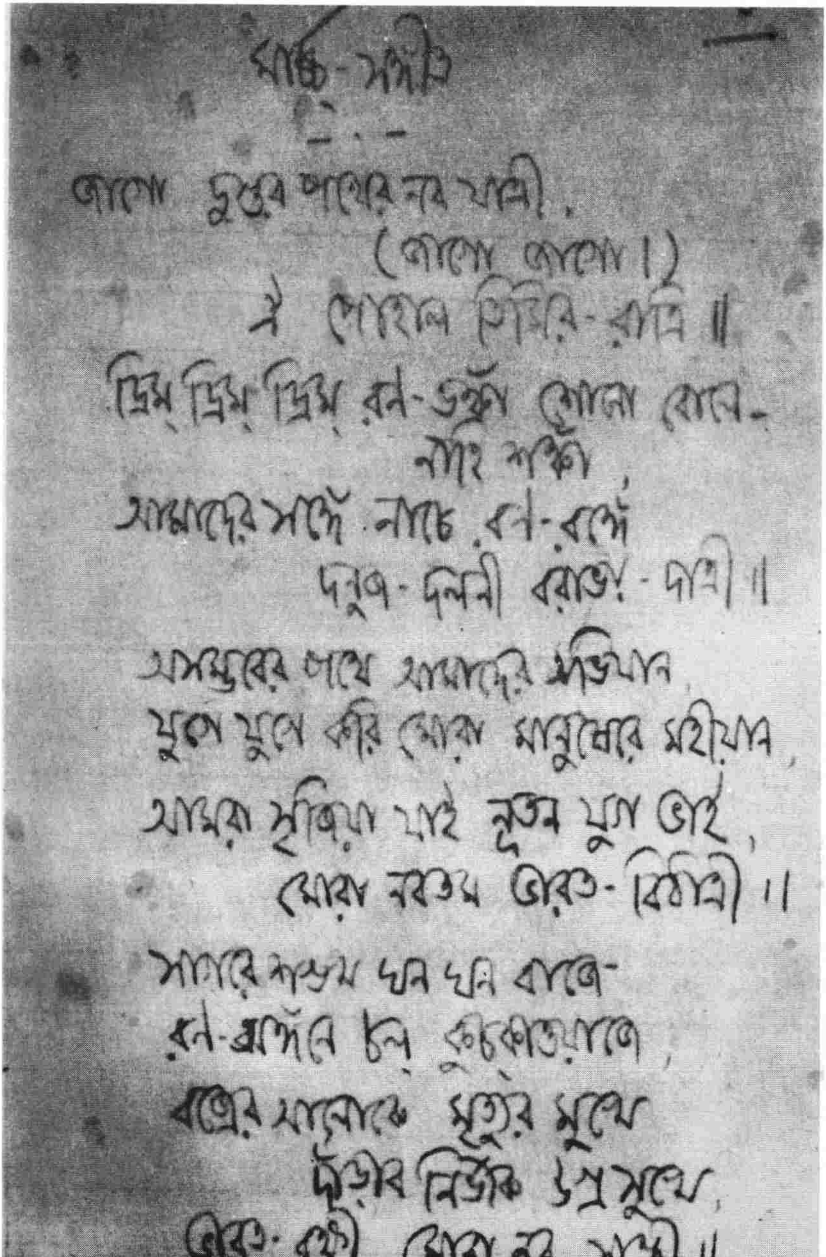
মার্চ্চ-সঙ্গীত

জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী,
(জাগো জাগো।)
ঐ পোহাল তিমির-রাত্রি॥
দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্ রণ-ডঙ্কা শোনো বোলে—
নাচিছে শক্তি,
আমাদের সঙ্গে নাচে রণ-রঙ্গে
দনুজ-দলনী বরাভয়-দাত্রী॥
অসম্ভবের পথে আমাদের অভিযান,
যুগে যুগে করি মোরা মানুষেরে মহীয়ান,
আমরা সৃজিয়া যাই নূতন যুগ ভাই,
মোরা নবতম ভারত-বিধাত্রী॥
সাগরে শঙ্খ ঘন ঘন বাজে—
রণ-প্রাঙ্গনে চলি কুচকাওয়াজে,
বজ্রের আলোকে মৃত্যুর মুখে
দাঁড়াব নির্ভীক উগ্র সুখে,
ভারত-রক্ষী মোরা নব যাত্রী॥

www.icsbook.info

for K. Mallik

১১

যোগিয়া – একতালা

জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী
চিন্ময়ীরূপে জাগো।
তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী
কাঁদে আর ডাকে মা গো॥
বরষ বরষ বৃথা কেঁদে যাই
বৃথাই মা তোর আগমনী গাই,
সেই কবে মা আসিলি ত্রেতায়
আর আসিলি না গো॥
কোটি নয়নের নীল পদ্ম মা
ছিঁড়িয়া দিলাম চরণে তোর।
আসিলি না তুই, এলিনে ধরায়.
মা কবে হয় হেন কঠোর।
দশভুজে দশ প্রহরণ ধরি'
আয় মা দশ দিক আলো করি'
দশ হাতে আন কল্যাণ ভরি'
নিশীথ-শেষে উষা গো॥

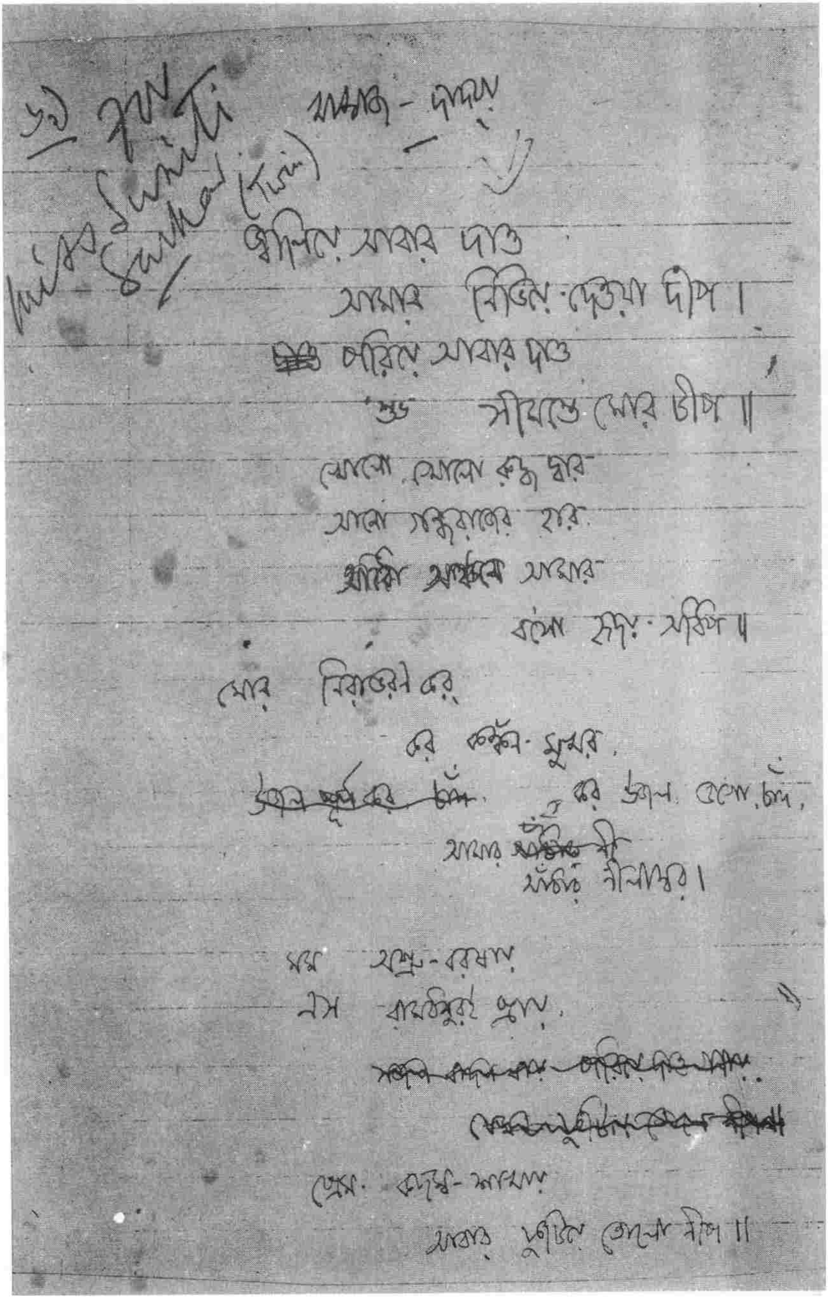

Miss Suniti Sarkar

মিশ্র - দাদরা

জ্বালিয়ে আবার দাও
আমার নিভিয়ে-দেওয়া দীপ।
পরিয়ে আবার দাও
শুভ সীমন্তে মোর টীপ ॥
খোলো খোলো রুদ্ধ দ্বার
আনো সন্ধ্যারাতের হার
[illegible] আবার
বলো সদা [illegible] ॥
মোর নিরাভরণ কর
ভর কঙ্কন-ঝুমর,
ভর উজল ওগো চাঁদ,
আবার আঁচলে নীলাম্বর।
মম অশ্রু-বরষায়
নাশ বালুচরের জ্বালায়,
প্রেম-কদম্ব-শাখায়
আবার দুলিয়ে তোলো নীপ ॥

For
Sachin Das Gupta

Twin: গজল

জ্যোৎস্না হসিত মাধবী নিশি আজ।
পর পর প্রিয়া বাসন্তী-রঙা সাজ।।
রাঙা কমল-কলি দিও কর্ণমূলে,
পরো সোনালি চেলি নব সোনাল ফুলে,
স্বর্ণ-লতার পরো-সাতনরী হার
আজি উৎসব-রা[illegible], রাখো রাখো গৃহ-কাজ।।

পর কবরী-মূলে নব আমের মুকুল,
হাতে কাঁকন করো গেঁথে অতসীর ফুল,
দূরে গাহিছে ডাহুক সখি মুখর নিলাজ।।

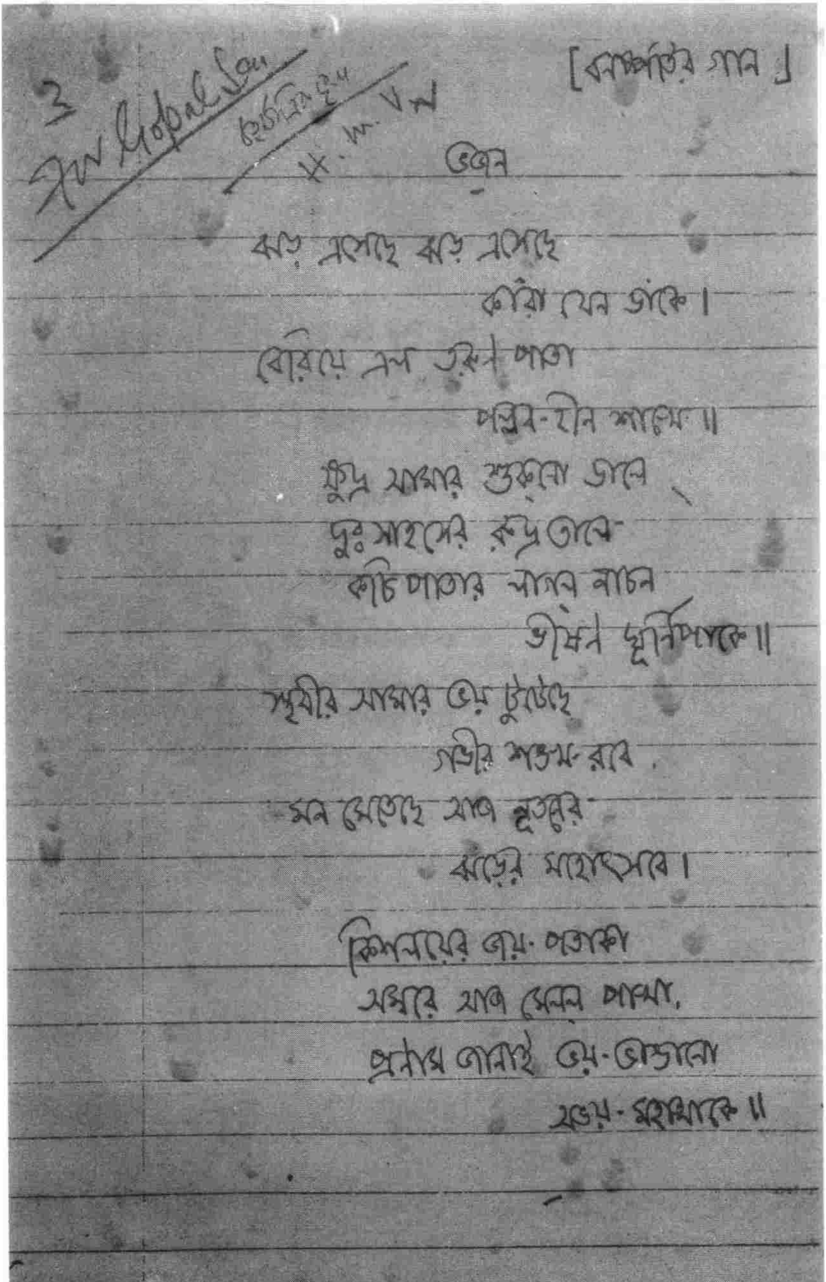

[বনস্পতির গান]

ভজন

ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে
কারা যেন ডাকে।
বেরিয়ে এল তরুণ পাতা
পল্লব-হীন শাখে॥
ক্ষুদ্র আমার শুকনো ডালে
দুঃসাহসের রুদ্র তালে
কচি পাতার নাচন নাচন
ভীষণ ঘূর্ণিপাকে॥
পৃথ্বীর আমার ভয় টুটেছে
গভীর শঙ্খ-রবে।
মন মেতেছে আজ নূতনের
ঝড়ের মহোৎসবে।
কিশলয়ের জয়-পতাকা
অম্বরে আজ মেলল পাখা,
প্রণাম জানাই ভয়-ভাঙানো
অভয়-মহাকালে॥

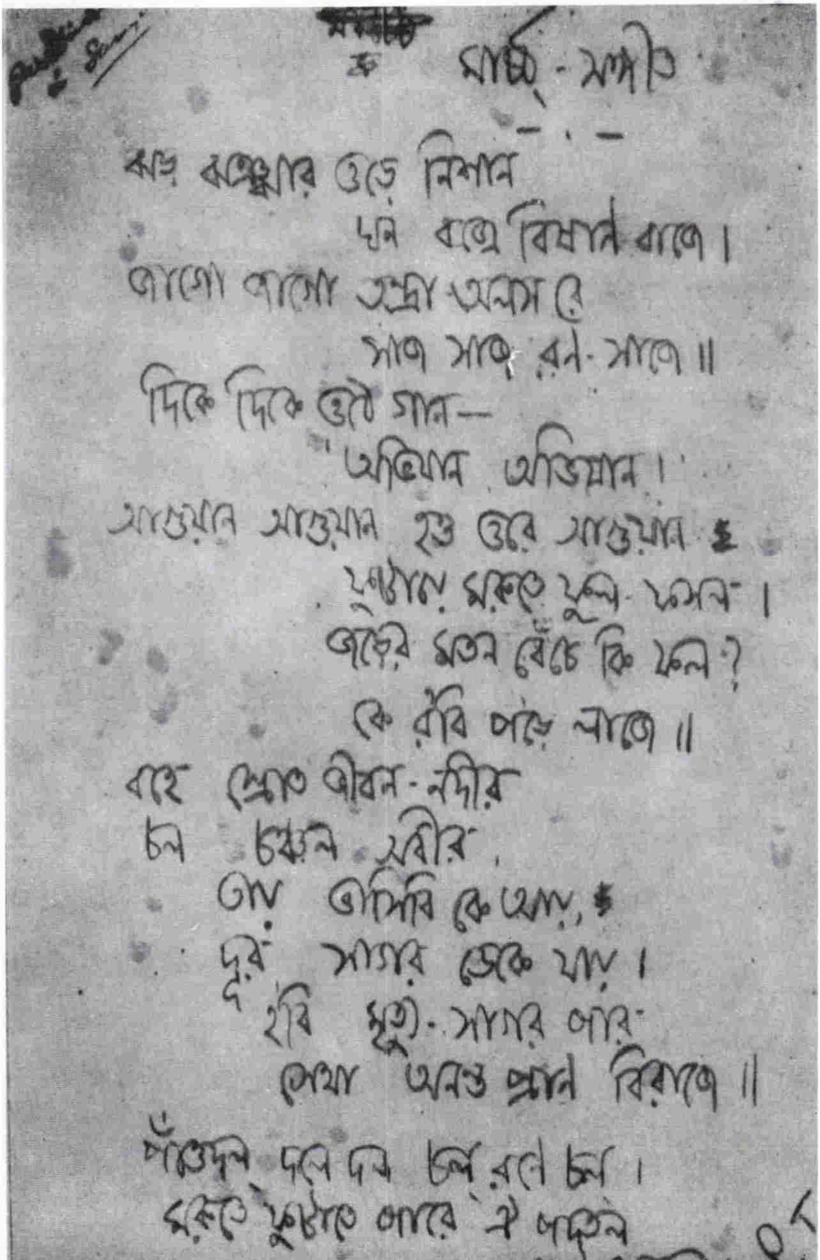

মার্চ্-সঙ্গীত

ঝড় ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান
ঘন বজ্রে বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা অলস রে
সাজ সাজ রণ-সাজে॥
দিকে দিকে ওঠে গান—
অভিযান অভিযান।
আহ্বানে আহ্বান শুন ওরে আহ্বান :
ঘুচাবে মরণে ধূলি-মলিন।
জড়ের মতন বেঁচে কি ফল?
কে রবি পড়ে লাজে॥
বহে স্রোত জীবন-নদীর
চল চঞ্চল অধীর,
তায় ভাসিবি কে আয়,
দূর সাগর ডেকে যায়।
হবি মৃত্যু-সাগর পার
সেথা অনন্ত প্রাণ বিরাজে॥
পাঁওদল দলে দল চল বলে চল।
মরণে ফুটাতে পারে ঐ জাগিল
প্রাণ-শতদল।

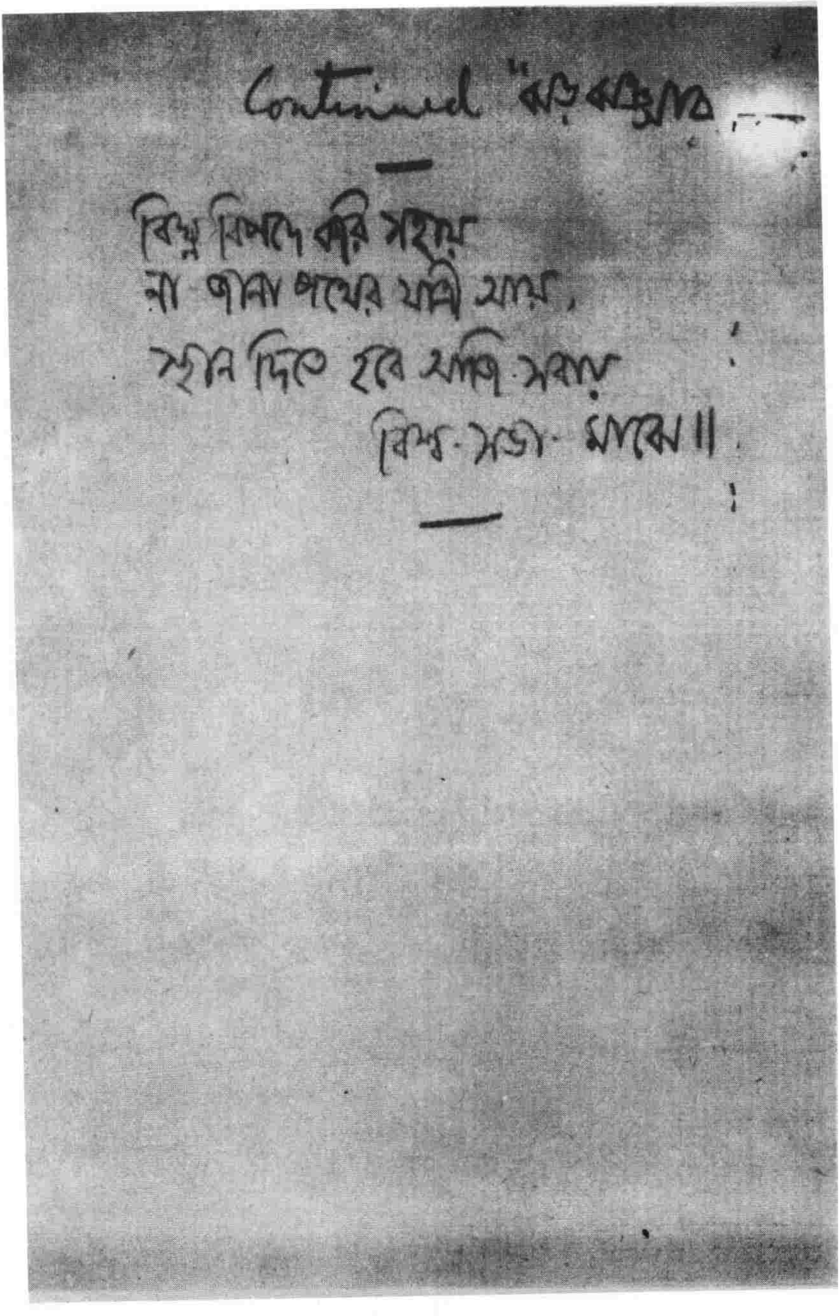

Continued "ঝড় ঝঞ্ঝার" —

বিঘ্ন বিপদে করি সহায়
না জানা পথের যাত্রী যায়,
স্থান দিতে হবে যদি সবায়
বিশ্ব-সভা-মাঝে ॥

www.icsbook.info

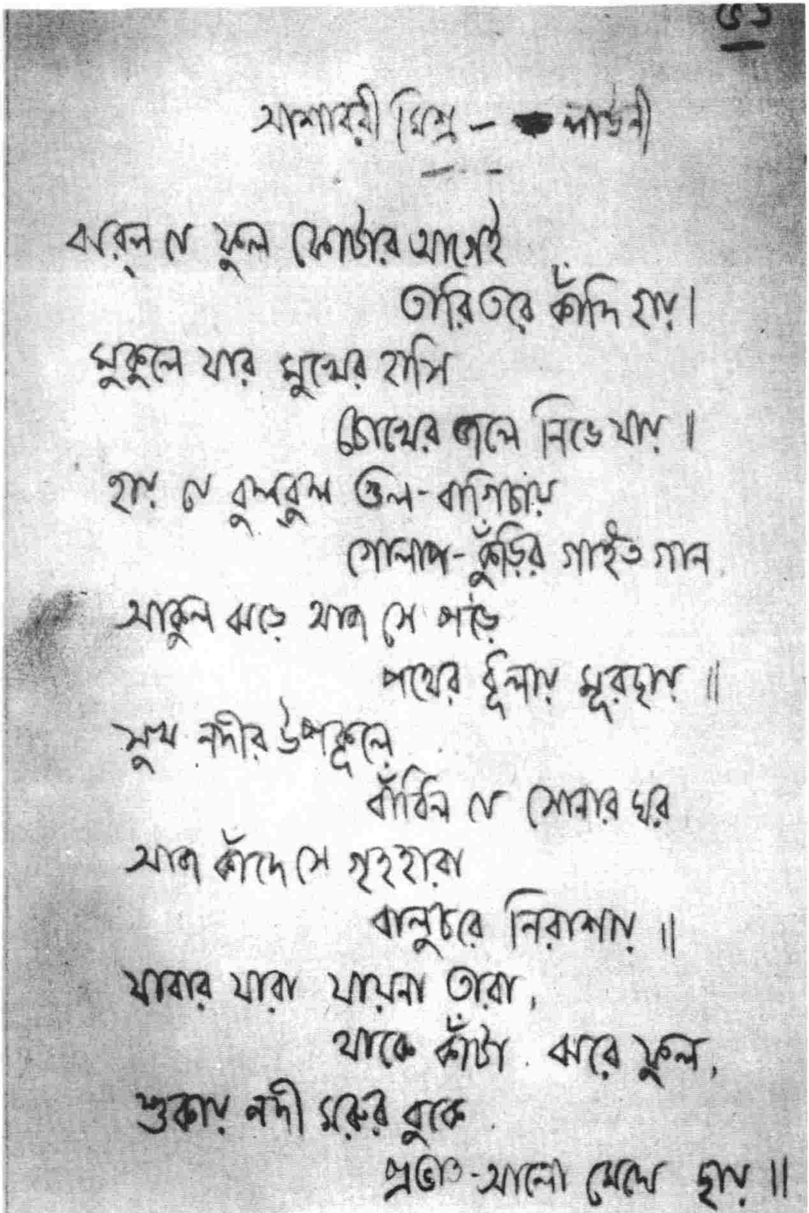

www.icsbook.info

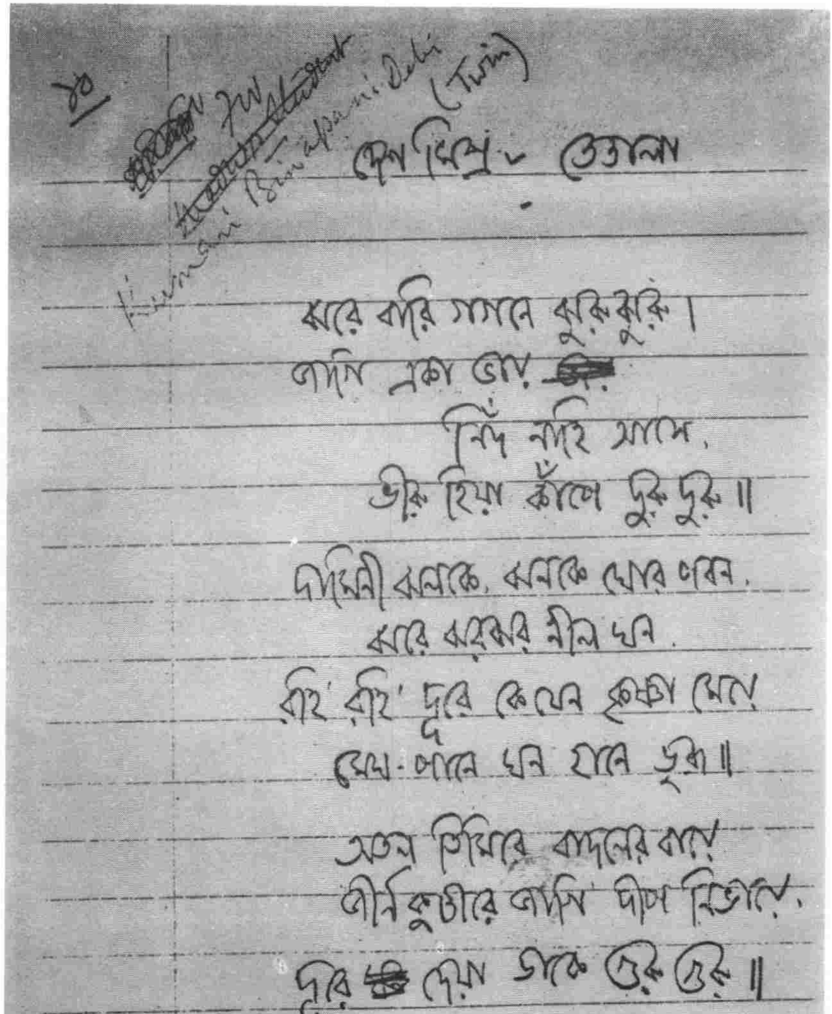

৮০/

Kumari Biniapani Debi (Twin)

দেশ মিশ্র — তেতালা

ঝরে বারি গগনে ঝুরুঝুরু।
জাগি একা ভয়
নিঁদ নাহি আসে,
ভীরু হিয়া কাঁপে দুরু দুরু॥
দামিনী ঝলকে, ঝনকে ঘোর ঘন,
ঝরে ঝরঝর নীল ঘন,
বাঁই বাঁই দূরে কেঁদে ফেরে ঝঞ্ঝা মেতে
মেঘ-পারে ঘন হানে ডম্বরু॥
অতল তিমিরে বাদলের বায়
জীর্ণ কুটীরে জাগি দীপ নিভায়,
দূরে দেয়া ডাকে গুরু গুরু॥

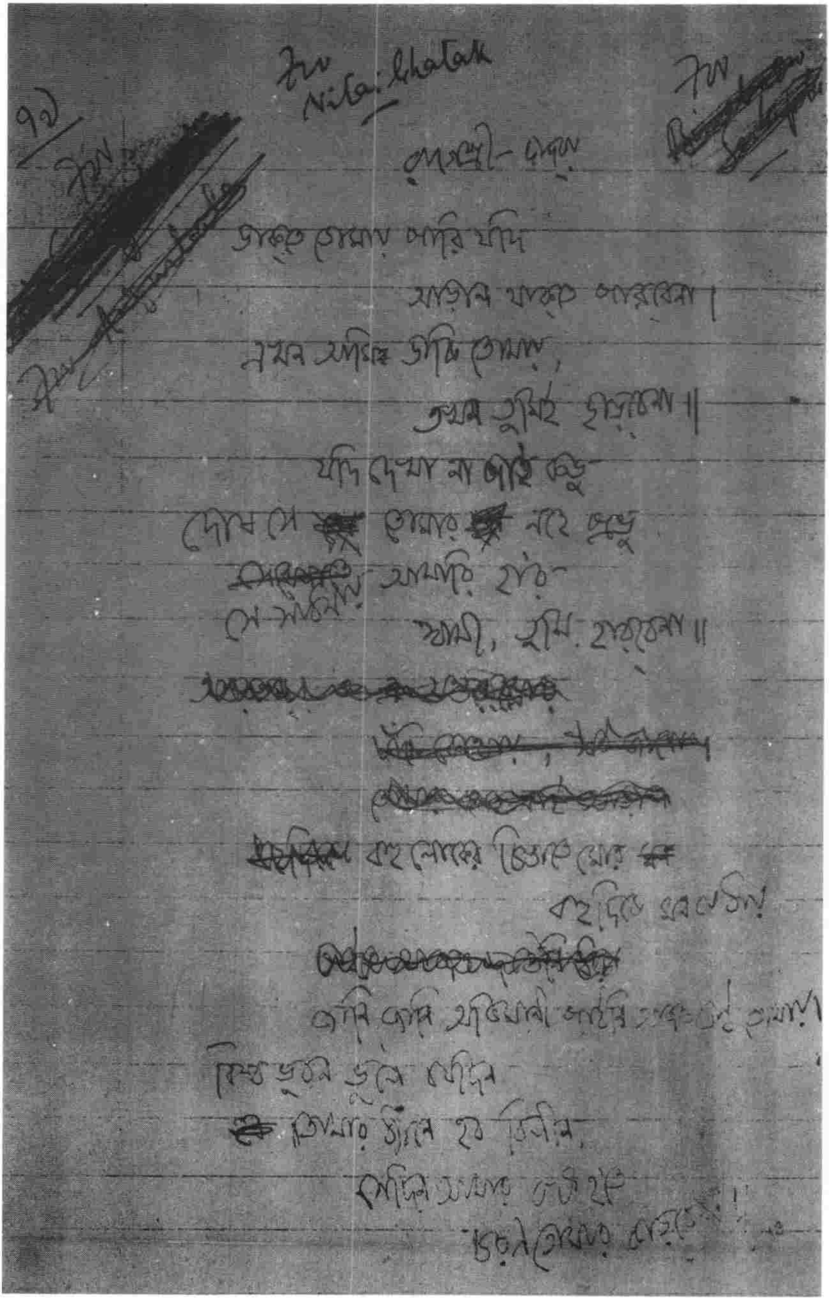

www.icsbook.info

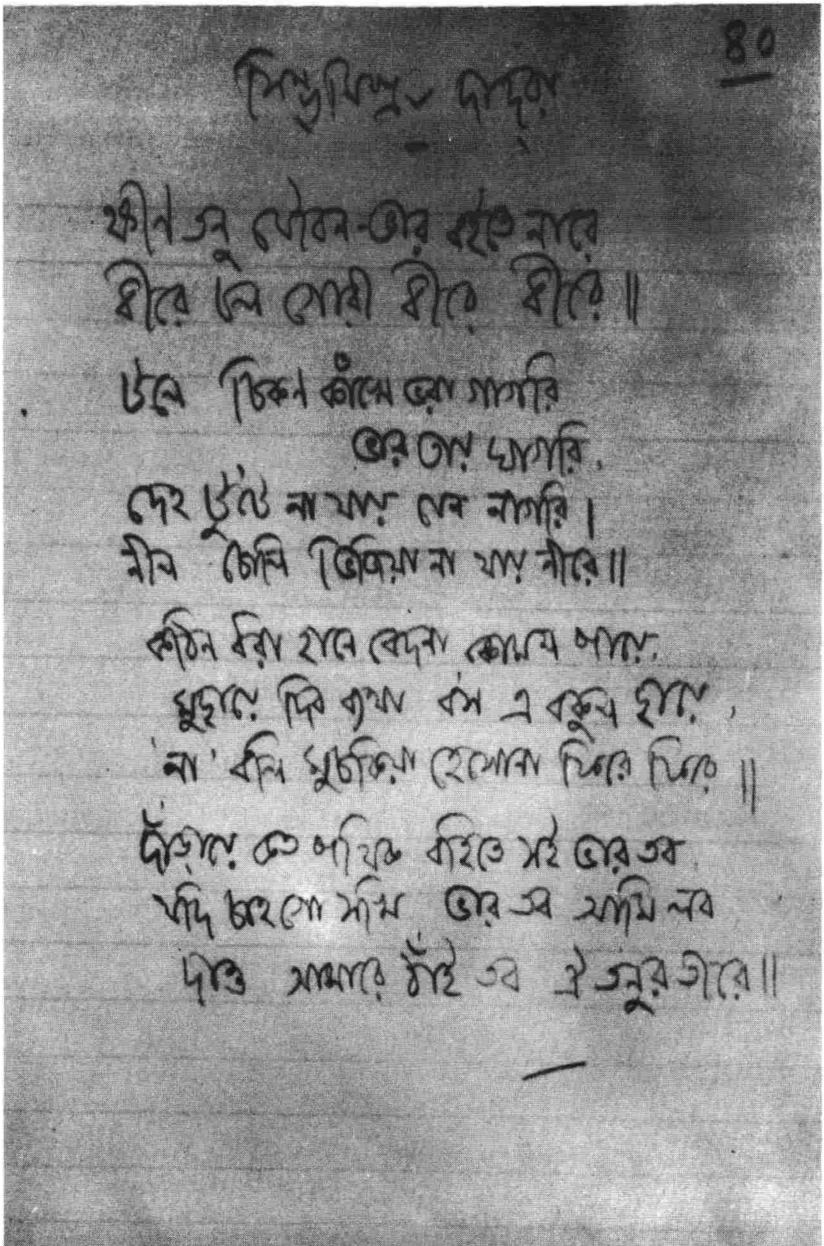

৪০

সিন্ধু মিশ্র – দাদ্‌রা

ক্ষীণ তনু যৌবন-ভার বইতে নারে
ধীরে চলে গোরী ধীরে ধীরে ॥

টলে চিকন কাঁখে ভরা গাগরি
ভরে তায় ঘাগরি,
দেহ টুটে না যায় দেখে নাগরি।
নীল চেলি ভিজিয়া না যায় নীরে ॥

কঠিন ধরা হানে বেদনা কোমল পায়,
ঘুচায়ে দিব বুকের বাস এ বকুল হায়,
'না' বলি মুচকিয়া হেসো না ফিরে ফিরে ॥

দাঁড়াও ওগো পথিক বহিতে সই ভার তব
যদি চাহ গো সখি ভার তব আমি লব
দাও আমারে ঠাঁই তব ঐ তনুর তীরে ॥

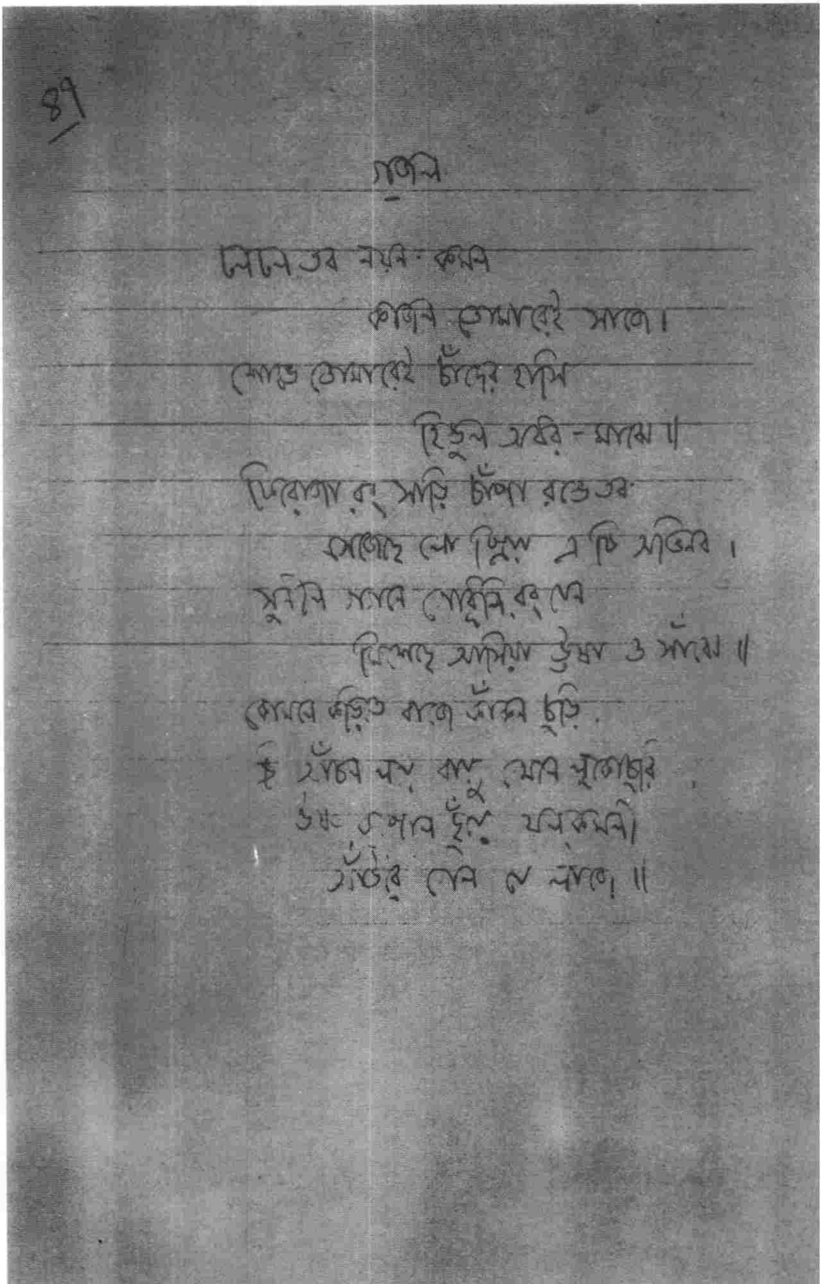

www.icsbook.info

For Kumari Uma Roy — কীর্তন

তব চরণ-প্রান্তে মরণ-বেলায়
শরণ দিও হে প্রিয়।
তুমি মুছায়ে গ্লানি ঘুচায়ে ভ্রান্তি
শান্তি বিদায় দিও (প্রণাম)॥
বরণের ডালা সাজায়ে হে স্বামী
সারাটি জীবন চেয়ে আছি আমি
তুমি নিমেষের তরে মোর দ্বারে থামি'
সে ডালা চরণে নিও॥
তারকায় আছে মোর চির সাথী-
আকুল আঁখির অনন্ত রাতি
ফোটে নাই যদি নিভে যায় বাতি
তুমি এসে নিভাইও॥
যে যাহা চেয়েছে পেয়েছে কে কবে
হাসি ঝরে যায় নিরাশে নীরবে
আঘাত বেদনা বঁধু সব সবে
একবার দেখা দিও (শুধু)॥

www.icsbook.info

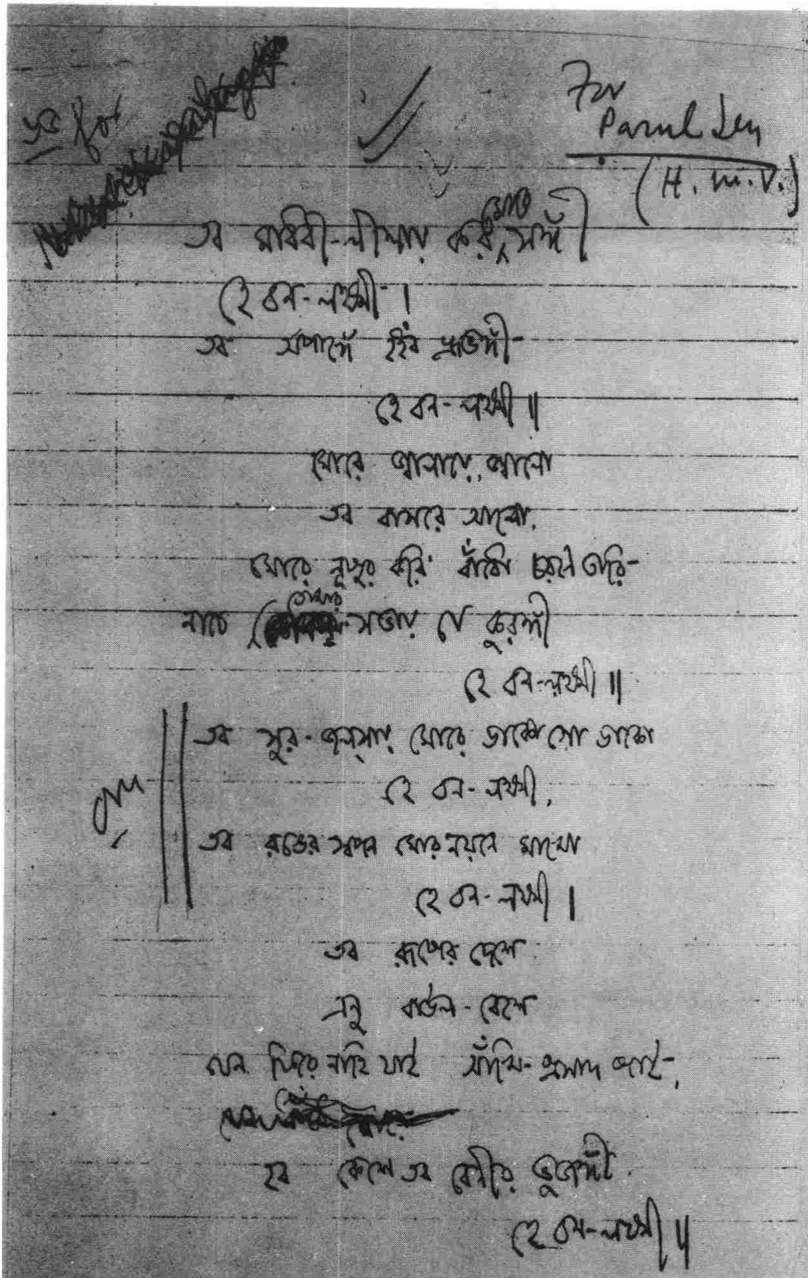

For Parul Sen (H.M.V.)

তব মাধবী-লীলায় কর মোরে সঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী।
তব স্পর্শে হব ত্রিভঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী॥
মোরে জাগাবে আলো
তব বাসরে আলো,
মোরে নূপুর করি বাঁধি চরণে তোরি-
নাচে [illegible] তোমার সভায় যে কুরঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী॥
তব সুর-ভাষায় মোরে ডাকো গো ডাকো
হে বন-লক্ষ্মী,
তব রঙের স্বপন মোর নয়নে মাখো
হে বন-লক্ষ্মী।
তব রূপের দেশে
নব নর্তন-বেশে
যেন ফিরে নাহি যাই সাঁঝ-প্রসাদ আগে-,
[illegible]
হব কোলে তব রৌদ্র ভুজঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী॥

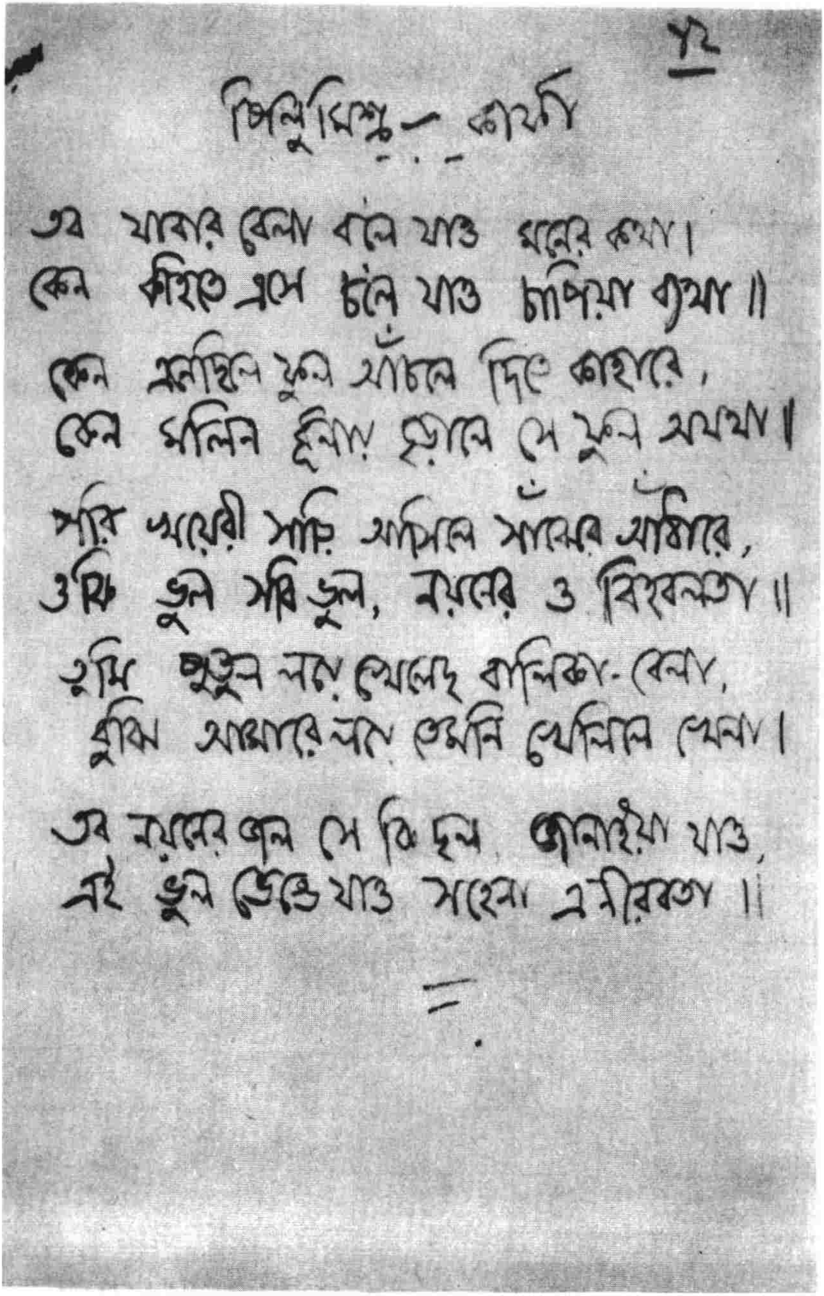

৭২

সিন্ধু-মিশ্র — কাহার্বা

তব যাবার বেলা বলে যাও মনের কথা।
কেন কহিতে এসে চলে যাও চাপিয়া ব্যথা ॥

কেন এনেছিলে ফুল আঁচলে দিতে কাহারে,
কেন মলিন হইয়া ছড়ালে সে ফুল অযথা।

পরি খয়েরী শাড়ি আসিলে সাঁঝের আঁধারে,
ও কি ভুল সবি ভুল, নয়নের ও বিহ্বলতা ॥

তুমি পুতুল লয়ে খেলেছ বালিকা-বেলায়,
বুঝি আমারে লয়ে তেমনি খেলিলে খেলা।

তব নয়নের জল সে কি ছল, জানাইয়া যাও,
এই ভুল ভেঙে যাও সহেনা এ নীরবতা ॥

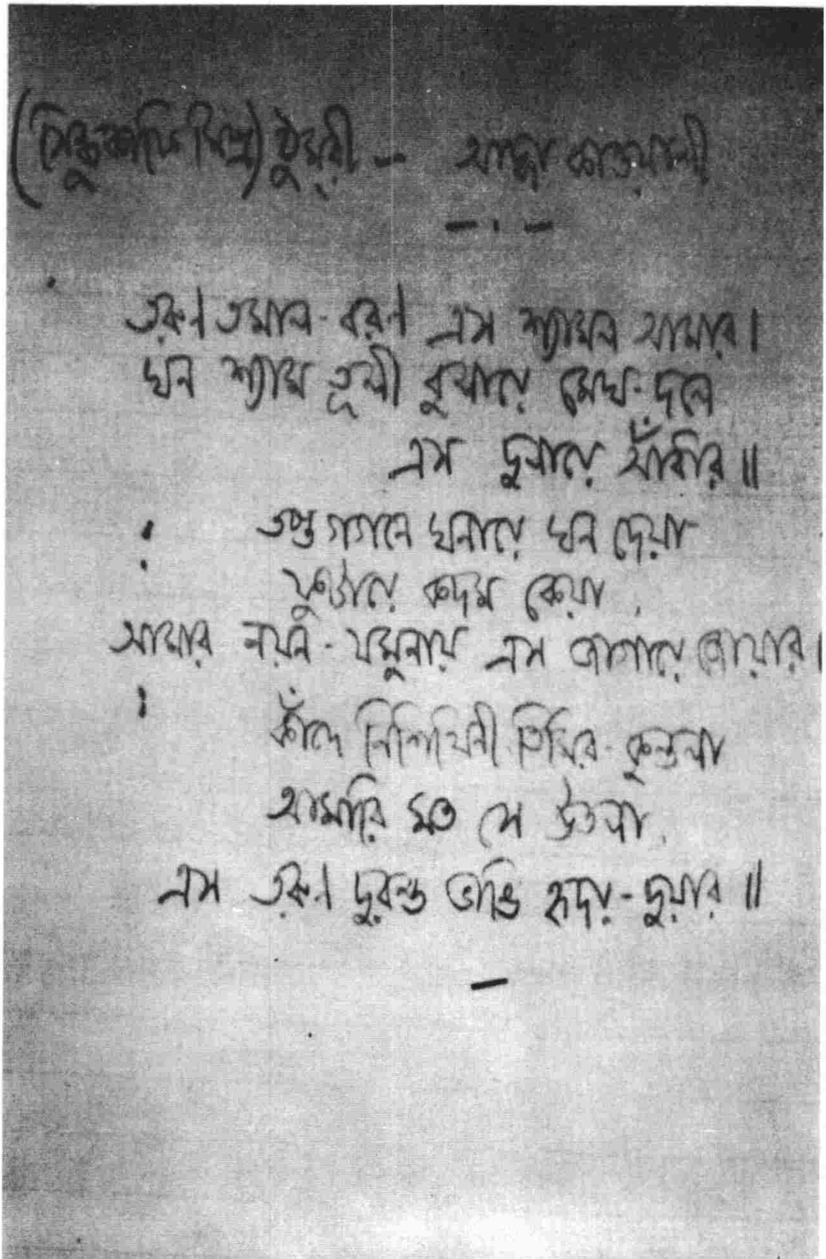
(সিন্ধুকাফি-মিশ্র) ঠুংরী — আদ্ধা কাওয়ালী

তরুণ তমাল-বরণ এস শ্যামল আমার।
ঘন শ্যাম তুমি লুকায়ে মেঘ-দলে
এস দুয়ারে আঁধার॥
তপ্ত গগনে ঘনায়ে ঘন দেয়া
ফুটায়ে কদম কেয়া,
আমার নয়ন-যমুনায় এস জাগায়ে জোয়ার।
কাঁদে নিশীথিনী তিমির-কুন্তলা
আমারি মত সে উতলা,
এস তরুণ দুরন্ত ভাঙি হৃদয়-দুয়ার॥

www.icsbook.info

৩৫

তিমির বিদারী অলখ-বিহারী
কৃষ্ণ-মুরারি আগত ঐ।
টুটিল আগল নিখিল পাগল-
সর্বসহা আজি সর্বজয়ী॥
বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে আয়
বসুধা-যশোদার স্নেহ-ধার উথলায়
কাল-রাখাল নাচে থৈ থৈ॥
বিশ্ব ভরি ওঠে স্তব নমো নমঃ
অরির পুরী মাঝে এল অরিন্দম।
ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরী জন,
কারার মাঝে এল বন্দী-বিমোচন,
ধরি' অজানা পথ আসিল অনাগত
জাগিয়া ব্যথা-হত ডাকে, মাভৈঃ॥

—

www.icsbook.info

৮.

গান

তুমি আনমনে গেলে চলিয়া
জাননা গো কারে দলিয়া।
[illegible]
তুমি জাননা ত কার পূজা-সম্ভার
ভাসালে, [illegible], চলিয়া ॥
[illegible]
ওগো উদাসিনী! তব স্রোত-নীরে
ডুবে যে মরিল [illegible] দেখেছ কি তারে?
[illegible]
রহিল তারে [illegible] স্মৃতি-বালু[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

বৃথা তব স্রোতে ভাসাইনু মালা.
বৃথা তব কূলে এ ফুল-ডালা.
[illegible]
তুমি মাঝে-কূলে
কোথা যে এ কূলে
[illegible] কভু ও কূলে
যাও চলিয়া ॥

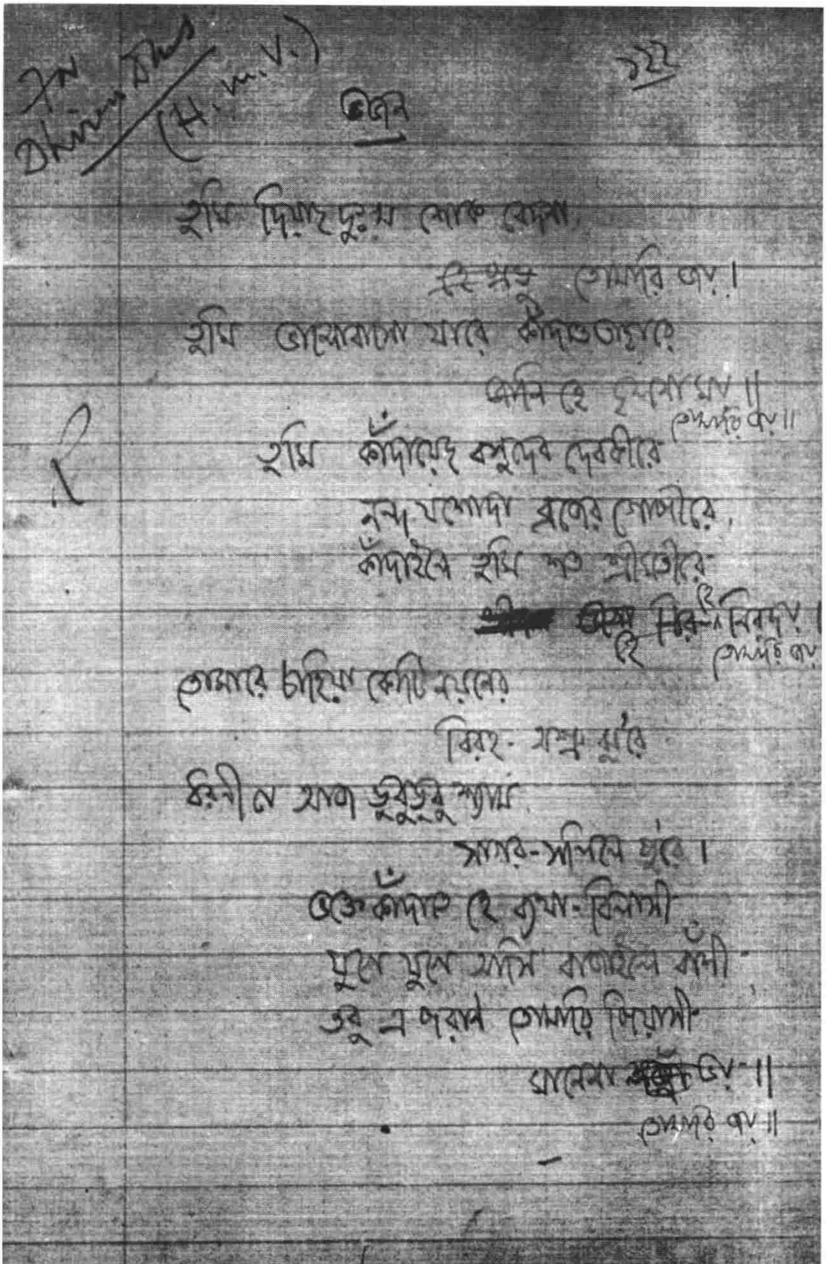

To Dhiren Das (H.M.V.)

১২২

ভজন

তুমি দিয়াছ দুঃখ শোক বেদনা,
হে প্রভু তোমারি দয়া।
তুমি ভালোবাসো যারে কাঁদাও তাহারে
এমনি হে তোমারি মায়া।।
তোমারি দয়া।।
তুমি কাঁদায়েছ বসুদেব দেবকীরে
নন্দ যশোদা ব্রজের গোপীরে,
কাঁদাইলে তুমি শত শ্রীমতীরে
হে নিরদয়।
তোমারি দয়।
তোমারে চাহিয়া কোটি নয়নের
বিরহ-অশ্রু ঝুরে
ধরণী যেন ডুবুডুবু প্রায়
সাগর-সলিলে ঘুরে।
ভক্তে কাঁদাও হে ব্যথা-বিলাসী
যুগে যুগে আসি বাজাইলে বাঁশী
তবু এ পরান তোমারে পিয়াসী
মানে না ভয়।।
তোমারি দয়।।

www.icsbook.info

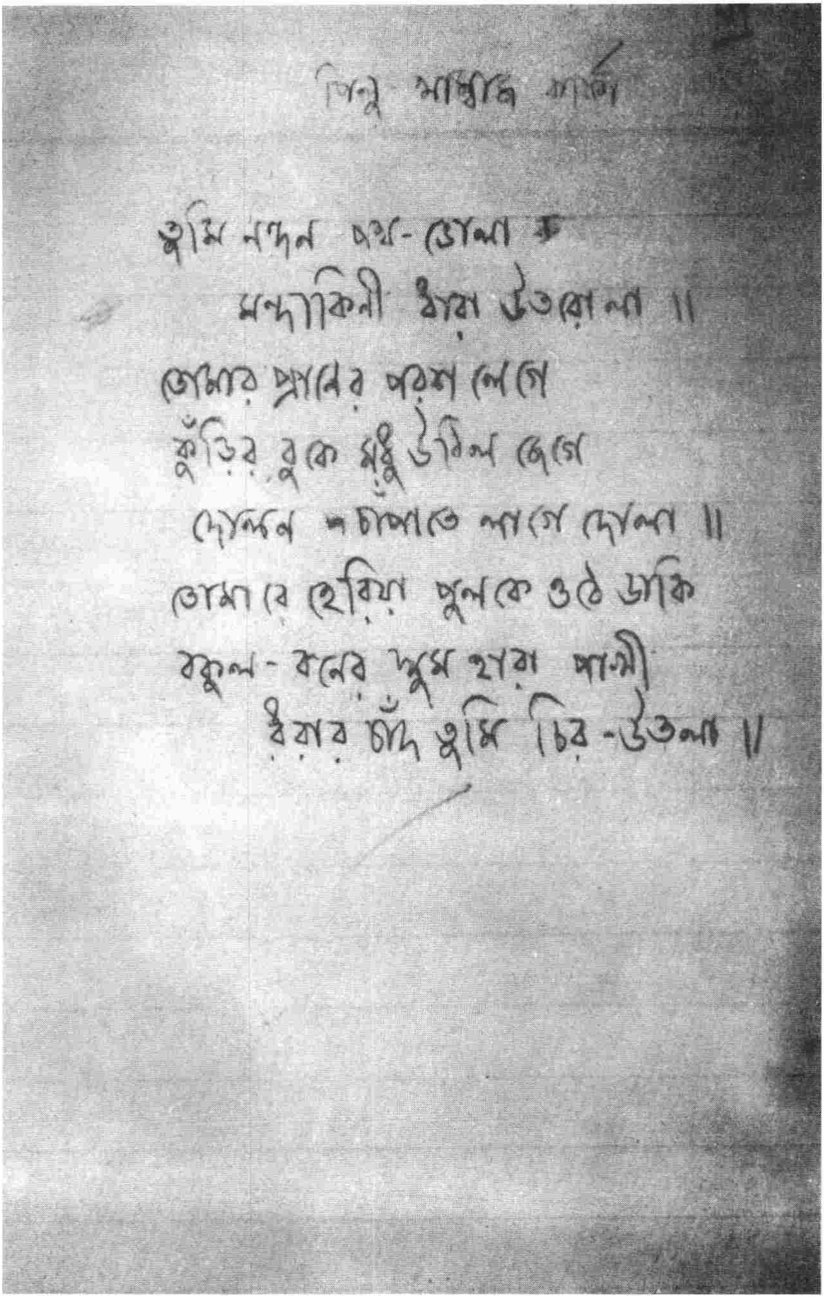

পিলু খাম্বাজ কার্ফা

তুমি নন্দন পথ-ভোলা
মন্দাকিনী ধারা উতরোলা ॥
তোমার প্রাণের পরশ লেগে
কুঁড়ির বুকে মধু উঠিল জেগে
দোলন চাঁপাতে লাগে দোলা ॥
তোমারে হেরিয়া পুলকে ওঠে ডাকি
বকুল-বনের ঘুম-হারা পাখী
ধরার চাঁদ তুমি চির-উতলা ॥

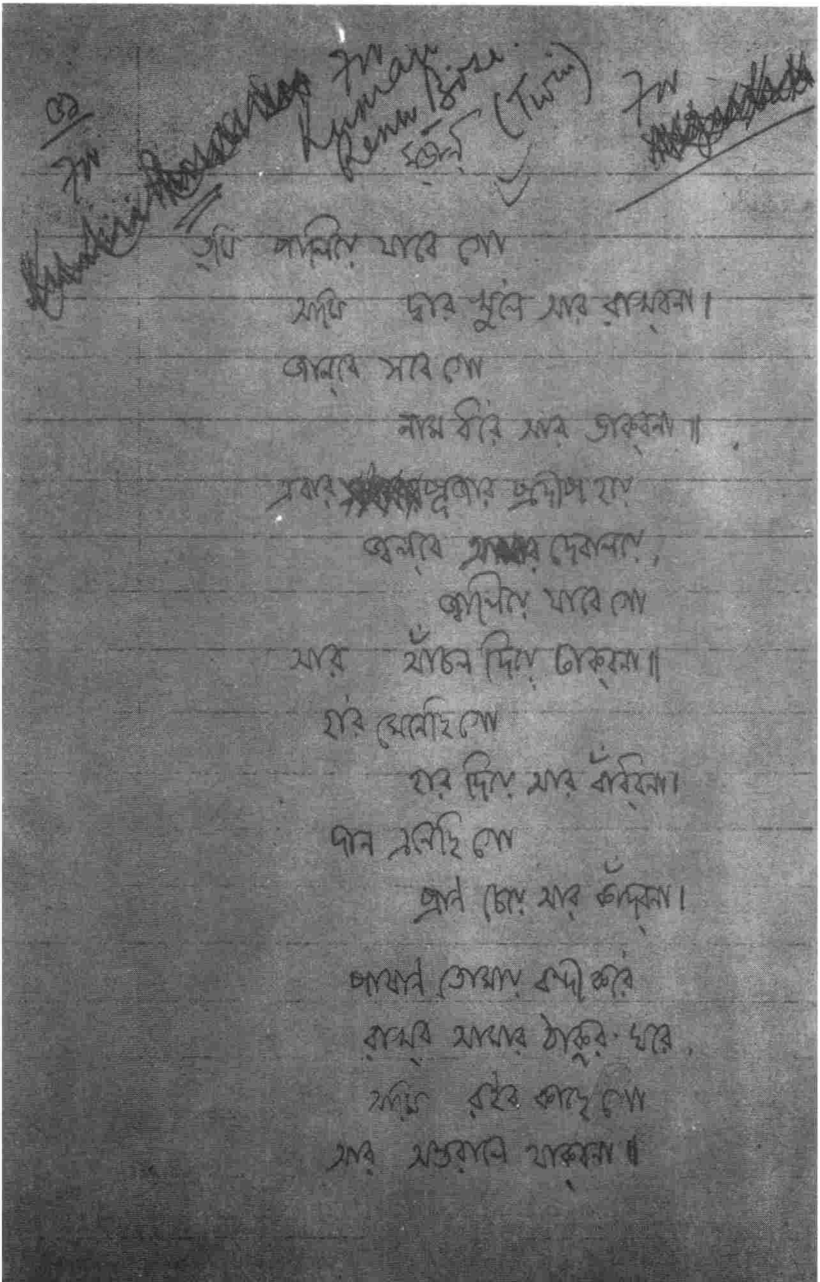

তুমি পালিয়ে যাবে গো
যদি দ্বার খুলে আর রাখবনা।
জানবে সবে গো
নাম ধরে আর ডাকবনা॥
এবার পূজার প্রদীপ হায়
জ্বলবে দেবালয়ে,
জ্বালিয়ে যাবে গো
আর আঁচল দিয়ে ঢাকবনা॥
হার মেনেছি গো
হার দিয়ে আর বাঁধবনা।
দান মেনেছি গো
প্রাণ চেয়ে আর কাঁদবনা।
আমার তোমায় বন্দী করে
রাখব আমার ঠাকুর-ঘরে,
যদিও রইবে কাছে গো
আর অন্তরালে থাকবনা॥

Kamala Jharia

শ্যামা (ভজন) 2

R/9

তুমি পীরিতি কি কর হে শ্যাম
তেল মেখে গায় ।
তাই ধরতে গেলে হাত পিছলে
যাও হে পালায় ॥
ননী চুরি করে করে হাত পাকিয়ে শ্যাম
নারীর মন চুরি করে বেড়াও অবিরাম,
~~শ্যাম তোমার তরে ঘরে ঘরে সতীর নিন্দ জাগে~~
~~হায় সতীর নিন্দ জাগে ॥~~
তাই রাই দিয়েছে নন্দদুলালের বেড়ী বেঁধে পায় ॥
তুমি দিনের বেলা চরাও ধেনু, ভ্রমর রাতে
আবার ফুলবধূর রইলনা কুল প্রাণে মধুরাতে ।
শ্যাম তোমার তরে ঘরে ঘরে সতীর নিন্দ জাগে,
হায় সতীর নিন্দ জাগে ॥
তোমার হাতের বাঁশী রাতের বেলা সিঁদ কাটিতে হয়
তোমার চুরি কে ধরিবে হে চোর মহাশয় ।
তাই আমার ঘরে বন্দী হয়ে করবে চুরি দায় ॥

৮৮
৭।।
Kumari Parul

ভৈরবী — দাদ্‌রা

তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন-পাতে।
তুমি কান্না[illegible] কাননে গো
ফুল-ঝরা প্রভাতে॥
তুমি ভৈরবী সুর উদাস বিধুর
অতীত দিনের স্মৃতি সুদূর
তুমি বেদনার সাগরের ঝরা মুক্তা।
বৈশাখী হাওয়াতে॥
তুমি কাশের ফুলের করুণ হাসি শরৎ-নদীর [illegible]
তুমি শেফালি-ঝরা অশ্রুমতী উৎসব-বাসরে।
তুমি [illegible] বুকে [illegible]
যৌবন ব্যথার [illegible]
তুমি নীরব বাঁশির বাণীহারা
সঙ্গীত-সভা[illegible]॥

www.icsbook.info

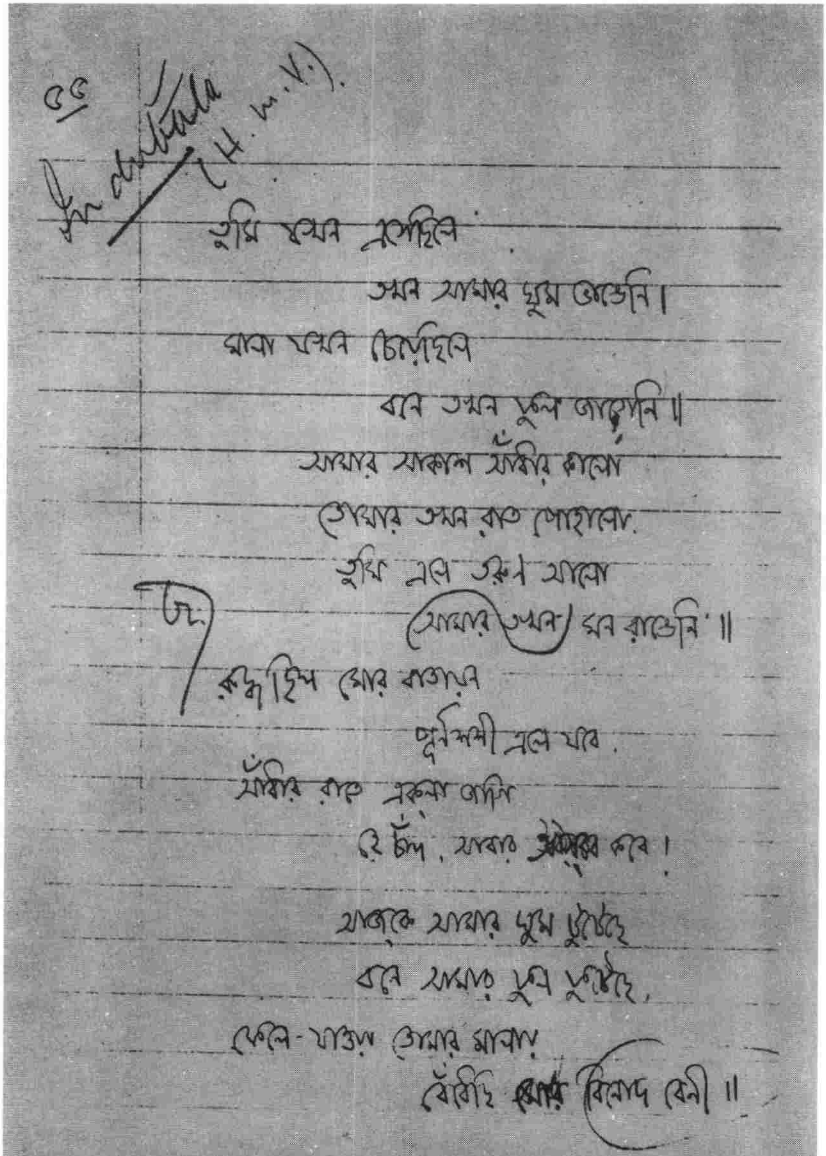

www.icsbook.info

A. W. Karim
R

ইস্‌লামী ১৮

তুমি রহিমুর রহমান । আমি গুনাহ্‌গার বান্দা ।
হাত ধরি মোর পথ দেখাও, হয় যে আল্লাহ্
আমি অন্ধ ॥
(মোর) সারা জীবন গেল কেটে
পাঁচ দুনিয়াই কোমর মেটে,
(এখন) শেষের বেলা ঘুচাও আল্লা
এই দুনিয়ার ধান্দা ॥
(আল্লা!) আমি তোমার বনের পাখী,
কেন খাঁচায় ধরি
রাখলে আমায় পিঞ্জরে বেঁধে
এই দেহ-পিঞ্জরে ।
বনে এবার কাঁদি ঝুরি
আল্লা তোমায় গাই স্তুতি
(এবার) পিঞ্জরে কেটে কাছে ডাকো
[illegible] করি নেক বান্দা ॥

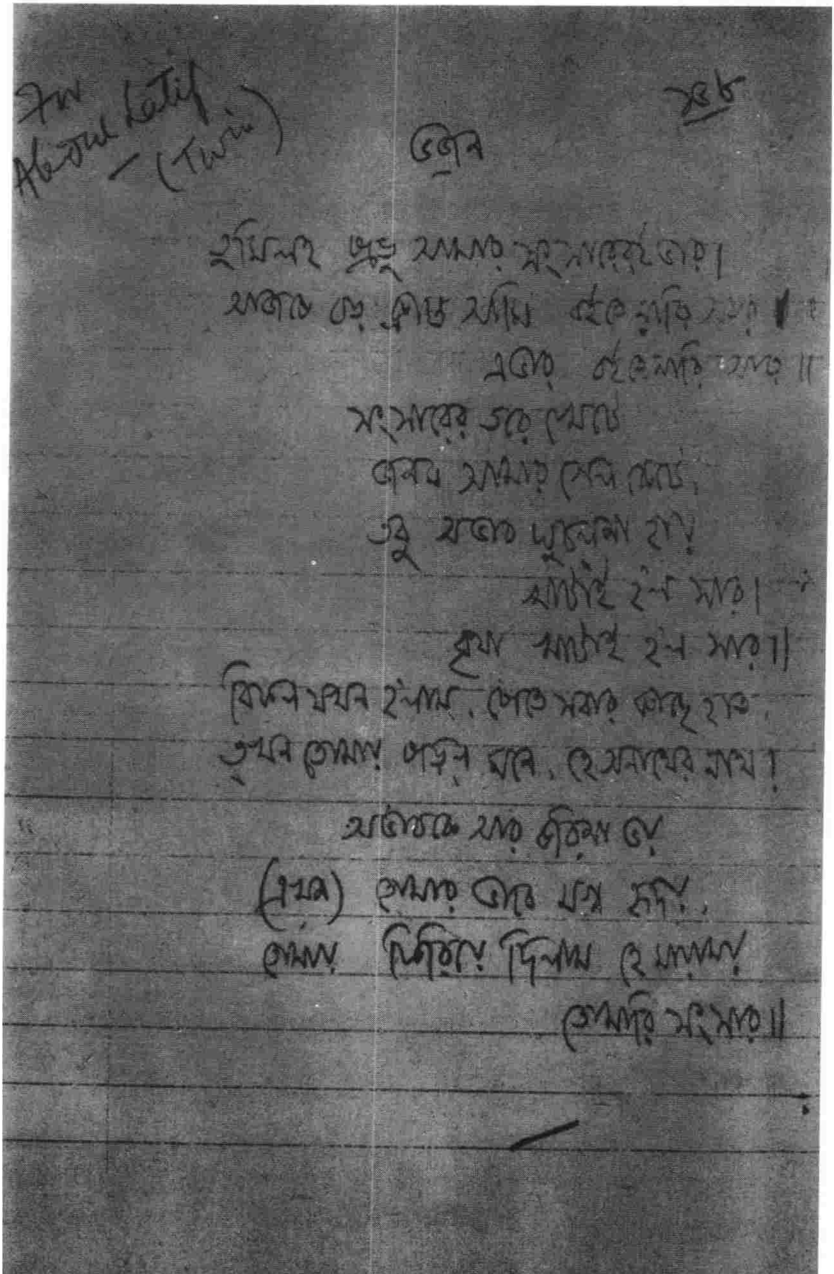

For Abdul Latif — (Twin)

১৪৮

ভজন

তুমি লহ প্রভু আমার সংসারেরই ভার।
আমারে দেও ছুটি আমি বইতে নারি আর ॥
একা বইতে নারি আর ॥
সংসারের তরে খেটে
জনম আমার গেল কেটে,
তবু অভাব ঘুচিল না হায়!
অভাবই হ'ল সার।
শুধু অভাবই হ'ল সার ॥
বিফল যখন হইলাম, পেতে সবার কাছে হাত,
তখন তোমায় পড়িল মনে, হে অনাথের নাথ!
অভাবকে আর করিনা ভয়
(এখন) তোমার ভাবে মগ্ন হৃদয়,
তোমায় ফিরিয়ে দিলাম হে দয়াময়
তোমারি সংসার ॥

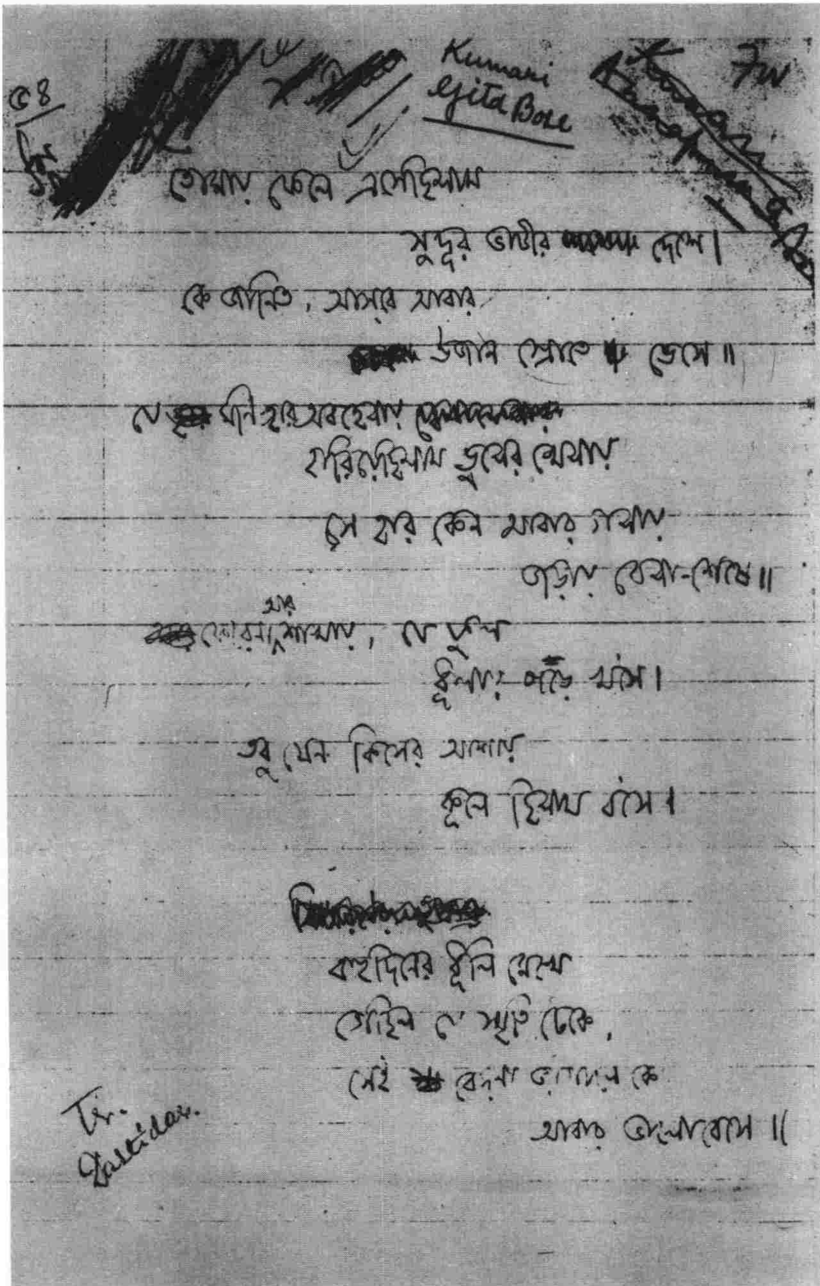

Kumari Gita Bose

তোমায় ফেলে এসেছিলাম
সুদূর ভাটীর দেশে।
কে জানিত, আসবে আবার
উজান স্রোতে ভেসে॥
যে মালা হায় অবহেলায়
হারিয়েছিলাম ভুলের খেয়ায়
সে হায় কেন আবার গলায়
জড়ায় বেলা-শেষে॥
আর তোমার শাখায়, যে ফুল
ধূলায় পড়ে খসে।
তবু যেন কিসের আশায়
ফুলে হিয়ায় বসে।
বহুদিনের ধূলি মেখে
ছিল যে স্মৃতি ঢেকে,
সেই বেদনা আজকে কে
আবার ভালোবেসে॥

www.icsbook.info

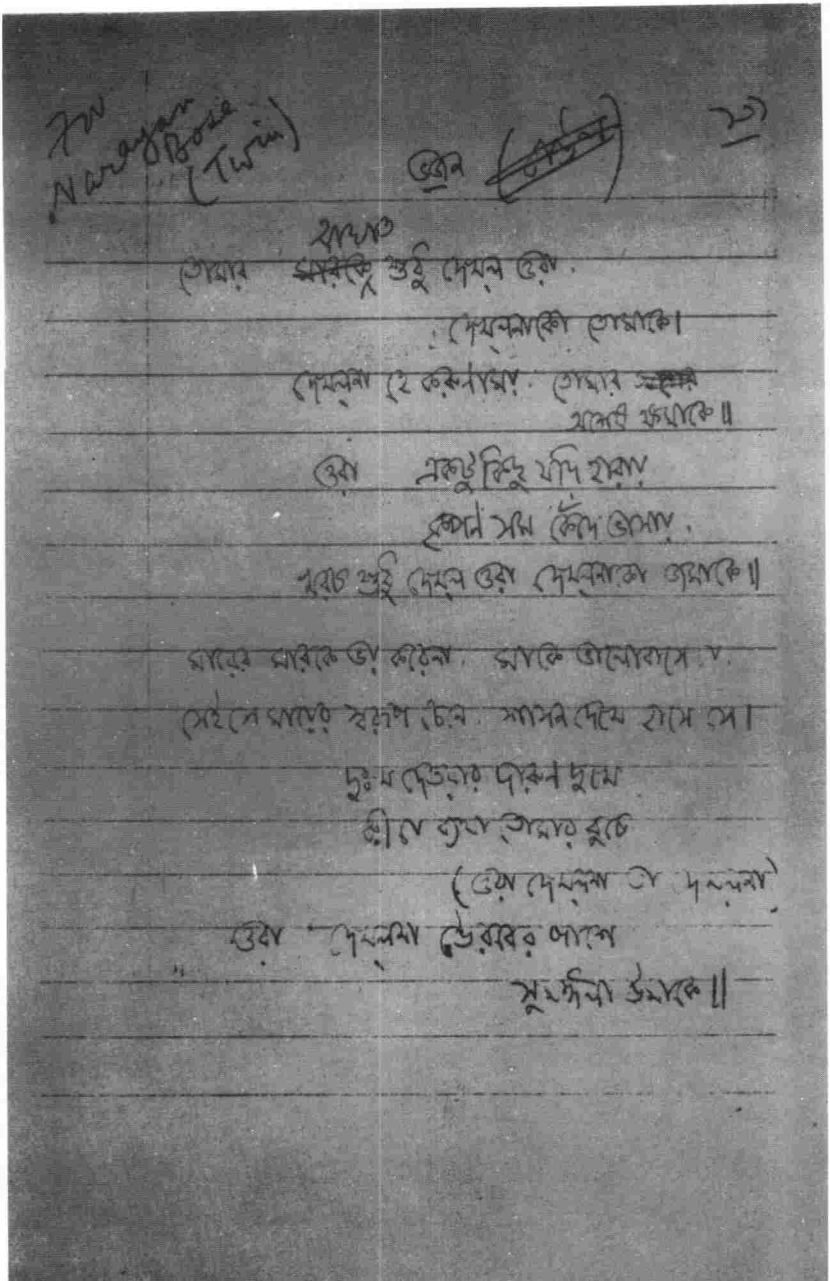

For Narayan Bose (Twin)

ওরিয়েন

২৭

তোমার আঘাত শুধু দেখল ওরা।
দেখলনাকো তোমাকে।
দেখলনা হে করুণাময় তোমার স্নেহ ক্ষমাকে॥
ওরা একটু কিছু যদি হারায়
কোন সময় কেঁদে ভাসায়,
দুঃখ শুধু দেখল ওরা দেখলনাকো তোমাকে॥
মায়ের মারকে ভয় করে না, মাকে ভালোবাসে যে।
সেই সে মায়ের স্বরূপ চিনে শাসন দেখে হাসে সে।
দুঃখ দেওয়ার দারুণ দুখে
ক্ষীণ যে ব্যথা তোমার বুকে
(প্রেম দেখলনা যে দেখলনা)
ওরা দেখলনা ভৈরবের পাশে
সুন্দরী উমাকে॥

www.icsbook.info

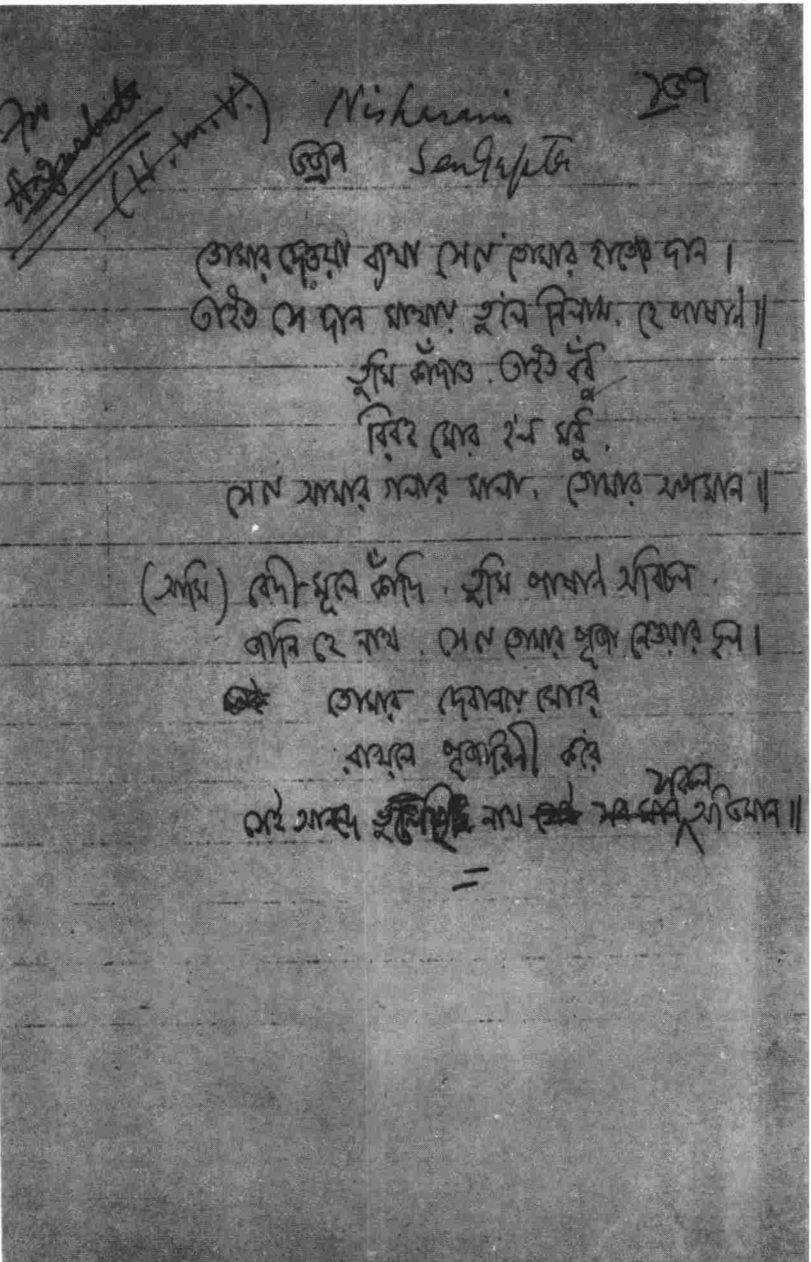
Nishirani ১৬৭
Sen Gupta

তোমার দেওয়া ব্যথা সে যে তোমার হাতের দান।
তাইত সে দান মাথায় তুলে নিলাম, হে পাষাণ॥
তুমি কাঁদাও, তাইত বঁধু
বিষই মোর হ'ল মধু,
সে যে আমার গলার মালা, তোমার অপমান॥
(আমি) বেদী-মূলে কাঁদি, তুমি পাষাণ অবিচল,
জানি হে নাথ, সে যে তোমার পূজা নেওয়ার ছল।
তোমার দেখাবার মোর
রাখলে পূজারিনী করে
সেই আনন্দে ভুলি নাথ সকল অভিমান॥

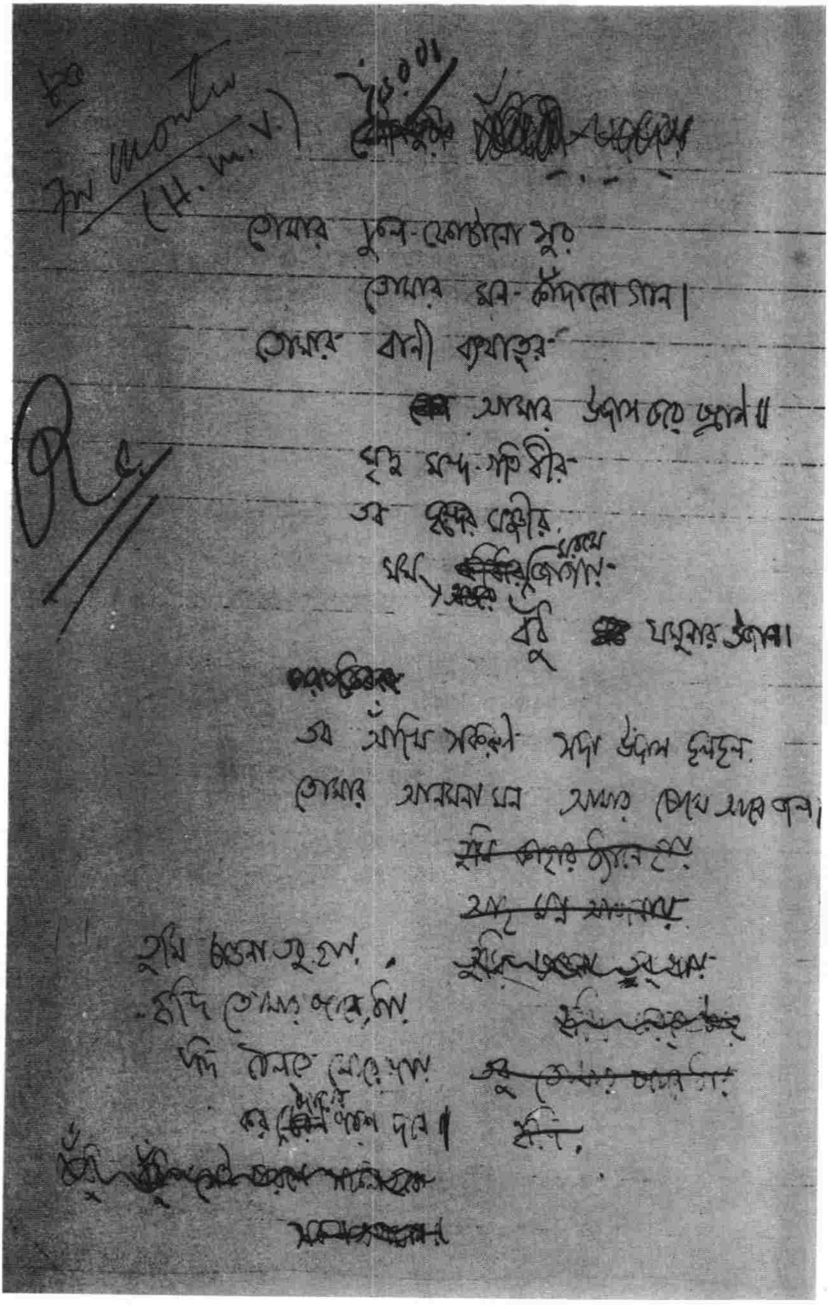
তোমার ফুল-ফোটানো সুর
তোমার মন-কাঁদানো গান।
তোমার বাণী ব্যথাতুর
আমার উদাস করে প্রাণ।।
তুমি মন্দ-গতি ধীর
তব ছন্দে গম্ভীর
বহে যমুনার উজান।
তব আঁখি সকরুণ সদা উদাস ছলছল
তোমার আনমনা মন আমার চোখে আনে জল।

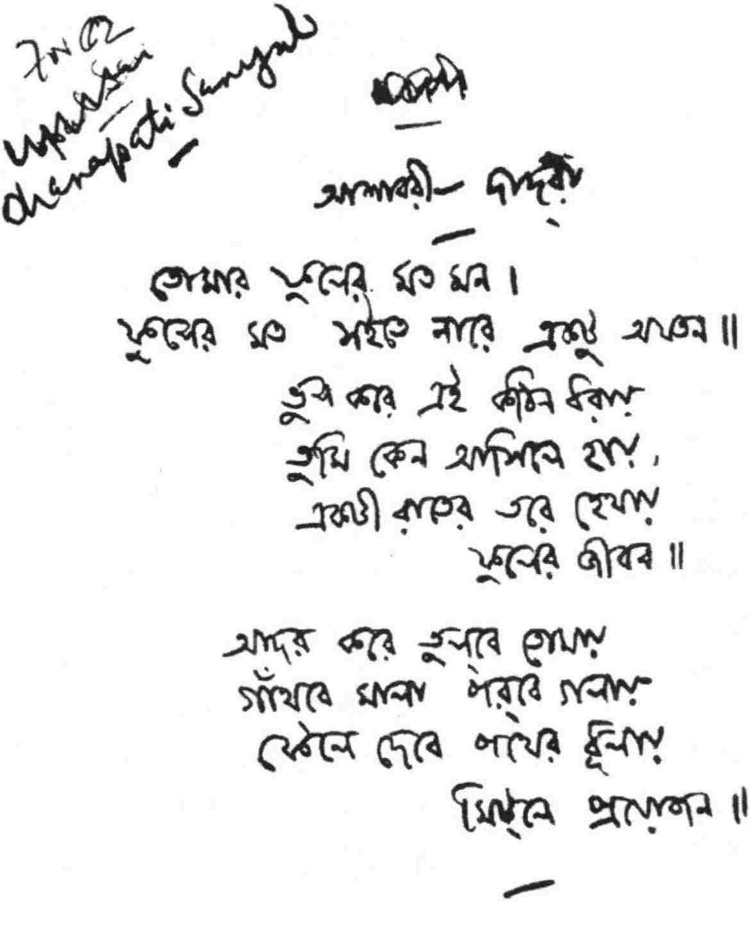

Dhanapati Sanyal

আশাবরী — দাদরা

তোমার ফুলের মত মন।
ফুলের মত সইতে নারে একটু অযতন ॥
ভুল করে এই কঠিন ধরায়
তুমি কেন আসিলে হায়,
একটী রাতের তরে হেথায়
ফুলের জীবন ॥

আদর করে তুলবে তোমায়
গাঁথবে মালা পরবে গলায়
ফেলে দেবে পায়ের ধূলায়
মিটলে প্রয়োজন ॥

www.icsbook.info

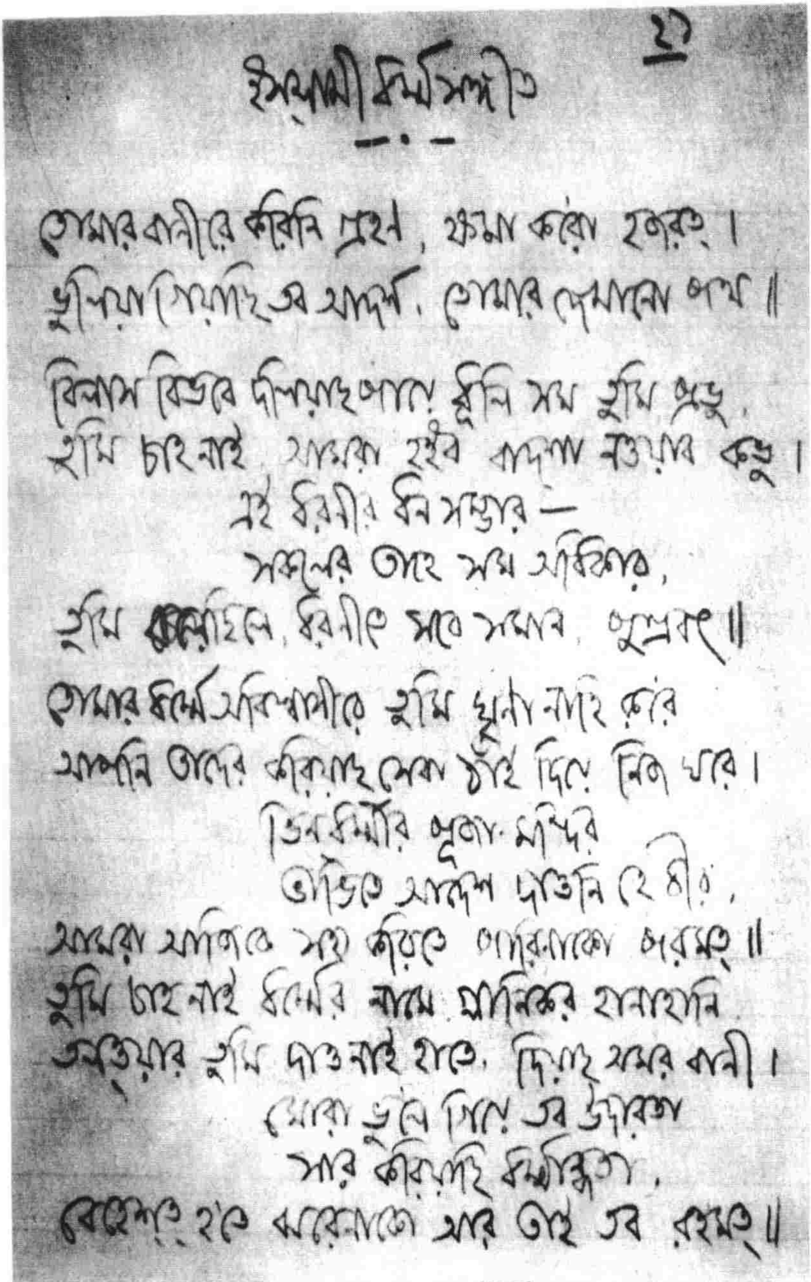
২১
ইসলামী ধর্ম্মসঙ্গীত
— • —
তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত্।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ॥
বিলাস বিভব দলিয়াছ পায়ে ধূলি সম তুমি প্রভু,
তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা নওয়াব কভু।
এই ধরণীর ধন সম্ভার —
সকলের তাহে সম অধিকার,
তুমি বলেছিলে, ধরণীতে সবে সমান পুত্রবৎ॥
তোমার ধর্ম্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি ক'রে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন-ধর্ম্মীর পূজা-মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি হে বীর,
আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাকো পরমত্॥
তুমি চাহ নাই ধর্ম্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি,
তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী।
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্ম্মান্ধতা,
বেহেশ্ত্ হতে ঝরেনাকো আর তাই তব রহমত্॥
—

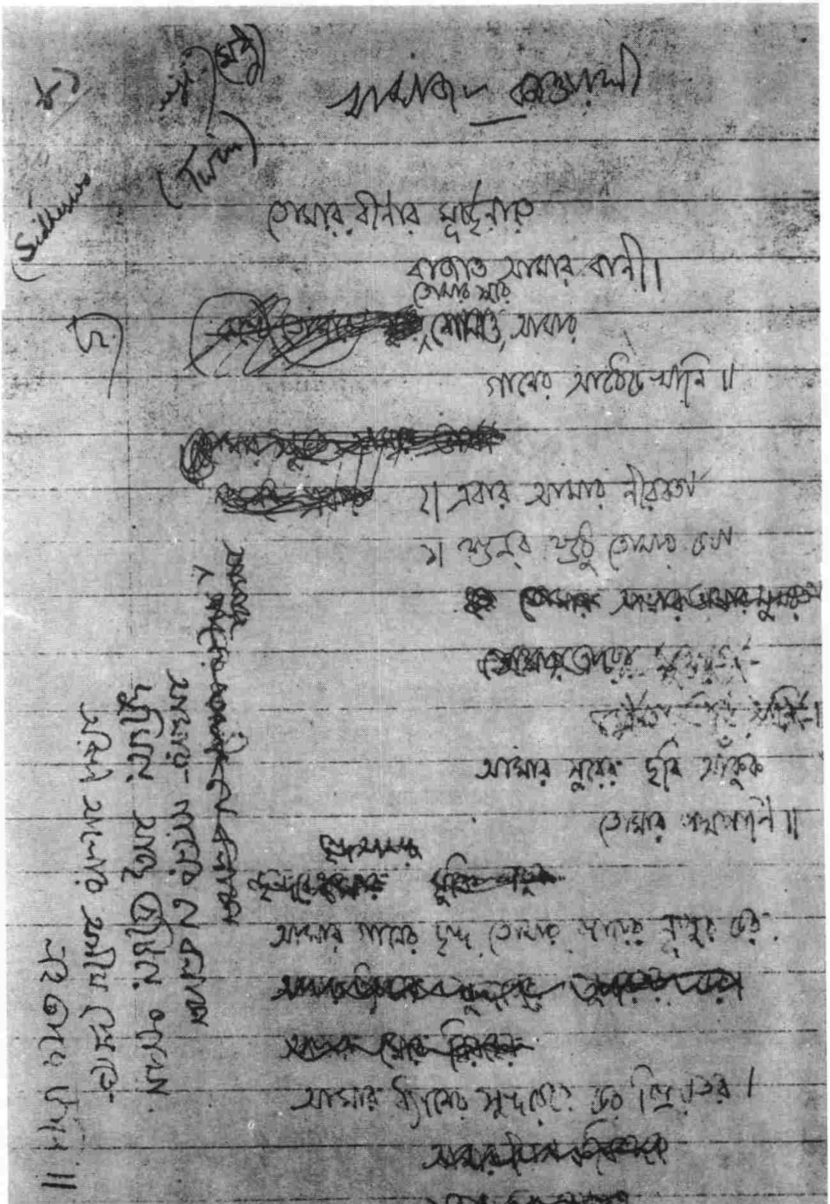
তোমার বীণার মূর্চ্ছনাতে
বাজাও আমার বাণী।
গানের অর্ঘ্যে আনি ॥
আমার সুরের ছবি আঁকুক
তোমার কমলপাণি ॥

www.icsbook.info

~~Indubala~~ ~~Indumati~~ Angurbala [illegible]

২৭

তোমার বুকের ফুল-দানীতে ফুল হব বঁধু আমি।
শুকাতে হয় শুকাইব ঐ বুকে ক্ষণেক থাকি॥
ঐ নয়নের জ্যোতি হব, চিন হব ঐ কপোলে,
দুলব মণি-মালা হয়ে ঐ গলে দিবস যামী॥
অঙ্গে তোমার রূপ হব গো, দীপ হব মিলন-রাতে,
~~[illegible]~~॥
তোমার প্রেমের সিংহাসনে রইব রাজা মোর,
চরণ-তলের দাসী [illegible] জীবন-স্বামী॥

নহীন ঘুমে স্বপন হব, জল হব নয়ন-পাতে।

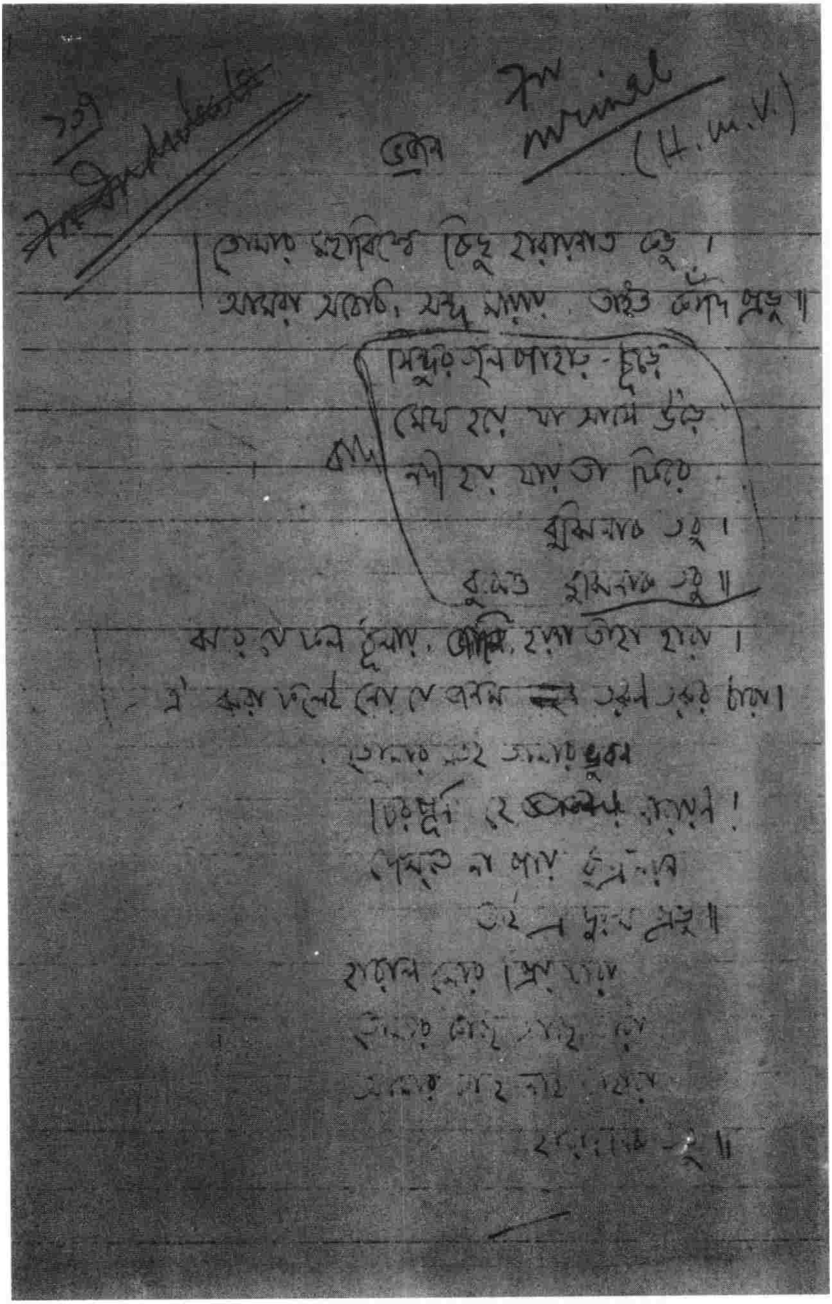
Mrinal
(H.M.V.)
তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায়না ত কভু।
আমরা অবোধ, অন্ধ মায়ায় তাই ত কাঁদি প্রভু॥

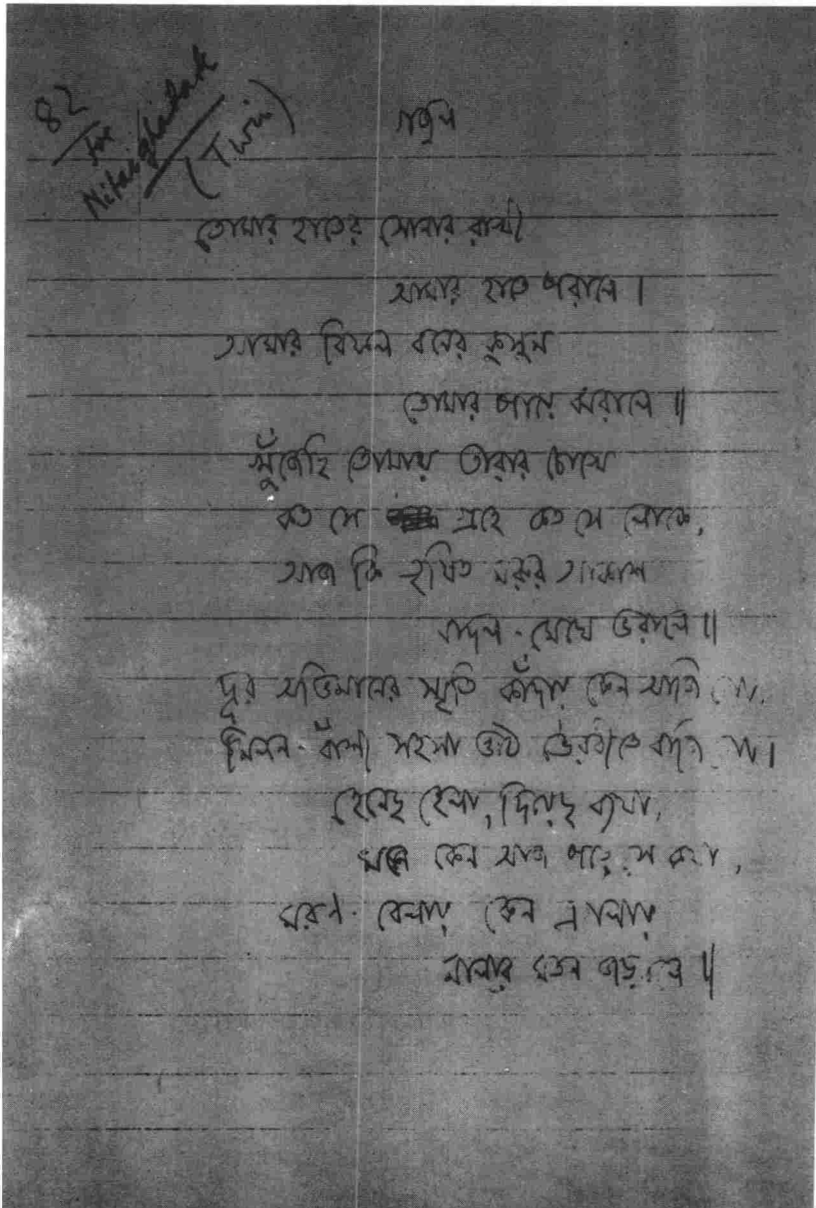

82 For Nikhil Ghatak (Twin)

তোমার হাতের সোনার রাখী
আমার হাতে পরালে।
আমার বিজন বনের কুসুম
তোমার পায়ে ঝরালে॥
খুঁজেছি তোমায় তারার চোখে
কত সে গ্রহে কত সে লোকে,
আজ কি হঠাৎ মরুর আকাশ
বাদল-মেঘে ভরালে॥
দূর অভিমানের স্মৃতি কাঁদায় কেন আজি সে,
মিলন-বাঁশী সহসা ওঠে উদাসীন বাজি সে।
হেনেছ হেলা, দিয়েছ ব্যথা,
আজকে কেন অমন পায়ে সকাতর,
মরণ-বেলায় কেন এ লীলায়
মালার বাঁধন জড়ালে॥

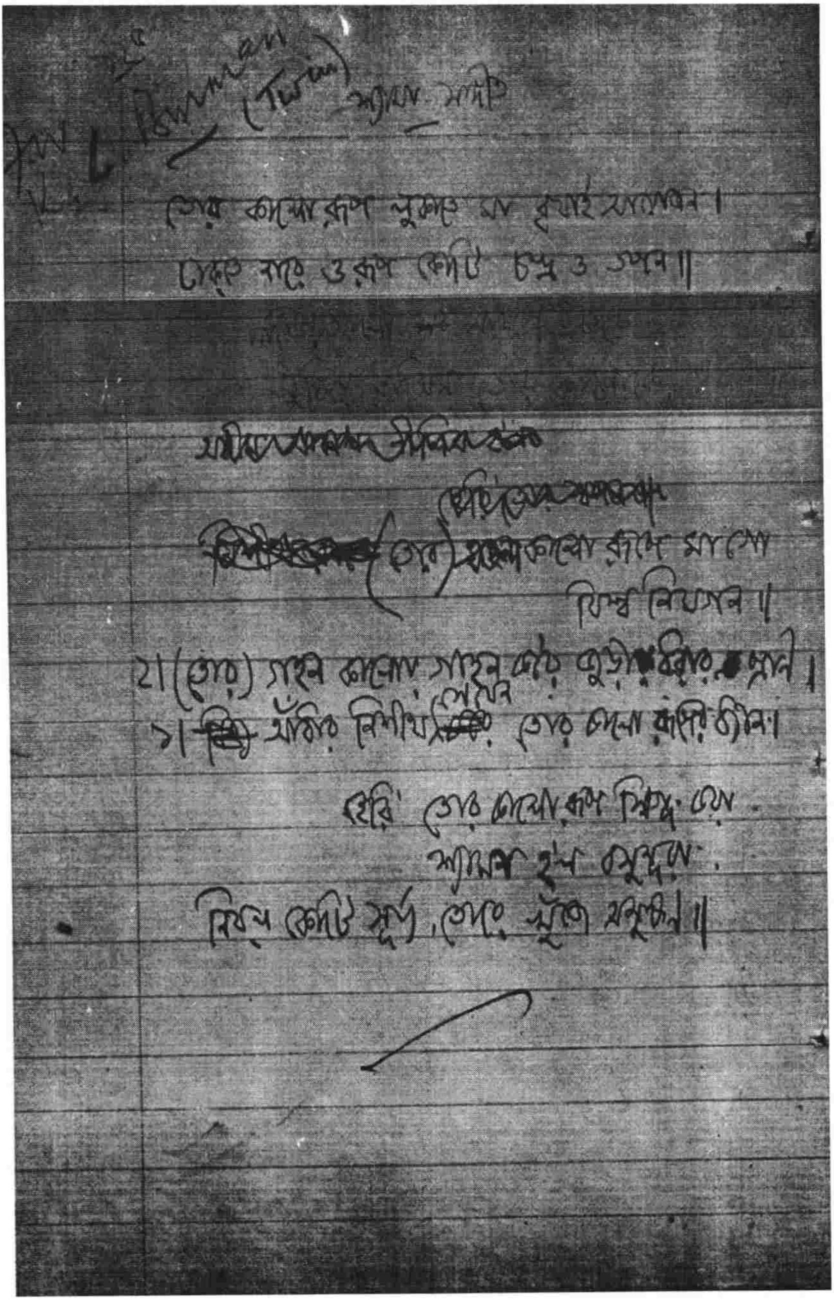
তোর কালো রূপ লুকাতে মা বৃথাই আয়োজন।
ঢেকে রাখে ও রূপ কোটি চন্দ্র ও তপন॥

গান

৭

থাক সুন্দর মিথ্যা আমার

তৃষিত-মরুর এই মন।

মিথ্যা করিয়া "ভালোবাসি" বলে

দিও গো মিথ্যা হরষণ।।

মরীচিকা থাক, না থাকুক জল,

তোমারে হেরিতে সেই মায়া ছল,

তাহারি আশায় আজো বাঁচি হায়

মরুতে হইবে সবুজ বন।।

উদাস রাঙা রামধনু শোভে —

জানি জানি প্রিয় সত্য নহে সে!

নিমেষে উঠিয়া নিমেষে সে মেশে,

তবু রেঙে ওঠে এ গগন।।

অমৃত ভাবিয়া কাক-জ্যোৎস্নায়

চাহিয়া যেমন চকোরী পান চায়,

তেমনি পরান চাহে! থাক তবে

হোক সে মরণ-আবরণ।।

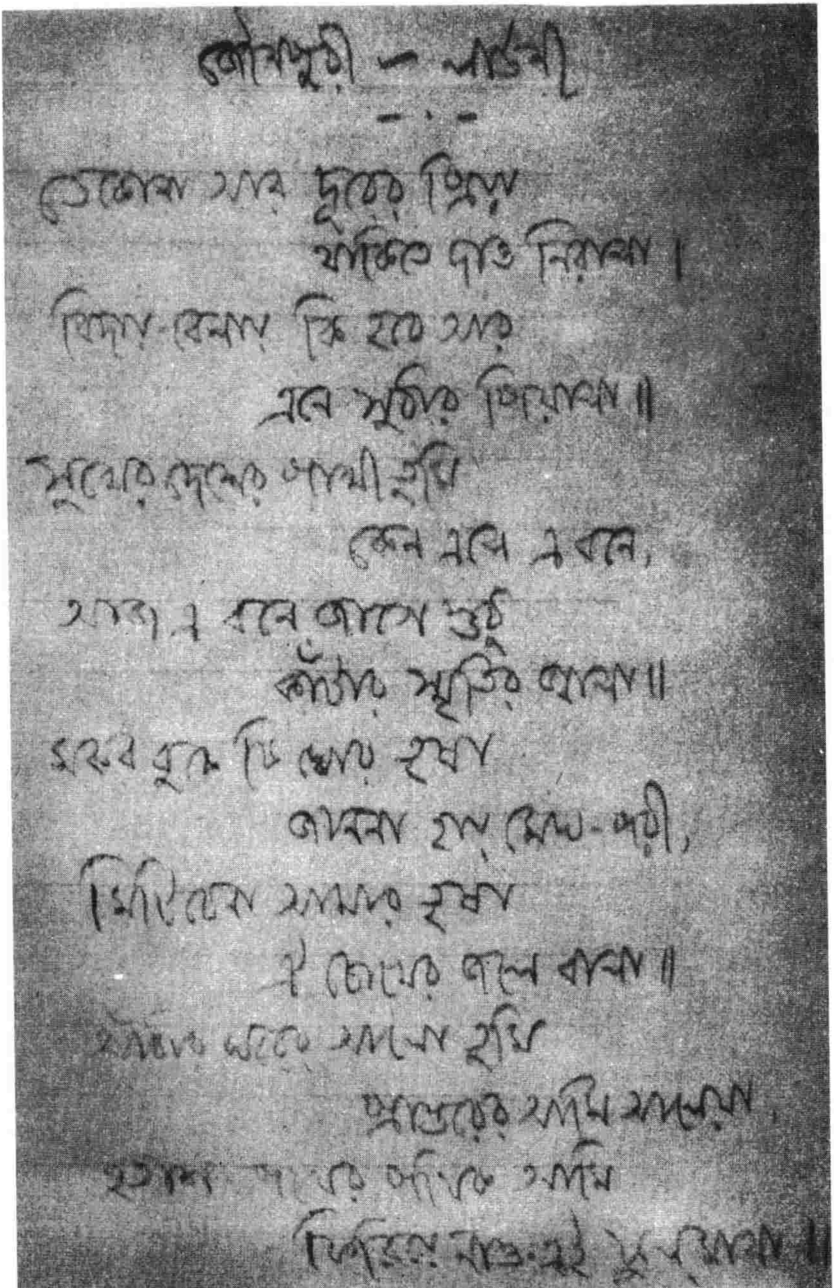

জৌনপুরী — দাদরা

থেকোনা আর দূরের প্রিয়া
থাকিতে দাও নিরালা।
বিদায়-বেলায় কি হবে আর
এনে সুখের পিয়ালা॥
সুখের দেশের পাখী তুমি
কেন এলে এ বনে,
আজো এ বনে জাগে শুধু
কাঁটার স্মৃতির জ্বালা॥
মরুর বুকে কি খোঁজ তৃষায়
ভাবনা হয় মেঘ-পরী,
মিটিবে না আমার তৃষা
ঐ চোখের জলে বালা॥
[illegible] এসেছ তুমি
প্রভাতের [illegible],
[illegible] আমি
ফিরিয়ে নাও এই ফুল-মালা॥

www.icsbook.info

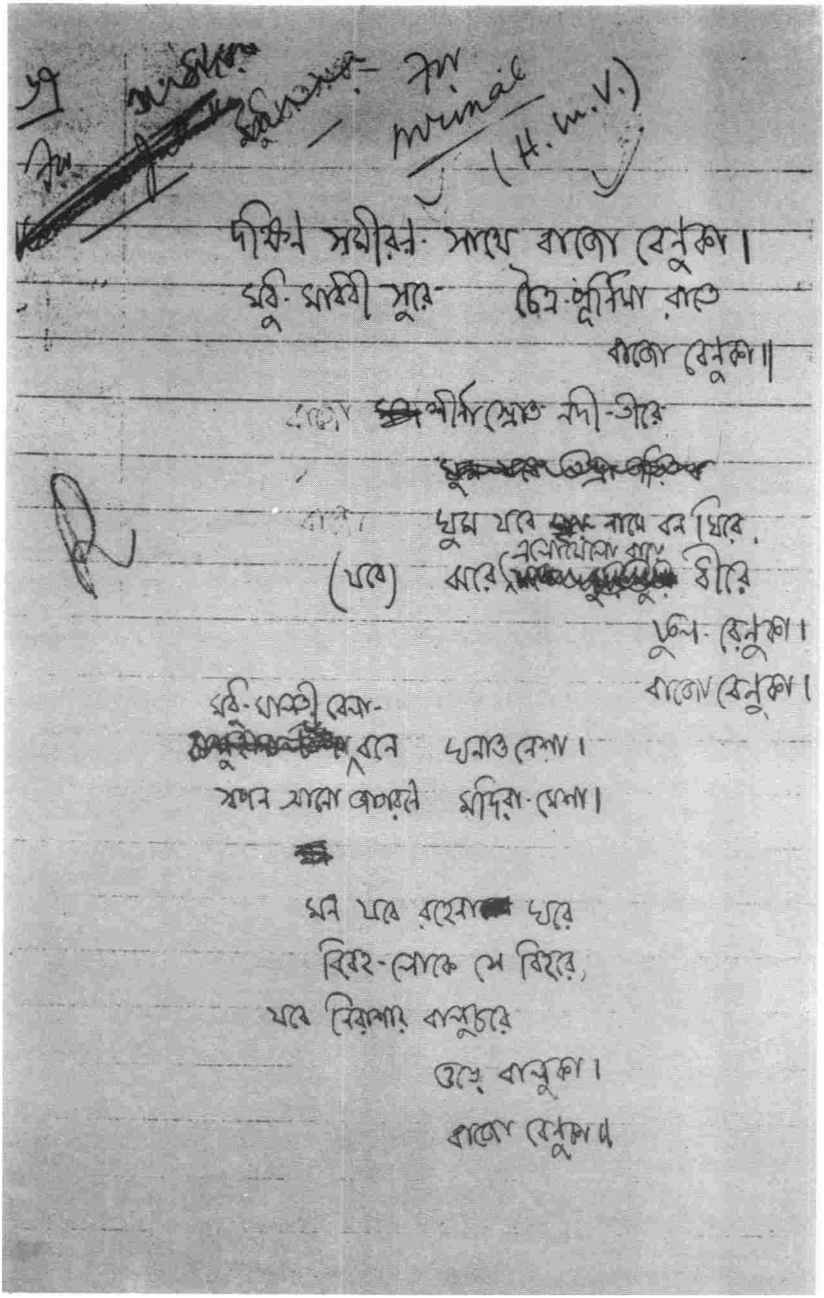
৬৭

mrinal (H.M.V.)

দখিন সমীরণ সাথে বাজো বেণুকা।
মধু-মাধবী সুরে চৈত্র-পূর্ণিমা রাতে
বাজো বেণুকা॥
(বাজো) শীর্ণ স্রোত নদী-তীরে
(বাজো) ধুম যবে নামে বন ঘিরে,
(যবে) ঝরে এলোমেলো বায়ু ধীরে
দুলে বেণুকা।
বাজো বেণুকা।
মধু-যামিনী বেলা-
বনে ঘনাও নেশা।
স্বপন মায়া জাগালে মদিরা-মেশা।
মন যবে রহে ঘিরে
বিরহ-শোকে সে বিরে,
যবে বিরলায় বালুচরে
ওঠে বালুকা।
বাজো বেণুকা॥

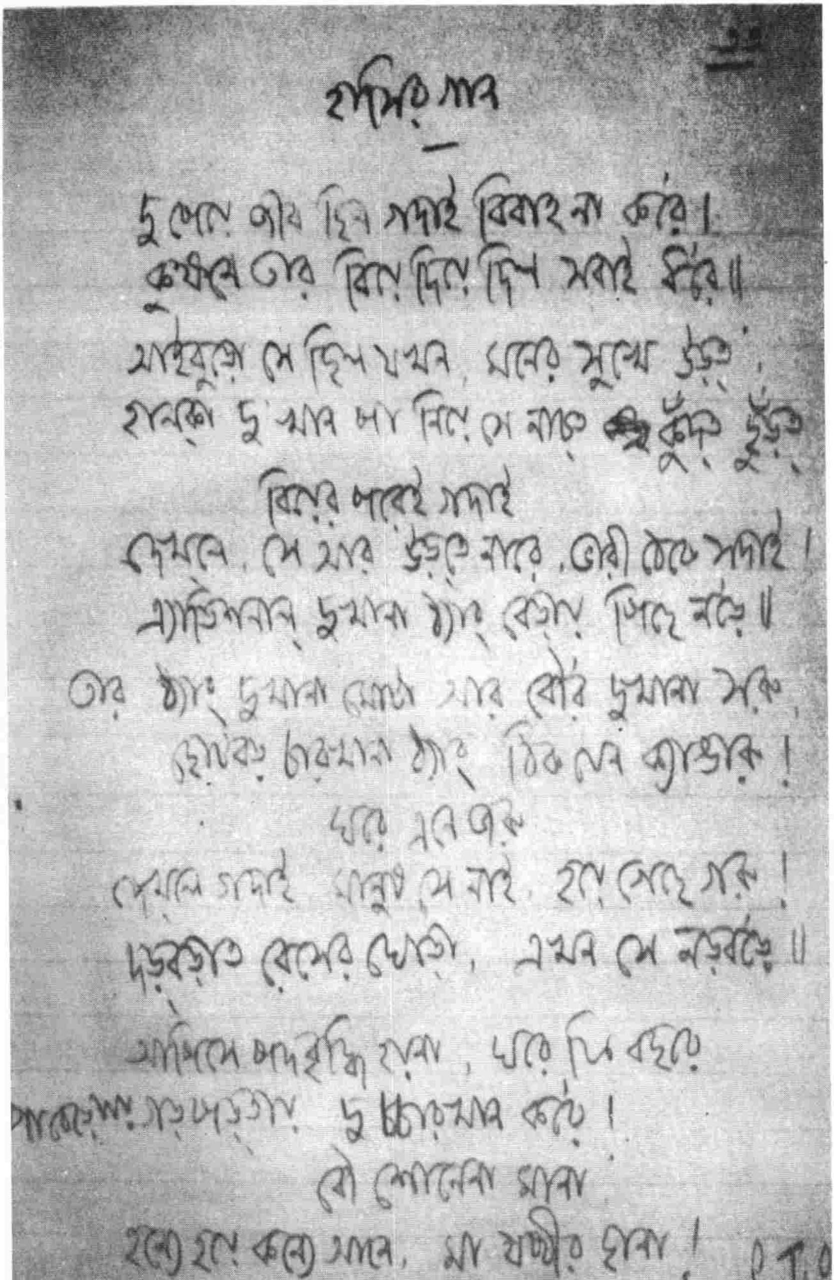

হাসির গান

দু পেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে।
কুক্ষণে তার বিয়ে দিয়ে দিল সবাই ধরে॥

আইবুড়ো সে ছিল যখন, মনের সুখে উড়ত,
হামেশা দু খান পা নিয়ে সে নাচত [illegible] কুঁদত ঘুরত,
বিয়ের পরেই গদাই
দেখলে, সে আর উড়তে নারে, ভারী ঠেকে সদাই!
এ্যাডিশনাল দুখানা ঠ্যাং বেড়ায় পিছে নড়ে॥
তার ঠ্যাং দুখানা মোটা আর বৌর দুখানা সরু,
ছেলেরা চারখান ঠ্যাং ঠিক যেন ক্যাঙারু!
ধরে নেবে জরু
দেখলে গদাই মানুষ সে নাই, হয়ে গেছে গরু!
দড়বড়িয়ে রেসের ঘোড়া, এখন সে নড়বড়ে॥

আপিসেতে মাইনে বৃদ্ধি হয়না, ঘরে ফি বছরে
পালোয়ান [illegible] দু ছোঁড়া আর করে!
বৌ শোনেনা মানা
হয়ে হয়ে করে আনে, মা ষষ্ঠীর ছানা! P.T.O

www.icsbook.info

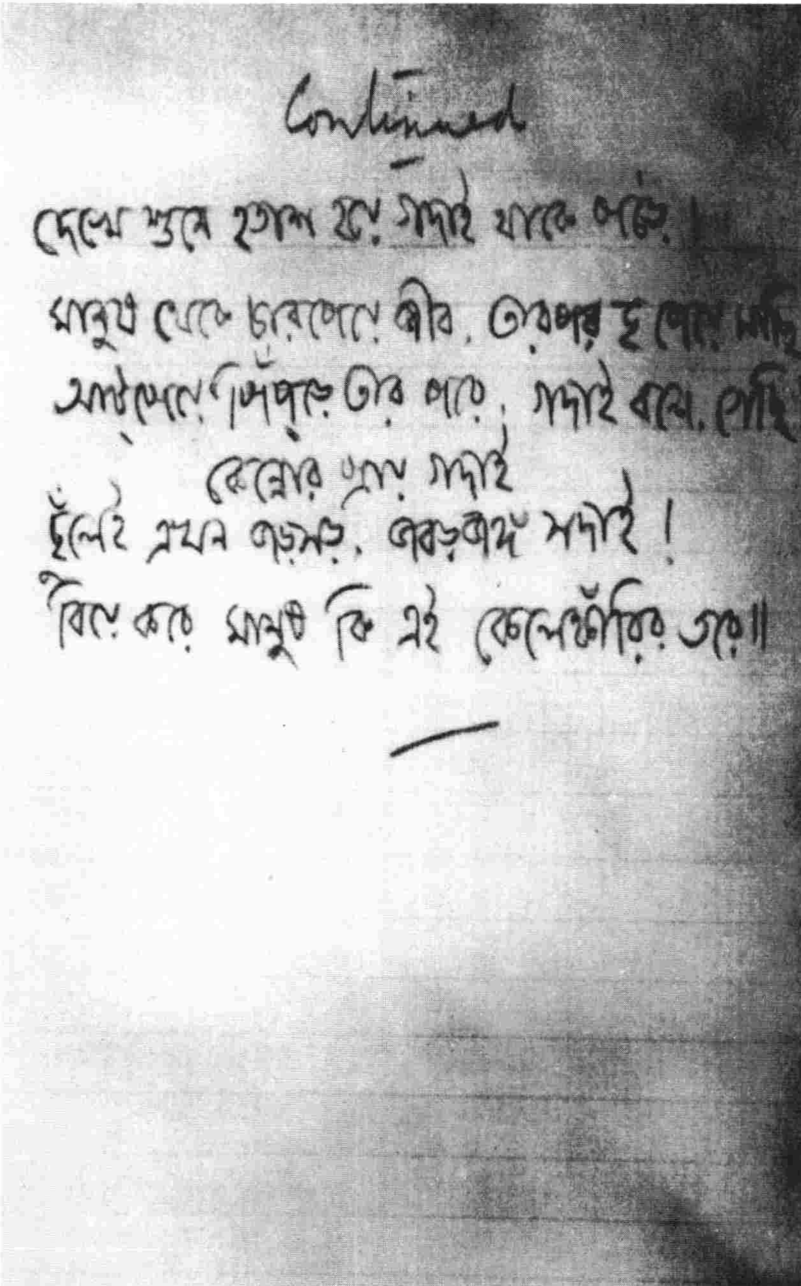
Continued

দেখে শুনে হতাশ হয়ে গদাই থাকে পড়ে।
মানুষ থেকে চারপেয়ে জীব, তারপর দু পেয়ে মাছি
আটপেয়ে জড়ায় তার পায়ে, গদাই বলে, পেছি!
ছেলের জন্য গদাই
ছুঁলেই এখন জড়সড়, জবড়জঙ্গ সদাই!
বিয়ে করে মানুষ কি এই কেলেঙ্কারির জন্যে॥

www.icsbook.info

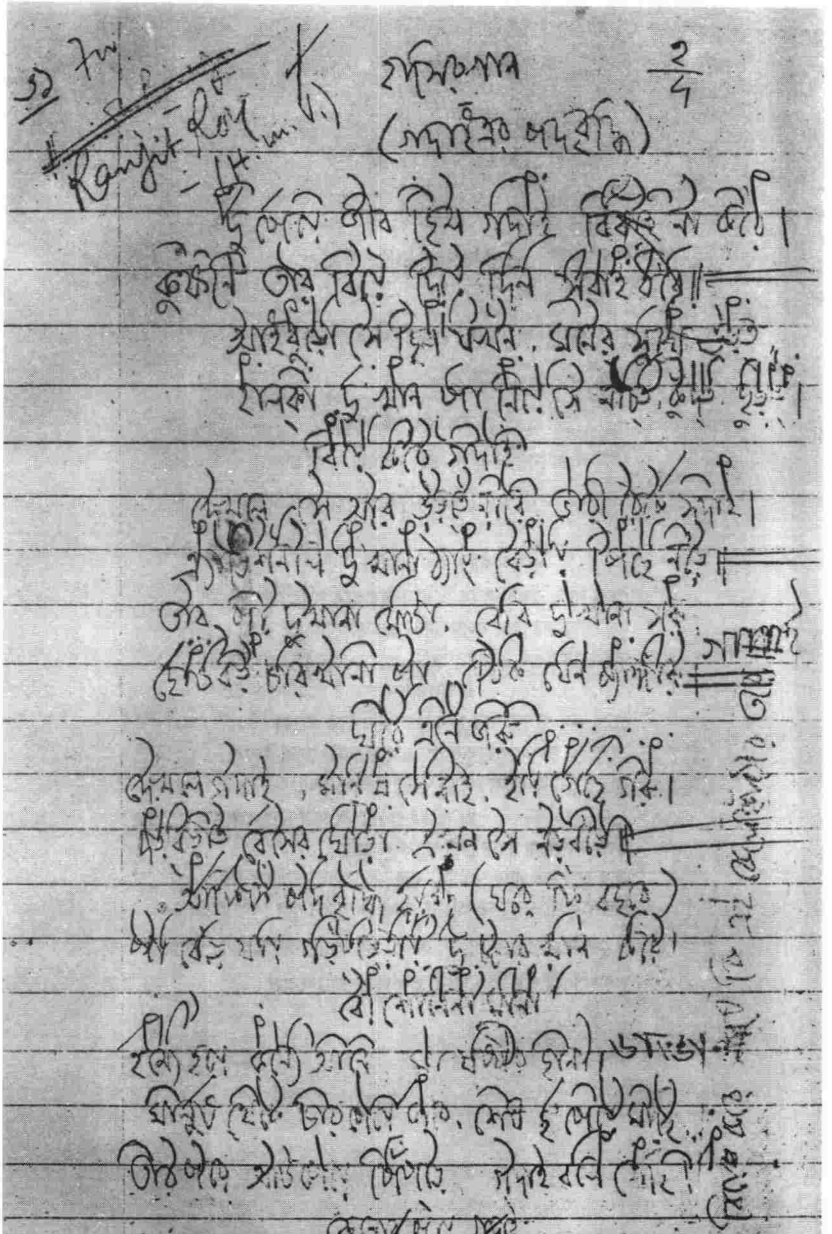
দু পেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে।

www.icsbook.info

১৮
For ~~[illegible]~~ Subyasati

নজরুল

দূর প্রবাসে প্রাণ কাঁদে
আজ শরতের ভোর-হাওয়ায়।
শিশির-ভেজা শিউলি ফুলের
গন্ধে কেন কান্না পায়॥
সন্ধ্যাবেলার পাখীর সম
মন উড়ে যায় নীড় পানে,
নয়ন-জলের মালা গাঁথে
বিরহিনী একলা হায়॥
~~অশ্রু-দীঘির [illegible] আলো হাসি [illegible]~~,
কোন সুদূরে নহবতে কার বাজে সানাই যোগিয়ায়॥
উচ্ছসিয়া উঠিছে মন [illegible] শিশির-প্রায়॥
ফেরেনি আজ ঘরে [illegible], ঘরে যে আর ফিরবে না
কেঁদে কেঁদে তারেই যেন ডাকে বাঁশী ফিরে আয়॥

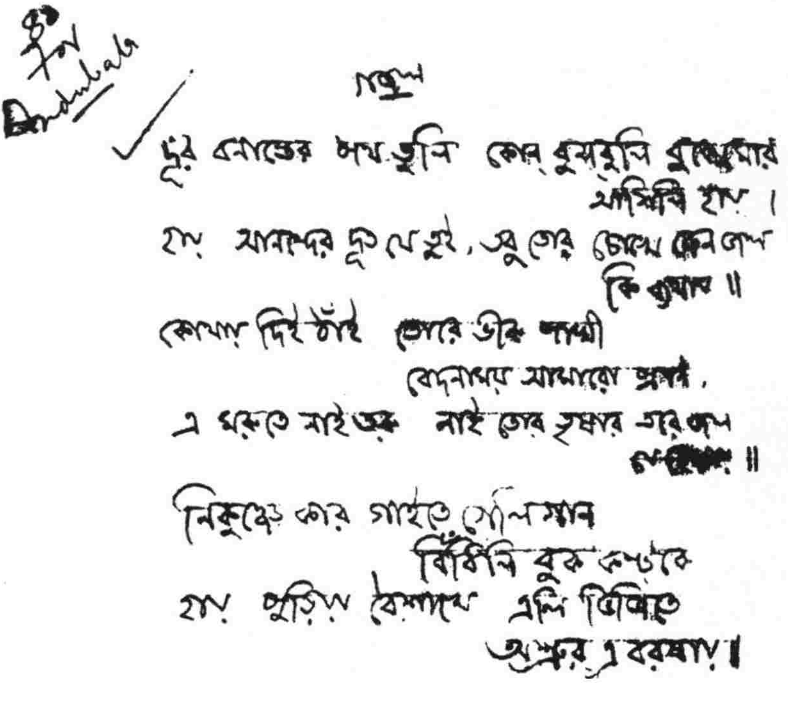
For Indubala
নজরুল
দূর বনান্তের পথ ভুলি কোন্ বুলবুলি মোর
আসিলি হায়।
হায় আনন্দের দূত যে তুই, শুধু তোর চোখে কেন জল
কি ব্যথায়॥
কোথায় দিই ঠাঁই তোরে ভীরু পাখী
বেদনাময় আমারো আঁখি,
এ মরুতে নাই তরু নাই তোর তৃষ্ণার বারি জল
নিকুঞ্জে কার গাইতে গেলি গান
ঝিঁঝিঁ বুক
হায় পুড়িয়া বৈশাখে এলি ভিজিতে
অশ্রুর এ বরষায়॥

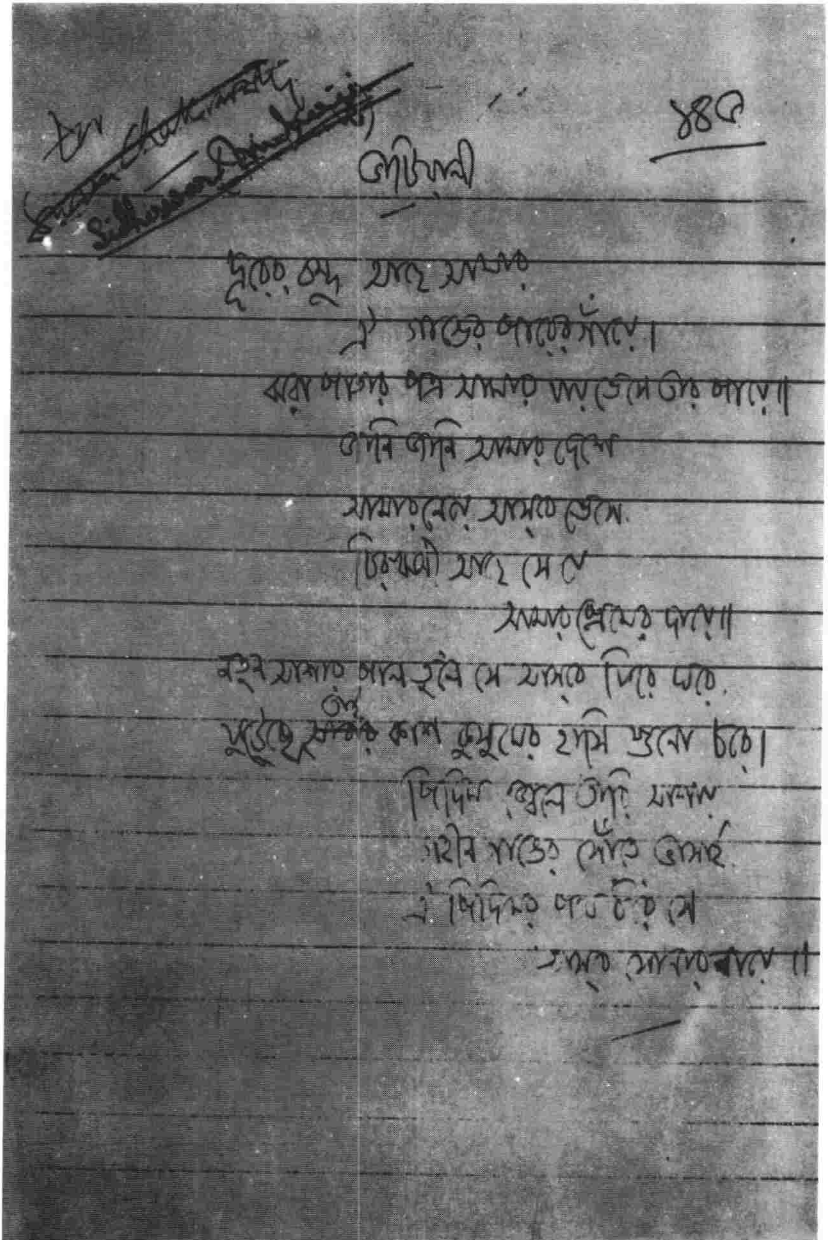
৪৪৫

দূরের বন্ধু আছে আমার
ঐ পাহাড়ের পারের গাঁয়ে।
ঝরা পাতার পত্র আমার যায় ভেসে তার পায়ে।।

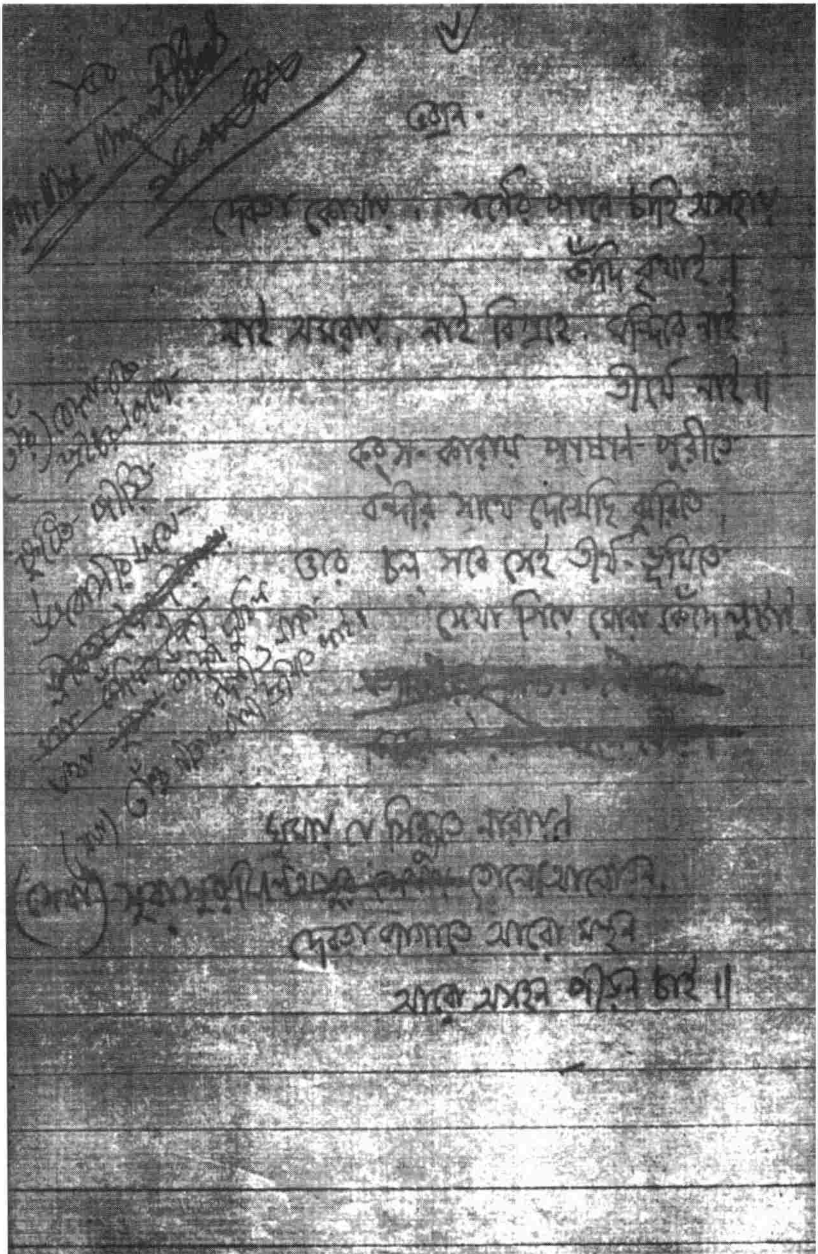

দেবতা কোথায়, স্বর্গের পানে চাহি অসহায়
কাঁদি বৃথাই।
নাই অমরায়, নাই বিগ্রহে, মন্দিরে নাই
তীর্থে নাই।
কংস-কারায় পাষাণ-পুরীতে
বন্দীর সাথে দেখেছি ভূমিতে,
ওরে চল সবে সেই তীর্থ-ভূমিতে
সেথা গিয়ে মোরা কেঁদে লুটাই।
দেবতা জাগাতে আরো মলিন
আরো অসহায় দীন চাই।

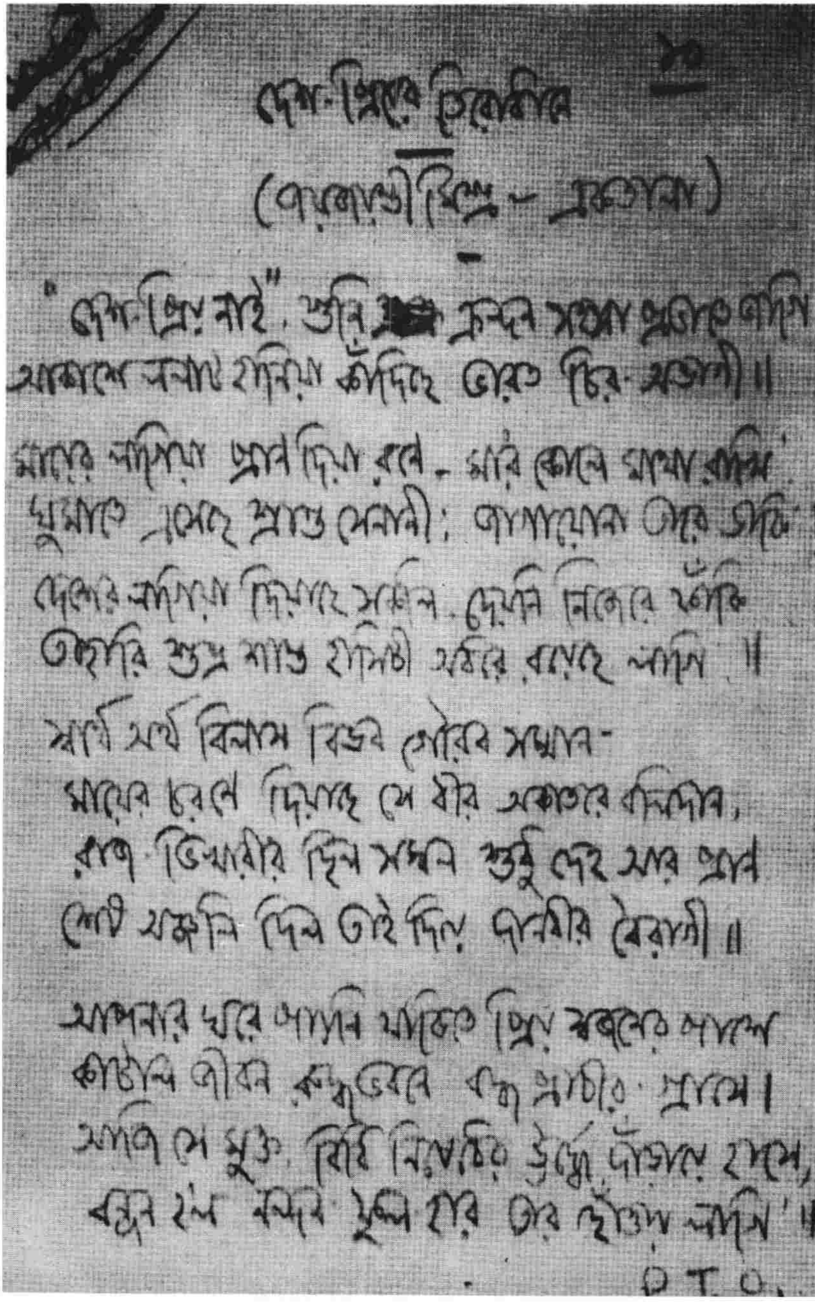

১৮

দেশ-প্রিয়ের তিরোধানে

([illegible] মিশ্র – একতালা)

"দেশ-প্রিয় নাই", শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি।
আকাশে বাতাসে হানিয়া কাঁদিছে ভারত চির-অভাগী॥
মায়েরে লাগিয়া প্রাণ দিয়া রণে, মারি কোলে মাথা রাখি
ঘুমাতে এসেছে শ্রান্ত সেনানী; জাগায়োনা তারে ডাকি।
দেশেরে লাগিয়া দিয়াছে সকল, দেখেনি নিজেরে খুঁজি
তাহারি শুভ্র শান্ত হাসিটি অধরে রয়েছে লাগি॥
স্বার্থ অর্থ বিলাস বিভব গৌরব সম্মান –
মায়ের চরণে দিয়াছে সে বীর অকাতরে বলিদান,
রাজ-ভিখারীর ছিল সম্বল শুধু দেহ আর প্রাণ
শেষ অঞ্জলি দিল তাই দিয়ে দানবীর বৈরাগী॥
আপনার ঘরে আপনি থাকিতে প্রিয় স্বজনের পাশে
কাটালি জীবন বন্ধু ভেবে কি প্রাচীর-পাশে।
আজি সে মুক্ত, রহি নিবেদিত ঊর্ধ্বে দাঁড়ায়ে হাসে,
বন্দী হ'ল বন্দীর মুক্তি হারা তার দেশের লাগি'॥

P.T.O.

www.icsbook.info

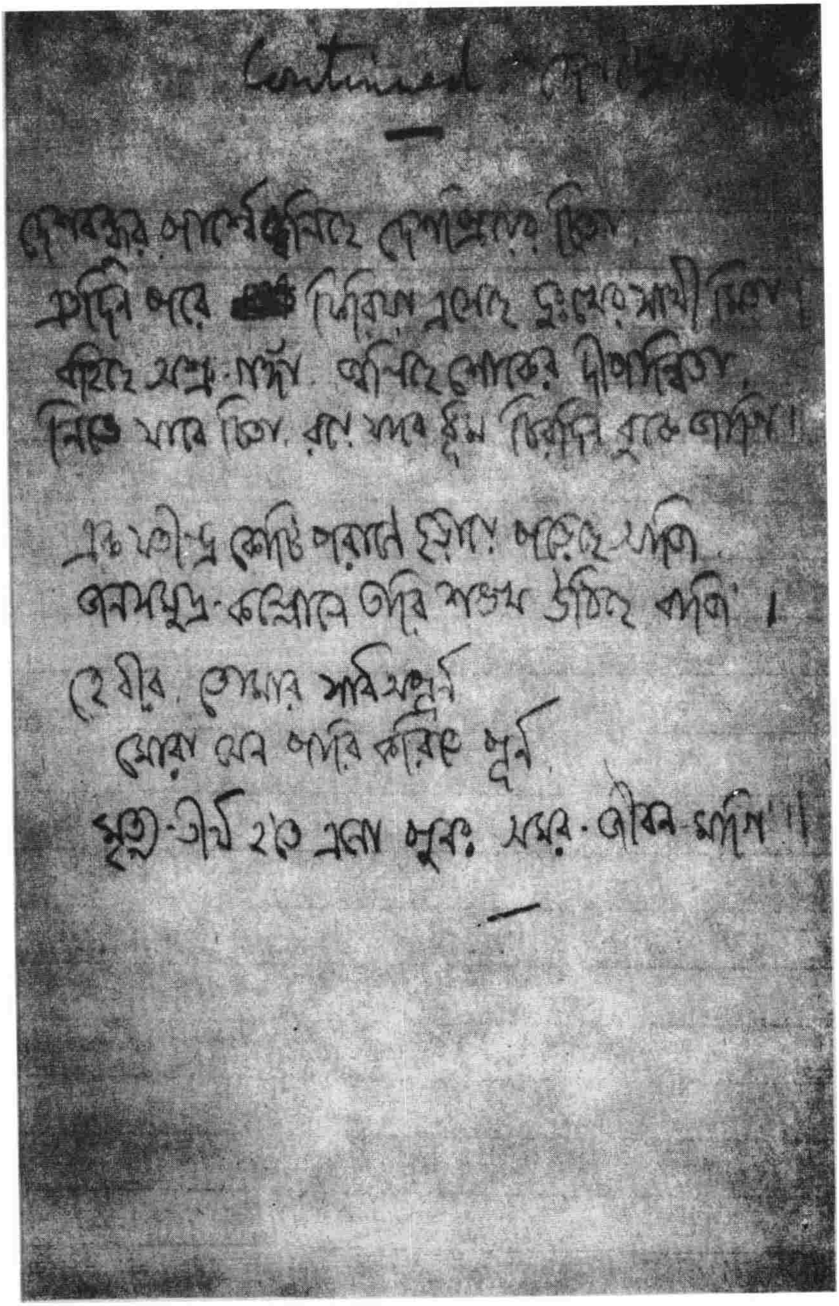
Continued

দেশবন্ধুর পার্শ্বে নিয়েছে দেশপ্রিয়ের চিতা,
একদিন পরে ফিরিয়া এসেছে দুঃখের সাথী মিতা।
বহিছে অশ্রু-গঙ্গা, জ্বলিছে শোকের দীপান্বিতা,
নিভে যাবে চিতা, রবে যবে তুমি চিরদিন বুকে জাগিয়া।

এক যতীন্দ্র কোটি পরানে ছড়ায়ে পড়েছে যদি
জনসমুদ্র-কল্লোলে তারি শঙ্খ উঠিছে বাজি।

হে বীর, তোমার সাধ অপূর্ণ
মোরা যেন তারি করিগো পূর্ণ,
মৃত্যু-তীর্থ হতে এসো পুনঃ অমর-জীবন-যাত্রী।।

R — 31-1-40

10

দোলন-চাঁপা বনে দোলে
দোল্-পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে।
শ্যাম পল্লব-কোলে যেন দোলে রাধা
লতার দোলনাতে॥
যেন দেব-কুমারীর শুভ্র হাসি
ফুল হয়ে দোলে ধরায় আসি'
আরতির মৃদু-জ্যোতি প্রদীপ-কলি
যেন দোলে দেউল-আঙিনাতে॥
বন-দেবীর ওকি রূপালি ঝুমকা
চৈতী সমীরণে দোলে।
রাতের সলাজ আঁখি-তারা
যেন তিমির-আঁচলে (দোলে)।
ও যেন স্মৃতি-ভরা চন্দন-গন্ধ
দোলে রে গোপিনীর গোপন আনন্দ
ও কি রে চুরি-করা শ্যামের নূপুর
চন্দ্রাবলীর মোহন হাতে॥

www.icsbook.info

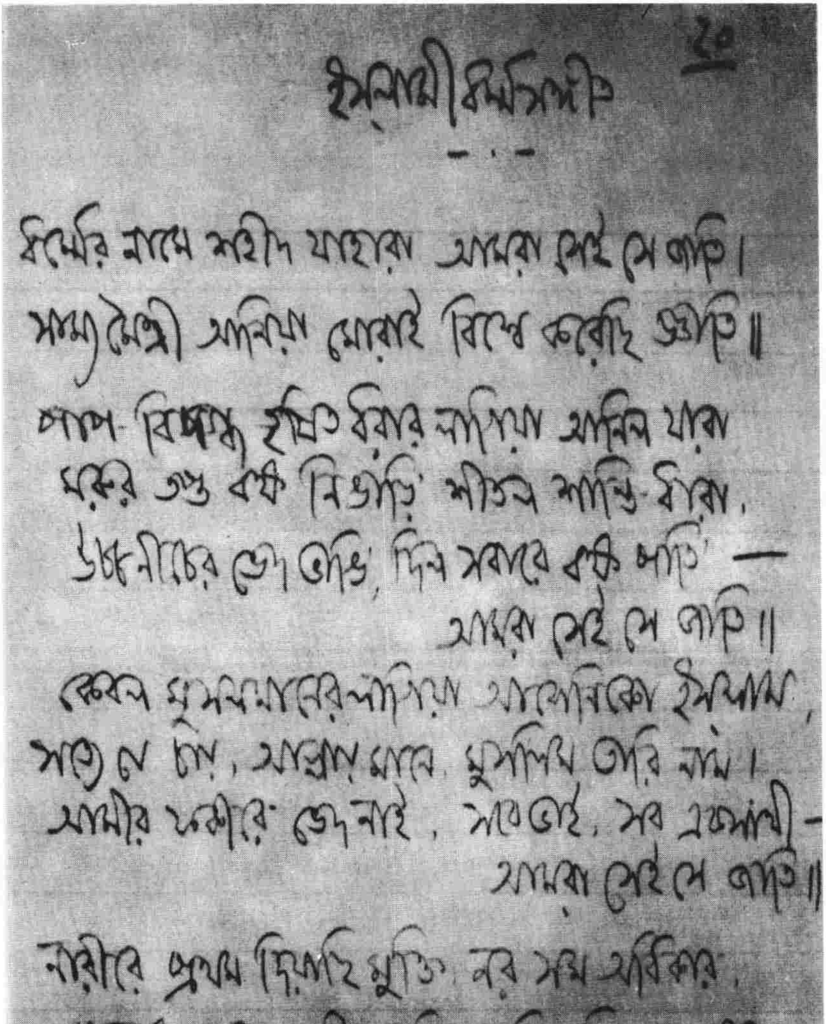

২০

ইসলামী ধর্ম্মসঙ্গীত

ধর্ম্মের নামে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি।
সাম্য মৈত্রী আনিয়াছি মোরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি॥
পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যারা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি' শীতল শান্তি-ধারা,
উচ্চ-নীচের ভেদ ভাঙি' দিল সবারে বক্ষ পাতি' —
আমরা সেই সে জাতি॥
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিকো ইসলাম,
সত্য যে চায়, আল্লায় মানে, মুসলিম তারি নাম।
আমীর ফকীরে ভেদ নাই, সবে ভাই, সব এক সাথী —
আমরা সেই সে জাতি॥
নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নর-সম অধিকার,
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার,
আঁধার রাতির বোরকা উতারি' এনেছি আশার ভাতি —
আমরা সেই সে জাতি॥

www.icsbook.info

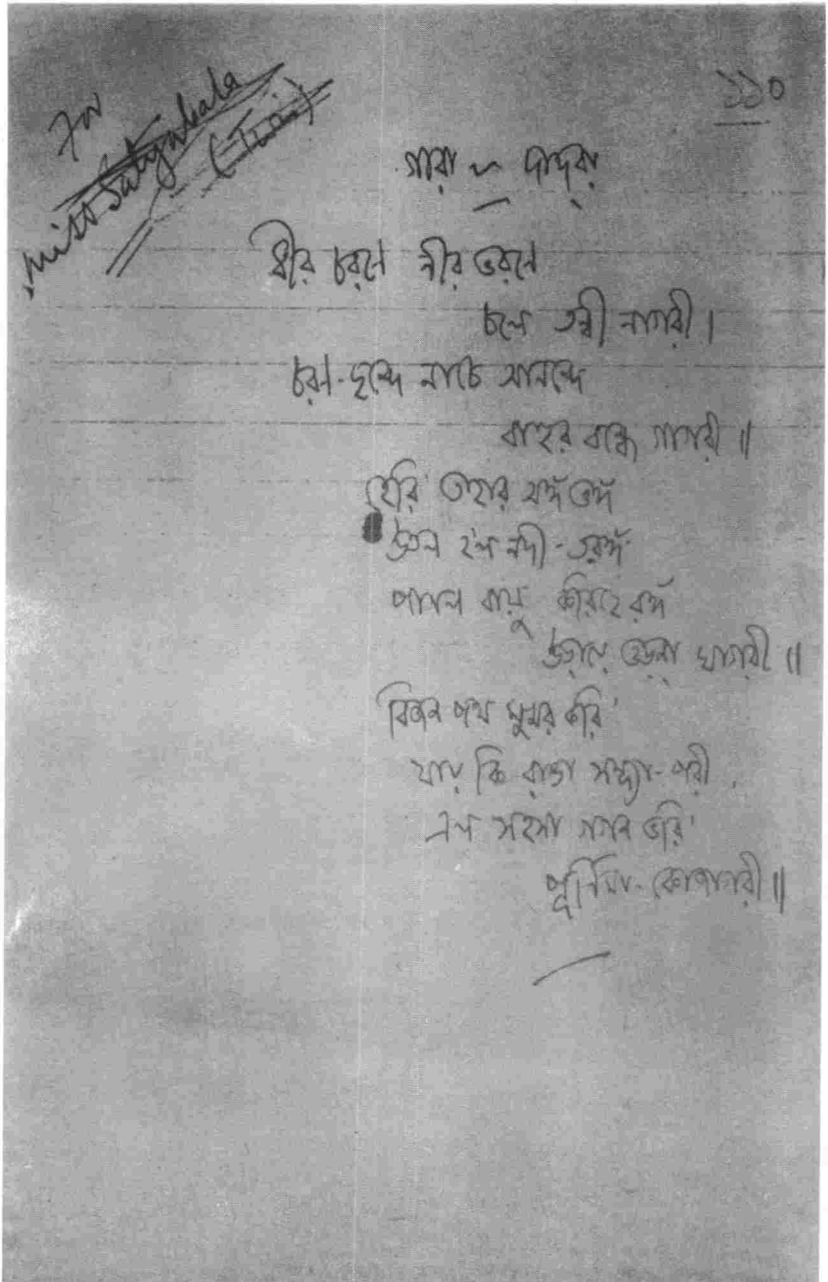

For Miss Satyabala (Tuin?)

১১০

গারা — দাদরা

ধীর চরণে নীর ভরণে
চলে তন্বী নাগরী।
চরণ-ছন্দে নাচে আনন্দে
বাহুর বন্ধে গাগরী॥

হেরি' তাহার অঙ্গভঙ্গ
উছলে রূপ-নদী-তরঙ্গ
পাগল বায়ু করিছে রঙ্গ
উড়ায়ে ওড়না ঘাগরী॥

বিজন পথ মুখর করি'
যায় কি রাঙা সন্ধ্যা-পরী,
এল সহসা গগন ভরি'
পূর্ণিমা-কোজাগরী॥

www.icsbook.info

Nilima Banerji

আধুনিক (দাদ্‌রা) 17

নতুন পাতার নূপুর বাজে দখিনা বায়ে।
কে এলে গো কে এলে গো চপল পায়ে॥

ছায়া-ঢাকা আমের ডালে চপল-আঁখি
উঠল ডাকি' বনের পাখী উঠল ডাকি'।
নতুন চাঁদের জোছনা মাখি'
সোহাগ-আবেশ দোল দুলায়ে॥

সুনীল তোমার ডাগর চোখের- দৃষ্টি দিয়ে-
সাগর দোলে, আকাশ ওঠে ঝিলিমিলিয়ে।
পিয়াল-বনে উঠল বাজি' তোমার বেণু
হরিণ খোঁজে চন্দ্র-চূড়ার অরুণ-রেণু।
ময়ূর-পাখা বুলিয়ে চোখে
কে দিলে গো ঘুম ভাঙায়ে॥

www.icsbook.info

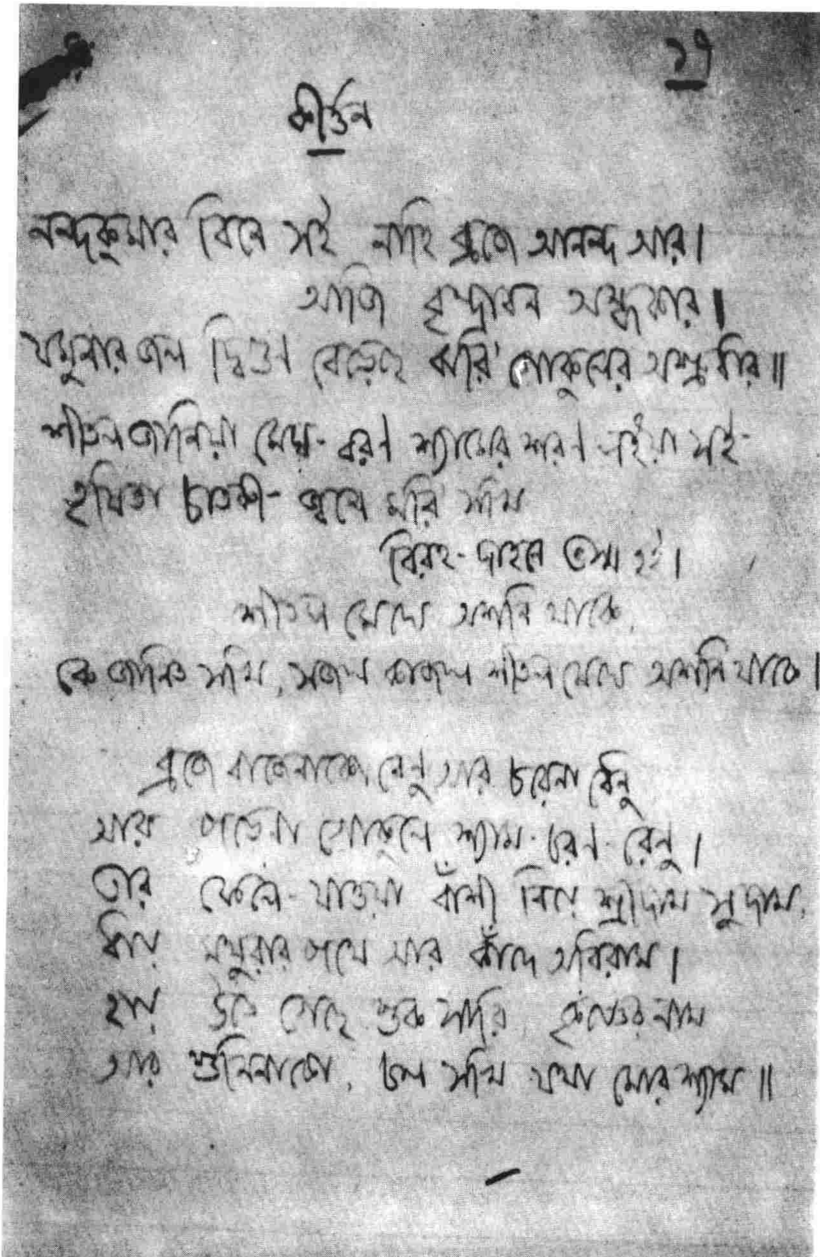
২১

কীর্তন

নন্দকুমার বিনে সই নাহি ব্রজে আনন্দ আর।
আজি বৃন্দাবন অন্ধকার।
যমুনার জল দ্বিগুণ বেড়েছে ঝরি' গোকুলের অশ্রুধার॥
শীতল জানিয়া মেঘ-বরন শ্যামের শরণ লইনু সই
তৃষিত চাতকী-স্বভাবে মরি সখি
বিরহ-দাহনে ভস্ম হই।
শীতল মেঘে অশনি থাকে,
কে জানিত সখি, সজল জলদে শীতল মেঘে অশনি থাকে।

ব্রজে বাজে না বেণু আর চরে না ধেনু
আর পড়ে না গোকুলে শ্যাম-চরণ-রেণু।
তার ফেলে-যাওয়া বাঁশী নিয়ে শ্রীদাম সুদাম,
ফিরে মথুরার পথে আর কাঁদে অবিরাম।
হায় উড়ে গেছে শুক সারি কৃষ্ণের নাম
আর শুনিনা যে, চল সখি যথা মোর শ্যাম॥

www.icsbook.info

২৭১

Nov Mokal Sen

কীর্তন

নব কিশলয়ে রাঙা শয্যা পাতিয়া
বাসিকা-কুঁড়ির মালিকা গাঁথিয়া
একেলা জাগিব রজনী (সখি)।
বঁধু এলনা ত কই সজনি।
আমি বিজনে বসিয়া রাখিলাম বৃথা
বন ফুল দিয়া ব্যজনী।।

কৃষ্ণচূড়ার কলিকা অফুট
ফুটিয়া বৃথাই বাঁচিনু মুকুট
মোর হৃদয়ে রাজা লালনা।
আমি যাহার আশায় করেছি সাজাই
সে ভাবে এ মিছে ছেলেখেলা।
সে যে জীবন লইয়া খেলা করে (সখি)
আমি মরণের তীরে বসে তারে ডাকি
সে যায় হাসিয়া সব ধারে।
সে যে পাষাণের মুরতি বৃথা পূজা সারি
নিবেদন করি তার পায়
সাধে কি গো বলে সবে পাষাণ মোহিনী করে
তবু সব আমারি হায়।
আহা একবার যদি [illegible] হইত বঁধু হবে ফুলবালা.
আমি তারে দিয়ে ব্যথা যাব যথা তথা, সেদিন বুঝিবে জ্বালা

কিশোরীর ক্ষীণ আশা
সেদিন বুঝিবে কাহার সখি.
সে ভালোবাসা লয়ে তারি কাছ হতে আসিয়া অবোধ বালা ॥

www.icsbook.info

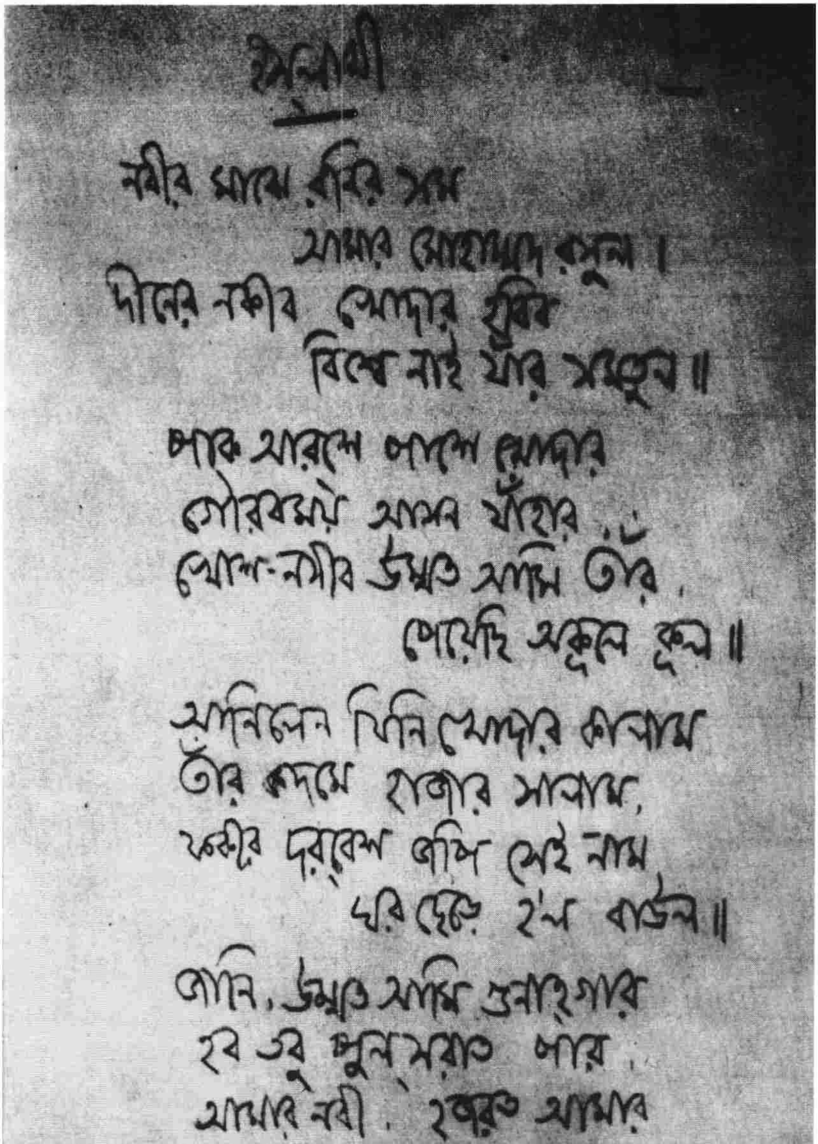

ইস্‌লামী

নবীর মাঝে রবির সম
আমার মোহাম্মদ রসুল।
দীনের নকীব খোদার হবিব
বিশ্বে নাই যাঁর সমতুল॥

পাক আরশে পাশে খোদার
গৌরবময় আসন যাঁহার,
খোদা-নবীর উম্মত আমি তাঁর,
পেয়েছি অকূলে কূল॥

আনিলেন যিনি খোদার কালাম
তাঁর কদমে হাজার সালাম,
ফকির দরবেশ অলি সেই নাম
ধরি হেঁকে হ'ল বাউল॥

জানি, উম্মত আমি গুনাহ্‌গার
হব তবু পুলসেরাত পার,
আমার নবী হজরত আমার
করে মোনাজাত্ কবুল॥

www.icsbook.info

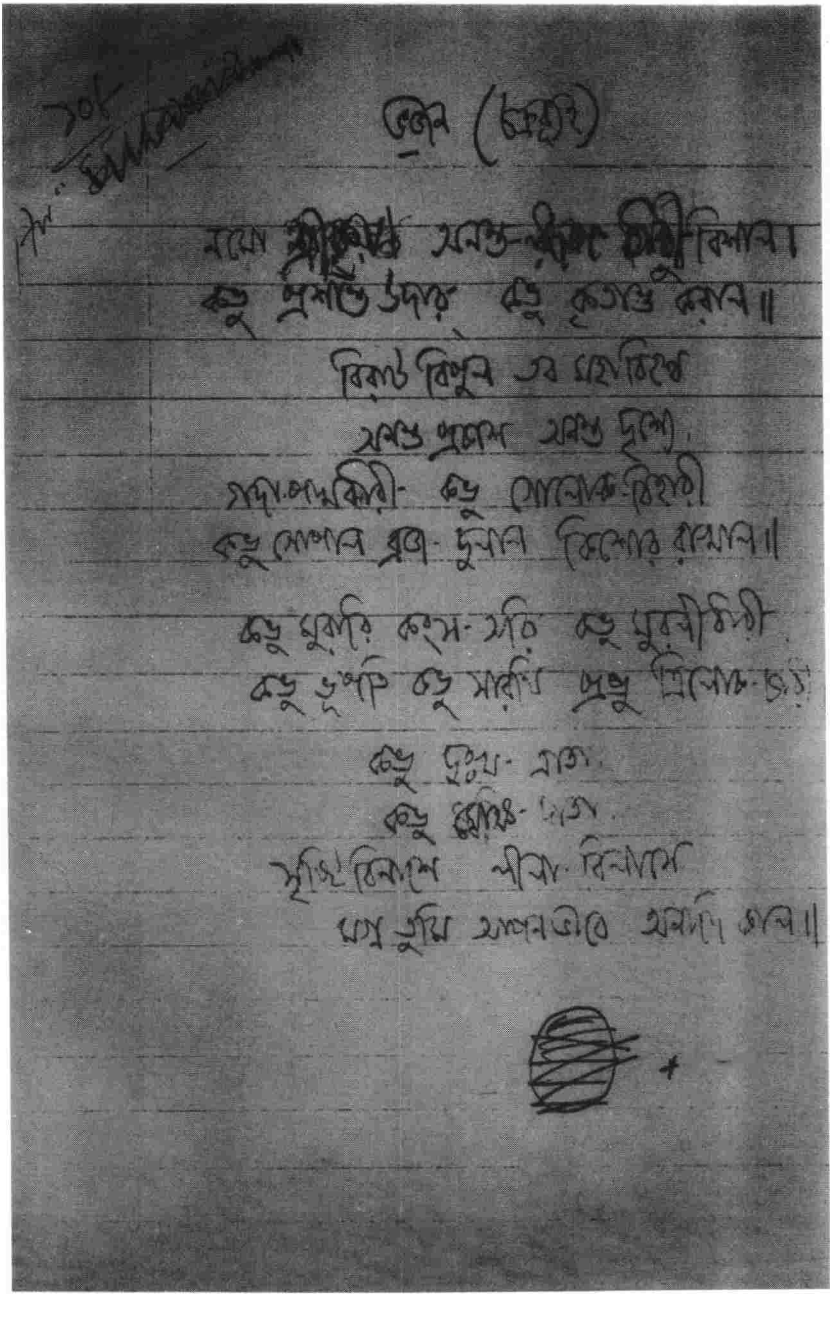

১০৮

ভজন (চন্দ্রকোষ)

নমো শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত-রূপধারী বিশাল।
কভু প্রশান্ত উদার কভু কৃতান্ত করাল॥
বিরাট বিভূতি তব মহাবিশ্বে
অনন্ত প্রকাশ অনন্ত দৃশ্যে,
গদা-পদ্মধারী কভু গোলোক-বিহারী
কভু গোপাল ব্রজ-দুলাল কিশোর রাখাল॥
কভু মুরারি কংস-অরি কভু মুরলীধারী
কভু ভূপতি কভু সারথি প্রভু ত্রিলোক-চারী
কভু দুঃখ-রাতে
কভু স্নেহ-রাতে
সৃষ্টি বিকাশে লীলা-বিলাসে
ধন্য তুমি আপনারে অর্পণ করো॥

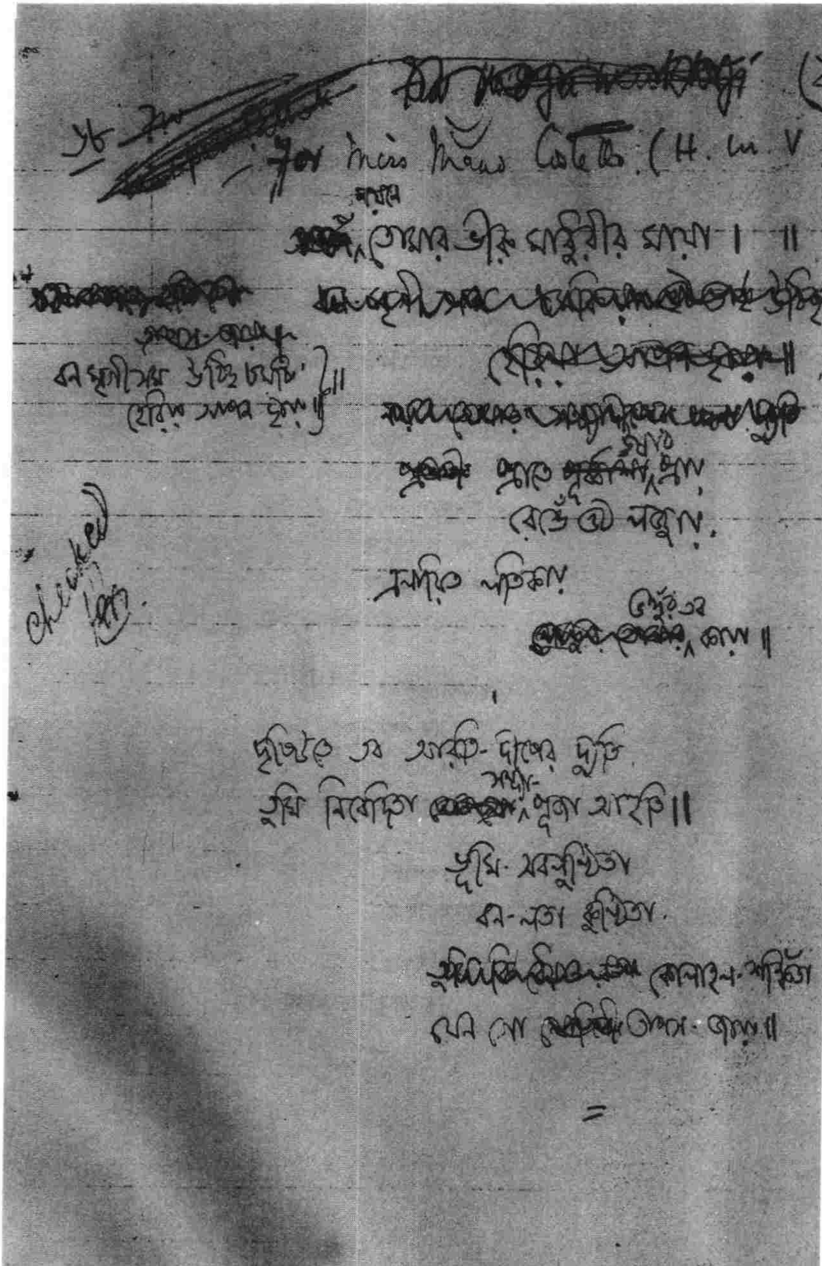

নয়নে তোমার ভীরু মাধুরীর মায়া। ॥

বন-লতা কুণ্ঠিতা

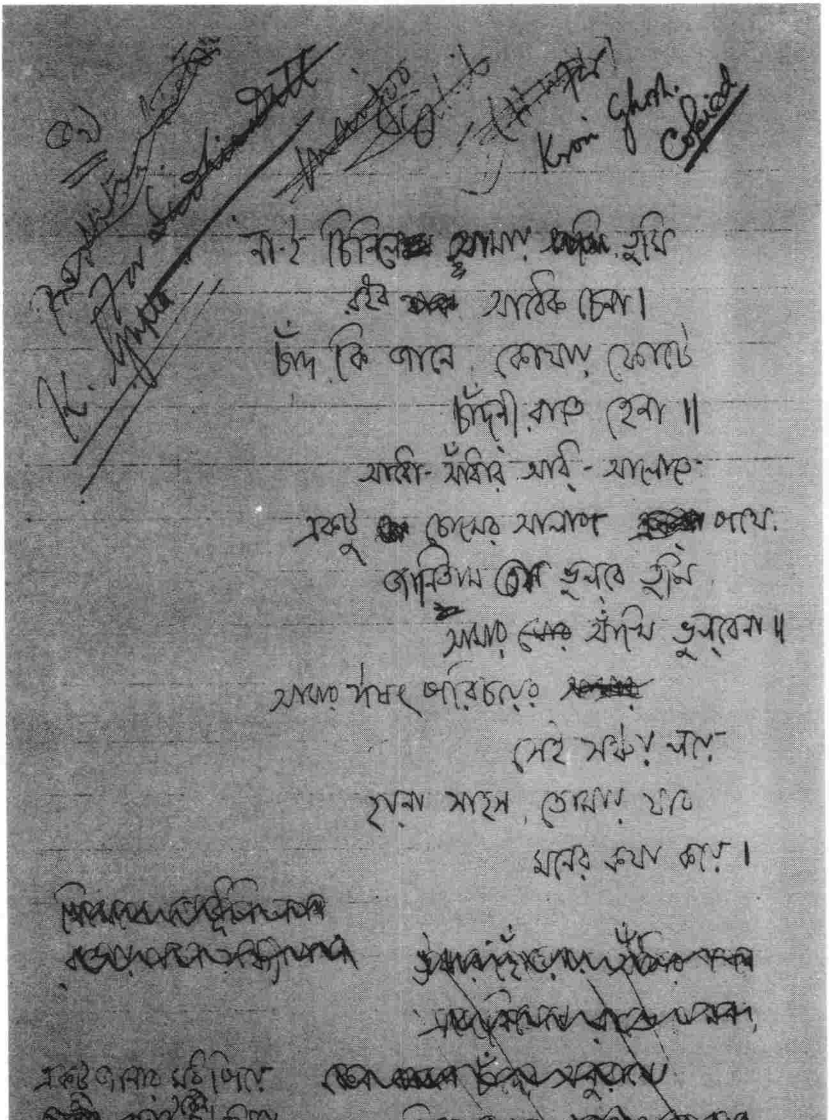
নাই চিনিলে আমায় তুমি
চাঁদ কি জানে কোথায় ফোটে
চাঁদনী রাতে হেনা॥
মনের কথা কবে।

www.icsbook.info

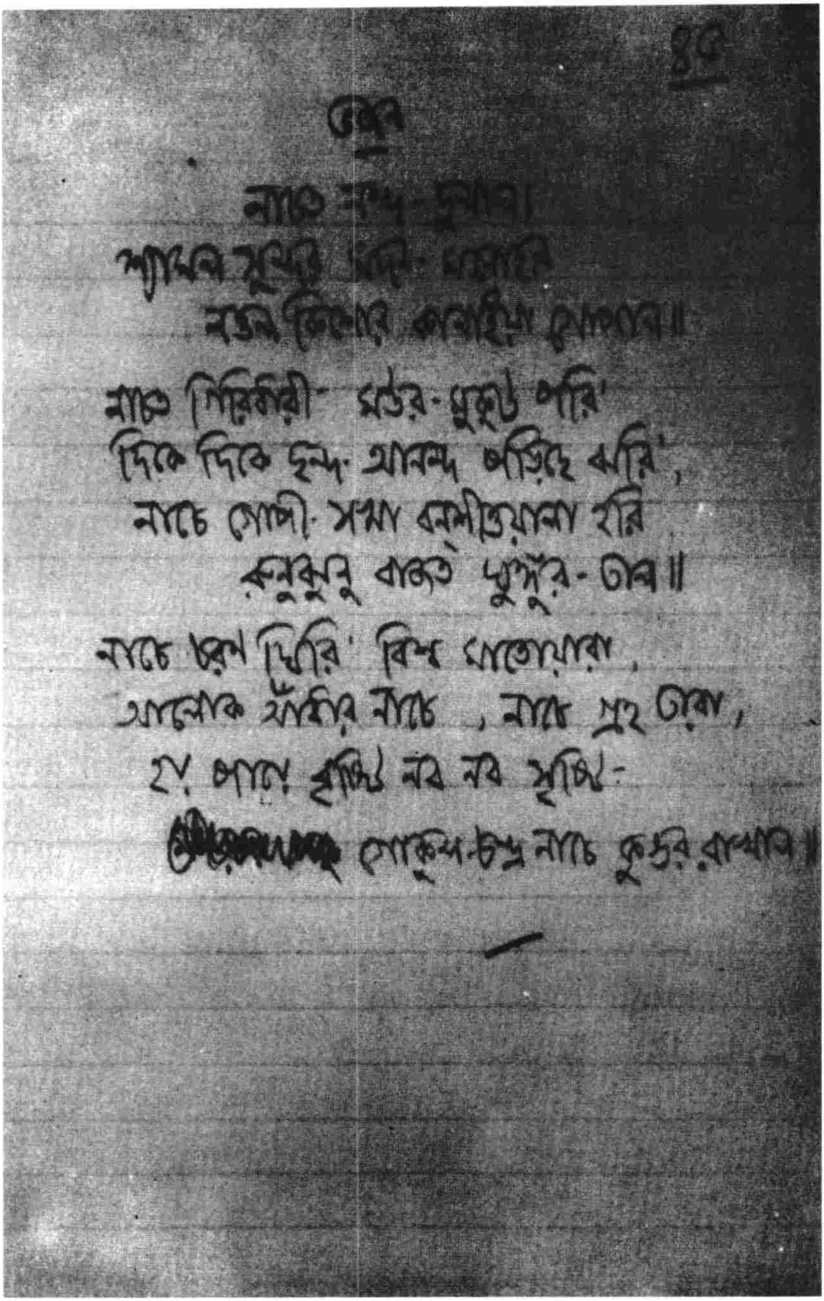
ভৈরবী
নাচত নন্দ-দুলাল
শ্যামল সুন্দর মদন-মুরারি
নওল কিশোর কানাইয়া গোপাল ॥
নাচে গিরিধারী ময়ূর-মুকুট পরি'
দিকে দিকে ছন্দ-আনন্দ পড়িছে ঝরি',
নাচে গোপী-সখা বনশীওয়ালা হরি
রুনুঝুনু বাজে ঘুঙুর-তাল ॥
নাচে চরণ ঘিরি' বিশ্ব মাতোয়ারা,
আলোক ঝাঁঝির নাচে, নাচে গ্রহ তারা,
হয় তালে বৃষ্টি নব নব সৃষ্টি-
গোকুল-চন্দ্র নাচে কুটির রাখাল ॥

৫৭

ভজন

নাচত নন্দ দুলাল।
শ্যামল সুন্দর মদন মনোহর
নটবর কিশোর কানাইয়া গোপাল॥
নাচত গিরিধারী ময়ূর-মুকুট পরি'
দিকে দিকে ছন্দ-আনন্দ পড়িছে ঝরি,
নাচে গোপী-সখা বংশীওয়ালা হরি
রুনুঝুনু বাজত ঘুঙুর-তাল॥

নাচে চরণ ঘিরি' বিশ্ব মাতোয়ারা
আলোকে আঁধারে নাচে নাচে গ্রহ তারা
হয় পায়ে সৃষ্টি নব নব সৃষ্টি,
মীরার প্রভু নাচে ব্রজের রাখাল॥

—

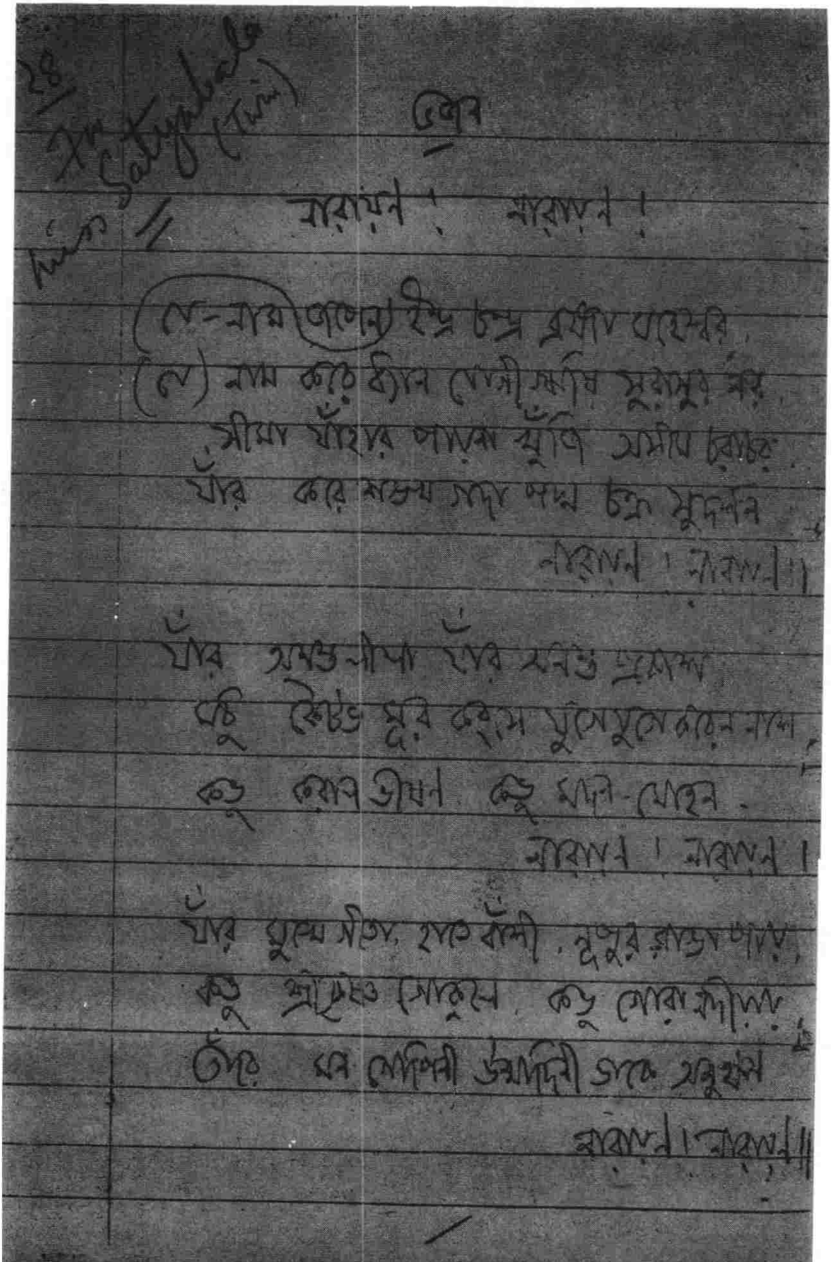

২৪/ 2nd Saturday (Twin)

ভজন

নারায়ণ! নারায়ণ!

যে-নাম জপেন ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা বাগেশ্বরী,
(যে) নাম করেন ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর,
সীমা যাঁহার পায়না খুঁজি অসীম চরাচর,
যাঁর করে শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র সুদর্শন
নারায়ণ! নারায়ণ!!

যাঁর অনন্ত লীলা যাঁর অনন্ত প্রকাশ
কভু বৈকুণ্ঠ পুরে কভু যুগে যুগে করেন বাস,
কভু ভয়াল ভীষণ কভু মদন-মোহন
নারায়ণ! নারায়ণ!

যাঁর মুখে গীতি, হাতে বাঁশী, নূপুর রাঙা পায়,
কভু শ্রীচৈতন্য সেজেছে, কভু গোরা নদীয়ায়,
তাঁরে মন যোগিনী উন্মাদিনী ডাকে অনুক্ষণ
নারায়ণ! নারায়ণ!!

www.icsbook.info

৪৮

ভজন

নারায়ণ। নারায়ণ॥

(যে) নাম জপেন ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর
(যে) নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর।
সীমা যাঁহার পায় না খুঁজি অসীম চরাচর।
[illegible] জীবনে ~~মরণে ঐ~~
যাঁর করে শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র সুদর্শন।
নারায়ণ। নারায়ণ॥

যার অনন্ত লীলা যাঁহার অনন্ত প্রকাশ
মধু কৈটভ মুর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ,
কভু করাল ভীষণ কভু মদনমোহন
নারায়ণ। নারায়ণ॥

যাঁর মুখে গীতা হাতে বাঁশী নূপুর রাঙা পায়
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে কভু গোরা নদীয়ায়,
মোর মন-গোপিনী উন্মাদিনী ডাকে অনুখন
নারায়ণ। নারায়ণ॥

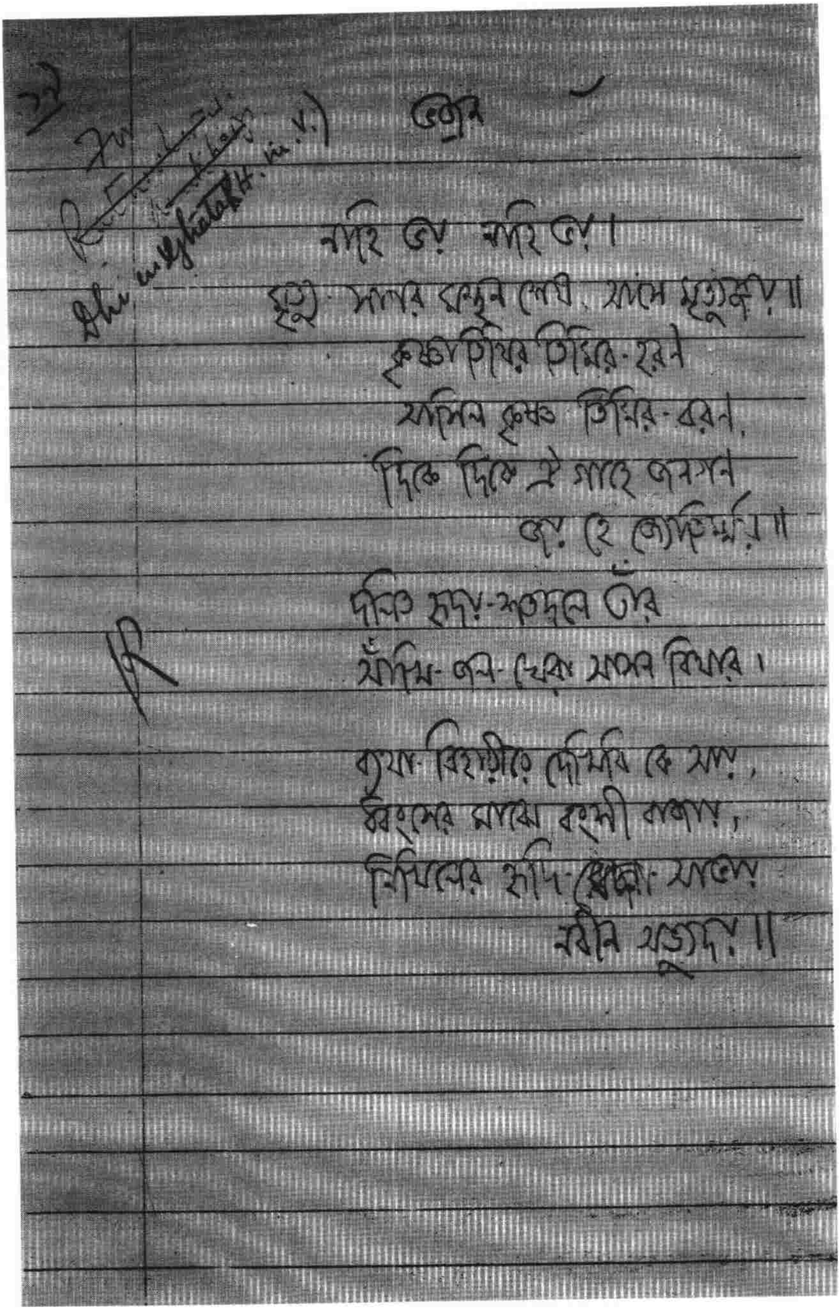

ভৈরবী

নাহি ভয় নাহি ভয়।
মৃত্যু-সাগর মন্থন শেষে আসে মৃত্যুঞ্জয়॥
কৃষ্ণ তিমির তিমির-হরন
আসিল কৃষ্ণ তিমির-বরন,
দিকে দিকে ঐ গাহে জনগন
জয় হে জ্যোতির্ম্ময়॥
দলিত হৃদয়-শতদলে তার
আঁখি-জল-ঘেরা আসন বিথার।

ব্যথা-বিহারীরে দেখিবি কে আয়,
ধ্বংসের মাঝে বংশী বাজায়,
নিখিলের হৃদি-বেদনা মাঝে
নবীন অভ্যুদয়॥

www.icsbook.info

নিরন্ধ্র মেঘে মেঘে অন্ধ গগন।
কোটি নয়নে জল ঝরে ঝরে অবিরল
ধরণী ভীতি-মগন॥
ঝঞ্ঝার ঝল্লরী বাজে ঝনননন
প্রলয় বিষাণ বাজে বজ্রে ঘনঘন
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে ভয়ার্ত জনগণ
দাও দাও বরাভয় বিপদ-বারণ॥
কত আর সহি ব্যথা অপমান-বিমলিন
রাতের তপস্যা কি আনিবেনা শুভদিন?
দুষ্কৃতি বিনাশায় যুগ-যুগ-সম্ভব
অধর্ম্ম নিধনে এস অবতার নব,
বাজাও আবার এসে অভয়-শঙ্খ তব
জাগৃহি ভাবন জাগো নারায়ণ॥

=

www.icsbook.info

For Radharani
R. 5-2-40.

ওস্তাদ বরালী – সাদ্রা ভৈরবী
— classical

নিশি-রাতে রিম্‌ ঝিম্‌ ঝিম্‌ বাদল-নূপুর
বাজিল ঘুমের মাঝে সজল মধুর॥
দেয়া গরজে, বিজলি চমকে,
জাগাইল ঘুমন্ত প্রিয়তমকে,
আমি ঘুম-ঘোরে চিনিতে নারি ওকে,
"কে এল কে এল" বলে ডাকিছে ময়ূর॥

'ঝিরি ঝিরি' পাহাড়ী ঝরনা মেয়ে যায়রে চলে,
মেঘের পানে যায় চলে,
কারে দেখি আমি তারে দেখি,
মেঘলা আকাশ, না ঐ মেঘলা মেয়ে।

শীর্ণ নদী-জল সহসা সাগর পানে
বাহিরে এল যেন আমায় টানে,
আমারও হিয়া যায় বুকের কাছে
নিশির আকাশ যেন মেঘ-ভারাতুর॥

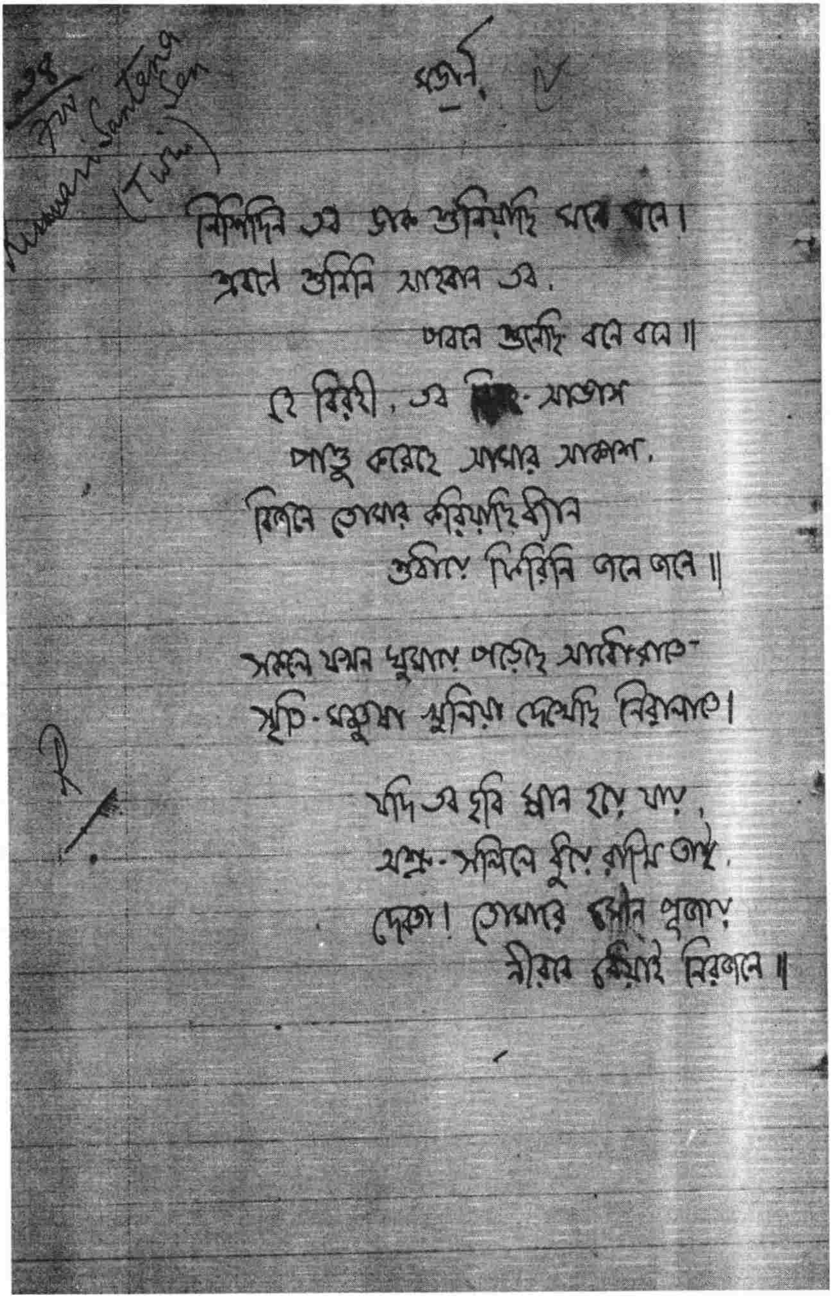

২৮
For Kumari Santana Sen (Twin)

ভজন

নিশিদিন তব ডাক শুনিয়াছি মনে মনে।
শ্রবণে শুনিনি আহ্বান তব,
পবনে শুনেছি বনে বনে॥
হে বিরহী, তব [illegible]-আভাস
পাণ্ডু করেছে আমার আকাশ,
মিলনে তোমায় করিয়াছি হীন
খুঁজিয়ে ফিরিনি জনে জনে॥

সকলে যখন ঘুমায়ে পড়েছি আঁধার রাতে—
স্মৃতি-মঞ্জুষা খুলিয়া দেখেছি নিরালাতে।
যদি তব ছবি ম্লান হয়ে যায়,
অশ্রু-সলিলে ধুয়ে রাখি তায়,
দেবতা! তোমারে মৌন পূজায়
নীরবে ধেয়াই নিরজনে॥

www.icsbook.info

নিশীথ রাতে ডাকলে আমায়
কে গো তুমি কে।
কাঁদিয়ে গেলে আমার মনের বন্দিনীকে।
কে গো তুমি কে॥

তোমার অকূল করুণ স্বরে
আজকে তারেই মনে পড়ে
এমনি রাতে হারিয়েছি যে হৃদয়-মণিকে॥

দুয়ার খুলে চেয়ে আছি তারার পানে দূরে-
আবার কেউ কার ডাকে ডাকে যেমনি করুণ সুরে।
একটী কথা শুনব বলে
রাত কেটে যায় চোখের জলে
দাও সাড়া দাও, জাগিয়ে তোলো
আঁধার পুরীকে॥

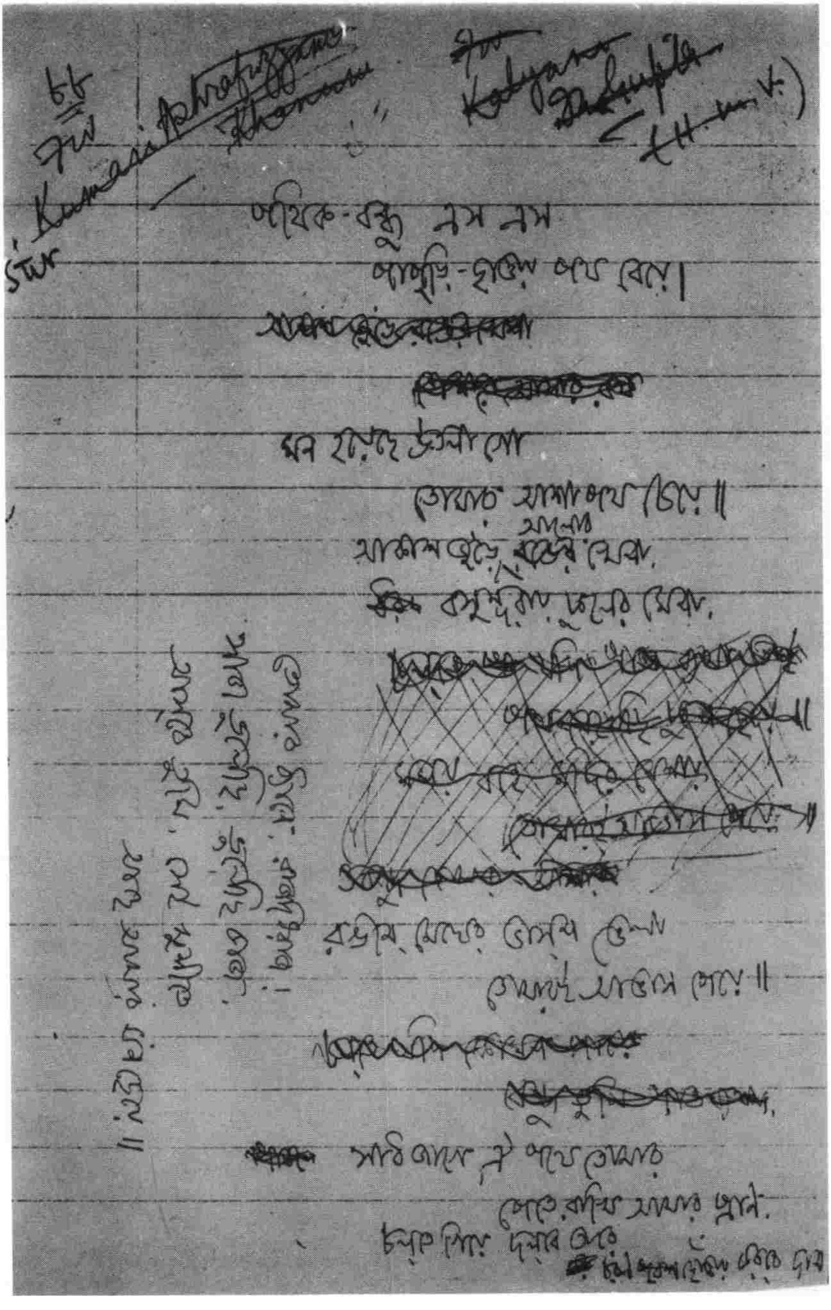
পথিক-বন্ধু এস এস
পান্থ-ছায়া-পথ বেয়ে।
মন হয়েছে উতলা গো
তোমার আসা-পথ চেয়ে॥
আকাশ জুড়ে সজল মেঘের মেলা,
বসুন্ধরায় ফুলের মেলা,
রঙীন মেঘে উদাস হেনা
তোমারই আভাস পেয়ে॥
যদি আস নাই পথে তোমার
সেতো বাঁশী আমার প্রাণে.
চলে গিয়ে দূরের ওরে

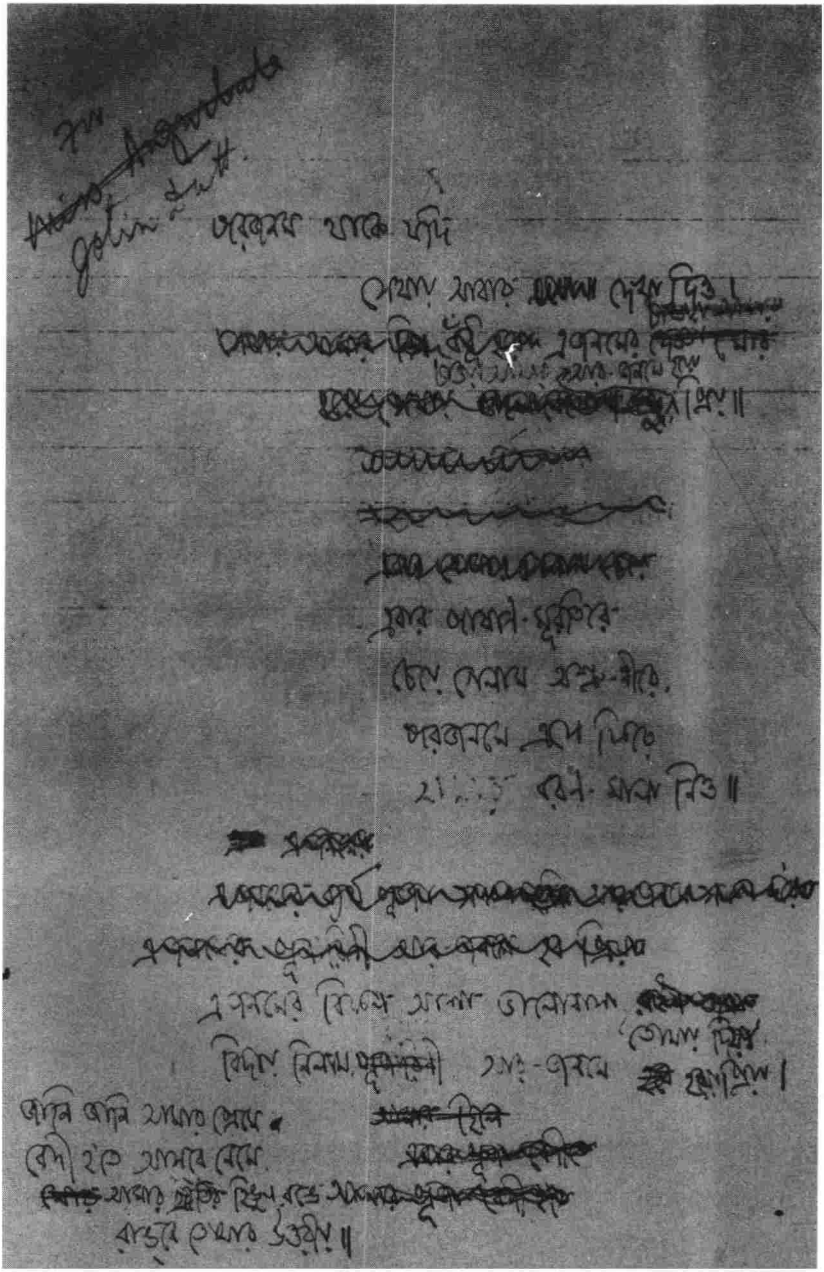

ভজন

পরমাত্মা নহ তুমি
(তুমি) পরমাত্মীয় মোর। x
হে বিপুল বিরাট! মোর কাছে তুমি প্রিয়তম চিত-চোর॥

তোমারে যে ভয় করে হে বিশ্বপাতা
তার কাছে তুমি রুদ্র দণ্ড-দাতা
প্রেমময় বলে তোমারে যে বাসে ভালো
তার কাছে তুমি মধুর লীলা-কিশোর।

দেখে ভীরু চোখ আঁধারের মেঘে বজ্র ভয় বিপুল
মোর মনোবনে সেই মেঘে দেখি ফোটায় নব মুকুল।
আকাশের নীল অসীম পথ পারে
চরণ রেখেছ হে মহান লীলা-ভরে
সেই অনন্ত জানিনা কেমন করে
আমার হৃদয়ে মেলে ঝিকিমিকি ভোর॥

www.icsbook.info

for Binapani

১৩

গজল

পলাশ ফুলের গেলাস ভরি'
পিয়াব অমিয়া তোমারে প্রিয়া।
চাঁদিনী রাতের চাঁদোয়া-তলে
বুকের এ আঁচল দিব পাতিয়া॥
~~[illegible]~~ মুকুরে তোমার
তুলিব আমার সজল ছবি,
সবুজ ঘাসের শিশির ছানি'
মুকুতা-মানিক দিব গাঁথিয়া॥
ফিরোজা আকাশ আবেশে ঝিমায়
দীঘির বুকে কমল ঘুমায়,
নীরব যখন পাখীর কূজন
আমরা দু'জন রব জাগিয়া॥
হিজল তরুর শীতল ছায়ায়,
ঘুমাব মোরা প্রিয় ঘুম যদি পায়,
~~[illegible] শাখা [illegible] পাখা~~
~~[illegible]~~

ঝরিবে রাঙা ফুল কপোল চুমিয়া॥

www.icsbook.info

সাহানা - দাদরা ৫১

পলাশ ফুলের মউ পিয়ে ঐ
বউ কথা কও উঠল ডেকে।
শেষ দিনে যায় উদাস হাওয়া
নেবুফুলের আতর মেখে॥

এমন পূর্ণ চাঁদের রাতি
নেই গো আমার জাগার সাথী.
ঘুমহারা মোর কুঞ্জ-বীথি
কাঁটার স্মৃতি গেছে রেখে॥

শূন্য মনে একলা গুনি
কান্না হাসির পান্না চুনী.
বিদায়-বেলার বাঁশী শুনি
আসছে ভেসে ওপার থেকে॥

22/7W ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Binapani

ঠুমরী – মধ্যকাওয়ালী

পিউ পিউ পিউ বোলে পাপিয়া
বুকে তার প্রিয়ারে চাপিয়া
বোলে পাপিয়া ॥

বাতাবি নেবুর ফুলেলা কুঞ্জে
মাতাল সমীরণ প্রলাপ গুঞ্জে
~~[illegible]~~ ফুলের মহলায় চাঁদনী শিহরায়
নদীকূলে ঢেউ ওঠে হাঁপিয়া ॥

এমনি নেবু ফুল এমনি মধু রাতে
সে রাতে বঁধু মোর বিনোদ-খোঁপাতে
বাতায়নে পাখী করিত ডাকাডাকি
~~[illegible]~~
মনে পড়ে সে উঠি কাঁপিয়া ॥

www.icsbook.info

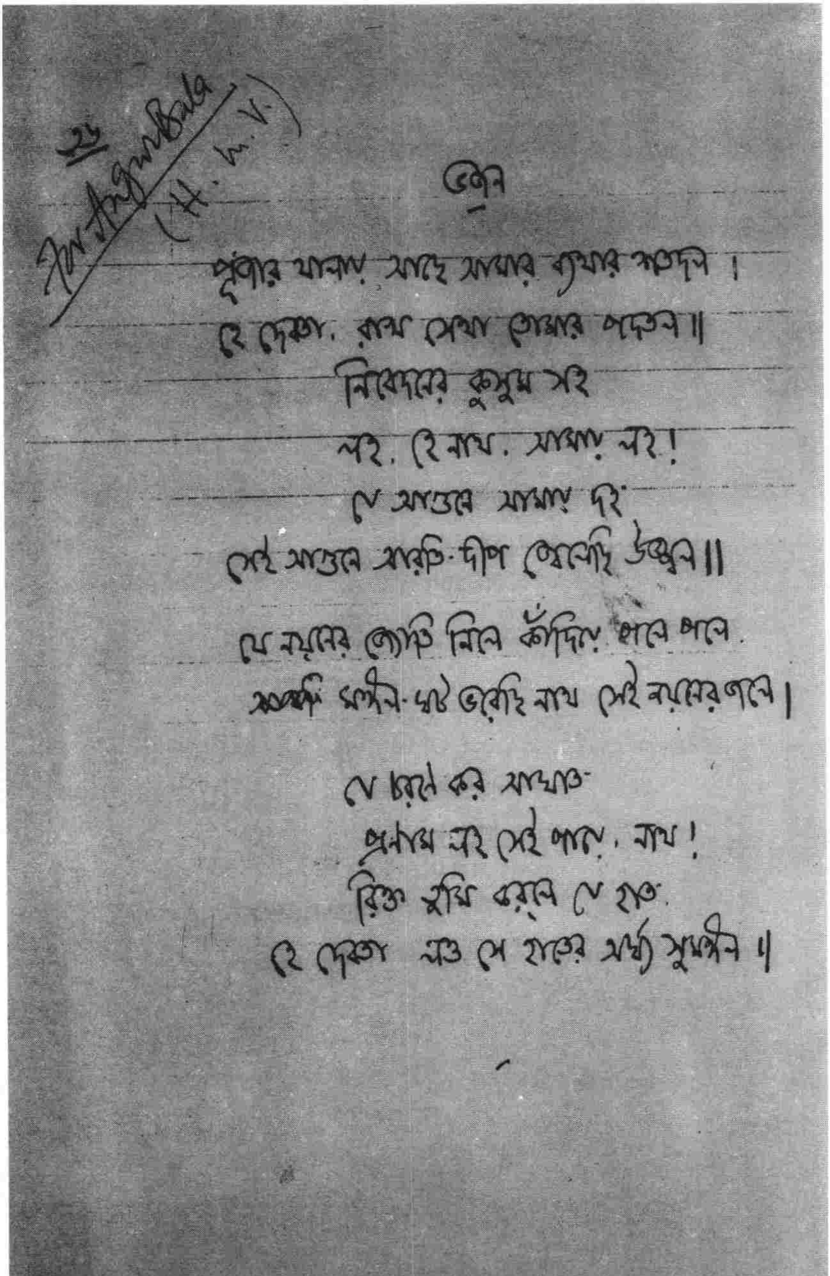

23 Smt Angurbala (H.M.V.)

ভজন

পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল।
হে দেবতা, রাখো সেথা তোমার পদতল॥
নিবেদনের কুসুম সহ
লহ, হে নাথ, আমায় লহ!
যে অন্তরে আমায় দহ
সেই অন্তরে আরতি-দীপ জ্বেলেছি উজ্জ্বল॥

যে নয়নের জ্যোতি নিলে কাঁদিয়ে পলে পলে,
মন্দির-ঘট ভরেছি নাথ সেই নয়নের জলে।

যে চরণে কর আঘাত
প্রণাম লহ সেই পায়ে, নাথ!
রিক্ত তুমি করলে যে হাত
হে দেবতা লও সে হাতের অর্ঘ্য সুমঙ্গল॥

www.icsbook.info

মণ্ডর্নি

প্রদীপ নিভায়ে দাও, উঠিয়াছে চাঁদ।
বাহু-বন্ধন আছে, মালায় কি সাধ॥
ফুল যদি ভুলনা ভেবে,
কেশের সুবাস তব লাগুক মনে,
হৃদয়ের পাশে মোর হৃদয় কাঁদে —
চন্দন লাগে বিস্বাদ॥
খোলো উত্তরী, ফেলে দাও কাঁকন,
হাতে রাখো হাত, তোলো আঁখি নয়ন।
বাহিরে বহুক বাতাস,
বক্ষে লাগুক মোর তব নিশ্বাস
~~[illegible]~~
চম্পার ডালে বসে মোদের দেখে
~~[illegible]~~।
কুহু আর পাপিয়ায় লাগুক বিবাদ॥

www.icsbook.info

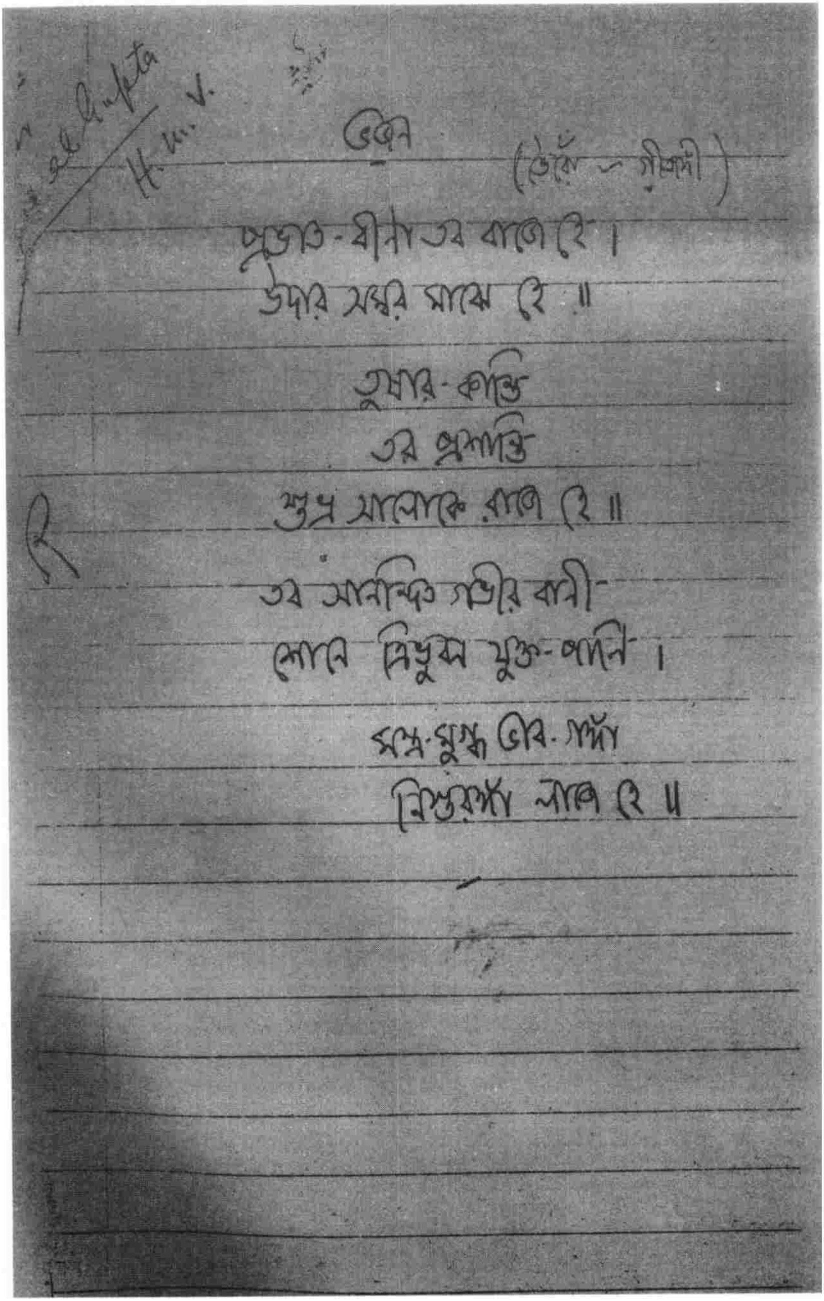
ভজন (ভৈরোঁ — গীতশ্রী)

প্রভাত-বীণা তব বাজে হে।
উদার অম্বর মাঝে হে॥

তুষার-কান্তি
তব প্রশান্তি
শুভ্র আলোকে রাজে হে॥

তব আনন্দিত গভীর বাণী
শোনে ত্রিভুবন যুক্ত-পাণি।

মন্ত্র-মুগ্ধ ভোর-সাঁঝ
নিত্যকর্মে লাগে হে॥

www.icsbook.info

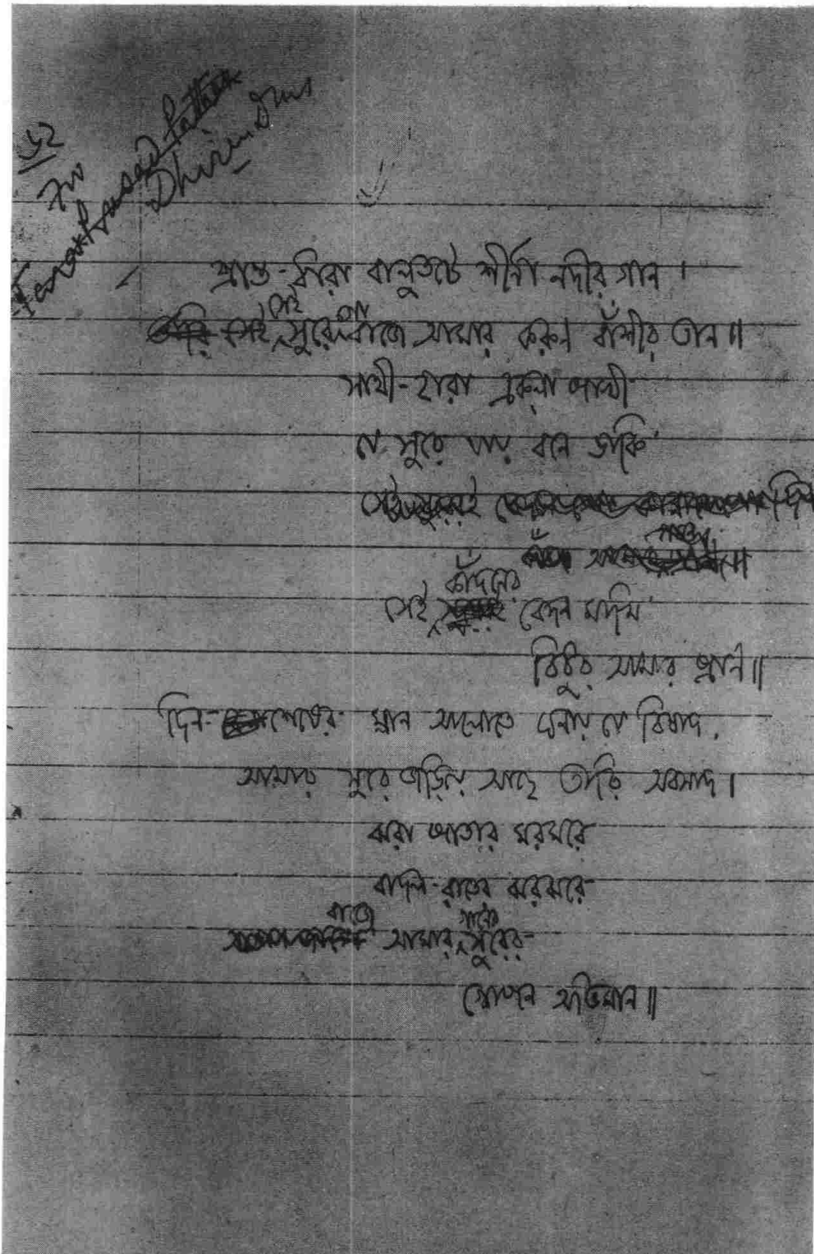

প্রান্ত-ধারা বালুতটে শীর্ণা নদীর গান।
সেই সুরে বাজে আমার করুণ বাঁশীর তান॥
সাথী-হারা কুলায় পাখী
যে সুরে যায় বনে ডাকি'
[illegible]
কাঁদে আমার [illegible]
সেই কাঁদনের বেদন মাখি'
বিঁধি আমার প্রাণী॥
দিন-শেষের ম্লান আলোতে ঘনায় যে বিষাদ,
আমার সুরে জড়িয়ে আছে তারি সংবাদ।
ঝরা পাতার মরমরে
বাদল-রাতের ঝরঝরে
বাজে আমার সুরে সুরে
গোপন অভিমান॥

গান

প্রিয় তুমি কোথায় আজি কত সে দূর।
প্রান কাঁদে ব্যথায় বিরহ-বিধুর॥
স্বপন-কুমারী, স্বপনে এসে
মিশাইলে কোন্ ঘুমের দেশে,
তড়িত-শিখা ক্ষণিক হেসে
লুকালে মেঘে ঝাঁঝরি' হৃদি-পুর॥
আপনা নিয়ে ছিনু একেলা,
কেন সে তুমি ভিড়ালে ভেলা,
জীবন নিয়ে মরণ-খেলা
খেলিতে কেন আসিলে নিঠুর॥
ঊষার গাঙে গাহন করি'
দাঁড়ালে নভে রাঙের পরী,

www.icsbook.info

প্রেমের অরুণ উদিল যবে
মিলাবে নভে হে নীশা-চন্দুর ॥
কাঁদি মোরা আজ একূল ওকূল,
মাঝে বহে স্রোত বিরহ বিপুল,
নাহি পারাপার, বেদনা-বিথার
কাঁদন-পাথার লুটায় ব্যথাতুর ॥

কলিকাতা
জুলাই ১৯৩৩

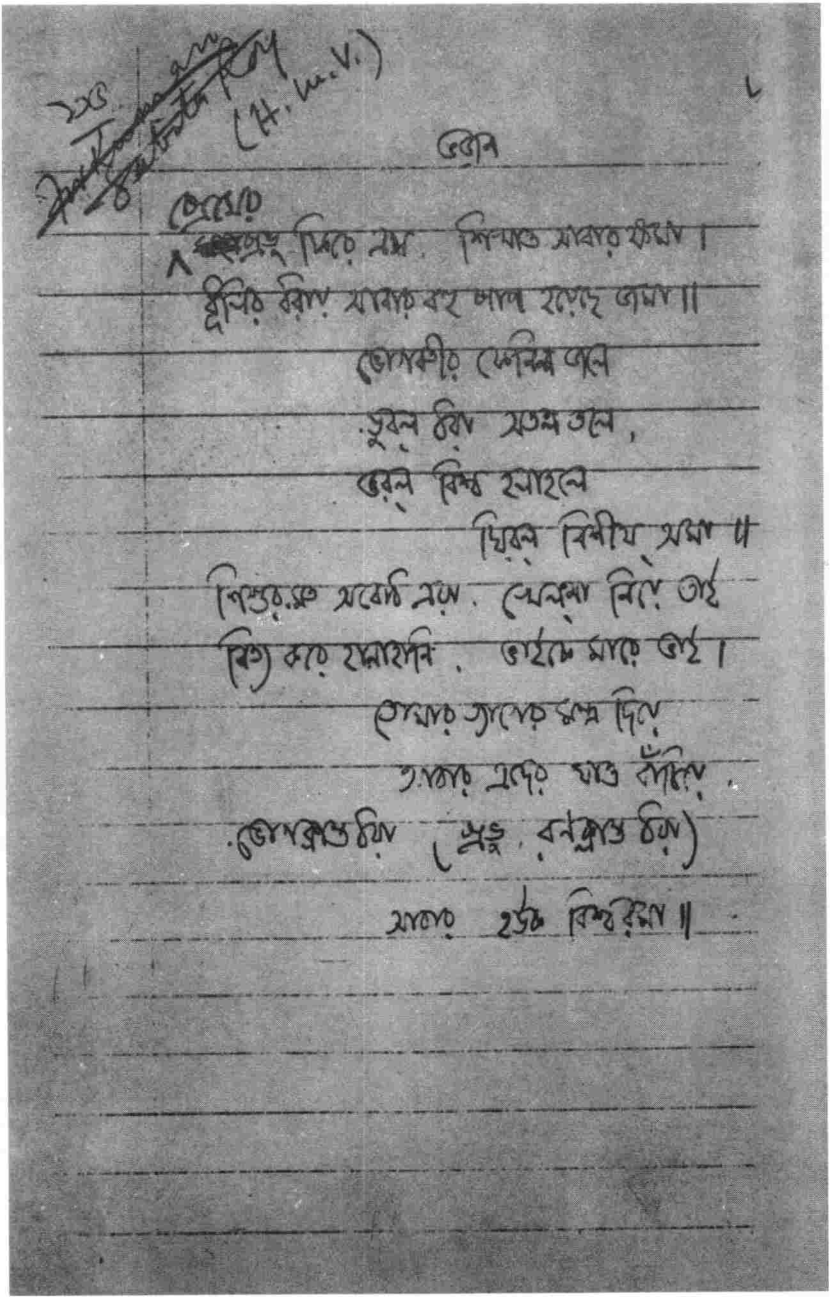
(H.M.V.)
ভৈরবী
প্রেমের প্রভু ফিরে এস, শিখাও আবার ক্ষমা।
ধরণীর বুকে আবার বহু পাপ হয়েছে জমা॥
ভোগকীর ফেনিল জলে
ডুবল ধরা অতল তলে,
ভুলল বিশ্ব হলাহলে
ঘিরল নিশীথ অমা॥
শিশুর মত সবাই এসে, খেলনা নিয়ে ভাই
কত করে হানাহানি, ভাইকে মারে ভাই।
তোমার প্রেমের মন্ত্র দিয়ে
আবার এদের যাও বাঁচিয়ে,
ভোগক্লান্ত ধরা (প্রভু, রণক্লান্ত ধরা)
আবার হউক বিশ্বরমা॥

প্রেমের হাওয়া বইল, যখন
মুকুল গেল ঝরে।
প্রদীপ নিভে রইল, যখন
তুমি এলে ঘরে॥

তোমার আমার স্বপ্ন এখন
যেদিন আশা ফুরিয়ে গেল
মন দিয়েছি তারে, যখন
পেলাম মনোহরে।

আঘাত দিয়ে দিয়ে যেদিন করলে পাষাণ মোরে
সেদিন নিয়ে বসালে হায় তোমার ঠাকুর-ঘরে।

তোমার শুভ দৃষ্টি লাগি
বহু সে যুগ ছিলাম জাগি
আজকে বেলাশেষে তুমি
এলে স্বয়ম্বরে॥

www.icsbook.info

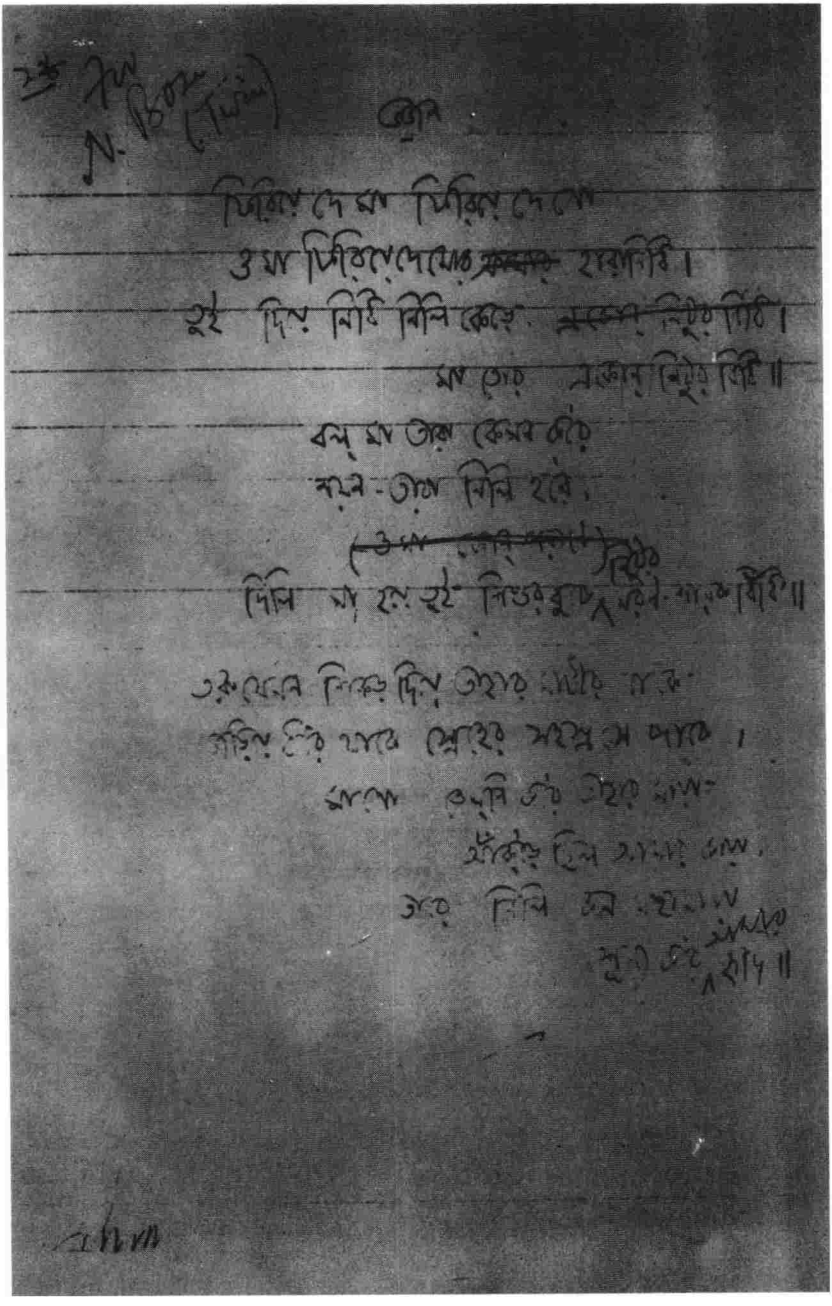

www.icsbook.info

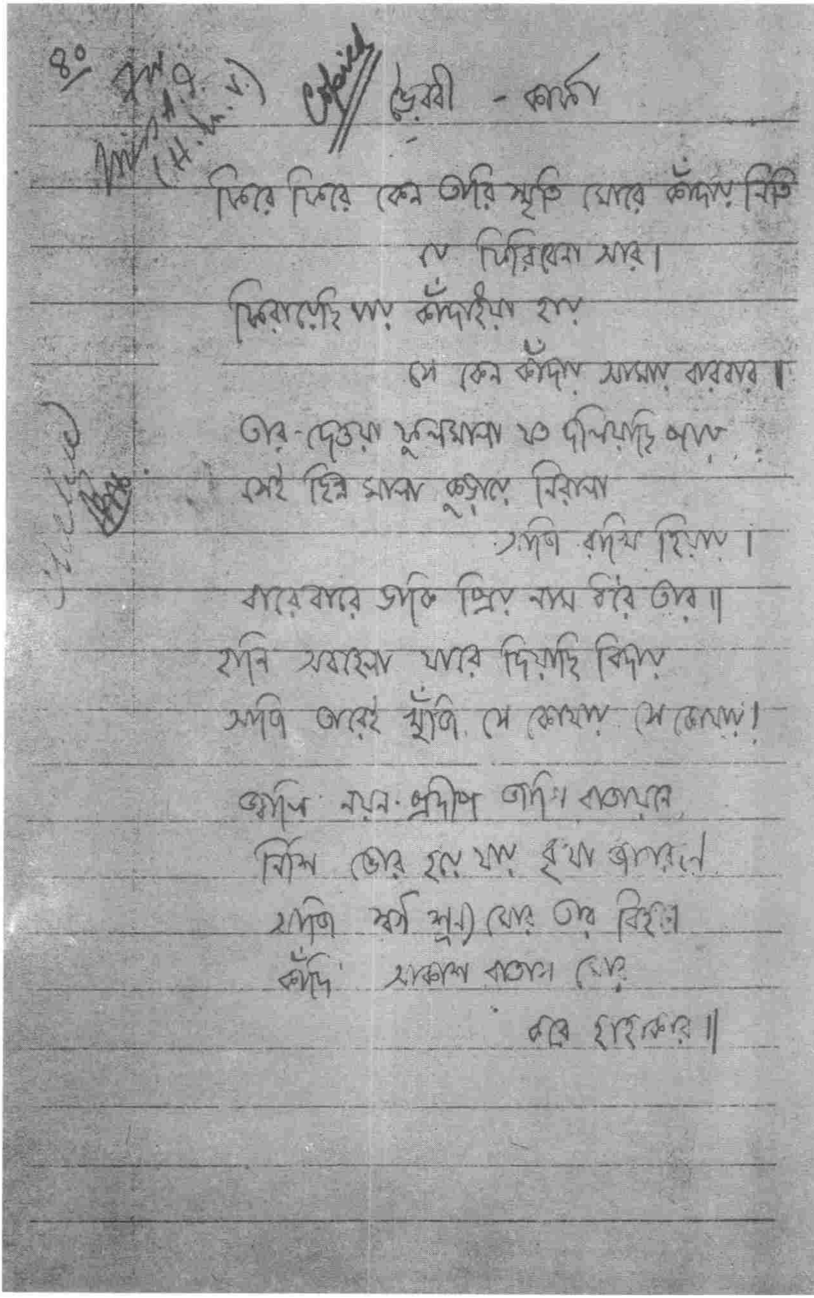
৪০
ভৈরবী - কাহার্বা
ফিরে ফিরে কেন তারি স্মৃতি মোরে কাঁদায় নিতি
সে ফিরিবে না আর।
ফিরায়েছি যায় কাঁদাইয়া হায়
সে কেন কাঁদায় আমায় বারবার॥
তার-দেওয়া ফুলমালা ও দলিয়াছি পায়
সেই ছিন্ন মালা কুড়ায়ে নিরালা
গাঁথি বসি হিয়ায়।
বারেবারে ডাকি প্রিয় নাম ধরি তার॥
হায় রে অবহেলে যারে দিয়াছি বিদায়
সদা তারেই খুঁজি সে কোথায় সে কোথায়!
জ্বালি নয়ন-প্রদীপ আঁধার বাতায়নে
নিশি ভোর হয়ে যায় বৃথা জাগরণে
আজি স্বর্গ শূন্য মোর তার বিহনে
কাঁদি একেলা বাতাস মোর
করে হাহাকার॥

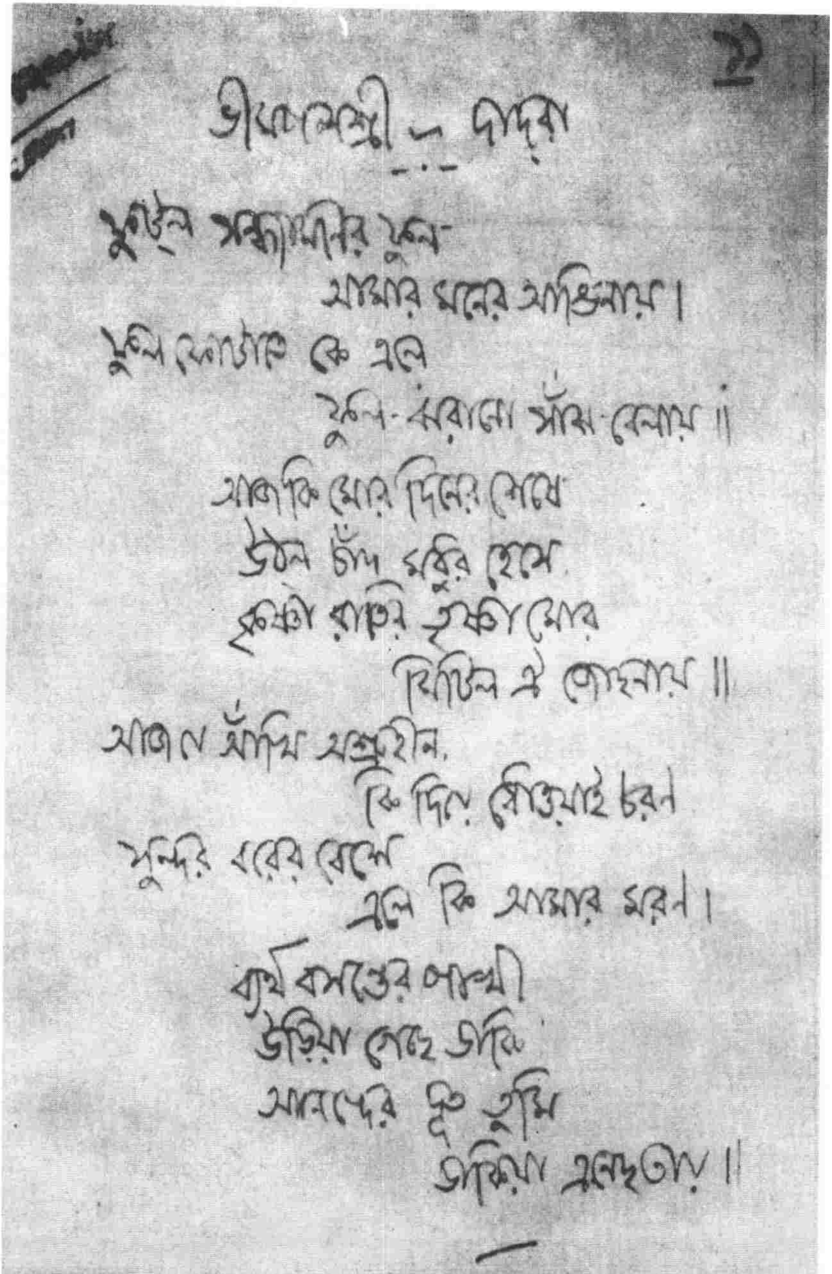

ভীমপলশ্রী — দাদ্‌রা

ফুট্‌ল সন্ধ্যামণির ফুল
আমার মনের আঙিনায়।
ফুল ফোটালে কে এলে
ফুল-ঝরানো সাঁঝ-বেলায়॥
আজ কি মোর দিনের শেষে
উঠল চাঁদ মধুর হেসে
কৃষ্ণা রাতের তৃষ্ণা মোর
মিটিল ঐ জোছনায়॥
আজ যে আঁখি অশ্রুহীন
কি দিয়ে ধোওয়াই চরন
সুন্দর বরের বেশে
এলে কি আমার মরন।
ব্যর্থ বসন্তের পাখী
উড়িয়া গেছে ডাকি
আনন্দের দূতী তুমি
ডাকিয়া এনেছ তায়॥

www.icsbook.info

Nazrul

১৪

নাচ

ফুল চাই, চাই ফুল টগর চম্পা চামেলি।
ফিরি ফুল-ওয়ালী নিয়ে ফুল-ডালি
মল্লিকা মালতী যুঁই বেলি॥

যার প্রাণে বিরহ-জ্বালা,
সহে এ অশোক মাধবী মালা,
এ হাস্নুহানা নেবে সে বালা
কাটিবে জীবন তার হাসি খেলি॥
মোর এই বকুল-মালা পরে যে আদর ক'রে-
বঁধু তার ব্যাকুল হয়ে ফিরিয়া আসে ঘরে।
আমার এই পলাশ জবা রঙ্গন ও কৃষ্ণচূড়া
বিনোদ-বেণীতে খোঁপায় পরে নবকিশোরী।
শুনি মোর ফুলের বাণী সন্ধ্যারাণী
পরে গোধূলি-রাঙা চেলী॥

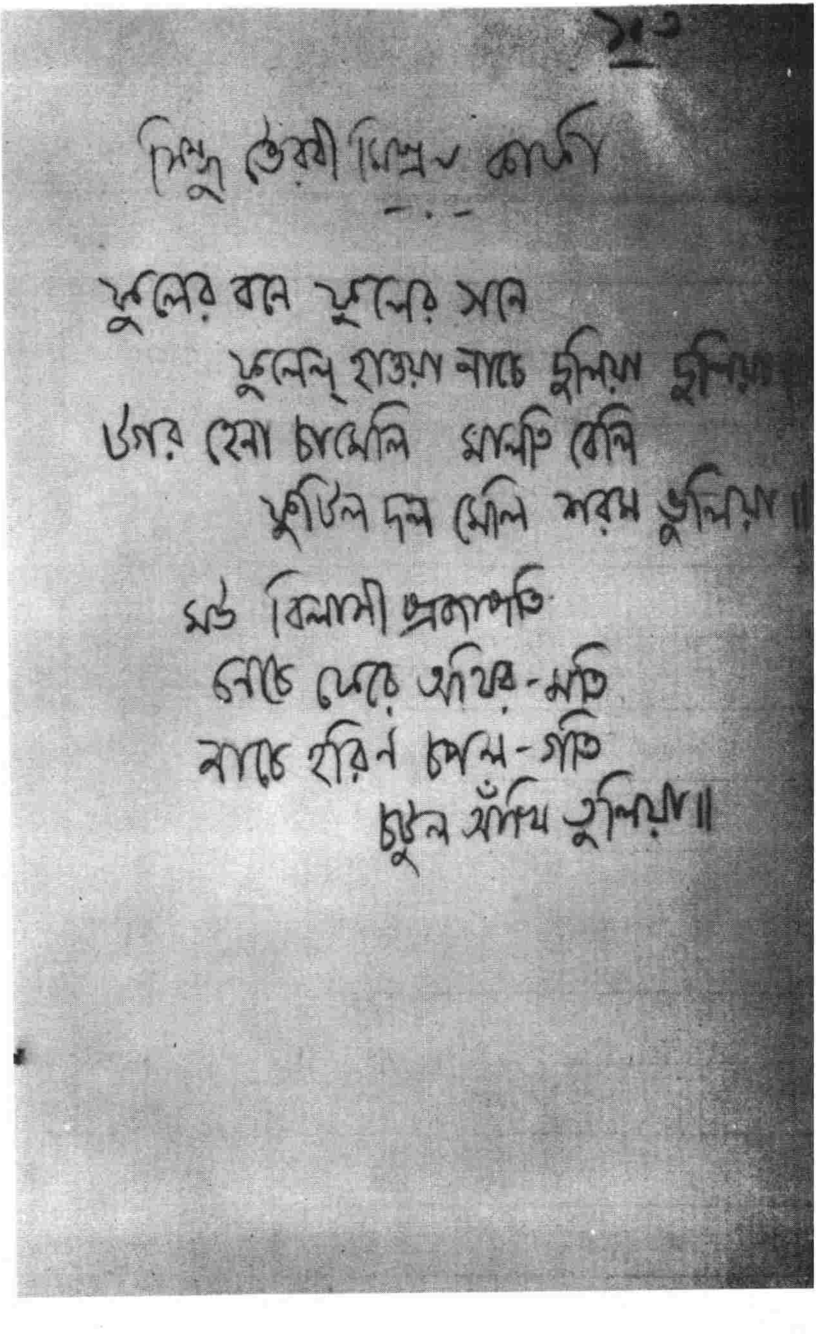
সিন্ধু ভৈরবী মিশ্র — কার্ফা

ফুলের বনে ফুলের সনে
ফুলেল্ হাওয়া নাচে দুলিয়া দুলিয়া।
টগর হেনা চামেলি মালতি বেলি
ফুটিল দল মেলি শরম ভুলিয়া॥

মউ বিলাসী প্রজাপতি
নেচে ফেরে অথির-মতি
নাচে হরিণ চপল-গতি
চটুল আঁখি তুলিয়া॥

www.icsbook.info

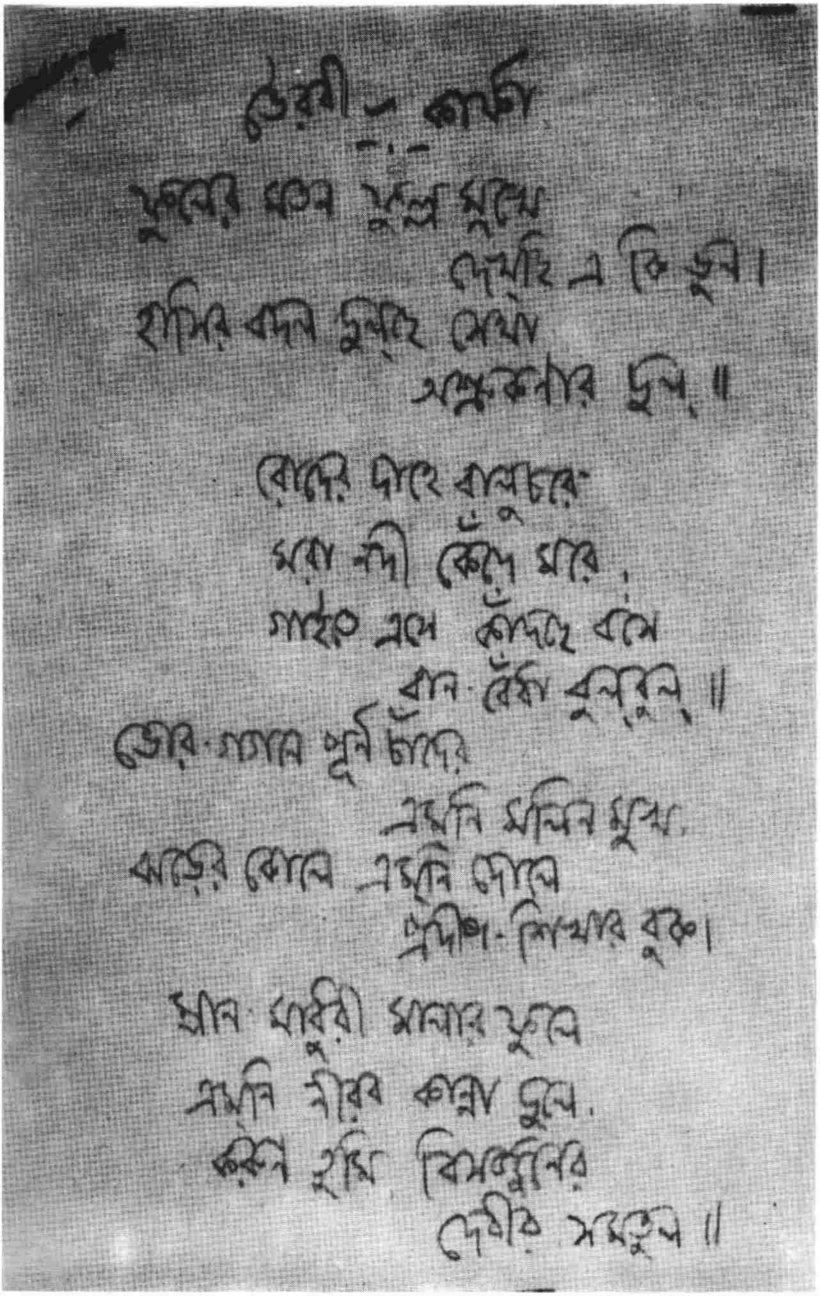

ভৈরবী — কার্ফা

ফুলের মতন ফুল্ল মুখে
দেখছি এ কি ভুল।
হাসির বদল ফুটছে সেথা
অশ্রুকণার ফুল॥

রোদের দাহে বালুচরে
মরা নদী কেঁদে মরে,
গাইতে এসে কাঁদছে বসে
বান-বেঁধা বুলবুলি॥
ভোর-গগনে পূর্ণ চাঁদের
এমনি মলিন মুখ,
ঝড়ের রাতে এমনি দোলে
প্রদীপ-শিখার বুক।

ম্লান মাধবী মালার ফুলে
এমনি নীরব কান্না দুলে,
কোন তুমি বিসর্জনের
দেবীর সমতুল॥

www.icsbook.info

Radharani

ঠুংরী — দাদরা:

বঁধু, তোমার আমার এই যে বিরহ
এক জনমের নহে।
তাই যত কাছে আসি তত এ হিয়া
কি যেন অভাব বহে॥

বারেবারে মোরা এসে যে ভুবনে আসি'
দেখিয়া নিমেষে দুই জনে ভালোবাসি,
দলিয়া সহসা মিলনের সেই মালা
কেন চলিয়া গিয়াছি দোঁহে॥

আমরা বুঝি গো বাঁধিব না ঘর
অভিশাপ বিধাতার,
শুধু চেয়ে থাকি কেঁদে কেঁদে আঁখি
চাঁদ আর পারাবার।

মোদের জীবন-মঞ্জরী দুটী হায়
শতবার, হায় শতবার ঝরে যায়,
আমি কাঁদি ব্রজে, তুমি কাঁদ মথুরায়
মাঝে আঁধার যমুনা বহে॥

www.icsbook.info

৮৫

সিন্ধু মিশ্র কাফি

বকুল-ছায়ে
[redacted] ছিনু ঘুমায়ে
গোপন পায়ে আসিলে তুমি।
করিলে হরণ লাজ-আবরণ
ভাঙিলে স্বপন নয়ন চুমি ॥
জাগিয়া হেরি, পরান ভরি
উঠিছে ফুটে এ কি এ ব্যথারি,
বেদনা যত কুঁড়ি তত
হিয়াতে শরম, নয়নে আশারি।
অকালে [redacted] ফাগুন-আগুন শিখা
রাঙিল মনের [redacted] কানন তুমি ॥

www.icsbook.info

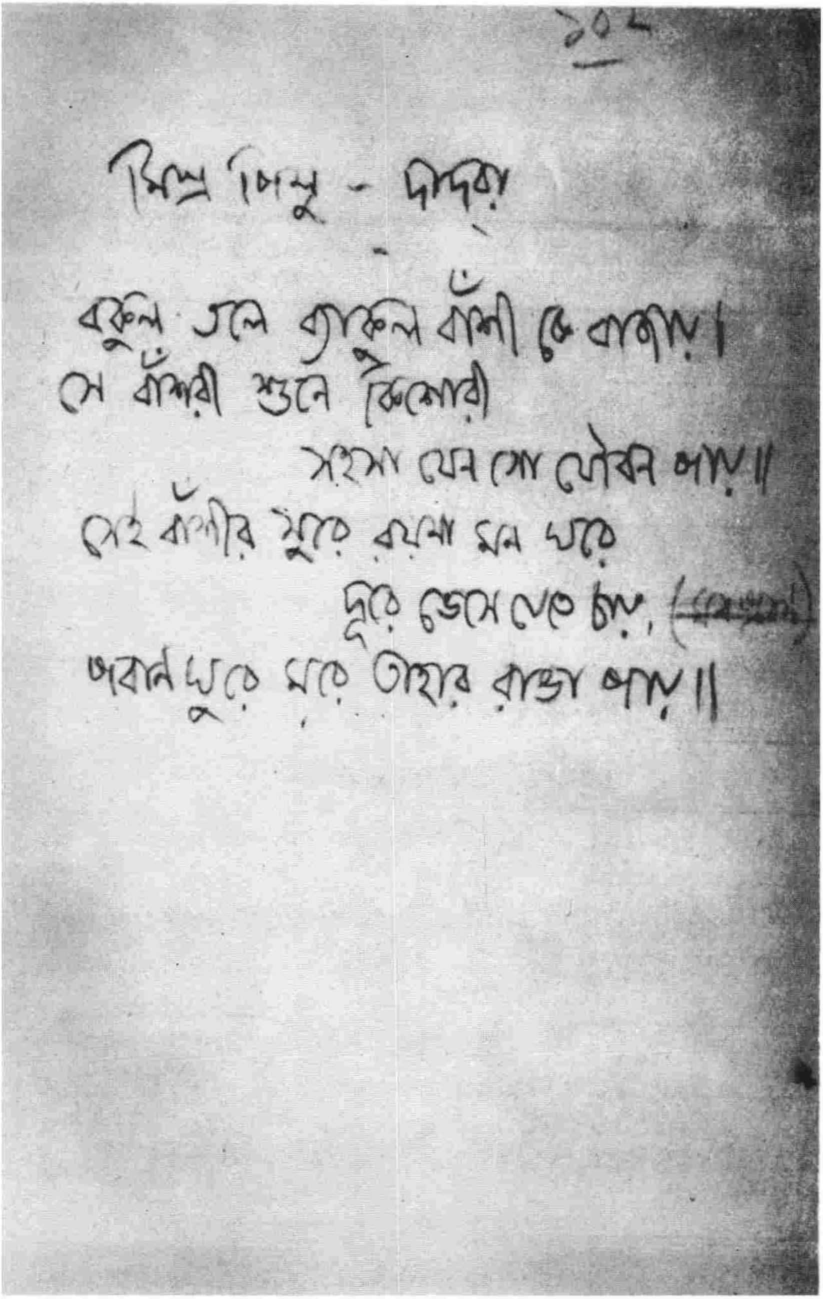
১০২

মিশ্র সিন্ধু - দাদ্‌রা

বকুল তলে ব্যাকুল বাঁশী কে বাজায়।
সে বাঁশরী শুনে কিশোরী
সহসা যেন গো যৌবন পায়॥
সেই বাঁশীর সুরে রয়না মন ঘরে
দূরে ভেসে যেতে চায়,
পরান ঘুরে মরে তাহার রাঙা পায়॥

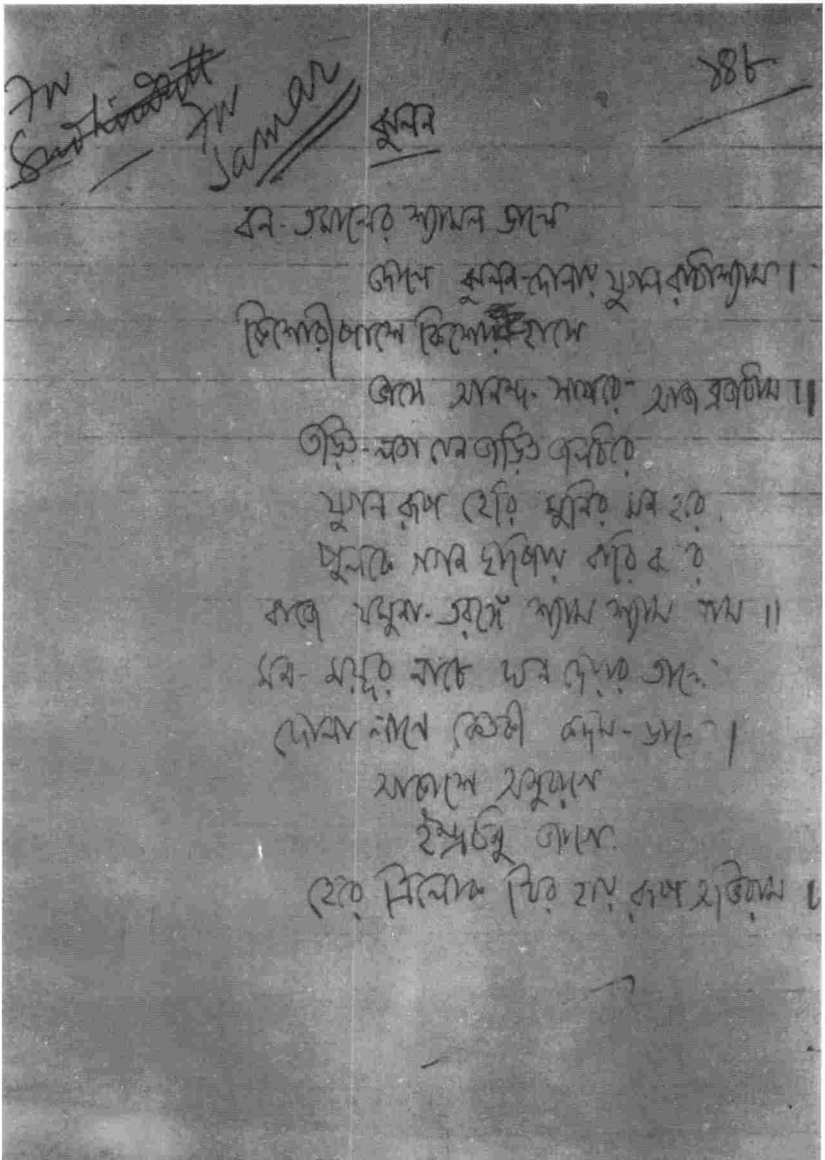
১৪৮

ঝুলন

বন-তমালের শ্যামল ডালে
দোলে ঝুলন-দোলায় যুগল রাধাশ্যাম।
কিশোরী হাসে কিশোর হাসে
জাগে আনন্দ-সাগরে আজ ব্রজধাম।।
তড়িৎ-লতা যেন জড়িত জলধরে
যুগল রূপ হেরি মুরলী মন হরে,
দুলিছে সাথে [illegible]
বাজে যমুনা-তরঙ্গে শ্যাম শ্যাম নাম।।
মন-মাধুরী নাচে [illegible]
দোলন লাগে কেতকী কদম-ডালে।
আকাশে অনুরাগে
ইন্দ্রধনু জাগে
হেরে ত্রিলোক স্থির হয় রূপ অভিরাম।

www.icsbook.info

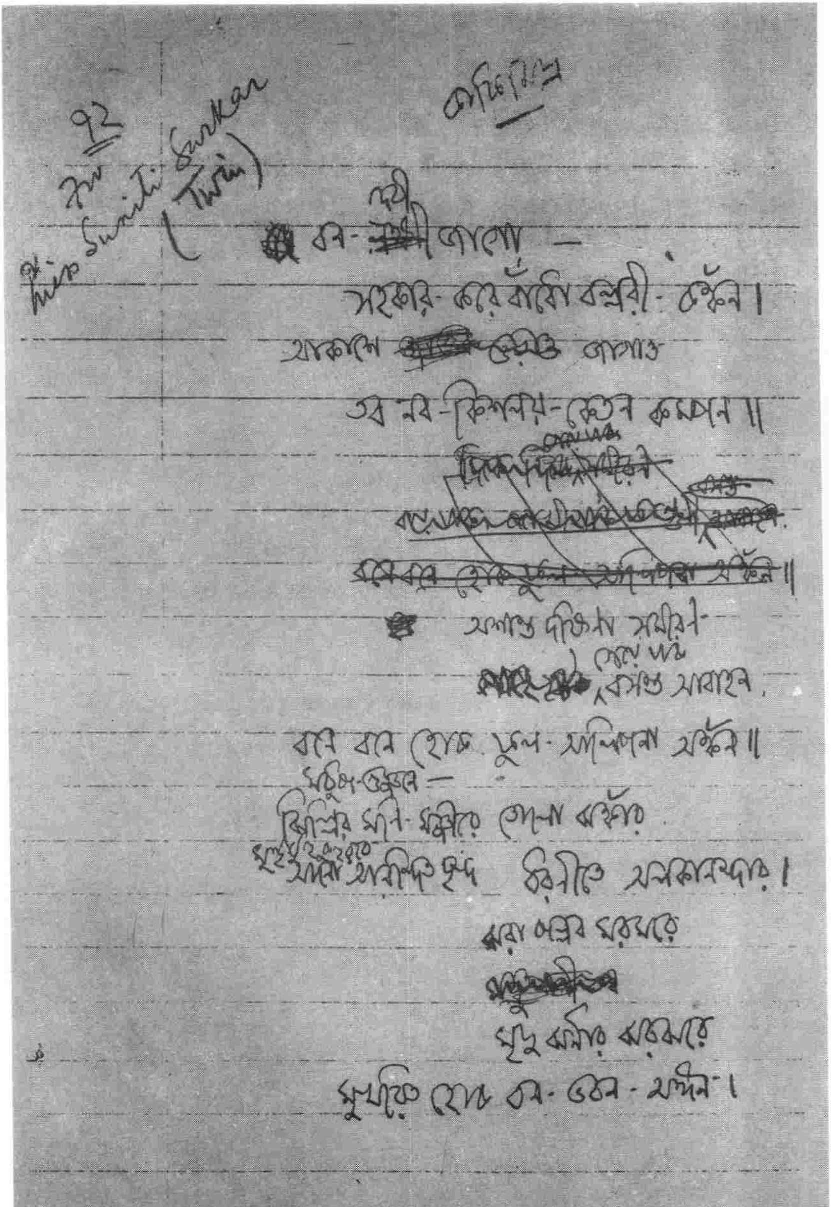

www.icsbook.info

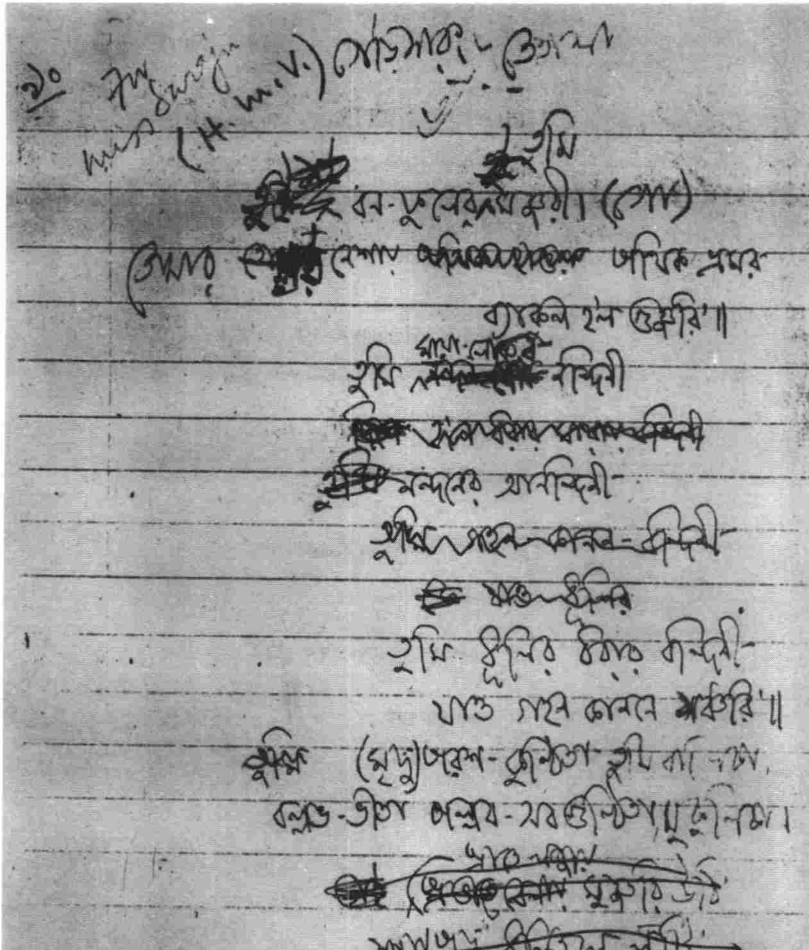
৭০
(H.M.V.) গৌড়সারং — তেওরা
তুমি
বন-ফুলের মঞ্জরী (গৌর)
তোমার নেশায় অলিকে ভ্রমর
ব্যাকুল হল গুঞ্জরি'॥
তুমি নন্দিনী
নন্দনের আনন্দিনী
তুমি ধূলির ধরার বন্দিনী
যাও সহে কাননে সঞ্চরি'॥
তুমি (মৃদু) পরশ-কুণ্ঠিতা
তুমি প্রভাত বেলায় মুঞ্জরি'
সন্ধ্যায় সাজে যাও ঝরি'
তুমি ধরা বল্লরী-লোকে
সুন্দরী॥

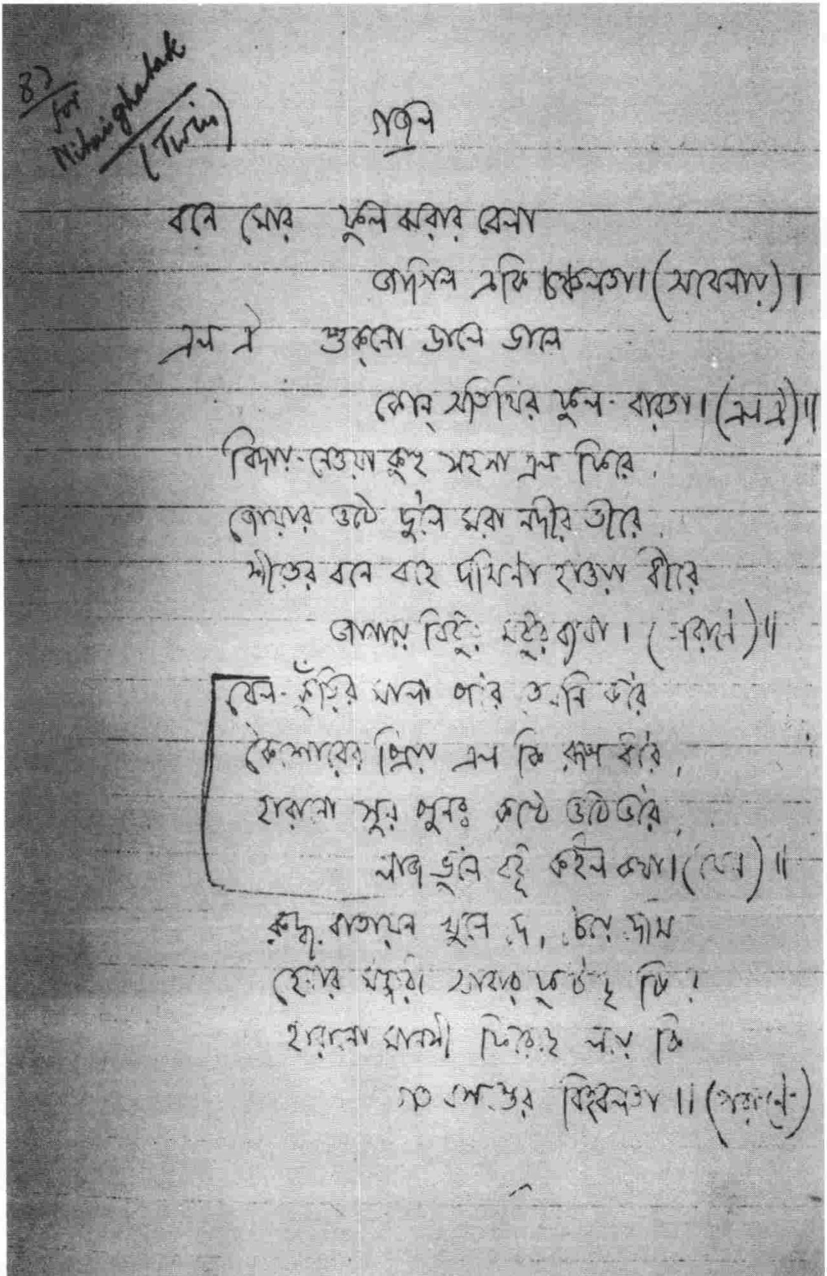

87 for Nitaighatak (Twin)

সঙ্গীত

বনে মোর ফুল ঝরার বেলা
আসিল একি চঞ্চলতা। (মধুমাসে)।
এল ঐ শুকনো ডালে ডালে
কোন্ মাধবীর ফুল-বারতা। (এল ঐ)॥
বিদায়-নেওয়া বঁধু সহসা এল ফিরে,
জোয়ার উঠে দুলে মরা নদীর তীরে,
শীতের বনে বহে দখিনা হাওয়া ধীরে
জাগায় বিধুর মধুর ব্যথা। (বনে মোর)॥
যেন কুঁড়ির মালা পরে তনু ঘিরে
কৈশোরের প্রিয়া এল কি রূপ ধরে,
হারানো সুর পুনঃ কণ্ঠে উঠে ভরে,
লাজ ভুলে বধূ কহিল কথা। (বনে মোর)॥
রুদ্ধ বাতায়ন খুলে দে, চলে যাই
কোন্ মহুয়া আবার ফুটছে কি!
হারানো মানসী ফিরেছে সে কি
এত শোভার বিহ্বলতা॥ (বনে মোর)

www.icsbook.info

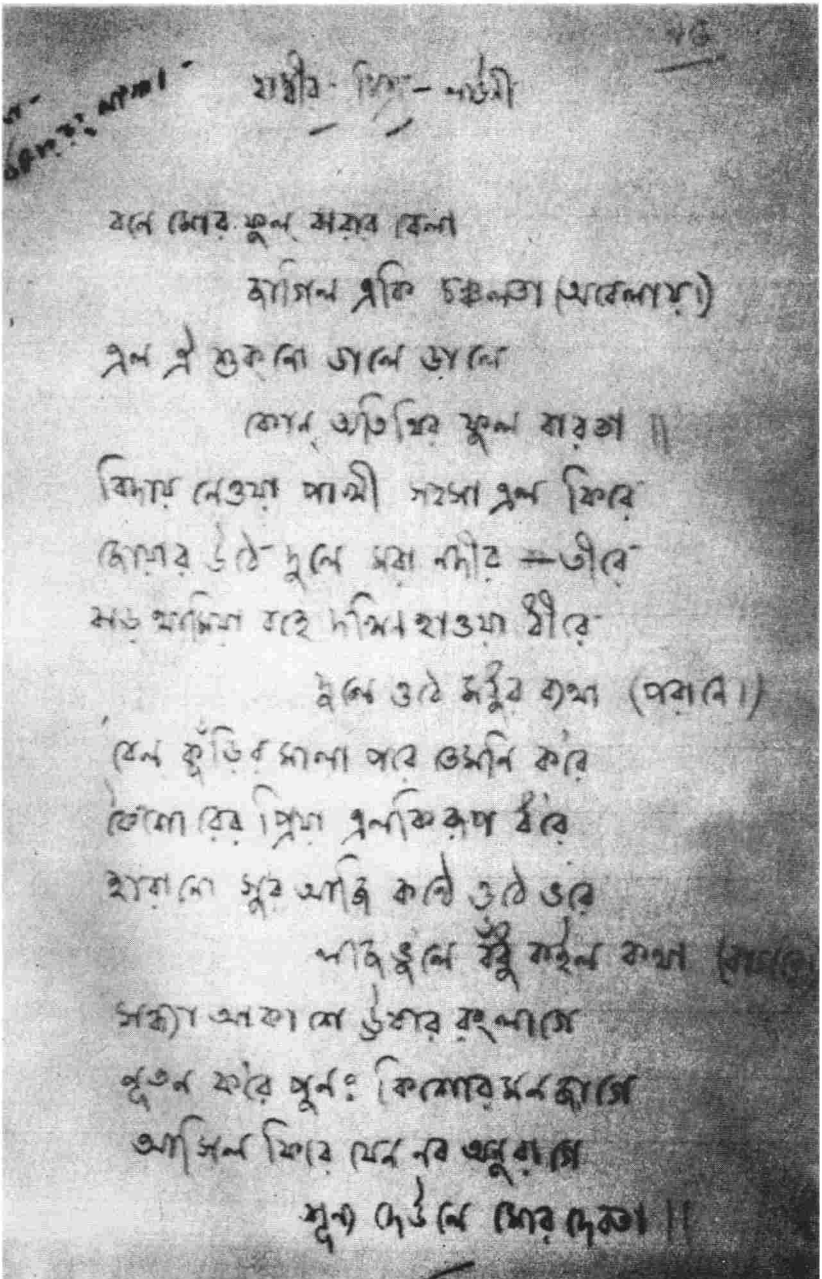

বনে মোর ফুল ঝরার বেলা
কাঁদিল এ কি চঞ্চলতা (অবেলায়)
এল ঐ শুকনো ডালে ডালে
কোন্ অতিথির ফুল বারতা ॥
বিদায় নেওয়া পাখী সহসা এল ফিরে
জোয়ার উঠে দুলে মরা নদীর তীরে
মৃদু অলিকা বহে দখিন হাওয়া ধীরে
বলে ওঠে মধুর কথা (পরানে)
বেল কুঁড়ির মালা পরে তেমনি করে
কে গো রে প্রিয়া এল কিরণ ধরে
হারানো সুর আজি কন্ঠে ওঠে ভরে
গাহিছে বঁধু কহিল কথা (গোপনে)
সন্ধ্যা আকাশে উষার রং লাগে
নূতন করে পুনঃ কিশোর মনে জাগে
আসিল ফিরে যেন নব অনুরাগে
শূন্য দেউলে মোর দেবতা ॥

www.icsbook.info

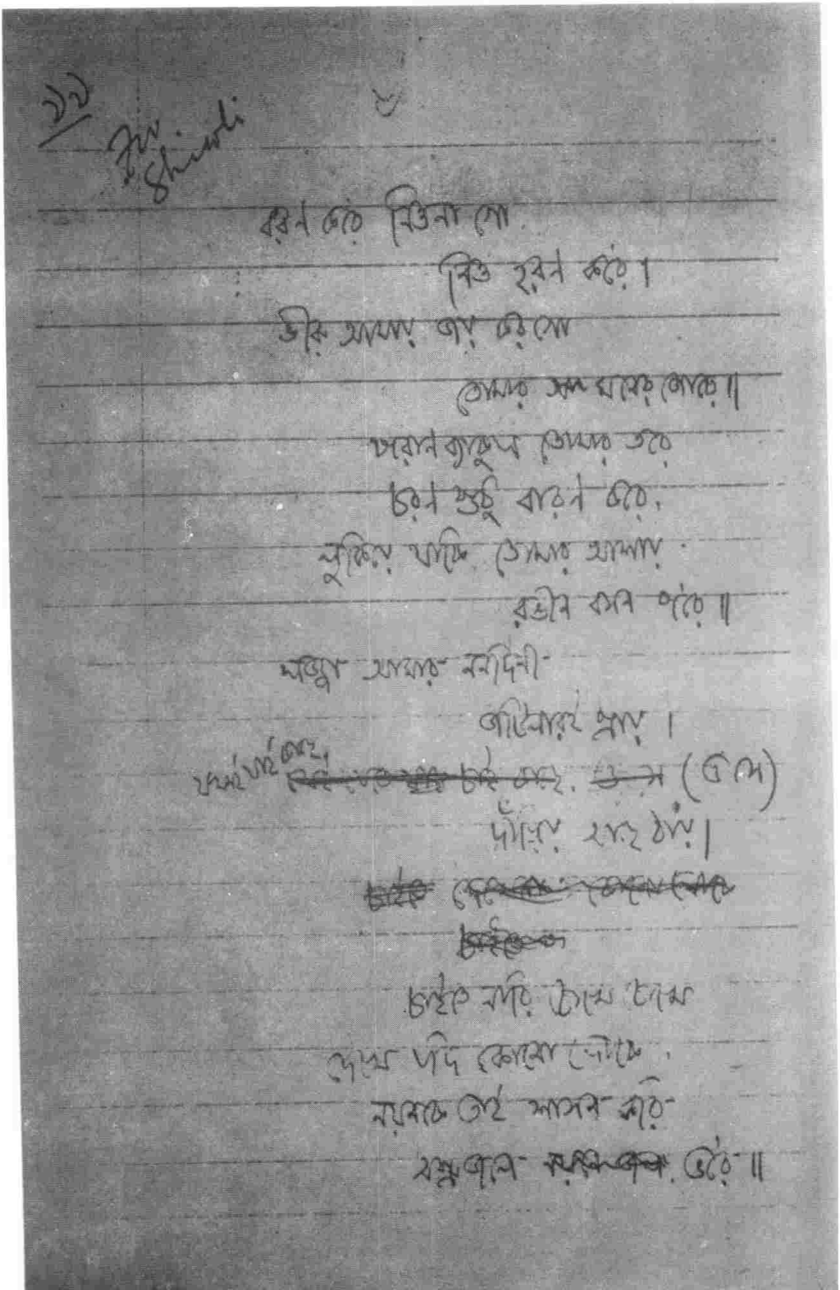

বরণ করে নিও না গো
নিও হরণ করে।
ভীরু আমায় ভয় করি গো
তোমার সব যাবে ভোরে।।
পরান ব্যাকুল তোমার তরে
চরণ শুধু বারণ করে,
লুকিয়ে থাকি তোমার আশায়
রঙীন কনে পরে।।
মল্লিকা আমার ননদিনী
জাগে নারই প্রায়।
যখন যাই ছেড়ে, ~~[illegible]~~ (ঐ সে)
দাঁড়িয়ে রয় ঠায়।
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
চাইতে নারি চোখে চোখ
দেখে যদি কোনো লোক
নয়নে তাই আসন করি
বন্ধু জানে ~~[illegible]~~ ভরে।।

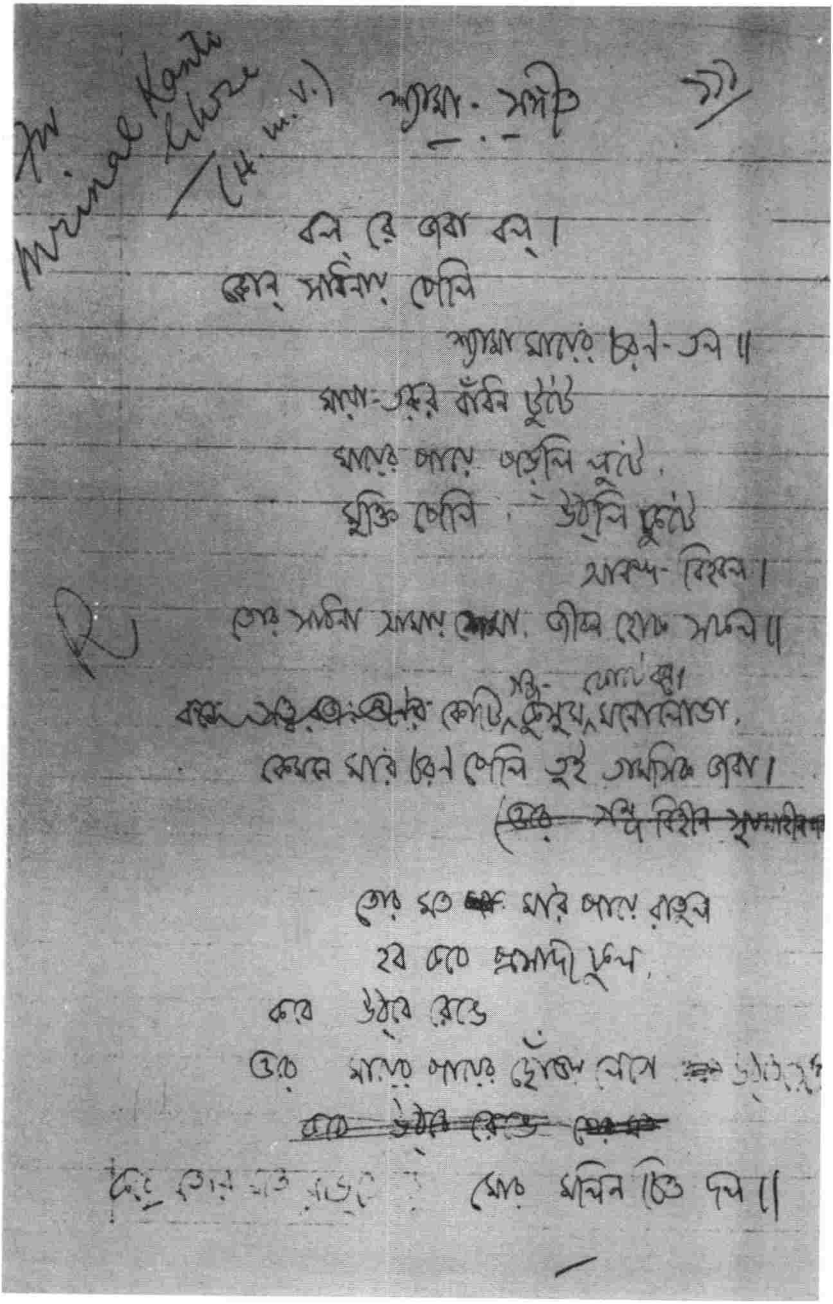

www.icsbook.info

XIV. (Harmonium) From Pilu.

১৯

ভজন

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু হইব না আর পথ হারা
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায় তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা।
মায়ারূপী হায় কত স্নেহ-নদী
জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি
সব ছেড়ে গেল [struck through] হারাইনু
তুমি এস প্রাণে প্রেমবারি
শ্রান্ত পথের ক্লান্ত পথিক লুটায় তোমার দ্বারে।
আরো যদি কিছু থাকে মোর প্রিয় লয়ে বাঁধ এ বন্দীরে।
জগতের [struck through],
মিটিবে না তাহে অনন্ত-তৃষা।
হে প্রেম-সিন্ধু, পিয়াও পিয়াসা। [struck through]।

কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলাঘর, কি হবে লয়ে এ [illegible] ঘর
টুটে ভেঙে যায় তবু শিশুপ্রাণ ঠেলে মোদেরে নিরন্তর।
ডাকি লও মোরে মুক্তি আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন-লোকে,
শান্তি হোক এ ক্রন্দন আর সহে না এ নয়ন-ধারা॥

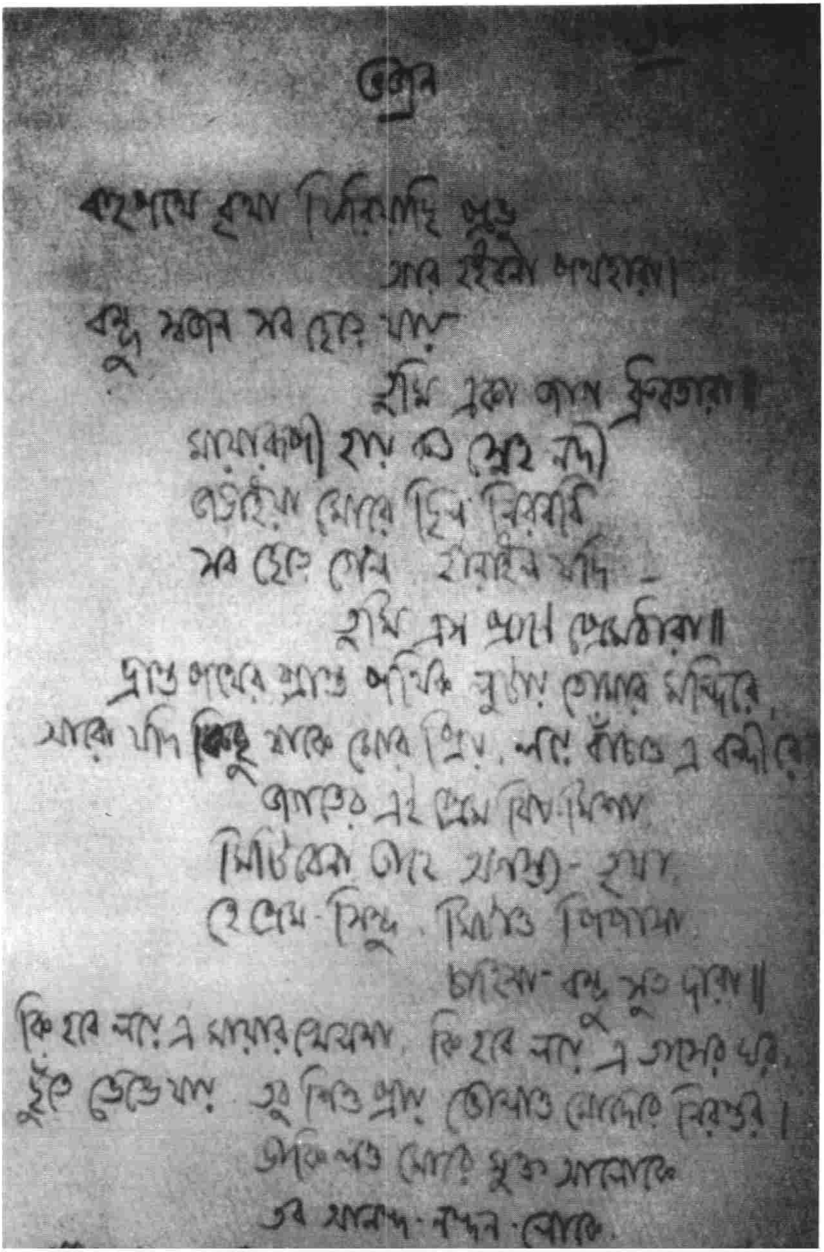
ভজন

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু
আর হইব না পথহারা।
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়
তুমি একা জাগ ধ্রুবতারা॥
মায়াকারা হায় এ স্নেহ নদী
জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি
সব ছেড়ে গেল হারাইনু যদি
তুমি এস প্রাণে প্রেমধারা॥
শ্রান্ত পথের শ্রান্ত পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে,
আর যদি কিছু থাকে মোর প্রিয়, লহ বাঁধো এ বন্দীরে।
জগতের এই প্রেম-বিনিময়
মিটিবে না মোর অনন্ত-তৃষা,
হে প্রেম-সিন্ধু, মিটাও পিপাসা
চাহি না-বন্ধু সুত দারা॥
কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা, কি হবে লয়ে এ তাসের ঘর,
দুইটে ভেঙে যায় তবু শিশু প্রায় খেলাও মোদেরে নিরন্তর।
টানিয়া লও মোরে বুকে আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন-লোকে।

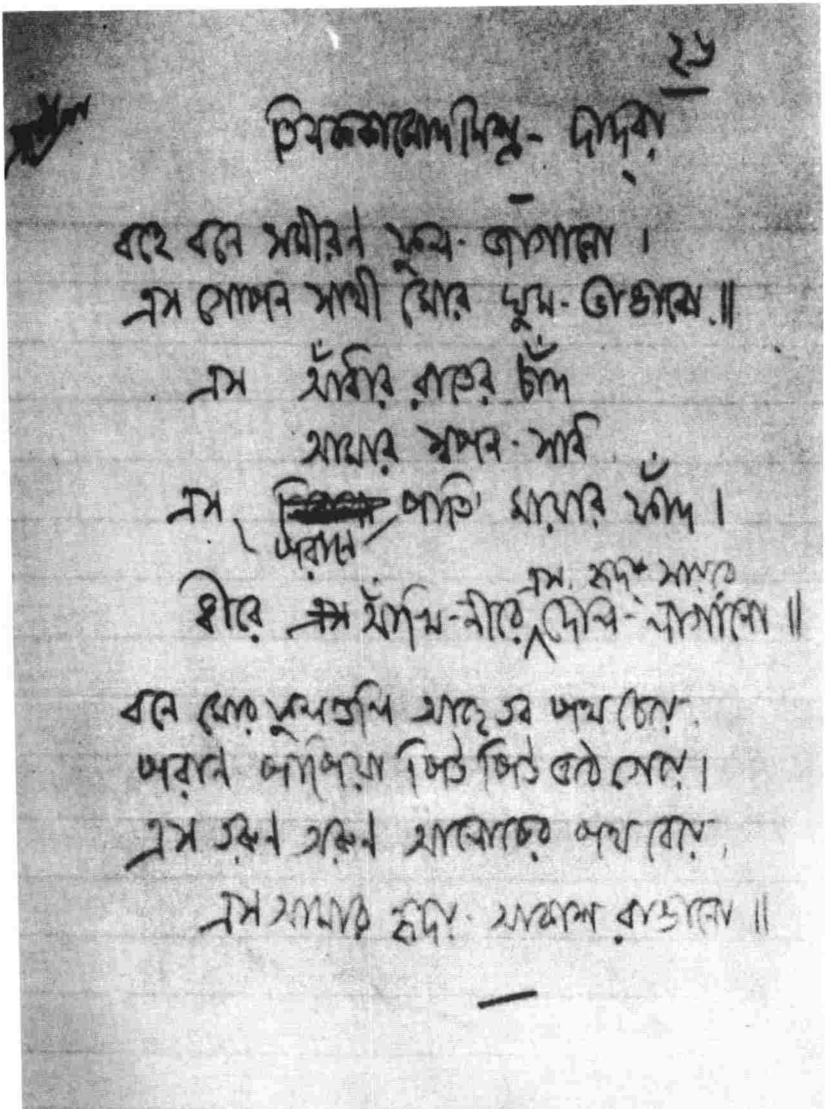
২৬

পিলু - দাদ্রা

বহে বনে সমীরণ ফুল-জাগানো।
এস গোপন সাথী মোর ঘুম-ভাঙানো॥
এস আঁধার রাতের চাঁদ
আমার স্বপন-সাথি
এস পরানে পাতি' মায়ার ফাঁদ।
ধীরে এস আঁখি-নীরে, এস হৃদি-সায়রে দোলা-লাগানো॥

বনে মোর ফুলগুলি আছে সব পথ চেয়ে,
পরানে জাগিয়া চিতে চিতে ওঠে গেয়ে।
এস নবীন তরুণ আলোকের পথ বেয়ে,
এস আমার হৃদয়-আকাশ রাঙানো॥

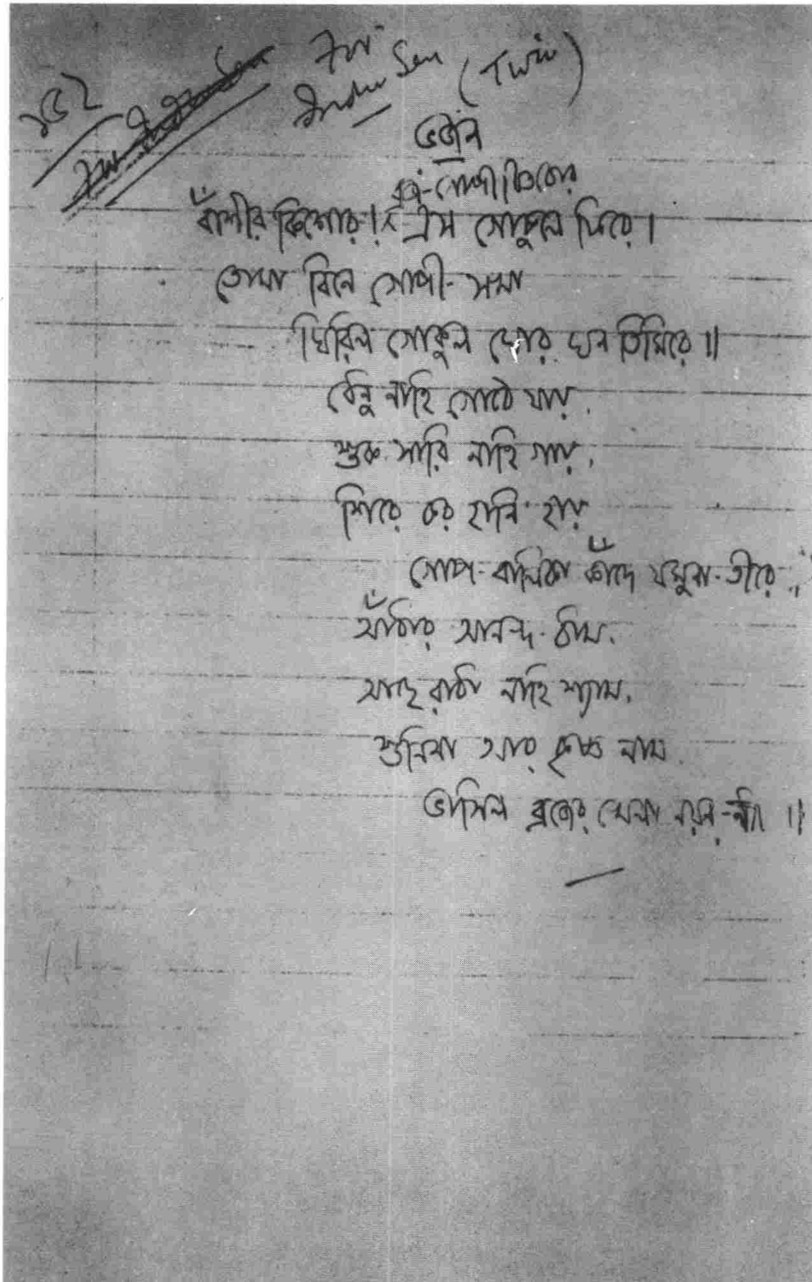
বাঁশরী কিশোর! ব্রজ-গোপী চিতচোর এস গোকুলে ফিরে।
তোমা বিনে গোপী-সখা
ঘিরিল গোকুল ঘোর ঘন তিমিরে॥
ধেনু নাহি গোঠে যায়,
শুক সারি নাহি গায়,
শিরে কর হানি হায়
গোপ-বালিকা কাঁদে যমুনা-তীরে॥
আঁধার আনন্দ-চাঁদ,
যাদুমণি নাহি শ্যাম,
শুনিয়া তোমার প্রিয় নাম
ভাসিল ব্রজের খেলা নয়ন-নীরে॥

www.icsbook.info

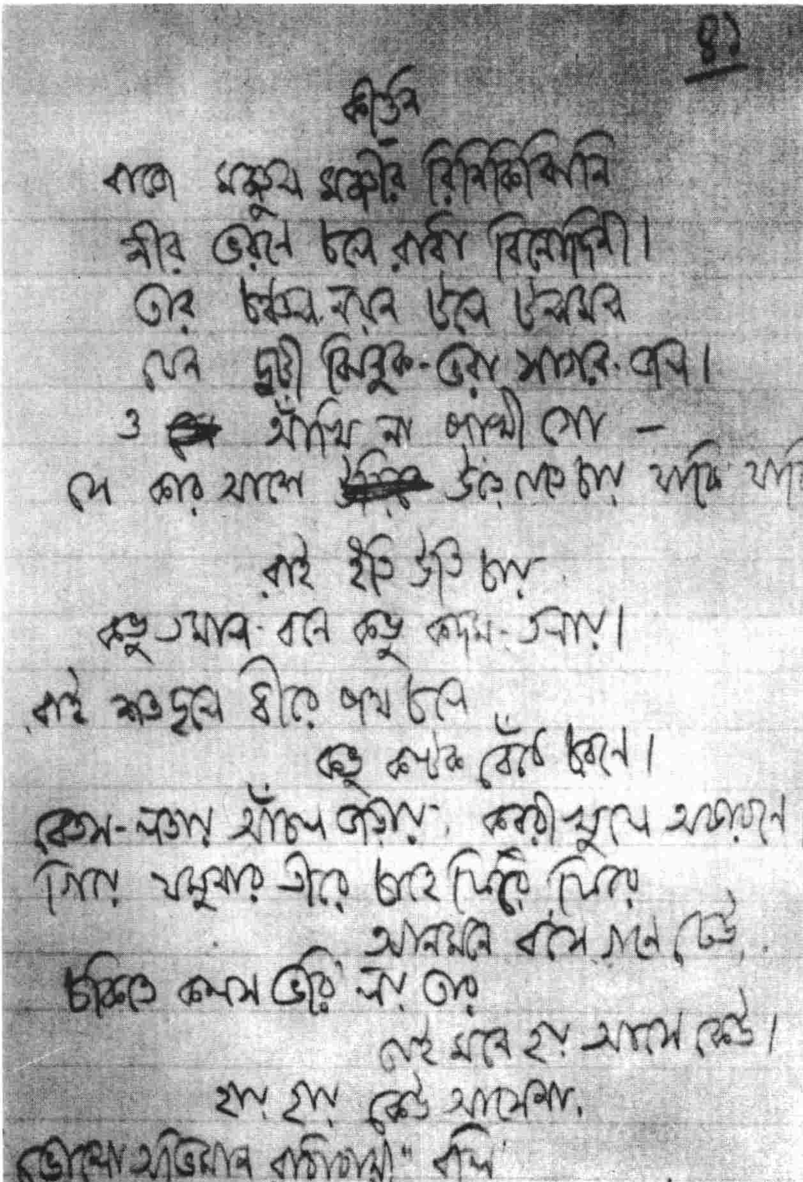

www.icsbook.info

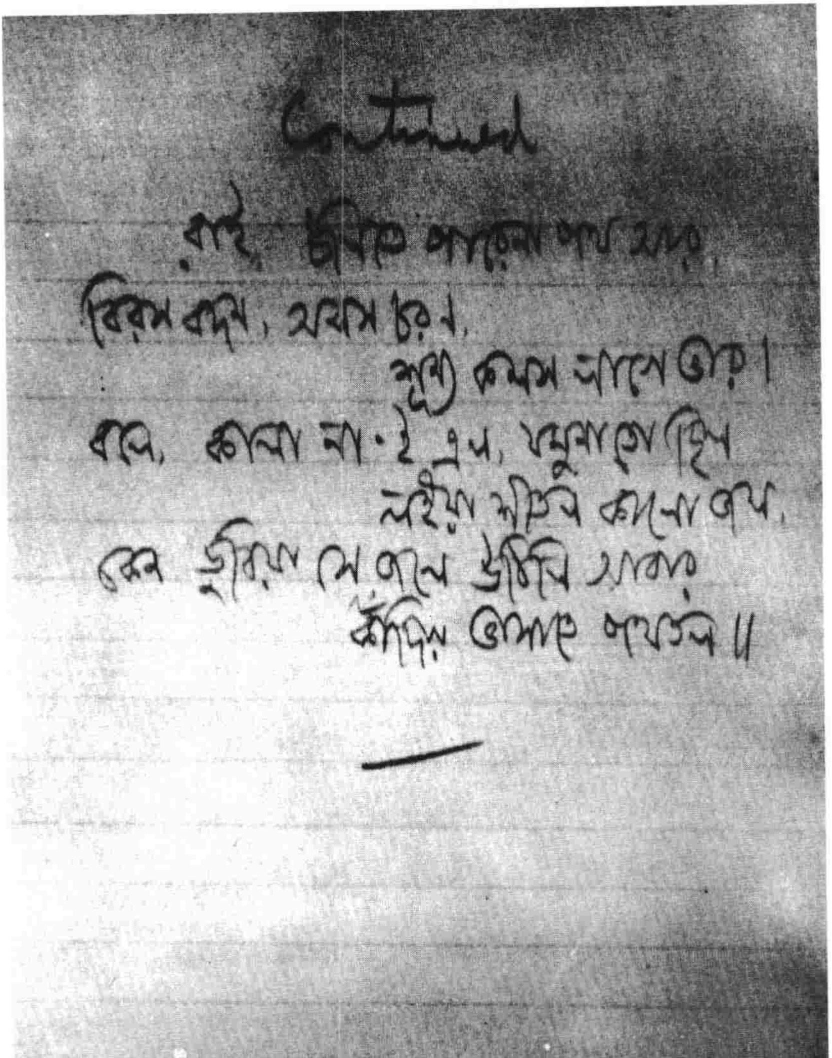
Continued

রাই, চলিতে পারেনা পথ আর,
বিরস বদন, অবশ চরণ,
শূন্য কলস কাঁখে তার।
বলে, কালো নাই এল, যমুনাতে হেরি
লইয়া শ্যামের কালো রূপ,
কেন ডুবিয়া সে জলে উঠিনি আবার
কাঁদিয়া ভাসায় পথতল॥

www.icsbook.info

7th Dilip Sen

কীর্তন

৮১

বাজে মঞ্জুল মঞ্জীর রিনিকি ঝিনি
নীর ভরণে চলে রাধা বিনোদিনী।
তার চঞ্চল [redacted] ভরে উথমন
যেন দুটী [illegible] সাগর-জল।
ও [illegible] পাখী সে
সে কার আশে উড়িতে চায় থাকি থাকি গো।
রাই ইতি উতি চায়
বঁধু তমাল- [redacted] বঁধু [redacted] কদম তলায়। /
রাই শত ছলে [redacted] পথ চলে [illegible]
কেশ-লতায় হাতে জড়ায়, বেণী খুলি [illegible]।
গিয়ে যমুনার তীরে চাহে ফিরে ফিরে [illegible]
চকিতে [illegible] নয় তার [illegible]।
হায় হায় কেউ হায় [illegible]
ভোলা অভিমান [illegible] বলি [redacted] শ্যাম এলে [illegible]।
রাই চলিতে পারে না পথে আর
বিরস বদন অধর [illegible]
বলে কালা নাই [illegible] যমুনা যে ছিল [illegible]
কেন ডুবিয়া সে জলে উঠিনি আবার [illegible]
[illegible]-তল।।

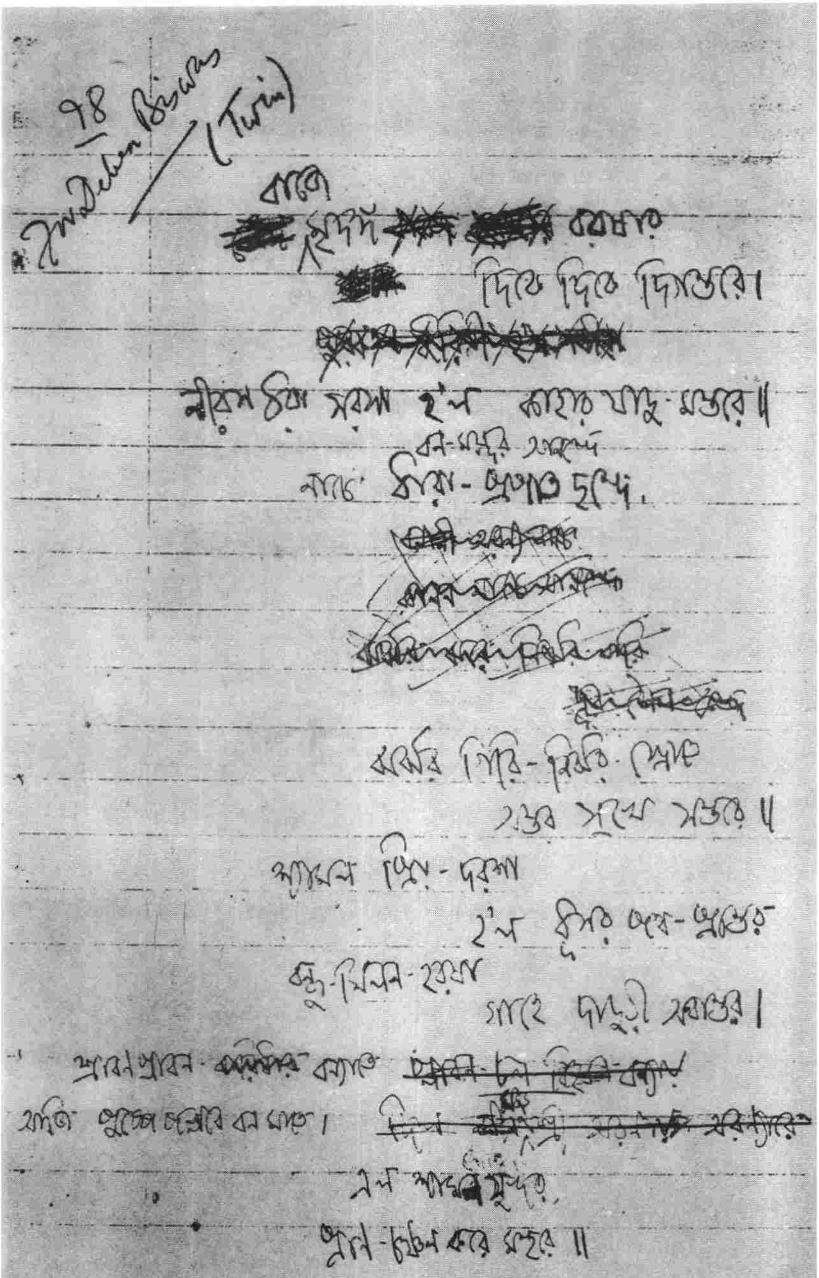
বাজে মৃদঙ্গ বরষার
দিকে দিকে দিগন্তরে।
নীরস ধরা সরস হ'ল কাহার যাদু-মন্তরে॥
বন-ময়ূর আনন্দে
নাচে
গভীর সুখে মন্তরে॥
হ'ল
গাহে দাদুরী প্রান্তরে।

www.icsbook.info

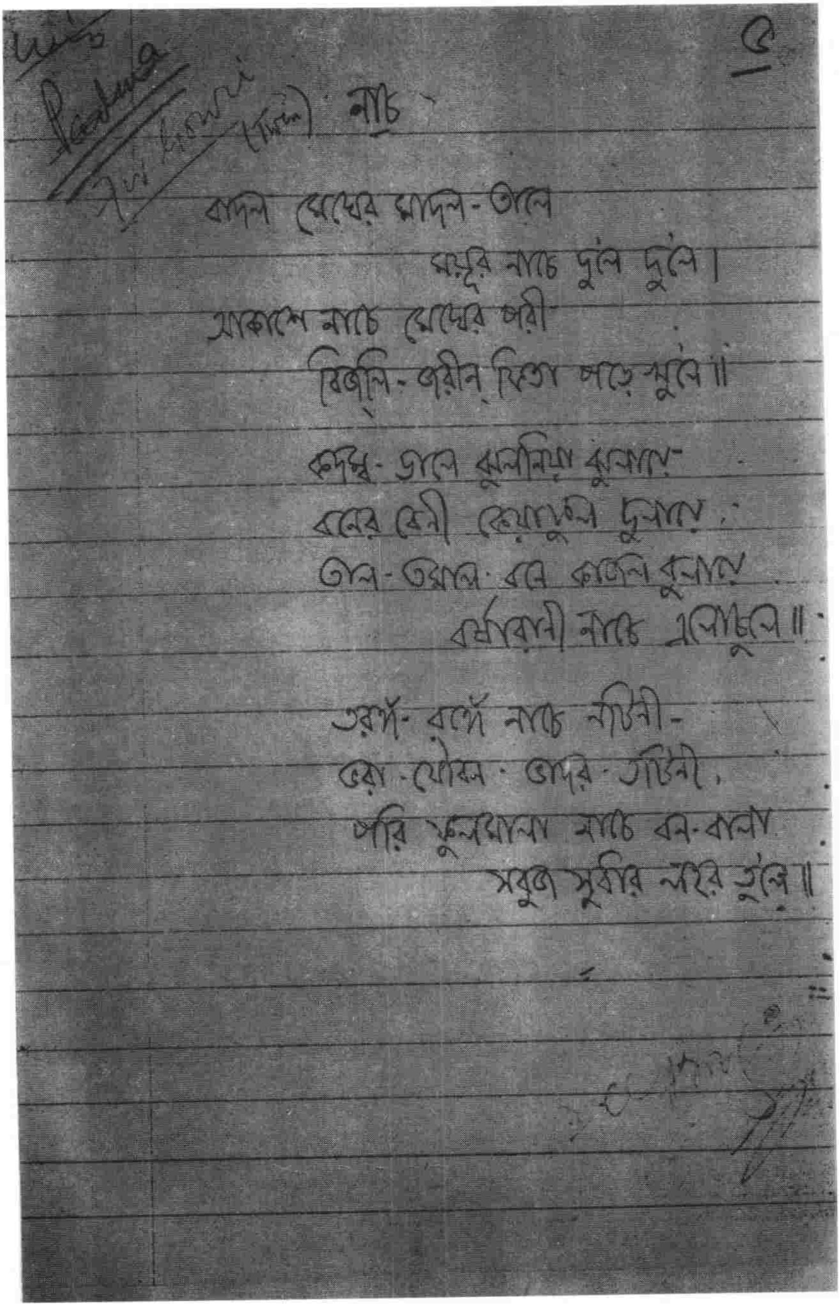

নাচ

বাদল মেঘের মাদল-তালে
ময়ূরী নাচে দুলে দুলে।
আকাশে নাচে মেঘের পরী
বিজলি-জরীন ফিতা পায়ে খুলে॥

কদম্ব-ডালে ঝুলনিয়া ঝুলায়
বনের বেণী কেয়াফুল দুলায়;
জল-ভরাল বনে কাজলি বুলায়
বর্ষারানী নাচে এলোচুলে॥

তরঙ্গ-রঙ্গে নাচে নটিনী
ভরা-যৌবন ভাদর-তটিনী,
পরি ফুলমালা নাচে বন-বালা
সবুজ সুধার লহরী তুলে॥

www.icsbook.info

৪

দাদরা

For Dhiren

বাসন্তী রং শাড়ী পরো
খয়ের রং-এর টীপ।
সাঁঝের বেলায় সাজবে যখন
জ্বালবে যখন দীপ॥
বন-যূথিকার গেঁথে মালা
দোলন-খোঁপায় পরবে বালা,
দুলিয়ে দিও কণ্ঠতটে
শিউরে-ওঠা নীপ॥
কর্ণমূলে দুলিয়ে দিও দুলাল-চাঁপার ঝুরি
বন-অতসীর কাঁকন পরো, কনক-গাঁদার চুড়ি।
আধ-খানা চাঁদ গরব ভরে
হাসে হাসুক আকাশ পরে
তুমি রাখো আধ-খানা চাঁদ
হিয়ার মণি-দীপ॥

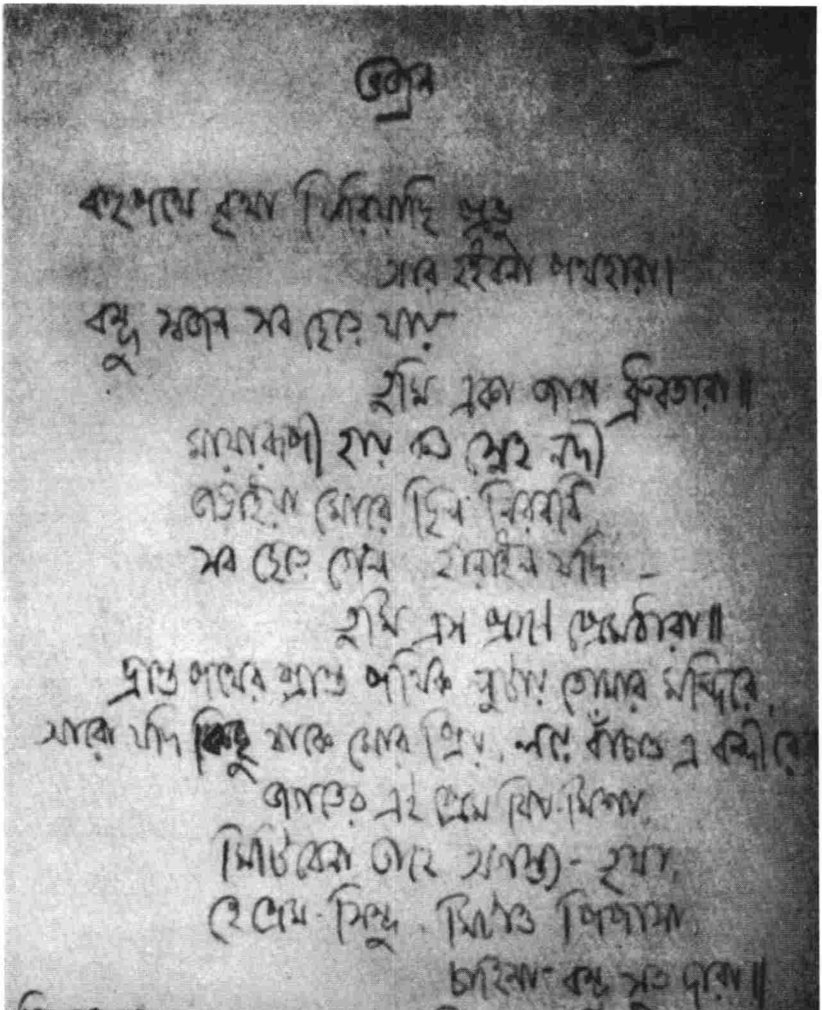
ভজন

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু
আর হবো না পথহারা।
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়
তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা॥
মায়াবিনী হায় এ স্নেহ নদী
ভাসাইয়া মোরে ছিল নিরবধি
সব ছেড়ে শেষে হারাই যদি —
তুমি এস প্রাণে প্রেমধারা॥
শ্রান্ত পথের প্রান্তে পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে,
আরো যদি কিছু থাকে মোর প্রিয়, লয়ে বাঁচাও এ বন্দীরে।
জগতের এই প্রেম-বিনিময়
মিটাবে না তারে অনন্ত-তৃষায়,
হে প্রেম-সিন্ধু মিটাও পিপাসা
চাহিনা বন্ধু সুত দারা॥
কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা, কি হবে লয়ে এ তাসের ঘর,
টুটে ভেঙে যায় তবু শিশু প্রায় ভোলাও মোদেরে নিরন্তর।
ডেকে লও মোরে মুক্ত আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন-লোকে
শান্ত হোক এ ক্রন্দন, আর সহে না এ বন্ধন-কারা॥

www.icsbook.info

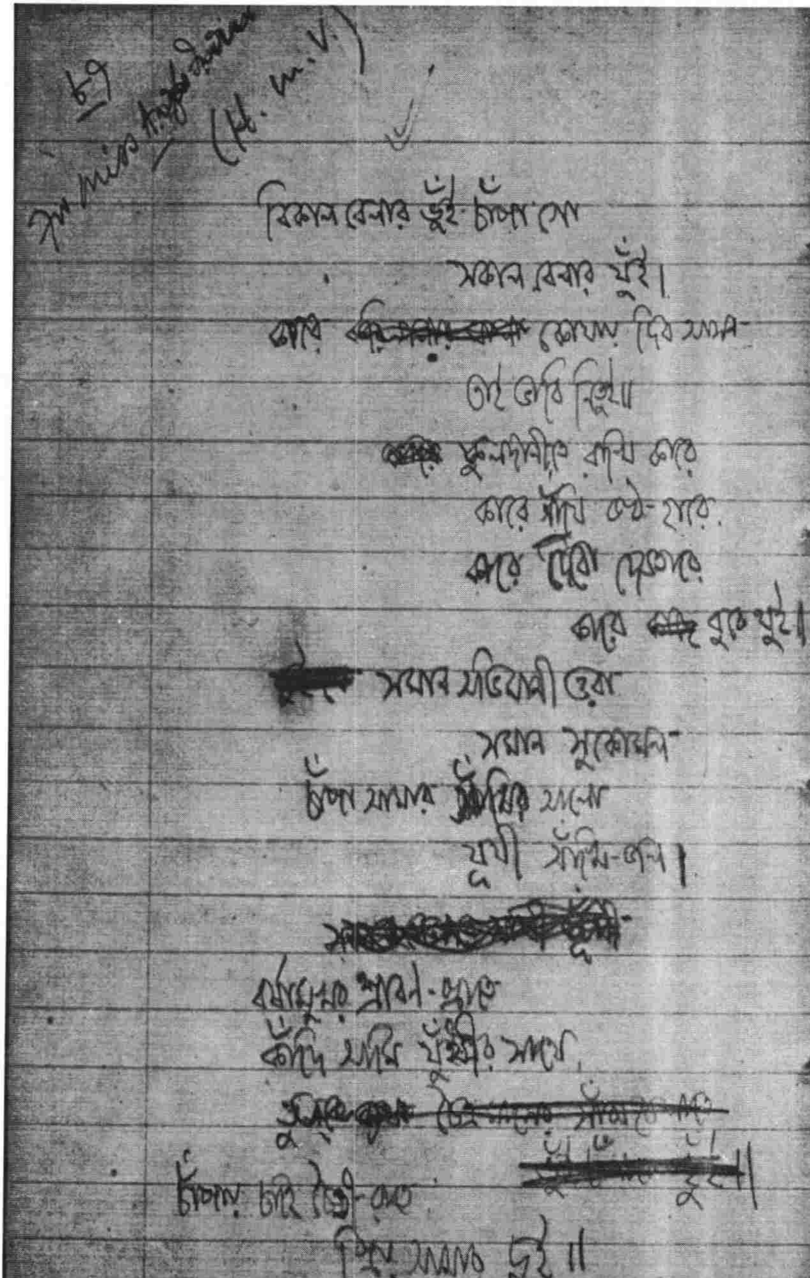
৮৭
For miss Angurbala
(H.M.V.)

বিকাল বেলার ভুঁই চাঁপা গো
সকাল বেলার যুঁই।
রাতে ~~[illegible]~~ তোমায় দিব সাথে
তাই ভেবে কি ক্ষুণ্ণ।
ফুলদানীতে রাখি কারে
কারে গাঁথি কণ্ঠ-হারে
কারে খোঁপা দেই রে
কারে ~~[illegible]~~ বুকে থুই।
~~[illegible]~~ সমান অভিমানী তোরা
সমান সুকোমল
চাঁপা আমার আঁখির আলো
যূথী আঁখির-জল।
~~[illegible]~~
বর্ষামুখর শ্রাবণ-প্রাতে
কাঁদি আমি যূথীর সাথে,
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ ভুঁই।
চাঁপায় চাই চৈত্রী-রাতে
প্রিয় আমার দুই।।

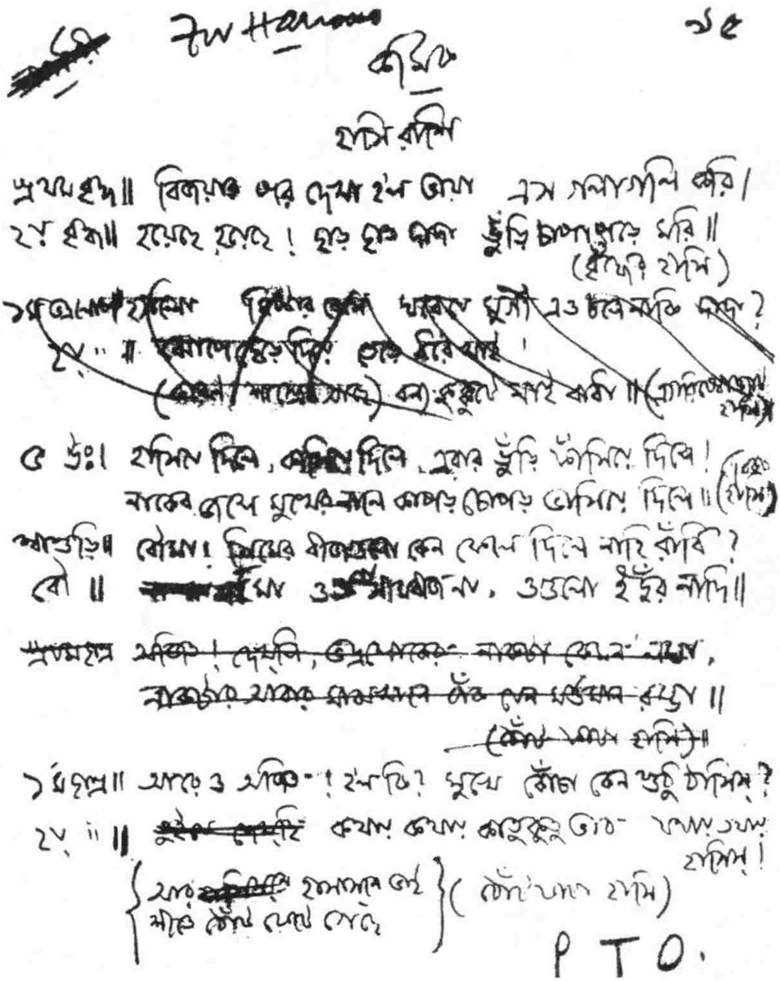
Tin Harmonu ১৫

হাসি রাশি

প্রথম হুঁকো॥ বিজয়ার পর দেখা হ'ল ভায়া এস গলাগলি করি।
২য় হুঁকো॥ হয়েছে হয়েছে! ছাড় ছাড় দাদা ঢুঁসি চাপাচাপে মরি॥
(হেঁচকি হাসি)

[illegible]

৩ উঃ। হাসিয়ে দিলে, [illegible] দিলে, এবার ঢুঁসি ফাঁসিয়ে দিবে! ([illegible] হাসি)
নাকের ডগে মুখের [illegible] কোঁচড় চোপড় ভেসিয়ে দিলে॥ (হাসি)
শাশুড়ি॥ বৌমা! [illegible] কেন ফেলে দিলে নাকি রাবি?
বৌ॥ [illegible] ওগুলো ইঁদুর নাদি॥

[illegible]

১ম হুঁকো॥ আরে ও [illegible]! হ'ল কি? মুখে কোঁচা কেন গুঁজি হাসিস্?
২য় " ॥ [illegible] কেমন কেমন কাতুকুতু [illegible] হাসিস্!
{আর [illegible] হাসাহাসি [illegible] মাঠে কোঁচা খেয়ে গেছে} (কোঁচা খাওয়া হাসি)

P T O.

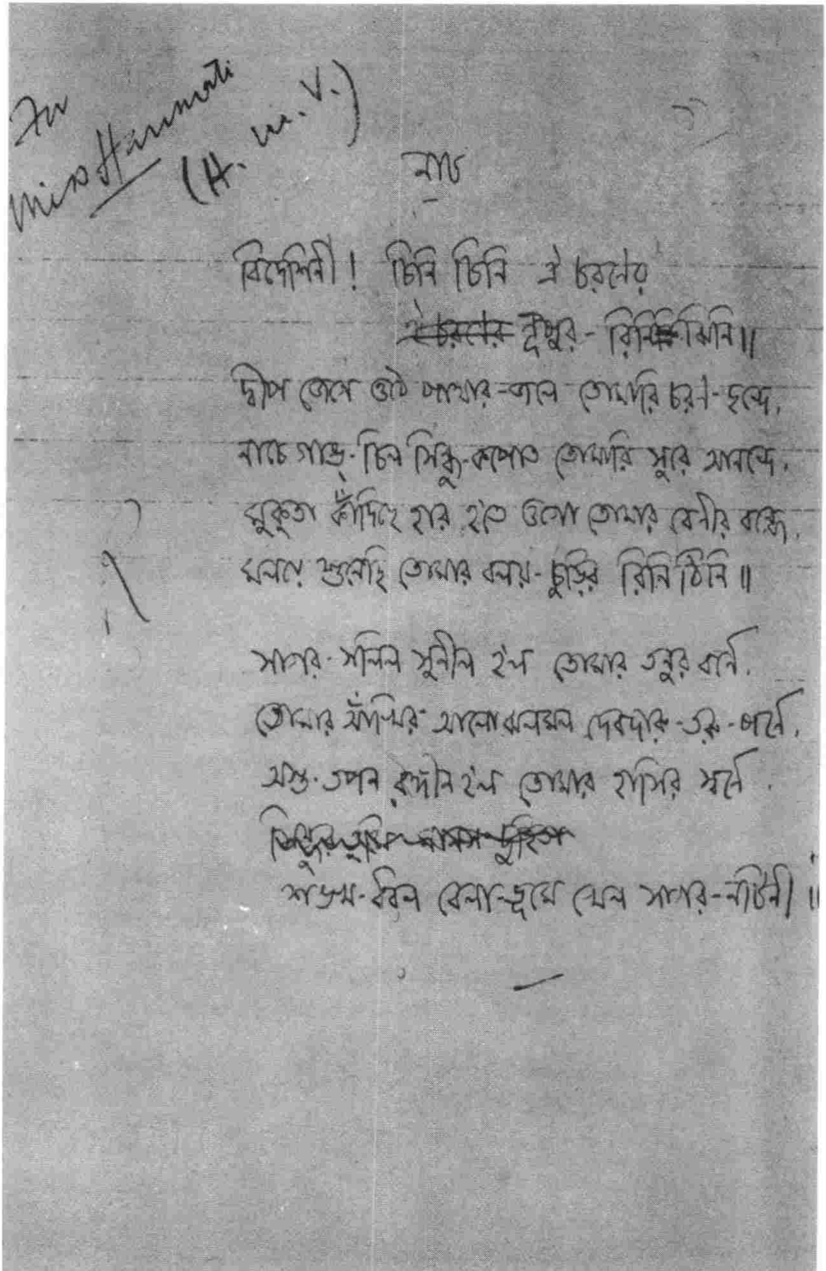
For Miss Harimati (H. M. V.)
নাচ
বিদেশিনী! চিনি চিনি ঐ চরণের
~~ঐ চরণের~~ নূপুর - রিনি~~ঝি~~ঝিনি ॥
দ্বীপ জেগে ওঠে সাগর-জলে তোমারি চরণ-ছন্দে,
নাচে গাঙ-চিল সিন্ধু-কপোত তোমারি সুরে আনন্দে,
মুকুতা কাঁদিয়ে হার হয়ে ওঠে তোমার বেণীর বন্ধে,
মনে হয় শুনেছি তোমার বলয়-চুড়ির রিনিঠিনি ॥
সাগর-সলিল সুনীল হল তোমার তনুর বর্ণে,
তোমার আঁখির আলো ঝলমল দেবদারু-তরু-পর্ণে,
অস্ত-তপন রঙীন হল তোমার হাসির স্বর্ণে।
~~[illegible]~~
শঙ্খ-ধবল বেলা-দ্বীপে যেন সাগর-নটিনী ॥

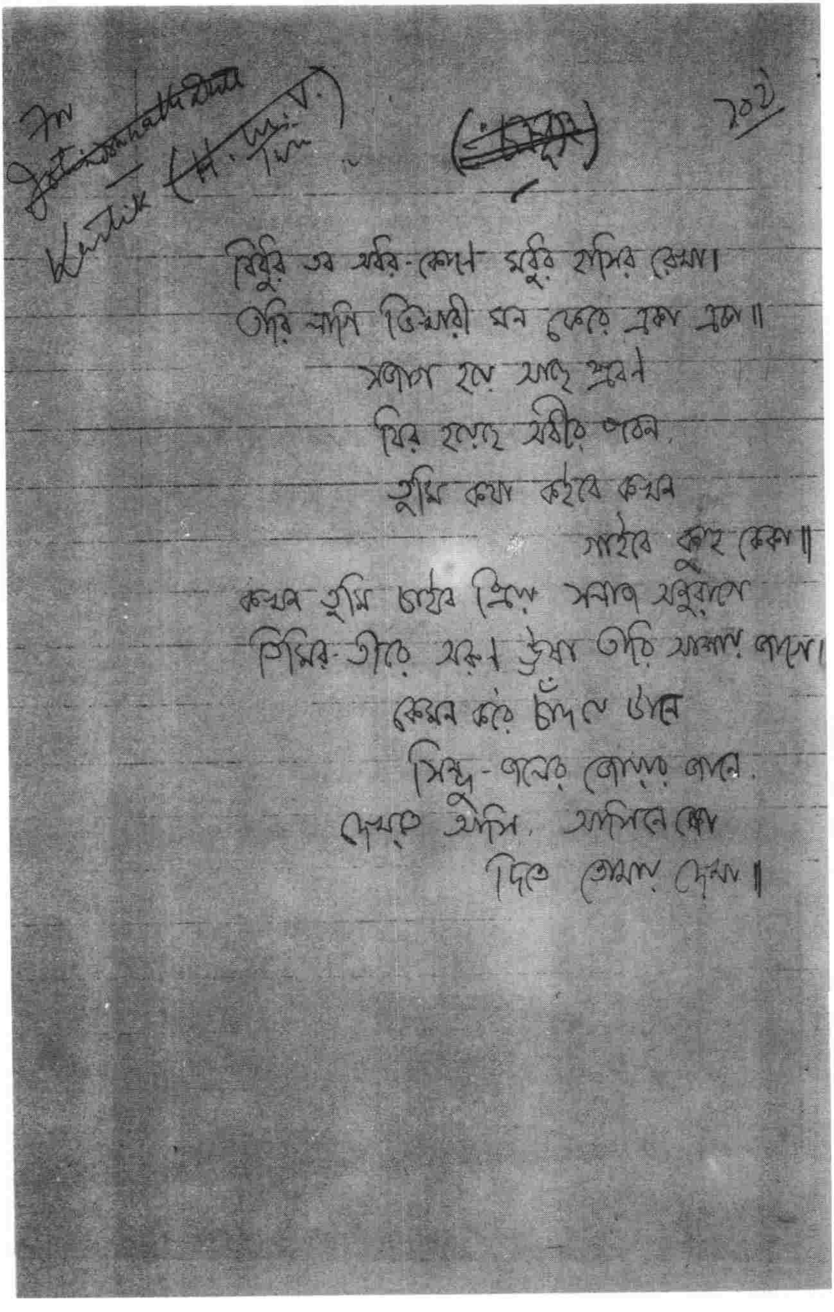
বিধুর তব অধর-কোণে মধুর হাসির রেখা।
তারি লাগি ভিখারী মন ফেরে একা একা ॥
সজাগ হয়ে আছে শ্রবণ
থির হয়েছে অধীর পবন,
তুমি কথা কইবে কখন
গাইবে কুহু কেকা ॥
কখন তুমি চাইবে প্রিয় সলাজ অনুরাগে
শিশির-তীরে অরুণ ঊষা তারি আভাস জাগে।
কেমন করে চাঁদের টানে
সিন্ধু-জলের জোয়ার জাগে,
দেখতে আসি, আসিলে শেষ
দিতে তোমায় দেখা ॥

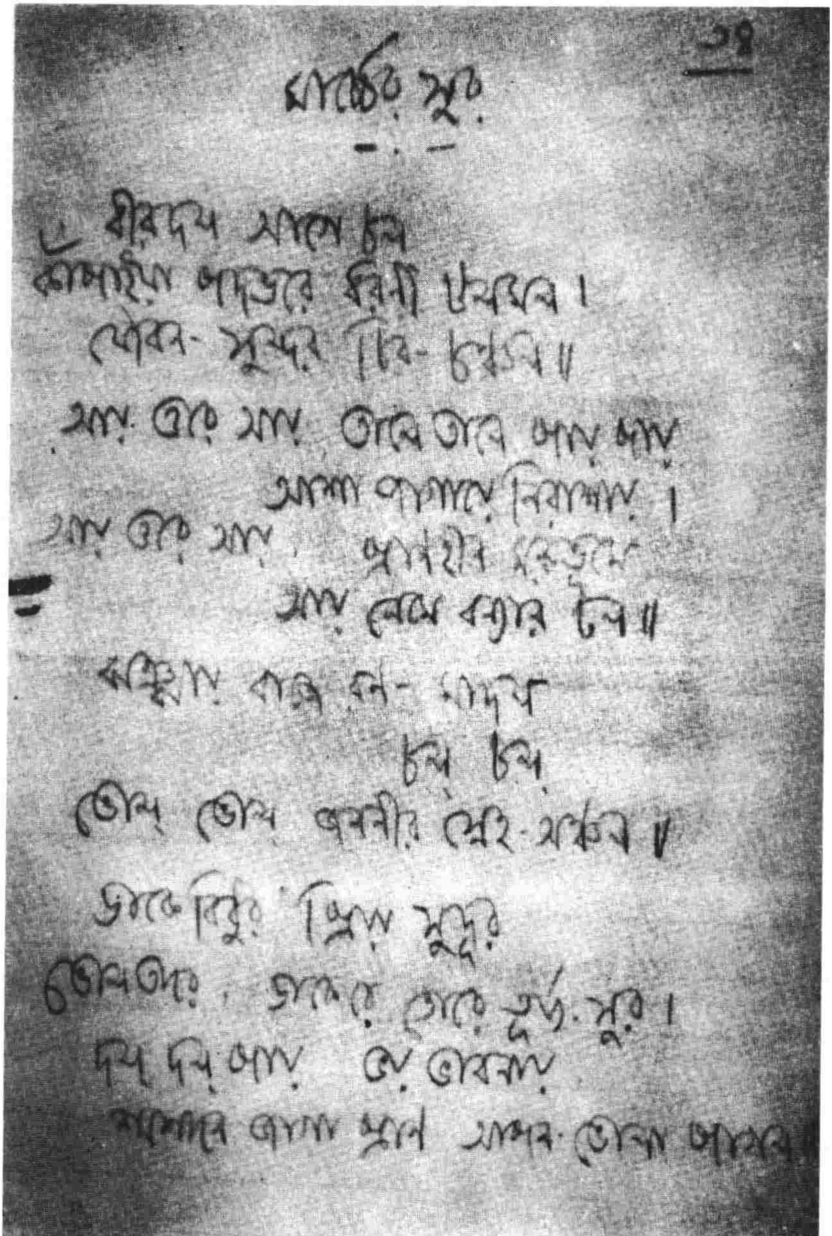

মার্চের সুর

বীরদল আগে চল
কাঁপাইয়া পদভরে ধরণী টলমল।
যৌবন-সুন্দর চির-চঞ্চল॥
আয় ওরে আয় তারে তারে আয় আয়
আশা পাথারে নিরাশায়।
আয় ওরে আয় প্রাণহীন মরুভূমে
আয় নেমে বন্যার ঢল॥
বক্ষে বাজুক রণ-মাদল
চল্ চল্
ভোল্ ভোল্ জননীর স্নেহ-অঞ্চল॥
জাগে বিধুর প্রিয় সুদূর
ভোল তায়, জাগে রে তোরে দূর-সুর।
দল দলি আয় ও ভাবনায়
মশালে জ্বালা প্রাণ অম্বর-ভোলা আগুনে

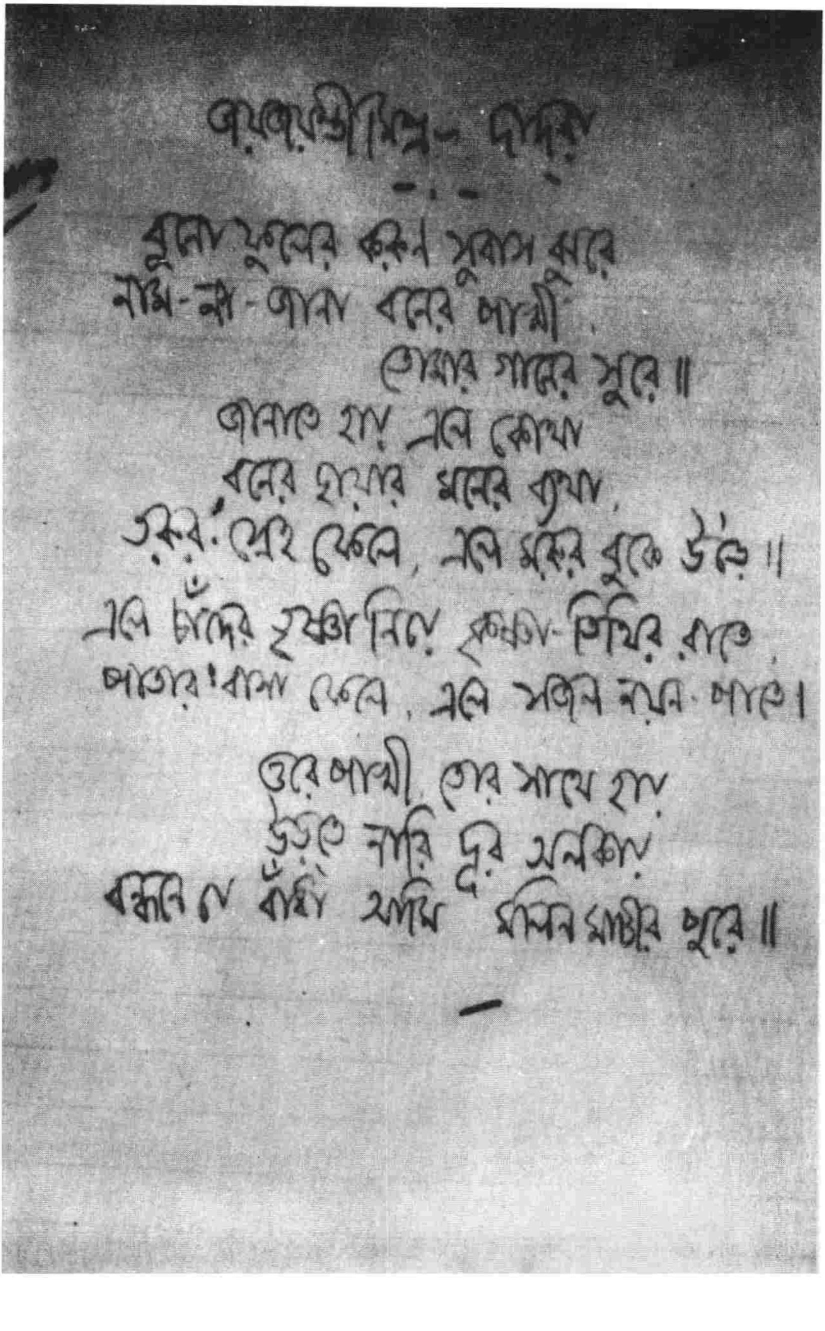

জয়জয়ন্তী মিশ্র — দাদ্‌রা

বুনো ফুলের করুণ সুবাস ঝরে
নাম-না-জানা বনের পাখী
তোমার গানের সুরে ॥
জানাতে হায় এলে কোথা
বনের হিয়ার মনের ব্যথা,
তরুর স্নেহ ফেলে, এলে মরুর বুকে উড়ে ॥
এলে চাঁদের তৃষ্ণা নিয়ে কৃষ্ণা-তিথির রাতে,
পাতার বাসা ফেলে, এলে সজল নয়ন-পাতে।
ওরে পাখী, তোর সাথে হায়
উড়তে নারি দূর অলকায়
বন্ধনে যে বাঁধা আমি মলিন মাটির পুরে ॥

www.icsbook.info

বুলবুলি কি এলে ফিরে আবার গোলাপ-বনে।
ভুলে-যাওয়া ফুল-বাগ কি পড়িল আজি মনে॥

ঝরা গোলাপ-পাপড়ি গুলি
ঢেকেছে হায় ~~[illegible]~~ মরুর ধূলি
আগা-ঢাকা সমাধিতে ঘুমায় নিরজনে॥

দিলরুবা আর পেয়ালা হাতে সিরাজ-সাকী আসি'
ফিরে গেছে নিরাশ হয়ে কলসী হ'ল বাসি।

ধূলায় লুটায় ফুলের ডালি,
চাঁদের চোখে পড়িল কালি
শেষ গোলাপের নজরানা নিও
বন্ধু, বিদায়-ক্ষণে॥

www.icsbook.info

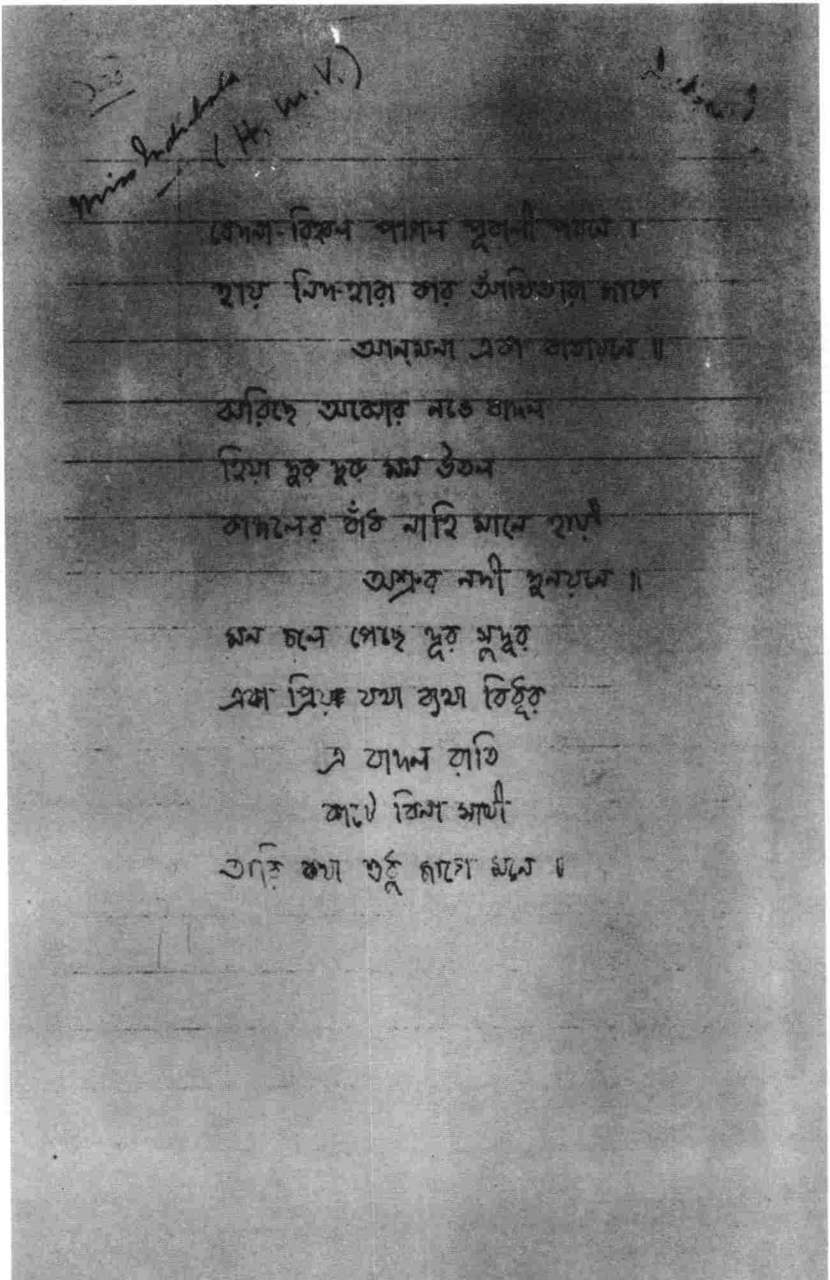

বেদনা-বিহ্বল পাগল পূবালী পবনে।
হায় নিদ-হারা কার আঁখিতারা জাগে
আনমনা এসো বাতায়নে॥
ঝরিছে অঝোর নভে বাদল
হিয়া দুরু দুরু মন উতল
কাজলের বাঁধ নাহি মানে হায়
অশ্রুর নদী দু'নয়নে॥
মন চলে গেছে দূর সুদূর
একা প্রিয় যথা ব্যথা বিধুর
এ বাদল রাতি
কাঁদে বিনা সাথী
তারি কথা শুধু জাগে মনে।

www.icsbook.info

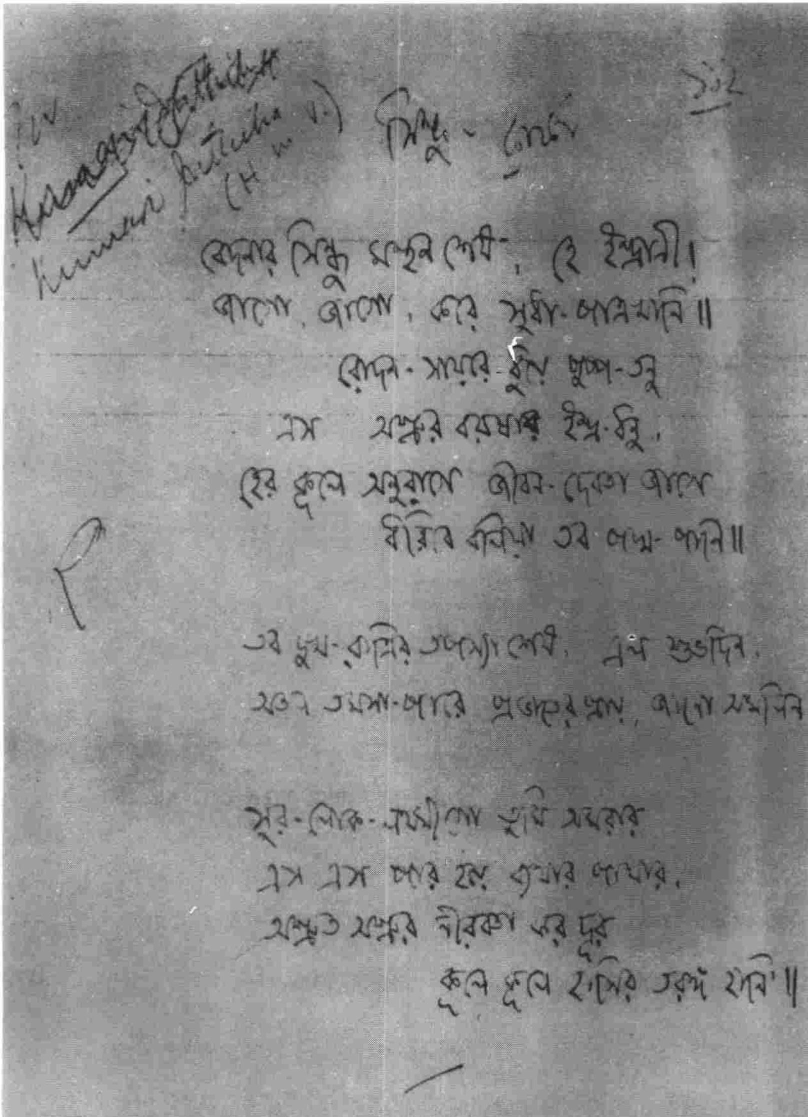

বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ, হে ইন্দ্রাণী!
জাগো, জাগো, ওরে সুধা-আনমনি॥
রোদন-সায়রে তুমি পুষ্প-তনু
এস অশ্রুর বরষায় ইন্দ্র-ধনু,
হের কূলে অনুরাগে জীবন-দেবতা জাগে
দাঁড়ায়ে বাড়ায়ে তব পদ্ম-পাণি॥

তব দুখ-রজনীর তপস্যা শেষ, এল শুভদিন,
হতে তমসা-পারে প্রভাতের স্নান, জাগো অমলিন।

সুর-লোক-লক্ষ্মী গো তুমি সবার
এস এস মোর হয়ে এবার আবার,
অশ্রুত অশ্রুর নীরবতা কর দূর
কূলে কূলে হাসির তরঙ্গ হানি॥

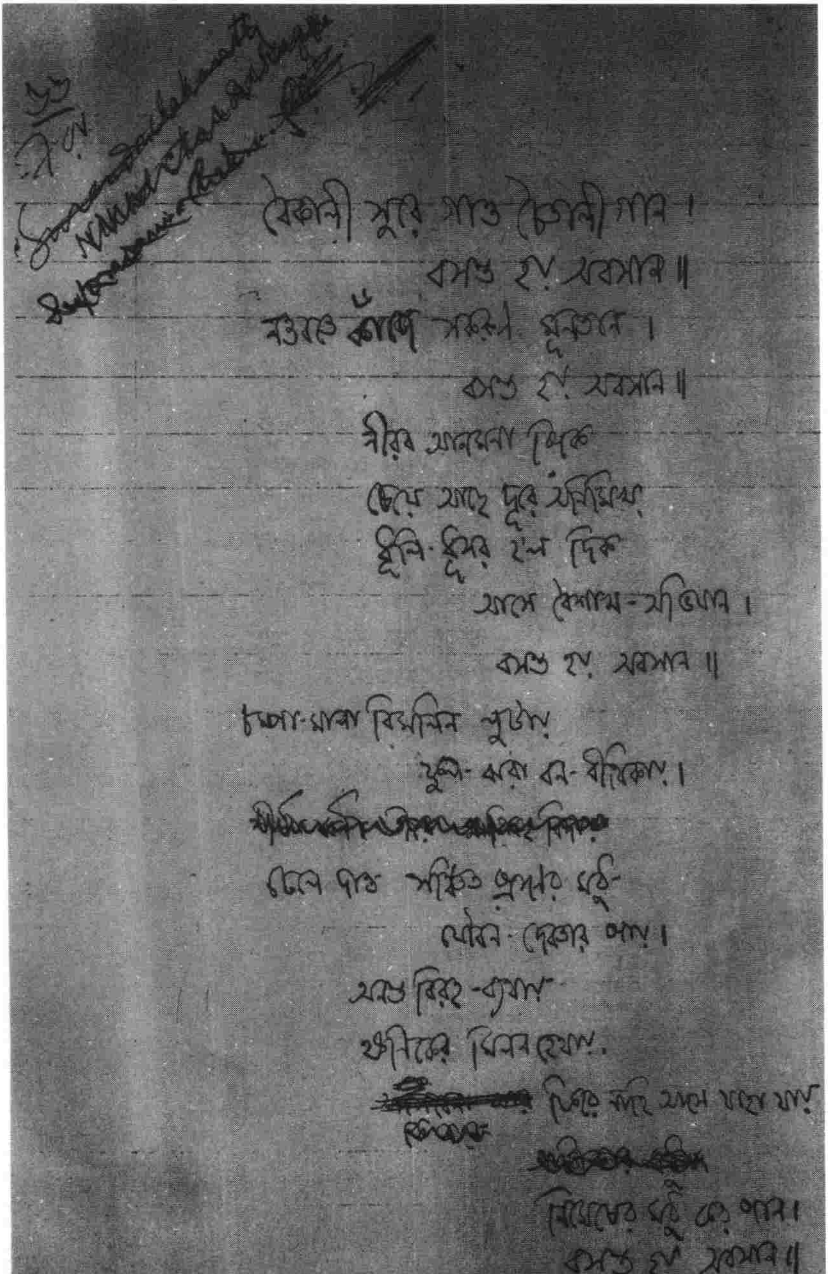

বৈকালী সুরে গাও চৈতালী গান।
বসন্ত হয় অবসান॥
নওরঙে কাঁদে সকরুণ মূলতানে।
বসন্ত হয় অবসান॥
নীরব অন্যমনা পিক
চেয়ে আছে দূরে অনিমিখ
ধূলি-ধূসর হল দিক
আসে বৈশাখ-অভিযান।
বসন্ত হয় অবসান॥
ঝরা-মালা বিমলিন লুটায়
ধূলি-ভরা বন-বীথিকায়।
ঢেলে দাও সঞ্চিত প্রাণের মধু
যৌবন-দেবতার পায়।
অনন্ত বিরহ-ব্যথায়
ধরণীরে মিলন হেথায়
ফিরে যদি আসে যাহা যায়
নিমেষের মধু কে পায়।
বসন্ত হয় অবসান॥

৮৪

পাহাড়ী — দাদরা

ব্যথার উপরে বঁধু ব্যথা দিওনা।
দলিত এ হৃদি মম দলে যেয়োনা ॥
লয়ে শত সাধ আশা
তোমার দুয়ারে আসা
বঁধু দিলে যদি ভালোবাসা, ফিরে নিয়োনা ॥
স্রোতের ফুলের প্রায়
ভেসেছিনু আসিয়া
তুলে নিয়ে বুকে ওগো ফেলে দিলে পুনরায়
নিরদয় এ কি খেলা —
প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
খেলার বাঁশিয়া ভালো বাসিওনা ॥

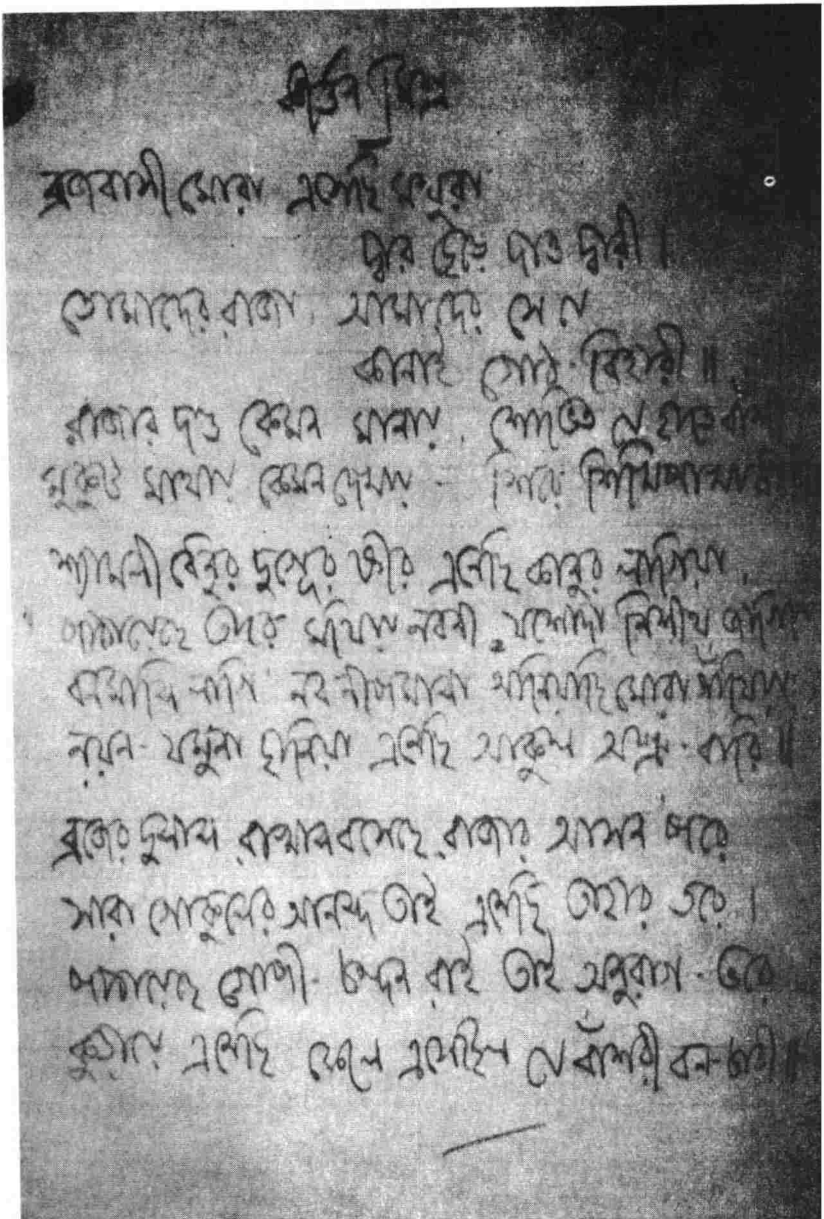

ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরা
দুয়ার ছেড়ে দাও দ্বারী।
তোমাদের রাজা আমাদের সেই
কানাই গোঠ-বিহারী॥
রাজার দণ্ড কেমন মানায়, শোভিত যে হাতে বাঁ[illegible]
মুকুট মাথায় কেমন দেখায় - শিরে শিখিপাখা[illegible]
শ্যামলী ধেনুর দুধের ক্ষীর এনেছি কানুর লাগিয়া,
পাঠায়েছে ননী মাখন নবনী, যশোদা নিশীথ জাগিয়া
বনমালি লাগি নব নীপমালা গাঁথিয়াছি মোরা আঁখি[illegible]
নয়ন-যমুনা ছানিয়া এনেছি আকুল অশ্রু-বারি॥
ব্রজের দুলাল রাখাল বসেছে রাজার আসন 'পরে
সারা গোকুলের আনন্দ তাই এনেছি তাহার তরে।
পাঠায়েছে গোপী-চন্দন রাই তাই অনুরাগ-ভরে
কুড়ায়ে এনেছি ফেলে এসেছিল যে বাঁশরী বন-চারী॥

www.icsbook.info

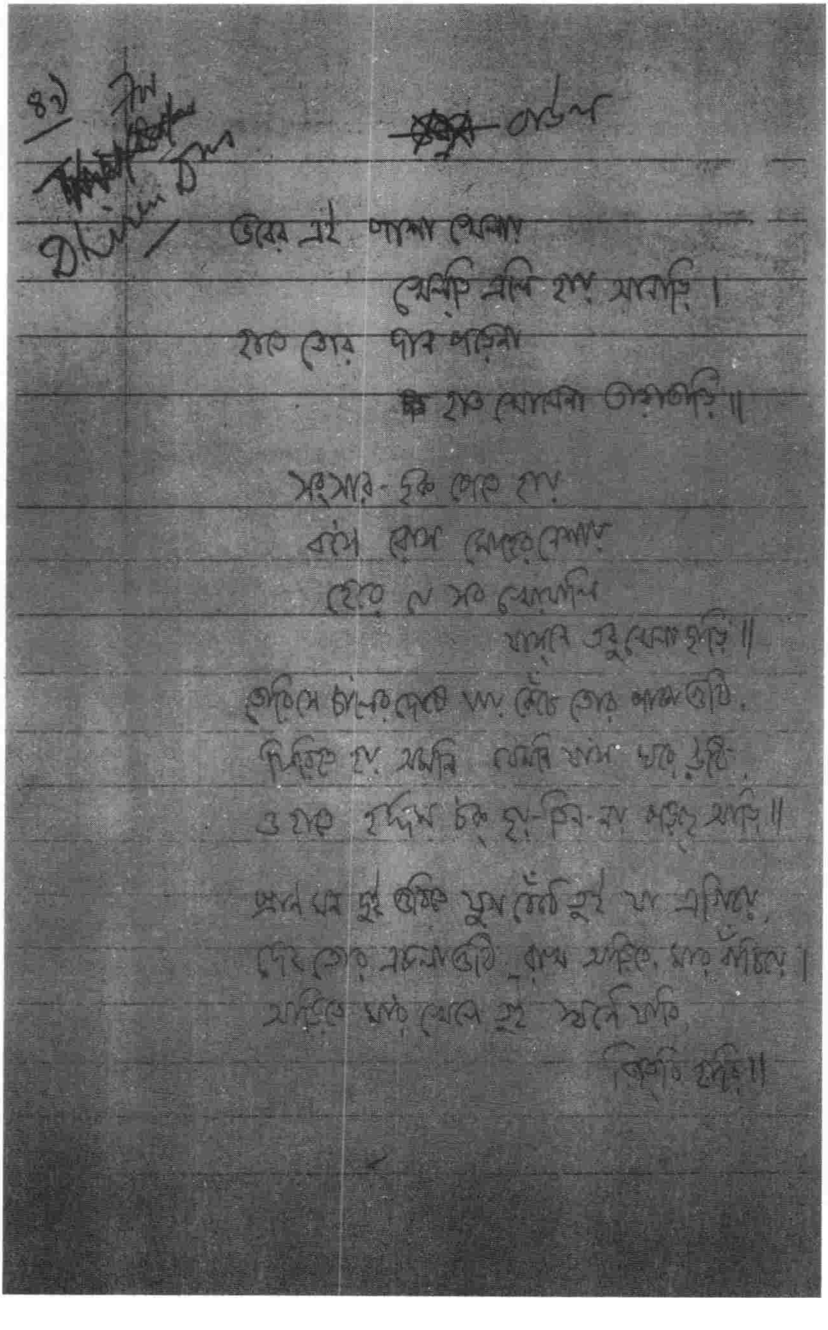

৪৭

ভবের এই পাশা খেলায়
খেলছি এমনি হায় হারেছি।
হাতে তোর দান পড়েনি
হয়ত খেলেনি চালাকি ॥

সংসার-ছক পেতে হায়
বসে বেশ খেলছে খেলায়
হেরে যে সব খেলোয়াড়
[illegible] ॥

[illegible]

খেলে তুই স্বর্গে যাবি,
[illegible] ॥

৩৩

আগমনী

ভারত-লক্ষ্মী মা, আয় ফিরে এ ভারতে।
ব্যথায় মোদের চরণ ফেলে অরুণ-আশার
সোনার রথে।।
অশ্রু-গঙ্গার জলে তুই মা তোর চরণ নিতি,
ত্রিশ কোটি কণ্ঠে বাজে রোদনে তোর বোধন-গীতি।
আয় মা দলিত রাঙা হৃদয়-বিছানো পথে।।

বিজয়া তোর হল কবে শতাব্দী চলিয়া যায়
ভারত-বিজয়লক্ষ্মী, ভারতে ফিরিয়া আয়।
বিসর্জনের কান্না মা
তুই এবার এসে থামা
সফল কর এ তপস্যা মা
স্থান দে স্বাধীন জগতে।।

শ্যামা-সংগীত 23

— · —

ভিখারিণী করে পাঠাইলি মোরে,
কি দিয়ে পূজিব বল।
হাতে আছে শুধু শূন্য প্রণাম, চোখে আছে শুধু জল॥
পূজা-উপচার নাই, চন্দন নাই,
মন্দির-পথে পা দিতে ভয় পাই-
তুমি-চরণ-মাঝে দুটি কমল ফুলে
ঝরাই বিন্দু-জল॥
তোর ধনী ছেলেমেয়ে আসে করে তোর-
পূজা করে কত রূপে
মাগো ভিখারী মেয়ের বেশে, কেন দাঁড়াইলি এসে
মোর আছে ছল ছল।
কিছু নাই মাগো হাতে দিতে তোর
তোর নাম-গান শুধু সম্বল মোর,
যদি চাস তুই, এ ব্যথা নেব দিতে-
নয়নে সে শতদল॥

Tirim   হোরী   ৭)

ভবনে ভুবনে আজি ছড়িয়ে গেছে রং।
রঙিন ~~[illegible]~~ সাজিল ধরা অভিনব ঢং॥

রাঙা কাপড় হাসে নন্দন-আনন্দে,
চিত্ত-শিখী নাচে মদালস ছন্দে,
নাচিছে পরানে আজি তরুণ দুরন্ত
বাজায়ে মৃদং॥
কামোদে নাচে আমোদে ওঠে গান
মাতিয়া ওঠে প্রাণ।
উতল যমুনা-জল-তরঙ্গ-
অঙ্গে অপাঙ্গে আজি মেলিছে অনঙ্গ
পরানে বাজে সারং সুর
কাফির সঙ্গ॥

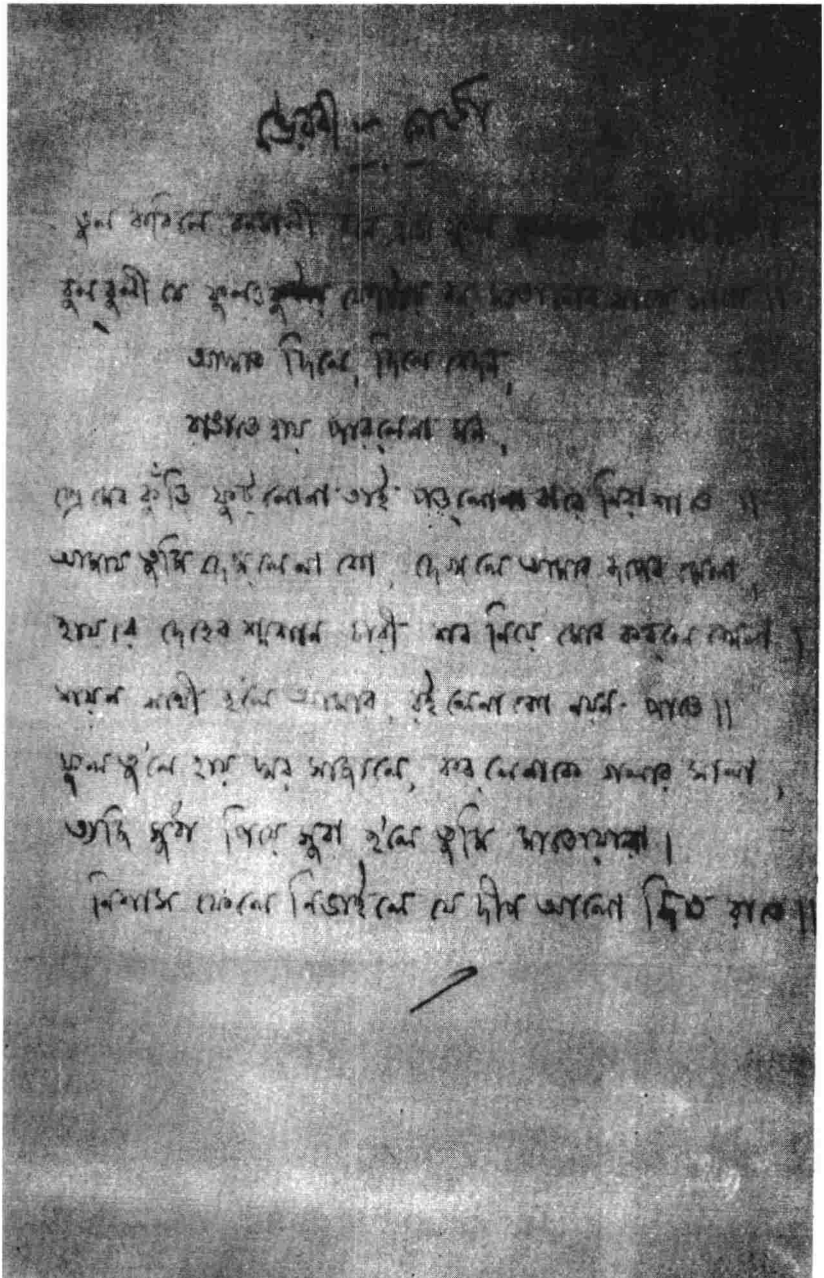

www.icsbook.info

১৪ Twin

ভুল করিলে বনমালি এসে ফুল ফোটাতে

, পারলে না হায় ফুল ফোটাতে

বুলবুলি সে ফুল ফোটাতে

আঘাত দিলে দিলি বেদন,

বাজাতে হায় পারলে না মন,

প্রেমের কুঁড়ি ফুটলো না তাই, পড়লো ঝরে নিরাশাতে।

আমায় তুমি দেখলে নাকো দেখলে আমার রূপের মেলা

হায় রে দেহের শ্মশান-চারী, শব নিয়ে মোর করলে খেলা।

হৃদয়-সাথী হ'লে আমার, রইলে নাকো নয়ন-পাতে।

ফুল তুলে হায় ঘর সাজালে, করলে নাকো গলার মালা

জাতি যূথী ফেলে সুরায় হ'লে তুমি মাতোয়ালা।

নিশাস ফেলে নিভাইলে যে দীপ আলো দিত রাতে।।

www.icsbook.info

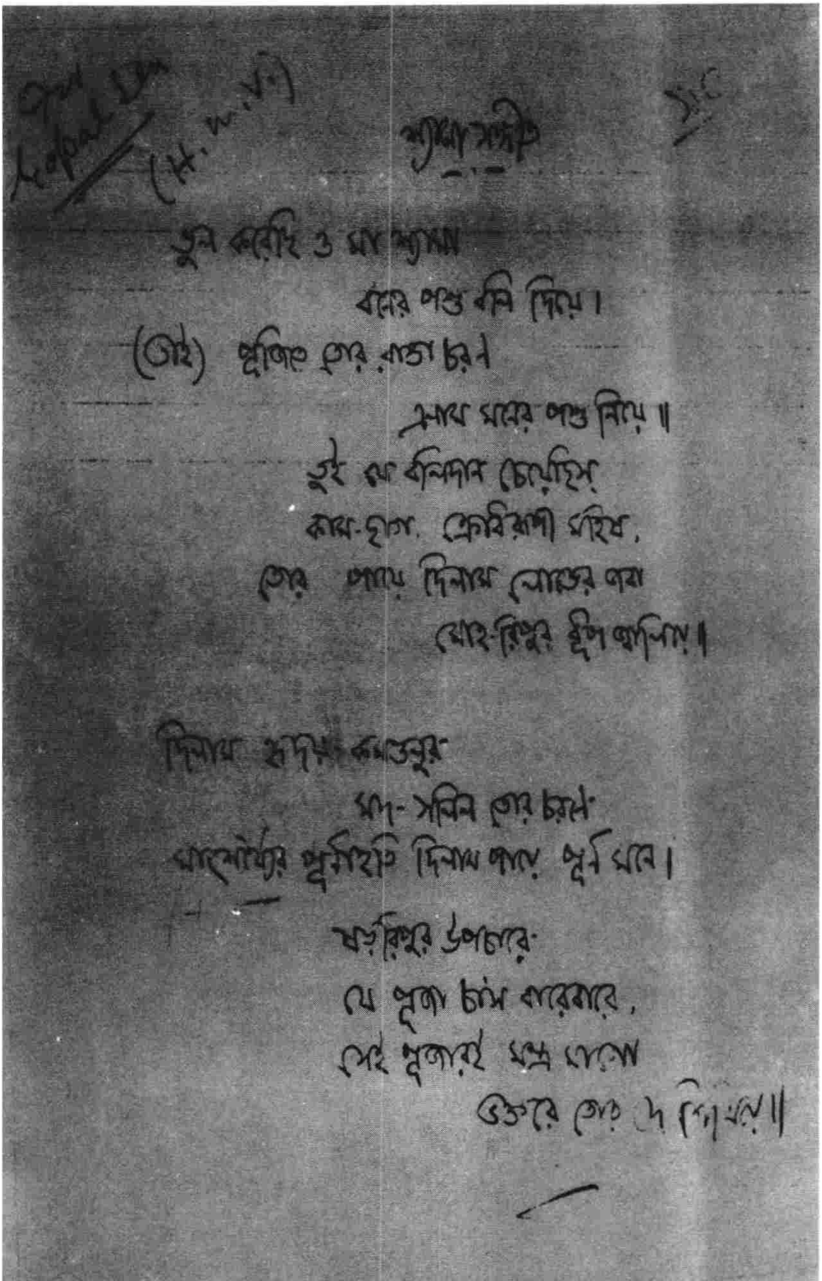

শ্যামা সঙ্গীত

ভুল করেছি ও মা শ্যামা
বনের পশু বলি দিয়ে।
(তাই) পূজিতে তোর রাঙা চরণ
এনেছি মনের পশু নিয়ে॥
তুই যে বলিদান চেয়েছিস
কাম-ছাগ, ক্রোধরূপী মহিষ,
তোর পায়ে দিলাম লোভের বরা
মোহ-রিপুর দীপ জ্বালিয়ে॥

দিলাম হৃদয়-কমণ্ডলুর
মদ-সলিল তোর চরণে
মাৎসর্যের পূর্ণাহুতি দিলাম পায়ে পূর্ণ মনে।
ষড়্‌রিপুর উপচারে
যে পূজা চাস বারেবারে,
সেই পূজারই মন্ত্র মাগো
ভক্তেরে তোর দে শিখিয়ে॥

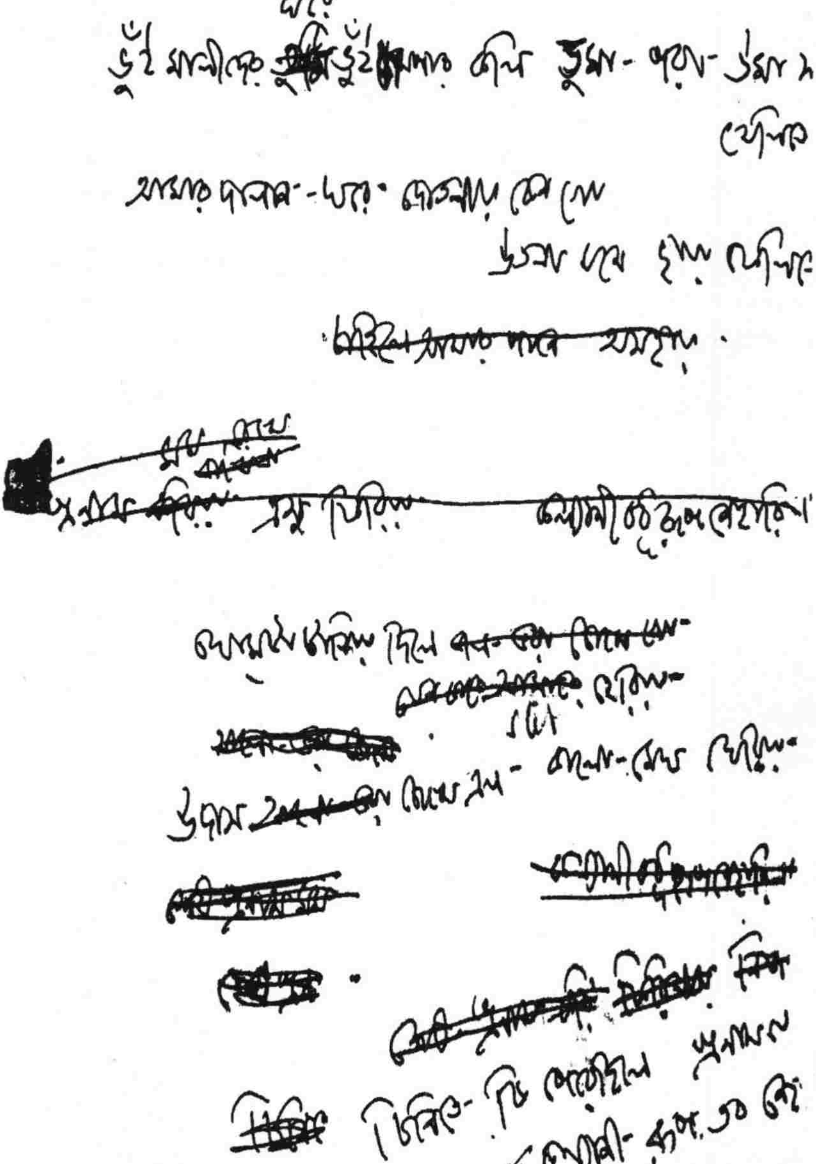

www.icsbook.info

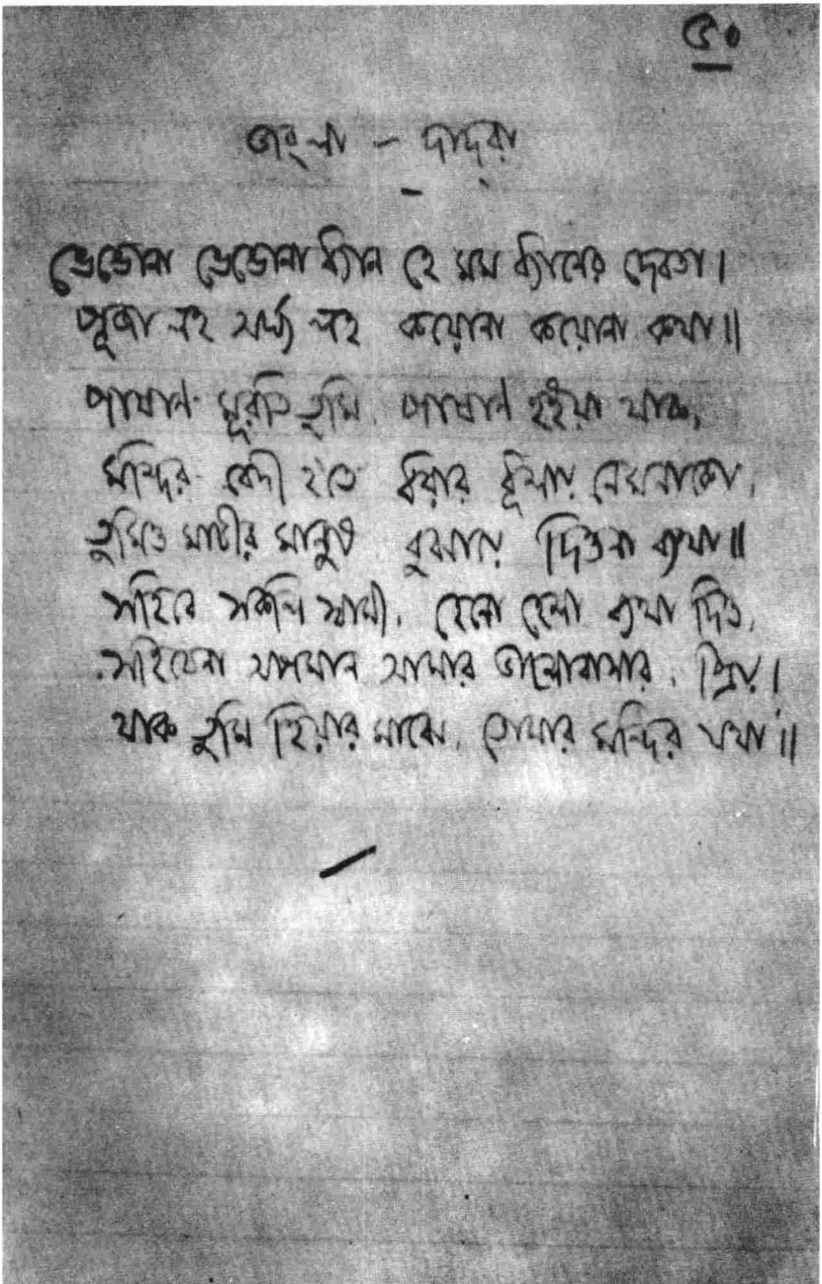
৫০
জংলা — দাদ্‌রা
ভেঙোনা ভেঙোনা ধ্যান হে মম ধ্যানের দেবতা।
পূজা লহ অর্ঘ্য লহ কয়োনা কয়োনা কথা॥
পাষাণ মূরতি তুমি পাষাণ হইয়া থাক,
মন্দির বেদী হতে হিয়ার হুতাশ দেখোনাকো,
তুমিও মাটির মানুষ বুঝায়ে দিওনা ব্যথা॥
সহিতে পারিনি স্বামী, যেনো গো ব্যথা দিও,
সহিতেনা যদি পারো আমার ভালোবাসার প্রিয়।
থাক তুমি হিয়ার মাঝে, তোমার মন্দির যথা॥

৪১

গজল

ভেঙোনা ভেঙোনা ধ্যান হে [redacted] মম ধ্যানের দেবতা।
পূজা নহ অর্ঘ্য নহ কয়োনা কয়োনা কথা॥
পাষাণ মূরতি তুমি পাষাণ হইয়া রহ,
মন্দির-বেদী হ'তে ধরার ধূলায় নেমোনাকো,
তুমিও মাটির মানুষ বুঝায়ে দিওনা ব্যথা॥
সহিবে সকলি স্বামী যেনো যেনো ব্যথা দিও
সহিবে না অপমান আমার ভালোবাসার প্রিয়।
থাক তুমি [redacted] হিয়ার মাঝে তোমার মন্দির মাঝে॥
হেথায় মিলন-মালা ম্লান হয়ে যায় [redacted] মলিন ধূলায়,
সুন্দর ভালোবাসা শুকায়ে যায় হেলাফেলায়,
মাঝে থাক বিরহ নদী এই চির-নীরবতা।

www.icsbook.info

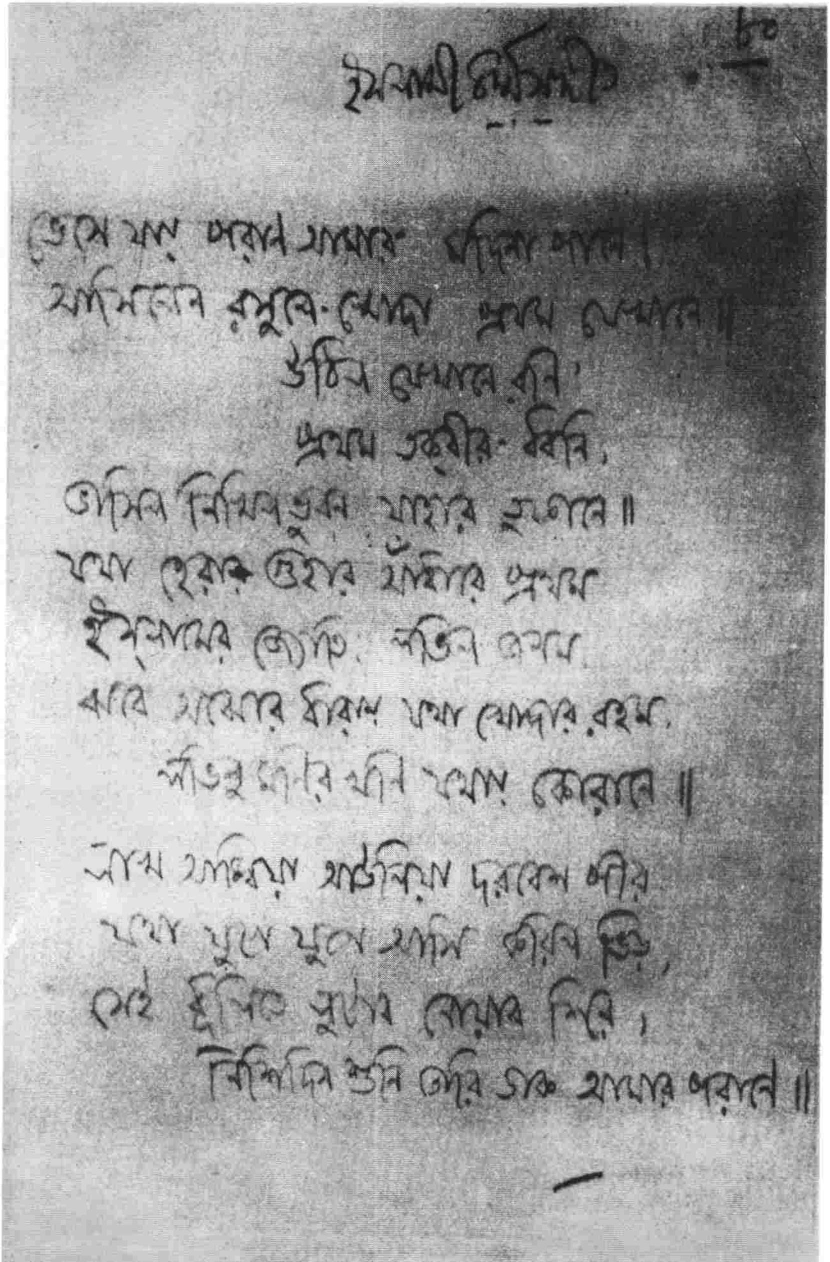

ইসলামী বিধিসংগীত ৮০

ভেসে যায় পরাণ আমার মদিনা পানে।
আছিলেন রসুলে-খোদা প্রথম যেখানে॥
উঠিল যেখানে বাণী
প্রথম তকবীর-ধ্বনি,
ভাসিল নিখিল ভুবন যাহার তুফানে॥
যথা হেরা গুহার আঁধারে প্রথম
ইসলামের জ্যোতি: লভিল জনমে,
এলো আখেরী নবী যথা খোদার রহম,
লভিনু মোরা বাণী যথা কোরানে॥
সাহাবা আম্বিয়া আউলিয়া দরবেশ পীর
যথা যুগে যুগে আসি করিল ভিড়,
সেই দুনিয়া নূরের রোয়ার শিরে,
নিশিদিন শুনি তাঁরি ডাক আমার পরাণে॥

www.icsbook.info

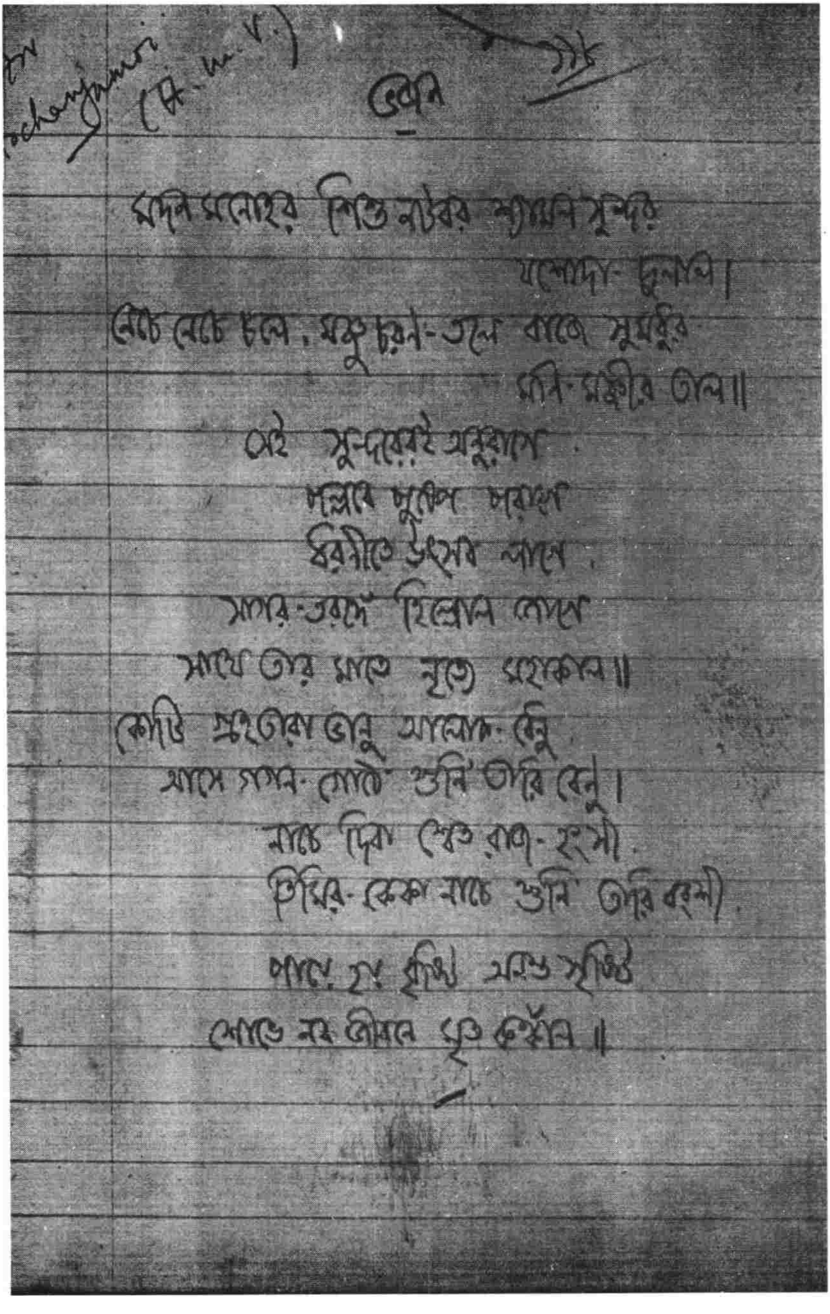

(H.M.V.)

ভৈরবী

মদন মনোহর শিশু নটবর শ্যামল সুন্দর
যশোদা-দুলাল।
নেচে নেচে চলে, মধু চরণ-তলে বাজে সুমধুর
মণি-মঞ্জীর তাল॥
সেই সুন্দরেরই অনুরাগে
পল্লবে ফুলে পরাগে
ধরণীতে উৎসব জাগে,
সাগর-তরঙ্গে হিল্লোল লাগে
সাথে তার মাতে নৃত্যে মহাকাল॥
কোটি গ্রহ-তারা ভানু আলোক-রেণু
আসে গগন-গোঠে শুনি তারি বেণু।
নাচে দিবা শ্বেত রাজ-হংসী
তিমির-কেকী নাচে শুনি তারি বংশী।
পায়ে হয় ঋদ্ধ সমস্ত সৃষ্টি
শোভে নব জীবনে ধূলি কর্দম॥

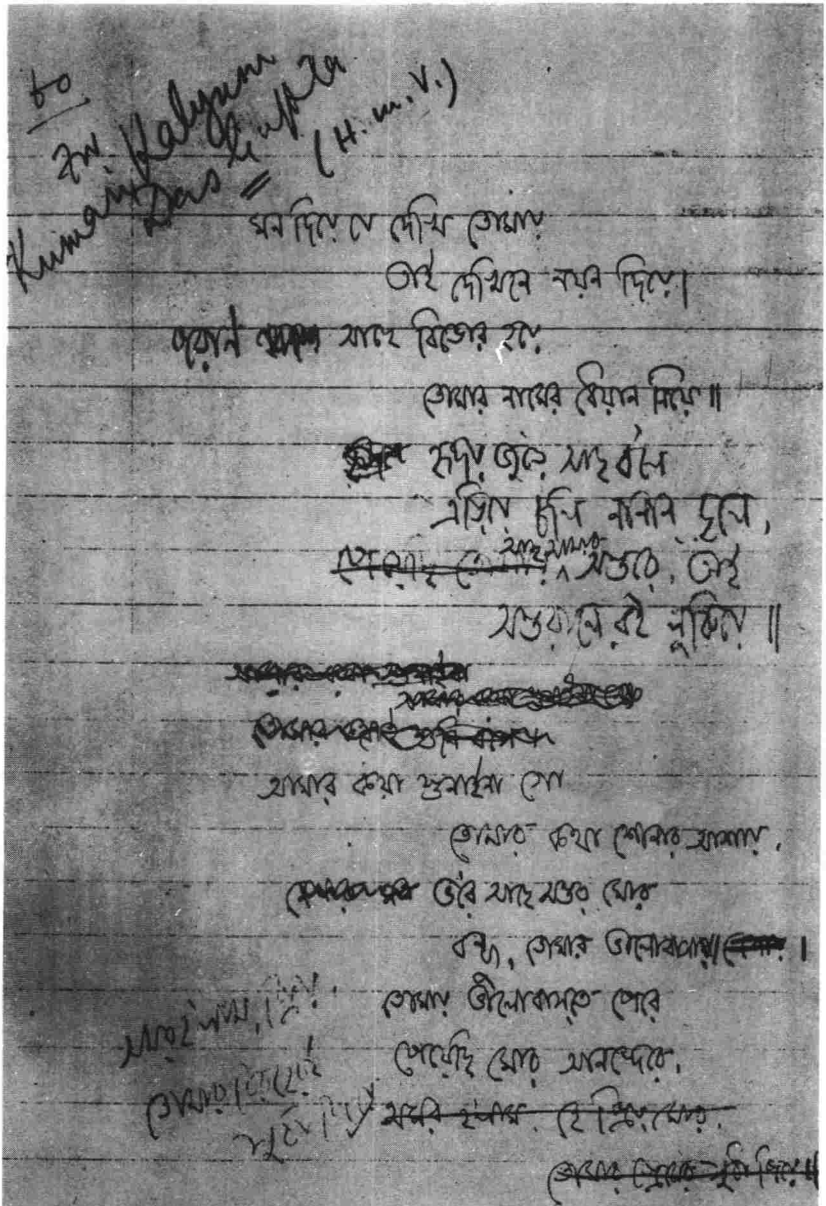
৮০
Sri Kalyani Das Gupta
Kumari
(H.M.V.)

মন দিয়ে যে দেখি তোমায়
তাই দেখিনে নয়ন দিয়ে।
জানি আছে বিভোর হয়ে
তোমার নামের ধেয়ান নিয়ে॥
হৃদয় জুড়ে আছ বলে
এ হিয়া চলি নানান ছলে,
অন্তরে, তাই
অন্তরালেই রই লুকিয়ে॥

আমার কথা শুনাইনা গো
তোমার কথা শোনার আশায়,
ভরে আছে অন্তর মোর
বন্ধু, তোমার ভালোবাসায়।
তোমায় ভালোবাসতে পেরে
পেয়েছি মোর আনন্দেরে,

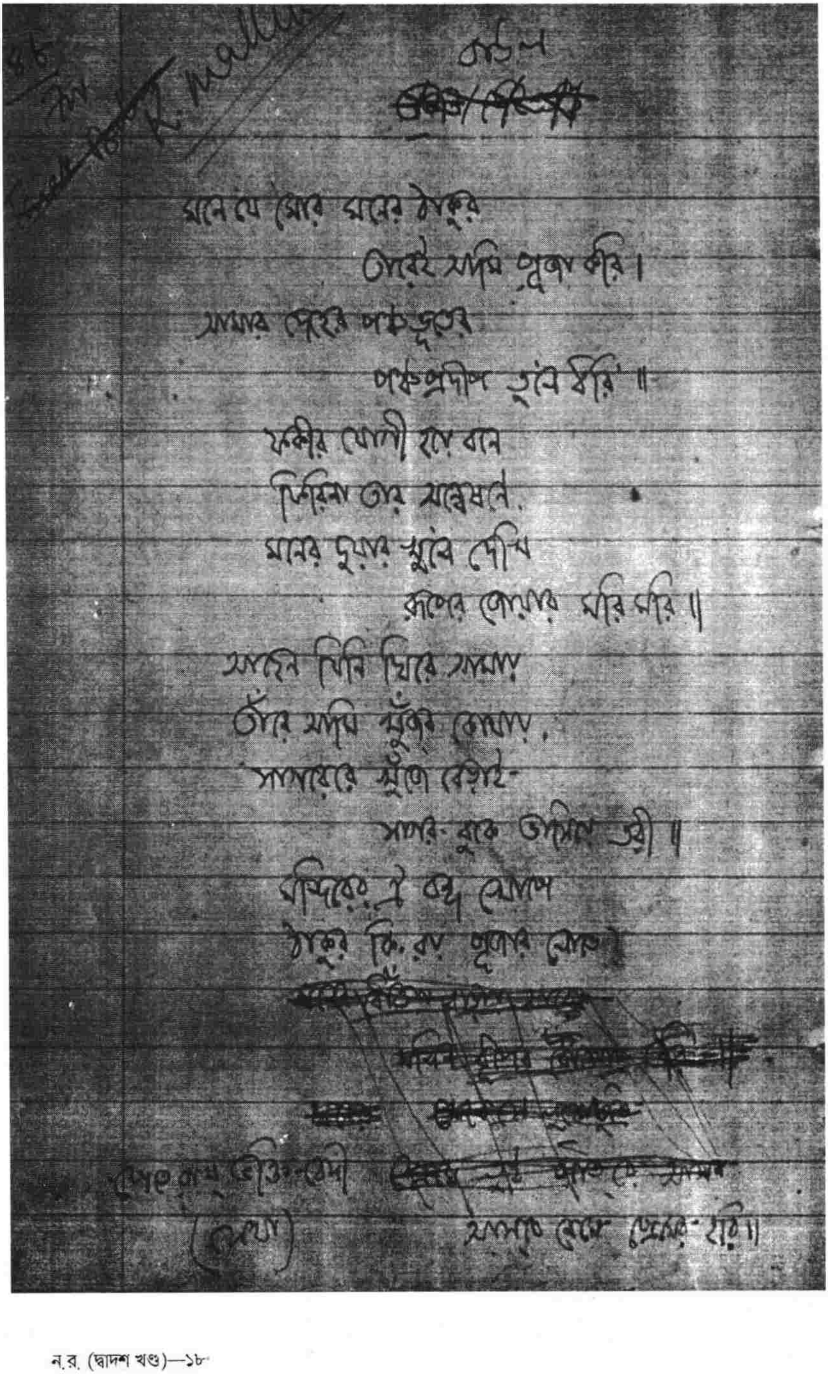

www.icsbook.info

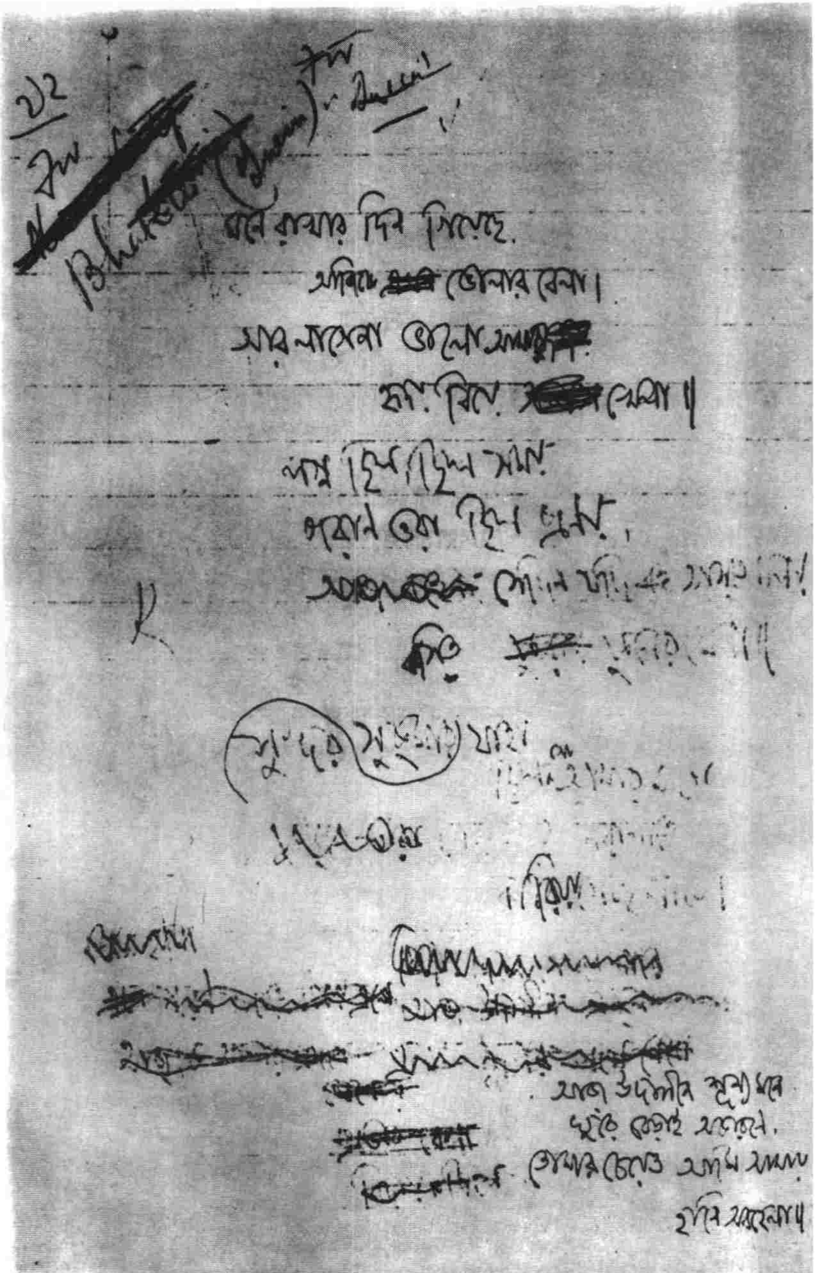

www.icsbook.info

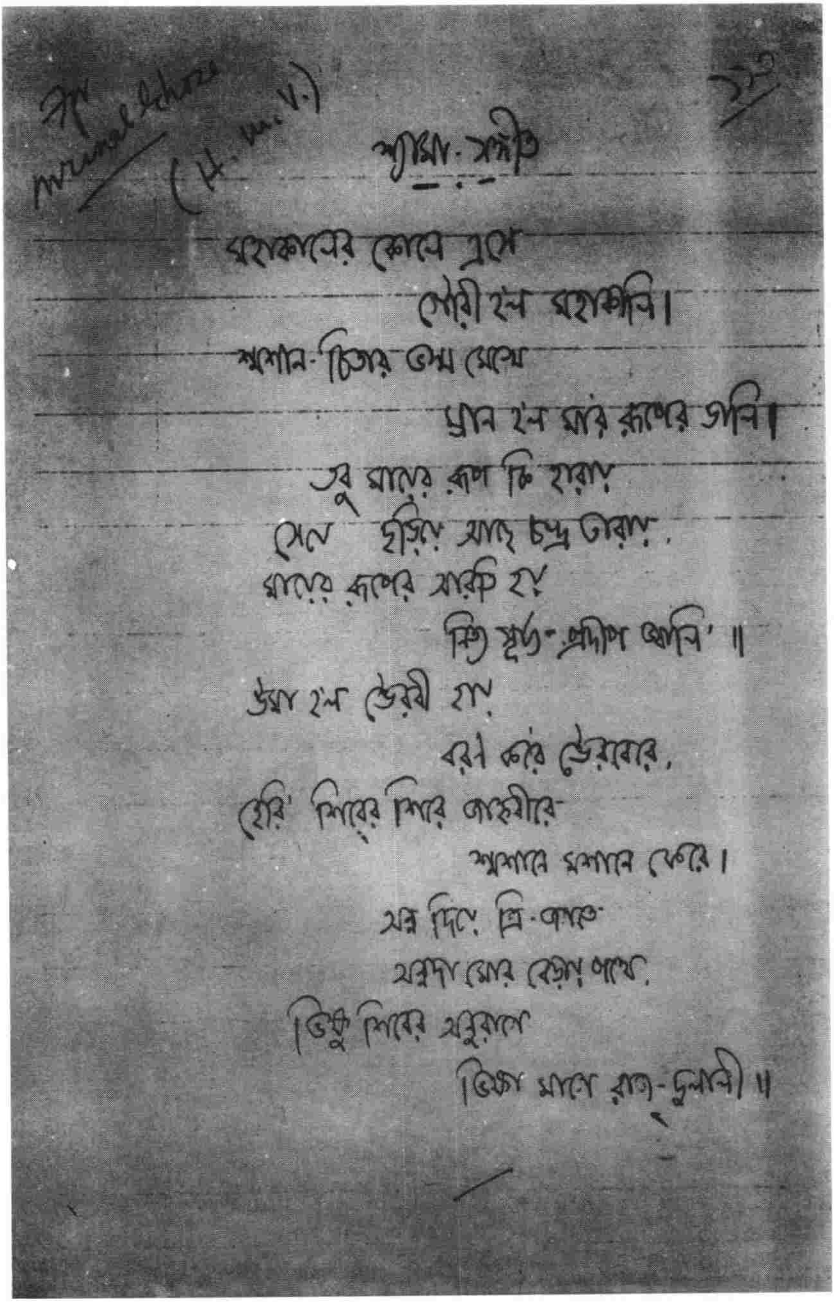

(H.M.V.)

শ্যামা-সঙ্গীত

মহাকালের কোলে এসে
গৌরী হ'ল মহাকালী।
শ্মশান-চিতার ভস্ম মেখে
ম্লান হ'ল মা'র রূপের ডালি।
তবু মায়ের রূপ কি হারায়
সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্র তারায়,
মায়ের রূপের আরতি হয়
নিত্য সূর্য-প্রদীপ জ্বালি'॥
উমা হ'ল ভৈরবী হায়
বরণ করে ভৈরবেরে,
হেরি' শিবের শিরে জাহ্নবীরে
শ্মশানে মশানে ফেরে।
অন্ন দিয়ে ত্রি-জগতে
অন্নদা মোর বেড়ায় পথে,
ভিক্ষু শিবের অনুরাগে
ভিক্ষা মাগে রাজ-দুলালী॥

www.icsbook.info

৮৭

গীত

মহুয়া [redacted] মদির ঘন সুবাস
হায় [redacted] আনে ॥
মঞ্জীর ডাহুকীর পিয়া পিয়া ডাকে
দোয়েল-শ্যামার কূজন-আবেশে
ঝিরি ঝিরি হাওয়ায় মন উদাসে ॥
নিঁদালি ছড়িয়া চৈতালী হাওয়া
স্বপনের ঘোর লাগে আকাশে
মৌ-মাছি পাখা জড়িয়ে আছে ॥

শ্যামা সঙ্গীত

মা কালি সেজে ফির্‌লি ঘরে
কোটি ছেলের কাজল মেখে।

www.icsbook.info

ভজন

মা গো ভুল করেছি চোরের রাজায় ছেড়ে দিতে বলে।
সে এবার এলে শক্ত করে বাঁধিস উদুখলে
(সেই ননী চোরে) বাঁধিস উদুখলে॥
মা জানত কে, সে এমনি ভাবে
সে হাওয়া পেলেই পালিয়ে যাবে,
মা! ভুলবো না আর সেই মায়াবীর
কাজল-চোখের জলে॥
প্রেম প্রীতি-ডোর বাহুর বাঁধন
করুণ চোখের জল
আনিস মা গো বাঁধতে তারে
(আজ) যার যাহা সম্বল।
ওরে নীল যমুনা, বন উপবন,
~~সবে~~ সবাই মিলে ঘিরবে যখন
দেখবো কেমন করে তখন
পালায় সে চোর হরি॥

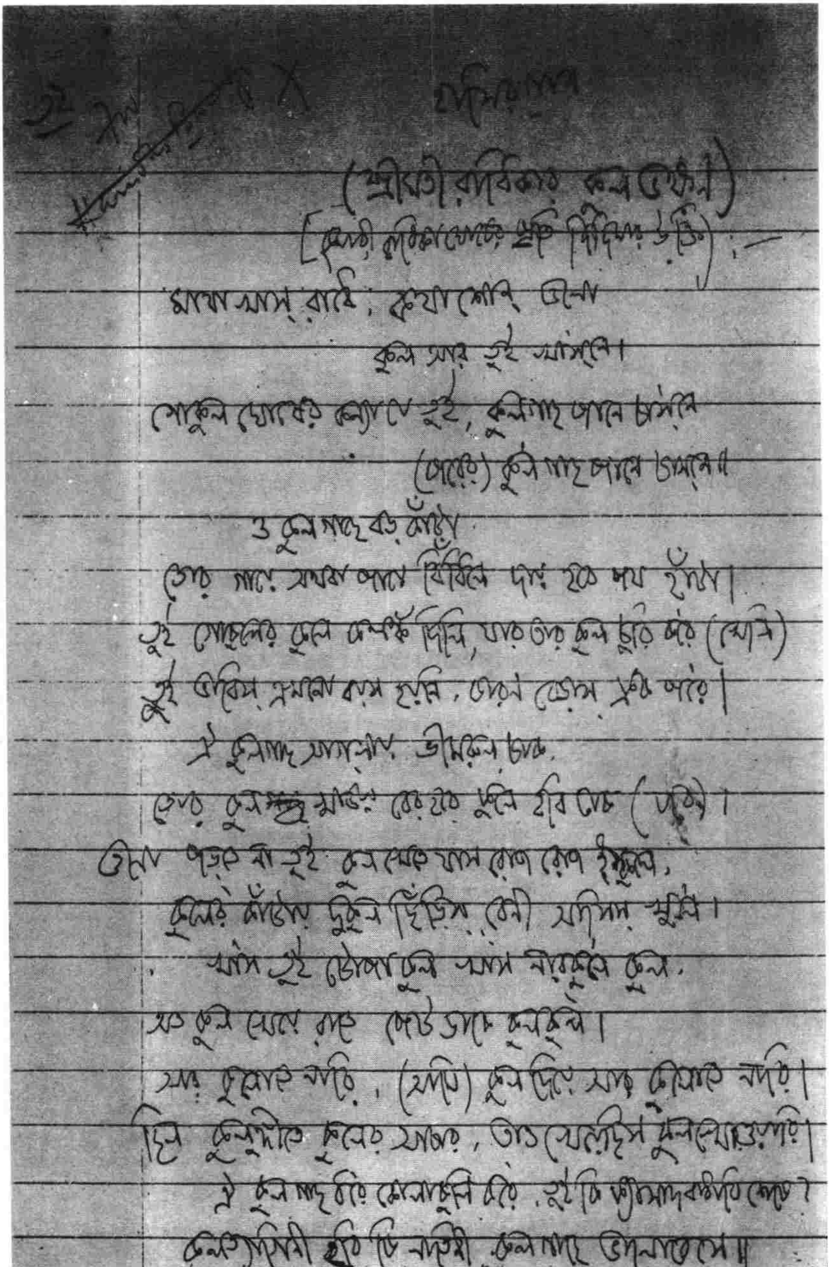

(শ্রীমতী রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন)

মাথা খাস্ রাধে, কথা শোন্ ওলো
কূলে আর তুই যাস্নে।
গোকুল ঘোষের ক্ষ্যাপা যে তুই, কুলগাছ পানে চাস্নে
(ওরে) কুলগাছ পানে চাস্নে॥
ও কুল গাছে বড় কাঁটা
[illegible]
তুই গোকুলের কুলে কলঙ্ক দিলি, [illegible]
[illegible]
ঐ কুলগাছ আগলায় ভীমরুল চাক
[illegible]
ওলো পড়িস না তুই কুল খেতে যাস রোজ রোজ ইস্কুলে,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

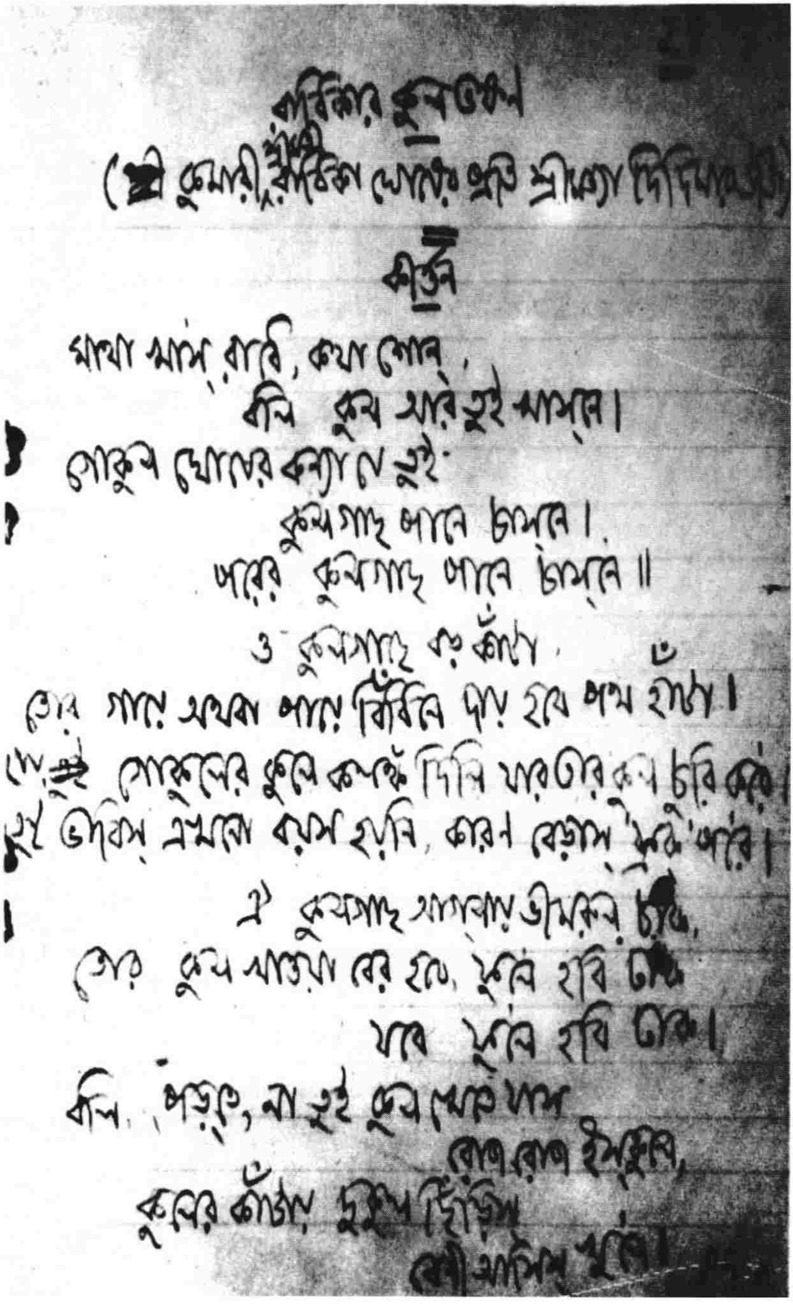

রাধিকার ফুলতোলন
(শ্রী কুমারী শ্রীমতী রাধিকা ঘোষের প্রতি শ্রীমত্যা দিদিমায়াঃ)

কীর্তন

মাথা খাস্ রাধে, কথা শোন্,
বলি কুল ঝাড়ে তুই যাস্‌নে।
গোকুল ঘোষের কন্যা যে তুই
কুলগাছ পানে চাস্‌নে।
ওরে কুলগাছ পানে চাস্‌নে॥

ও কুলগাছে বড় কাঁটা
তোর গায়ে অথবা পায়ে বিঁধিলে দায় হবে পথ হাঁটা।
যে তুই গোকুলের কুলে কলঙ্ক দিলি যার তরে কুল চুরি করে।
তুই ভাবিস্ এখনো বয়স হয়নি, কারণ বেড়াস্ ফুকে ধারে।

ঐ কুলগাছ খাগড়ায় ভীমরুল চাক,
তোর মুখ খাওয়া বের হবে, ফুলে হবি ঢাক
যাবে ফুলে হবি ঢাক।

বলি, পড়ুক, না তুই দুধ খেয়ে থাক
রোজ রোজ ইস্কুলে,
কুলের কাঁটায় ফ্রক ছিঁড়িস
কেন আসিস খুলে।

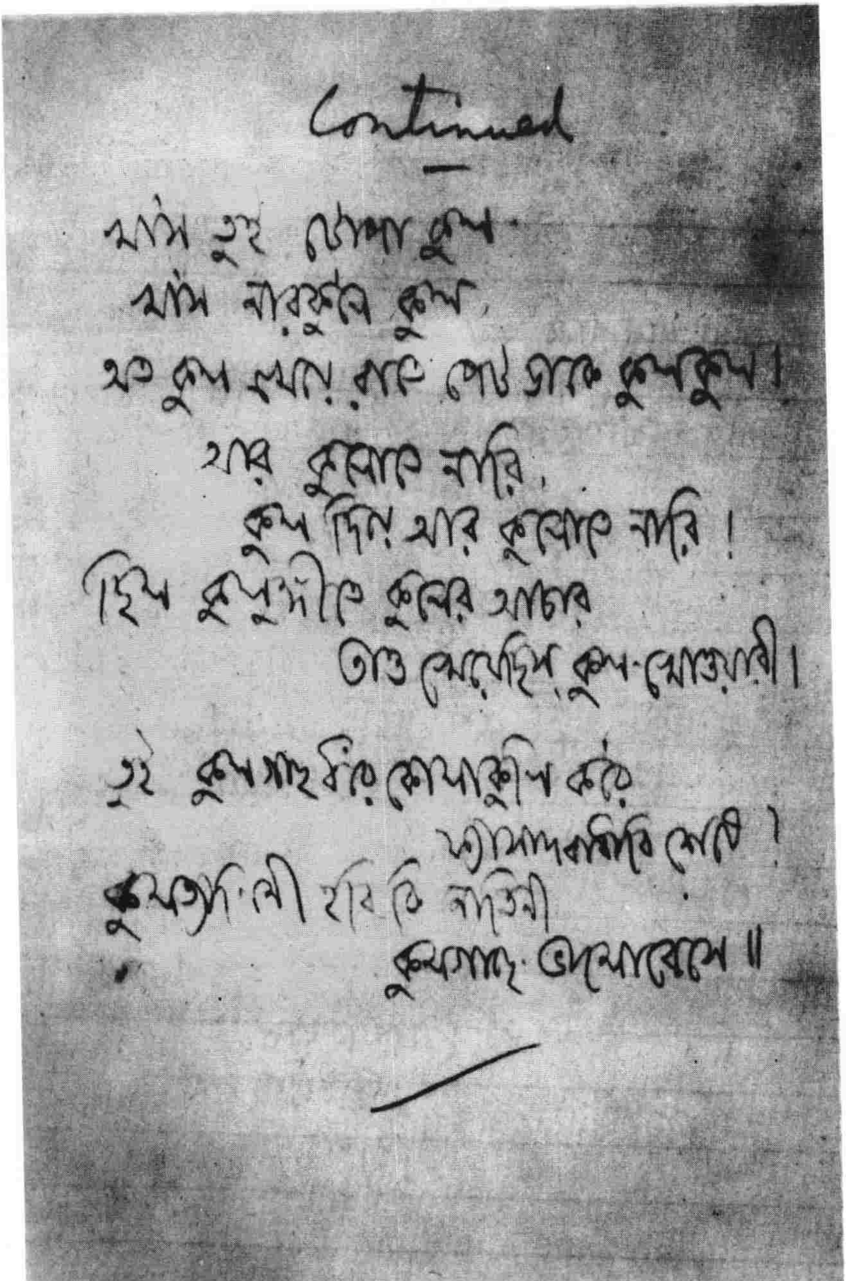

Continued

যাস্ তুই তোলা ফুল
যাস্ নারকুলে কুল,
যত কুল খেয়ে রাতে পেতে ডাকে ফুলকুল।
ঘরে কুলোতে নারি,
কুল দিয়ে আর কুলোতে নারি!
ছিলি কুলপুঁটীতে কুলের আচার
তাও মেরেছিস, কুল-খোওয়ারী।

তুই কুলগাছ ধরে কোথা কুলীন করে
আসাদকাকারি শেষে!
কুলত্যাগিনী হবি কি নাগিনী
কুলগাছ ভালোবেসে॥

www.icsbook.info

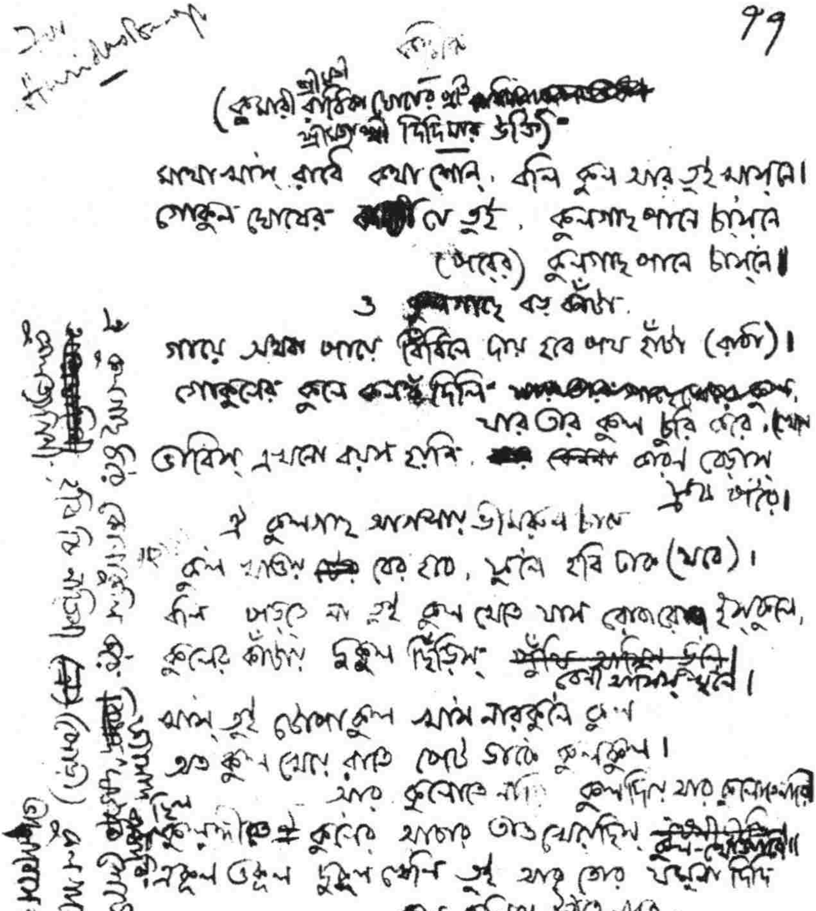
৭৭
(কুমারী শ্রীমতী রাধিকা ঘোষের প্রতি
দিদিমার উক্তি)
মাথা খাস্ রাধে কথা শোন্, কালি কুল যার তুই যাস্‌নে।
গোকুল ঘোষের মেয়ে তুই, কুলগাছ পানে চাস্‌নে
(ওরে) কুলগাছ পানে চাস্‌নে॥
ও কুলগাছে বড় কাঁটা।
গায়ে দায় হবে পথ হাঁটা (কাঁটা)।
গোকুলের কুলে দিলি
যার তার কুল চুরি করে,
ভাবিস্ এখনো বয়স হয়নি
কুলের কাঁটায়
যাস্ তুই
কুল কুলি
কুল

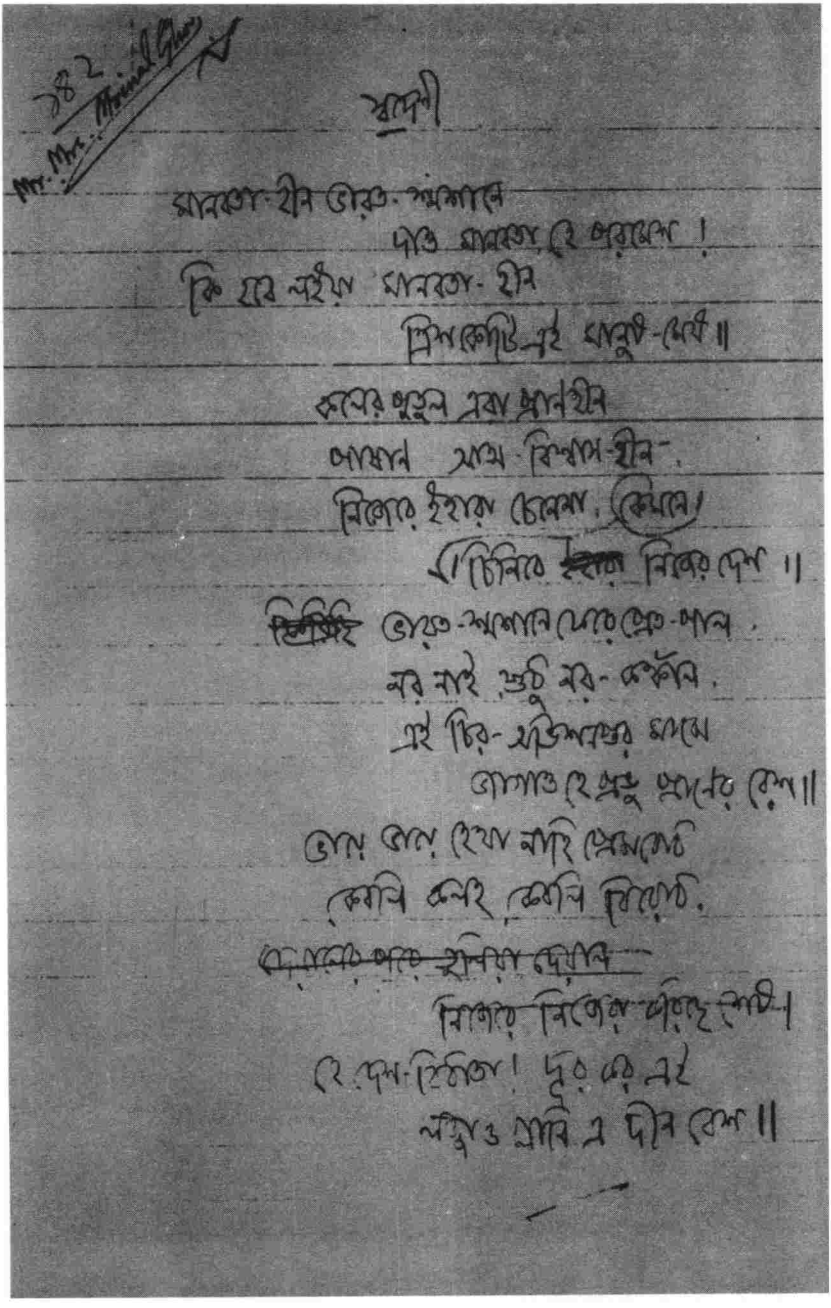
782. Mr. Mrs. Mrinal Ghosh
স্বদেশী
মানবতা-হীন ভারত-শ্মশানে
দাও মানবতা, হে ভগবান!
কি হবে লইয়া মানবতা-হীন
ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষ॥
কলের পুতুল এরা প্রাণহীন
আত্মার সাথে বিশ্বাস-হীন,
নিজেরে ইহারা চেনে না, কেমনে
চিনিবে নিজের দেশ॥
ভারত-শ্মশানে ফেরে প্রেত-দল,
নর নাই শুধু নর-কঙ্কাল,
এই চির-অভিশপ্তের মাঝে
জাগাও হে প্রভু প্রাণের লেশ॥
ভায়ে ভায়ে হেথা নাহি প্রেম-মৈত্রী
কেবলি কলহ কেবলি বিদ্বেষ,
~~[illegible]~~
~~নাশিতে নিজেরে ধরেছে শেষ।~~
হে দেশ-বিজেতা! দূর করে এই
লাঞ্ছিত গ্লানি এ দীন বেশ॥

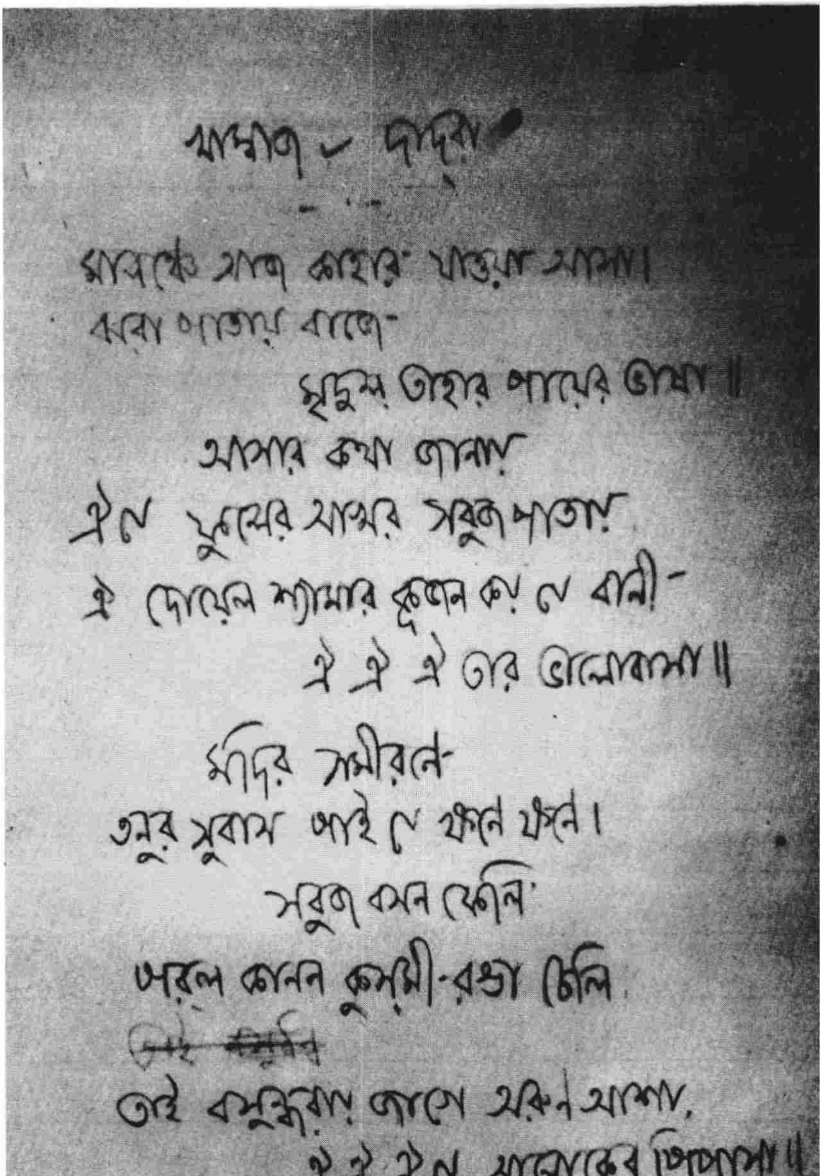

খাম্বাজ — দাদ্‌রা

মালঞ্চে আজ কাহার যাওয়া আসা।
ঝরা পাতায় বাজে —
মৃদুল তাহার পায়ের ভাষা ॥
আসার কথা জানায়
ঐ যে ফুলের আসর সবুজ পাতায়
ঐ দোয়েল শ্যামার কূজন কয় যে বাণী —
ঐ ঐ ঐ তার ভালোবাসা ॥
মদির সমীরণে
তনুর সুবাস পাই যে ক্ষণে ক্ষণে।
সবুজ বসন ফেলি
পরল কোন কুসুমী-রঙা চেলি
~~[illegible]~~
তাই বসুন্ধরায় জাগে অরুণ আশা,
ঐ ঐ ঐ যে আলোকের পিপাসা ॥

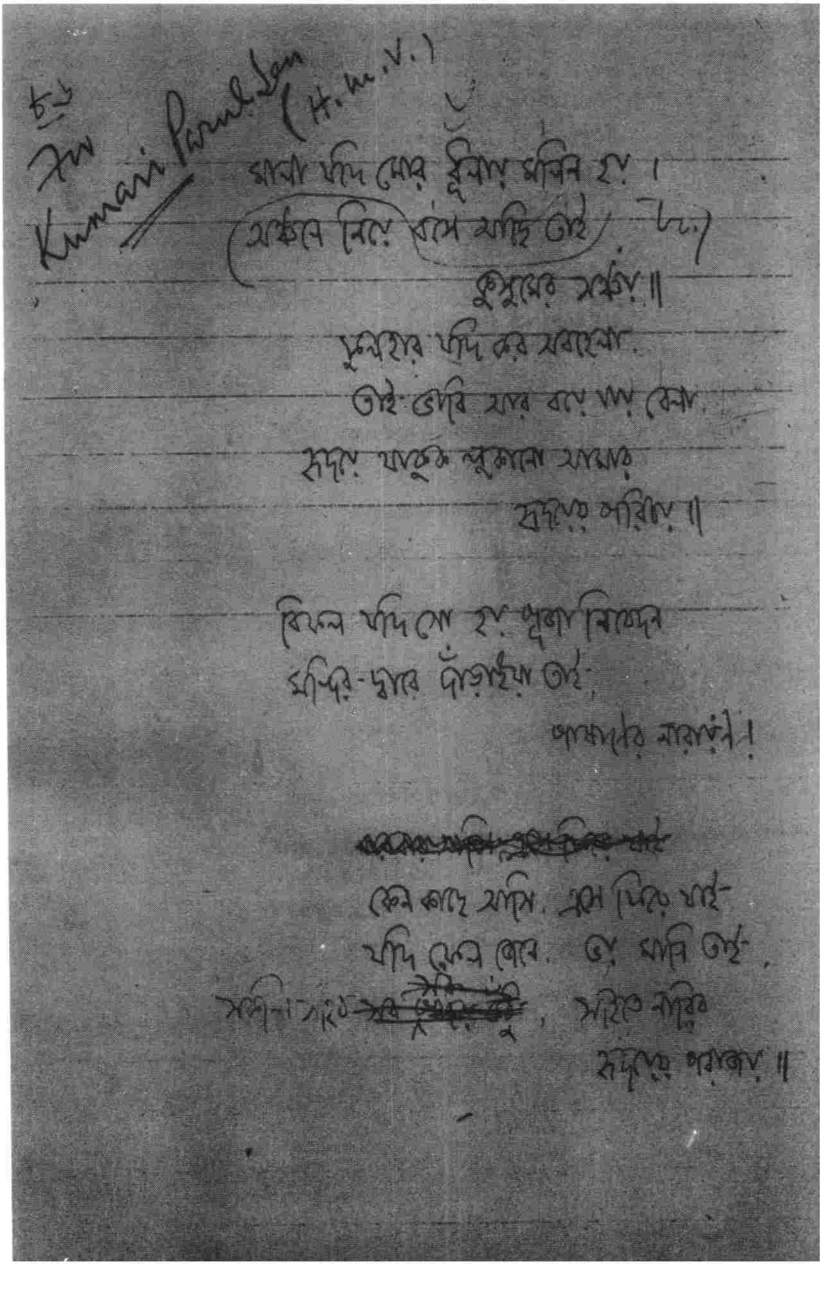

www.icsbook.info

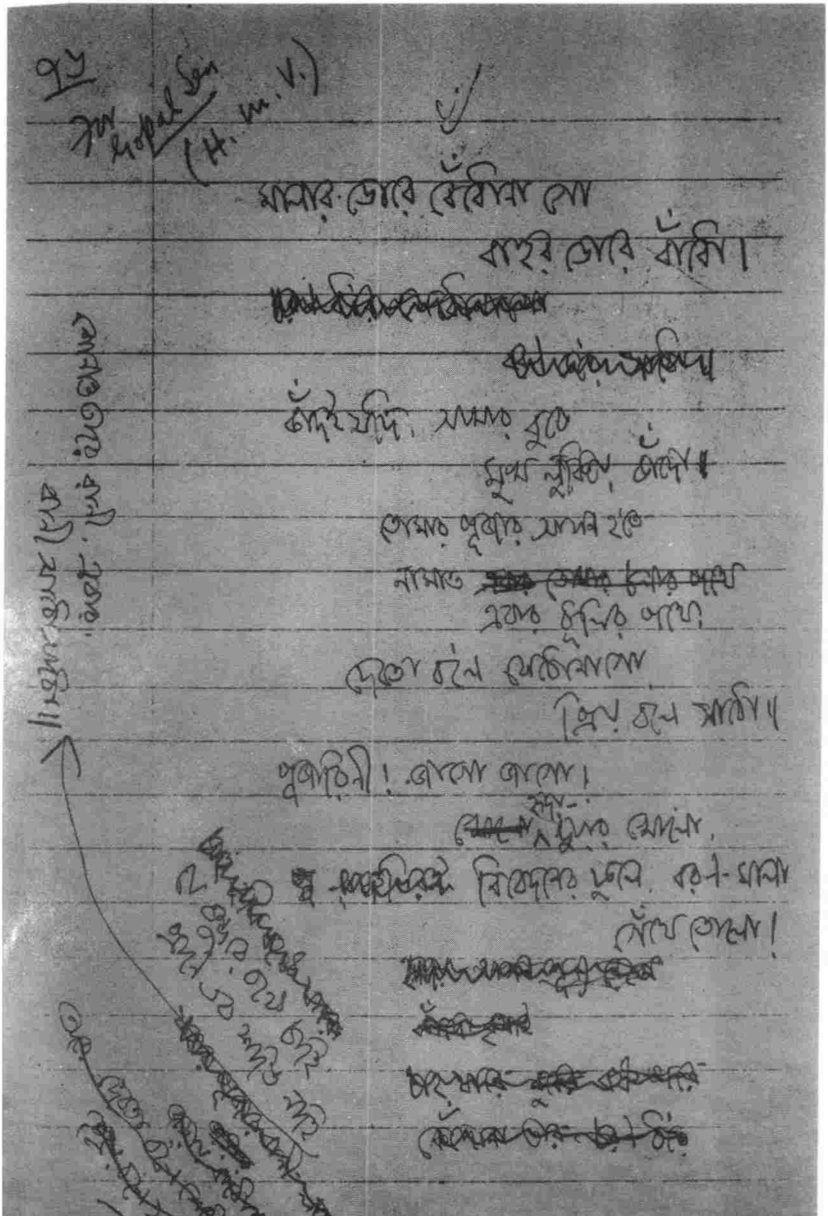

মালার ডোরে বেঁধো না গো
বাহির ডোরে বাঁধি।

কাঁদই যদি সবার বুকে
মুখ লুকিয়ে কাঁদি।
তোমার পূজার আসন হতে
নামাও এবার ধূলির সাথে
দেবতা হলে যেচিও না গো
প্রিয় হলে সাধি॥

পূজারিণী! জাগো জাগো।
বিচ্ছেদেরি ফুলে বরণ-মালা
গেঁথে তোলো!

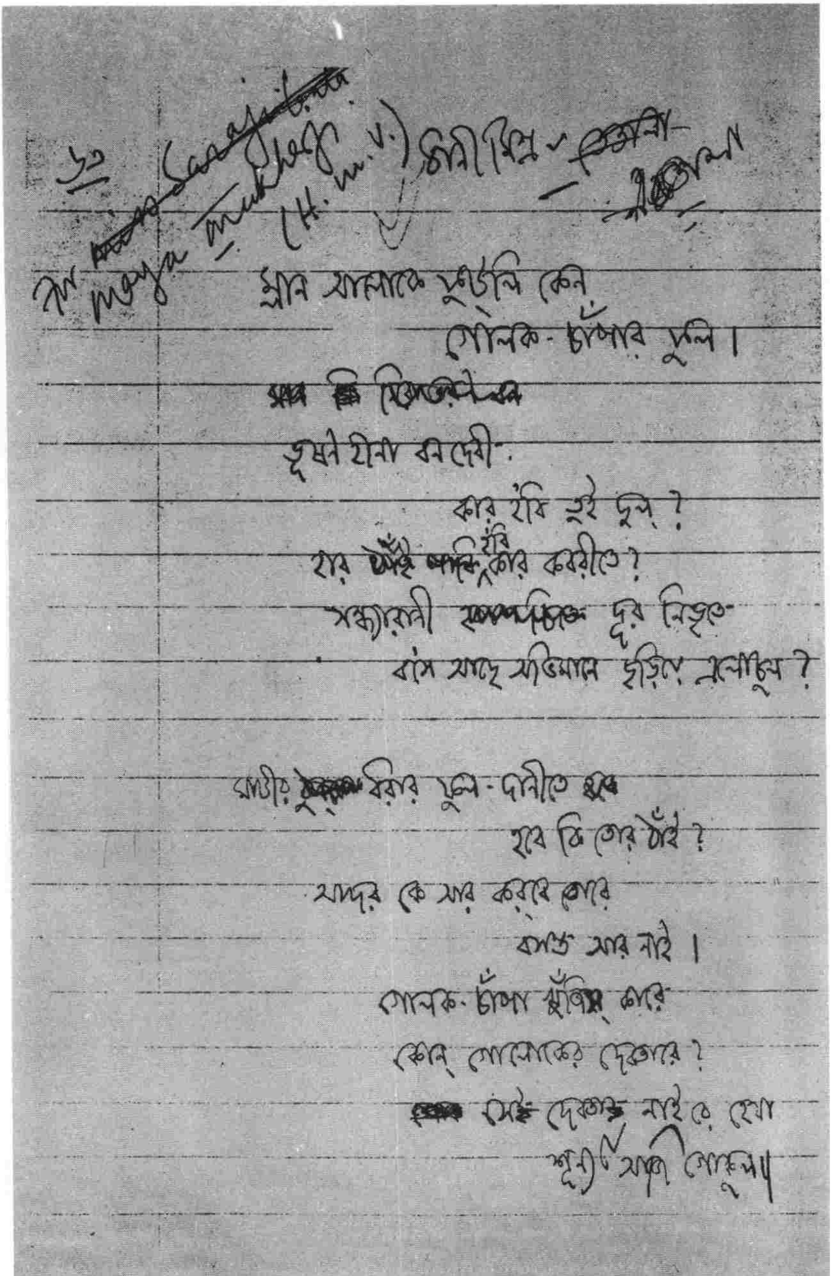
১৩
Maya Mukherjee (H.M.V.)

ম্লান আলোকে ফুটলি কেন
গোলক-চাঁপার ফুল।
দুখিনী হীনা বনদেবী
কার হবি তুই দুল?
হায় হবি কার কবরীতে?
সন্ধ্যারানী দূর নিভৃতে
বসে আছে অভিমানে ছড়িয়ে এলোচুল?

মাটীর বিয়ার ফুল-দানীতে
হবে কি তোর ঠাঁই?
আদর কে আর করবে তোরে
বসন্ত আর নাই।
গোলক-চাঁপা খুঁজিস্ কারে
কোন গোলোকের দেবতারে?
সেই দেবতা নাই রে হেথা
শূন্য আজি গোকুল॥

www.icsbook.info

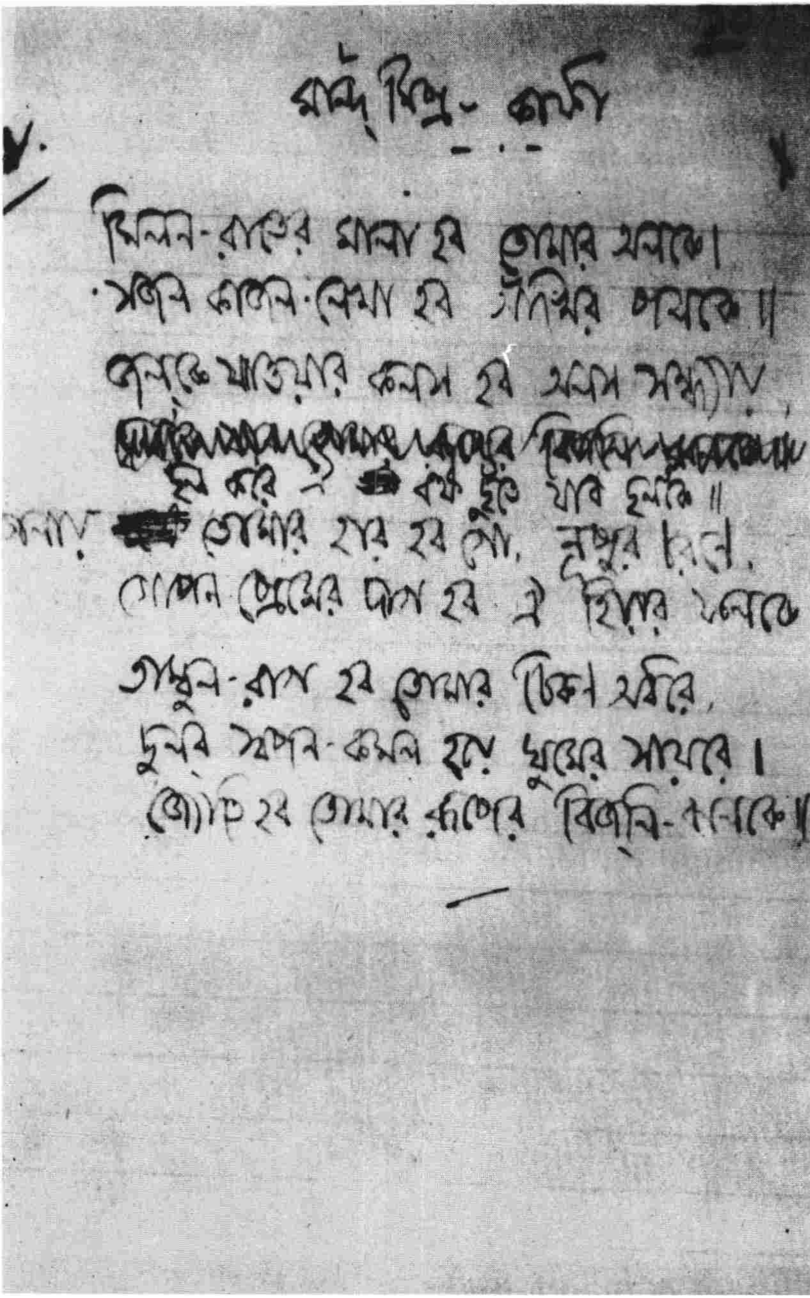
মান্দ্‌ মিশ্র - কাফি

মিলন-রাতের মালা হব তোমার অলকে।
সজনি কাজল-লেখা হব আঁখির পলকে॥
অলকে যাওয়ার কলস হব অলস সন্ধ্যায়,
[illegible]
হার করে ঐ বক্ষ ছুঁয়ে যাব দুলকে॥
গলায় তোমার হার হব গো, নূপুর [illegible],
গোপন প্রেমের দাগ হব ঐ হিয়ার ঝলকে।
তাম্বুল-রাগ হব তোমার চিকন অধরে,
দুলবি স্বপন-কমল হয়ে ঘুমের সায়রে।
জ্যোতি হব তোমার চোখের বিজলি-ঝলকে॥

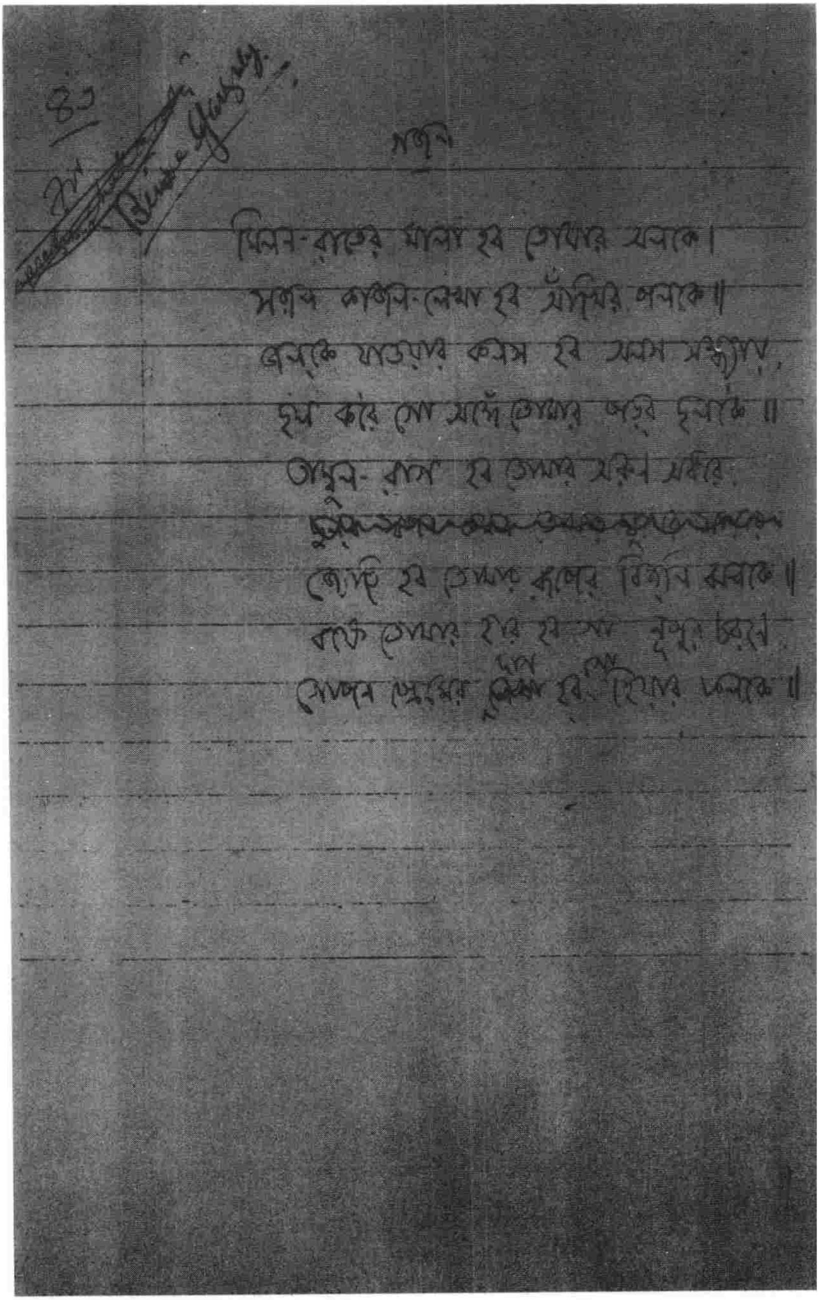

নজরুল

মিলন-রাতের মালা হব তোমার অলকে।
সরম কাজল-লেখা হব আঁখির পলকে॥
জলকে যাওয়ার কলস হব অলস সন্ধ্যায়,
চুম্বন করে গো সাথে তোমার অধর চুমিবে॥
আকুল-বাস হব তোমার রঙিন মন্দিরে
~~[illegible]~~
জ্যোতি হব তোমার রূপের ঝিলিক ঝলকে॥
বক্ষে তোমার হার হব আর নূপুর চরণে,
গোপন প্রেমের দীপ শিখা হব হিয়ার ঝলকে॥

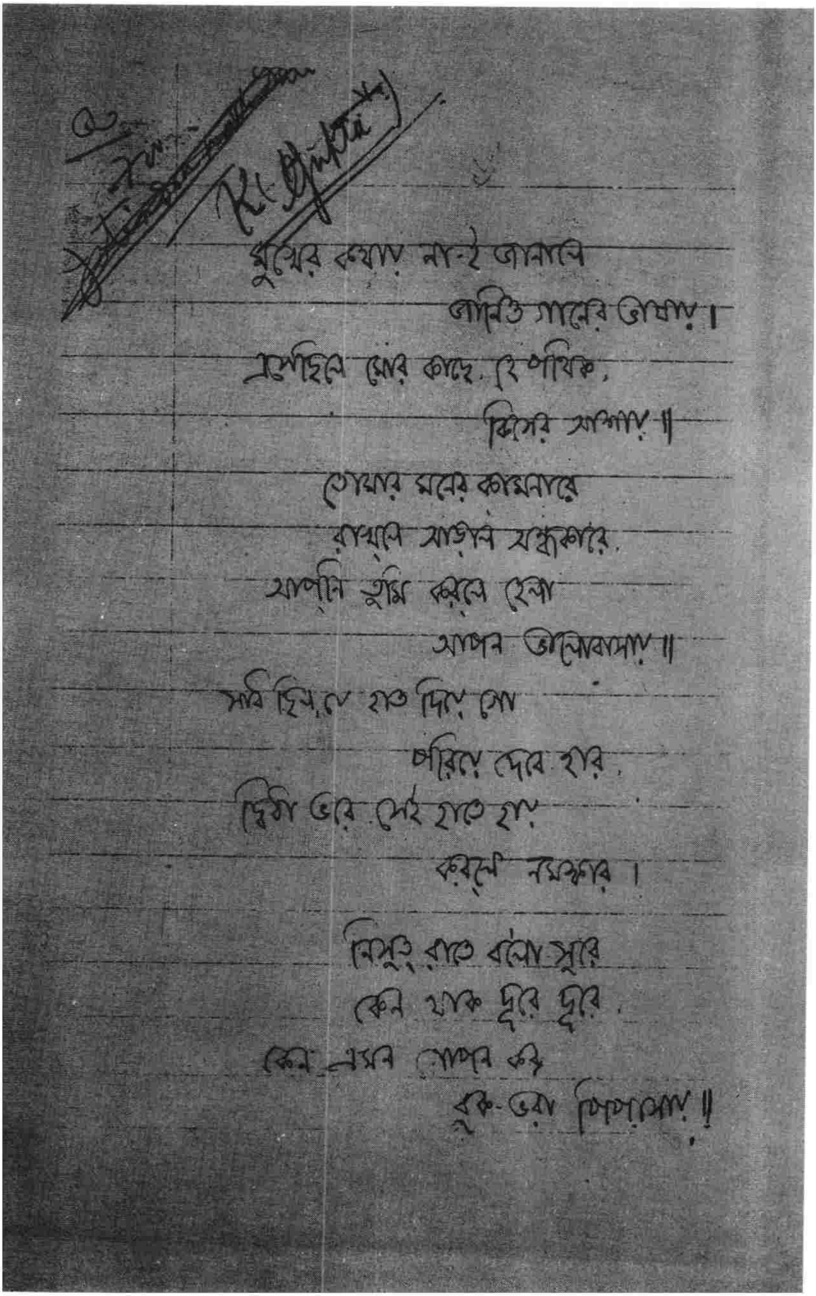

মুখের কথায় না-ই জানালে
জানিও গানের ভাষায়।
এসেছিলে মোর কাছে হে পথিক,
কিসের আশায়॥
তোমার মনের কামনারে
রাখলে আড়াল অন্ধকারে,
আপনি তুমি করলে হেলা
আপন ভালোবাসায়॥
সবই ছিল,যে হাত দিয়ে সে
পরিয়ে দেবে হার,
দ্বিধা ভরে সেই হাতে হায়
করলে নমস্কার।
নিশুত রাতে বলো সুরে
কেন থাক দূরে দূরে,
কেন এমন গোপন কর
বুক-ভরা পিপাসায়॥

www.icsbook.info

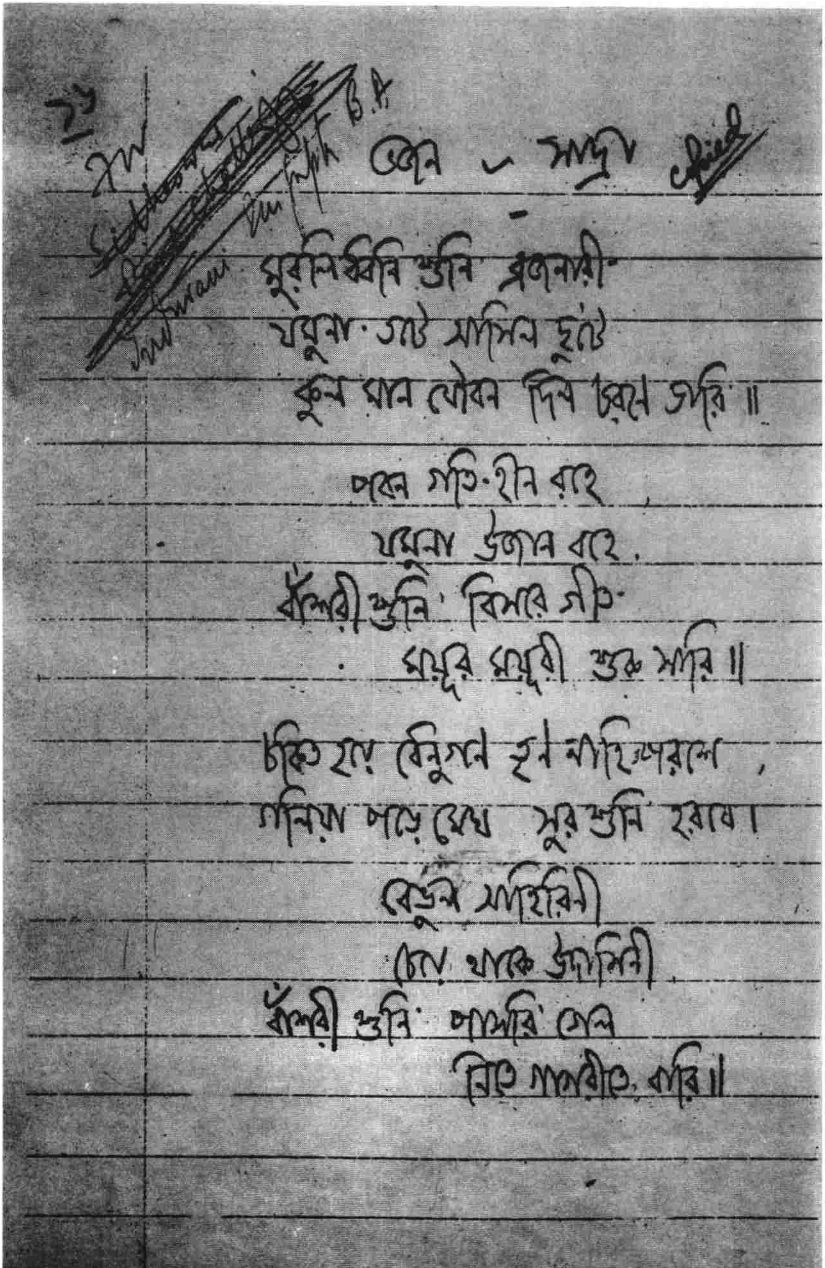

ভজন – সাদ্রা

মুরলি ধ্বনি শুনি ব্রজনারী
যমুনা তটে আসিল ছুটে
কুল মান যৌবন দিল চরণে ডারি ॥

পবন গতি-হীন রহে,
যমুনা উজান বহে,
বাঁশরী শুনি বিসরে গীতি
ময়ূর ময়ূরী শুক সারি ॥

চকিত হয়ে বেনুবনে হরিণ নাহি চরে লো,
গনিয়া পায়ে বেধে সুর শুনি হরষে।
বেদুইন সাহারিনী
চেয়ে থাকে উদাসিনী
বাঁশরী শুনি পাসরি গেল
নিতে গাগরীতে বারি ॥

www.icsbook.info

~~কোরাস~~

Chitta + Amaresh + Shefali Basu 25

মৃতের দেশে নেমে এল মাতৃনামের গঙ্গাধারা।
মর রে, মেরে শুদ্ধ হবি অনুতাপে মলিন যারা ॥
মর আশাহীন ভাগ্য-হত
শক্তি-বিহীন অনুন্নত,
মর রে সবাই মর!
মর এই অমৃতে ডুবি বাঁচে জীবন্মৃত সর্বহারা ॥
ওরে এই শক্তির গঙ্গা-স্রোতে
মৃতের মাঝে এই সে দেশে
মৃত সগর-বংশ বেঁচে উঠেছিল
এক নিমেষে।
এই গঙ্গোত্রীর পরশ লেগে
মহা-ভারত উঠল জেগে,
এই পুণ্য-স্রোতেই ভেসেছিল
ভেদ বিভেদের যত বেড়া ॥

www.icsbook.info

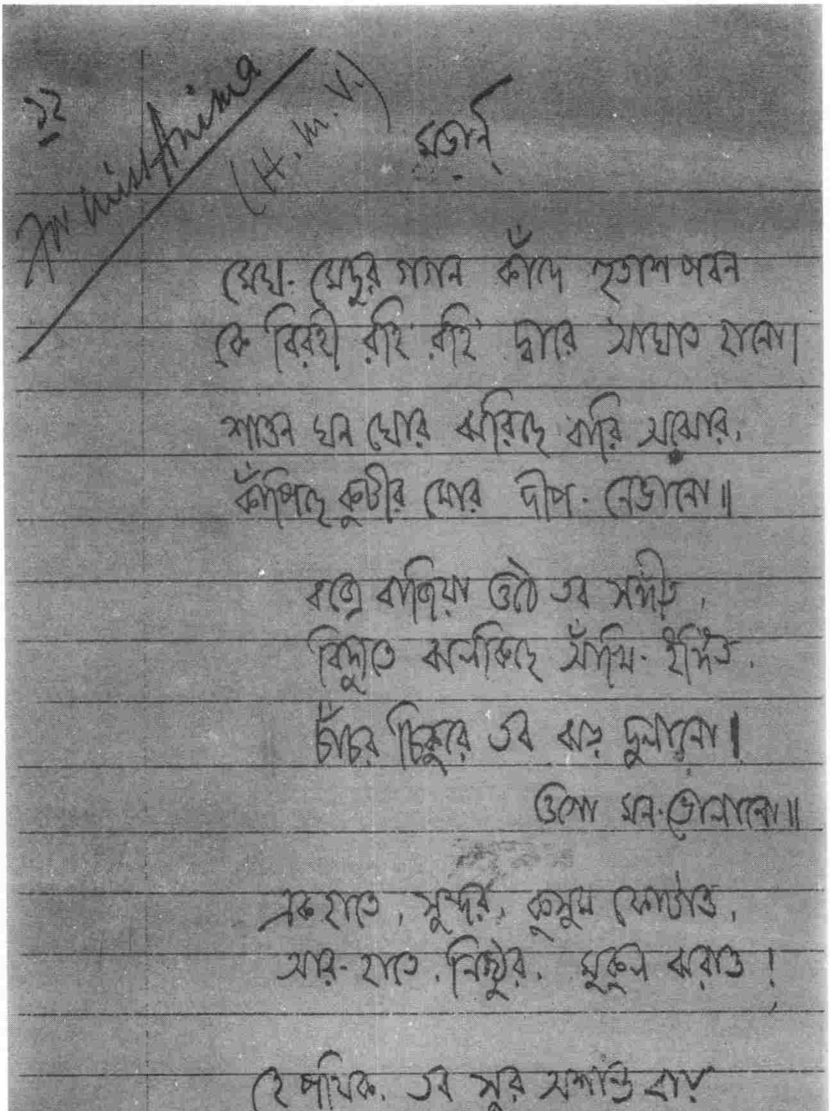

১২

For Miss Anima (H.M.V.)

মেঘ-মেদুর গগন কাঁদে হুতাশ পবন
কে বিরহী রহি রহি দ্বারে আঘাত হানো।

শাওন ঘন ঘোর ঝরিছে ঝরি অঝোর,
কাঁপিছে কুটীর মোর দীপ-নেভানো॥

বজ্রে বাজিয়া ওঠে তব সঙ্গীত,
বিদ্যুতে ঝলকিছে আঁখি-ইঙ্গিত,
চাঁচর চিকুরে তব ঝড় দুলানো।
ওগো মন-ভোলানো॥

এক হাতে, সুন্দরি, কুসুম ফোটাও,
আর-হাতে নিঠুর, মুকুলে ঝরাও!

হে পথিক, তব সুর অশান্ত বায়
জন্মান্তর হতে যেন ভেসে আসে হায়,
বিজড়িত তব স্মৃতি প্রাণ-কাঁদানো॥

www.icsbook.info

৮৪ New Music Arrange (H.M.V.)

মেঘলা-মতীর ধারা-জলে কর স্নান। (হে ধরণী)
স্নিগ্ধ শীতল মেঘ-চন্দনে জুড়াও তাপিত প্রাণ
(হে ধরণী)॥

তব বৈশাখী-রুদ্র শেষে
শ্যাম-সুন্দর বেশে
দেবতা এল হেসে
সহ আশীষ-বারি দান॥ (হে ধরণী)

তব দহন-হীন উপবাস-ক্ষীণ কায়
হোক নবতর শ্যাম সমারোহে, পুলকিত সুধায়।
তীর্থ-সলিলে
[illegible] তৃষা।
দূর কর গো ক্ষুধা,
শ্যাম দরশ পরশ-আকুলি
হয়ে সহি গান॥ (হে ধরণী)॥

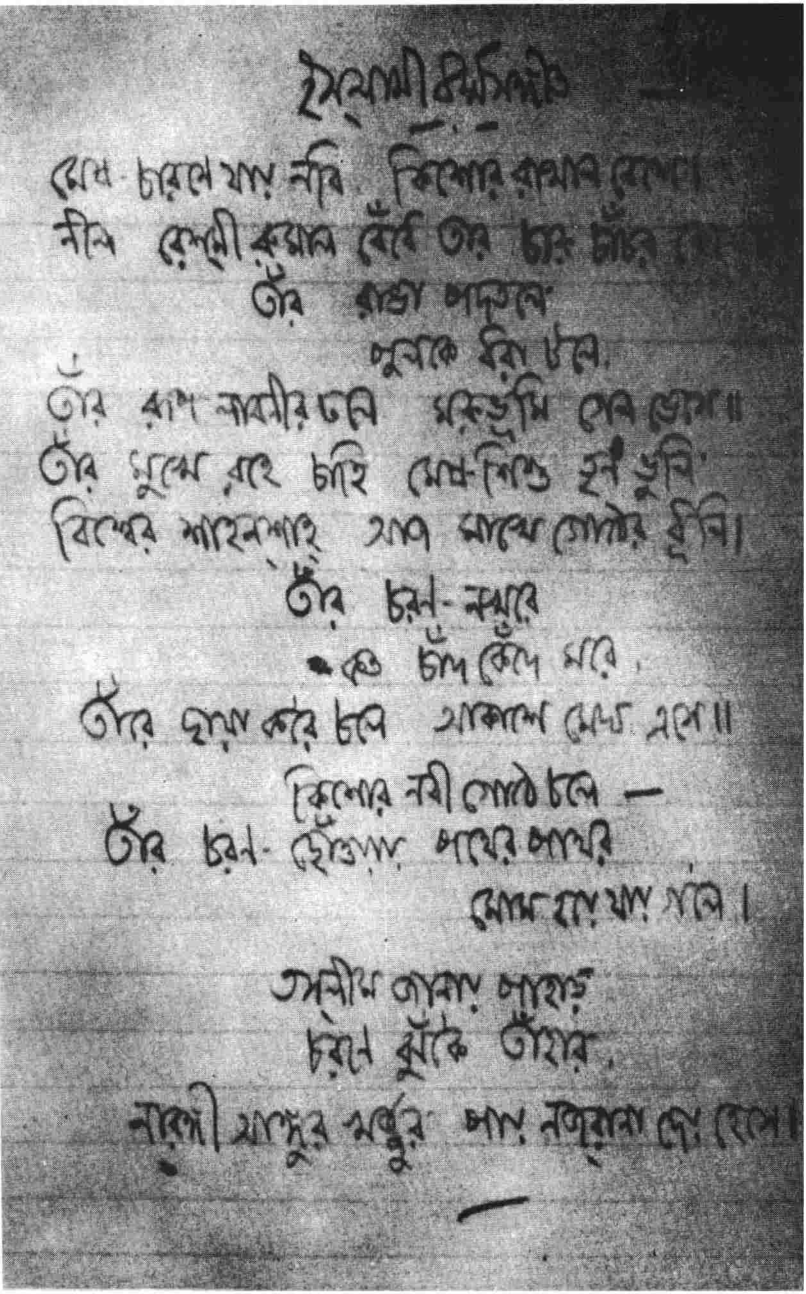

ইস্‌লামী সঙ্গীত

মেষ-চারণে যায় নবি কিশোর রাখাল বেশে।
নীল রেশমী রুমাল বেঁধে তার চারু চাঁচর কেশে।
তাঁর রাঙা পদতলে
ফুলকে ঝরি চলে,
তাঁর রূপ-লাবনীর ঢলে মরুভূমি গেল ভেসে॥
তাঁর মুখে রহে চাহি মেষ-শিশু হয়ে ভুলি
বিশ্বের শাহানশাহ্ আজ মাঠে গোঠের ধূলি।
তাঁর চরণ-নখরে
ও কে চাঁদ কেঁদে মরে,
তাঁরে ছায়া করে চলে আকাশে মেঘ এসে॥
কিশোর নবী গোঠে চলে —
তাঁর চরণ-ছোঁওয়ায় পাথর পাথর
মোম হয়ে যায় গলে।
অসীম জানায় পাহাড়
চরণে ঝুঁকে তাঁহার,
নারঙ্গী আঙ্গুর খর্জুর দেয় নজরানা দেয় হেসে।

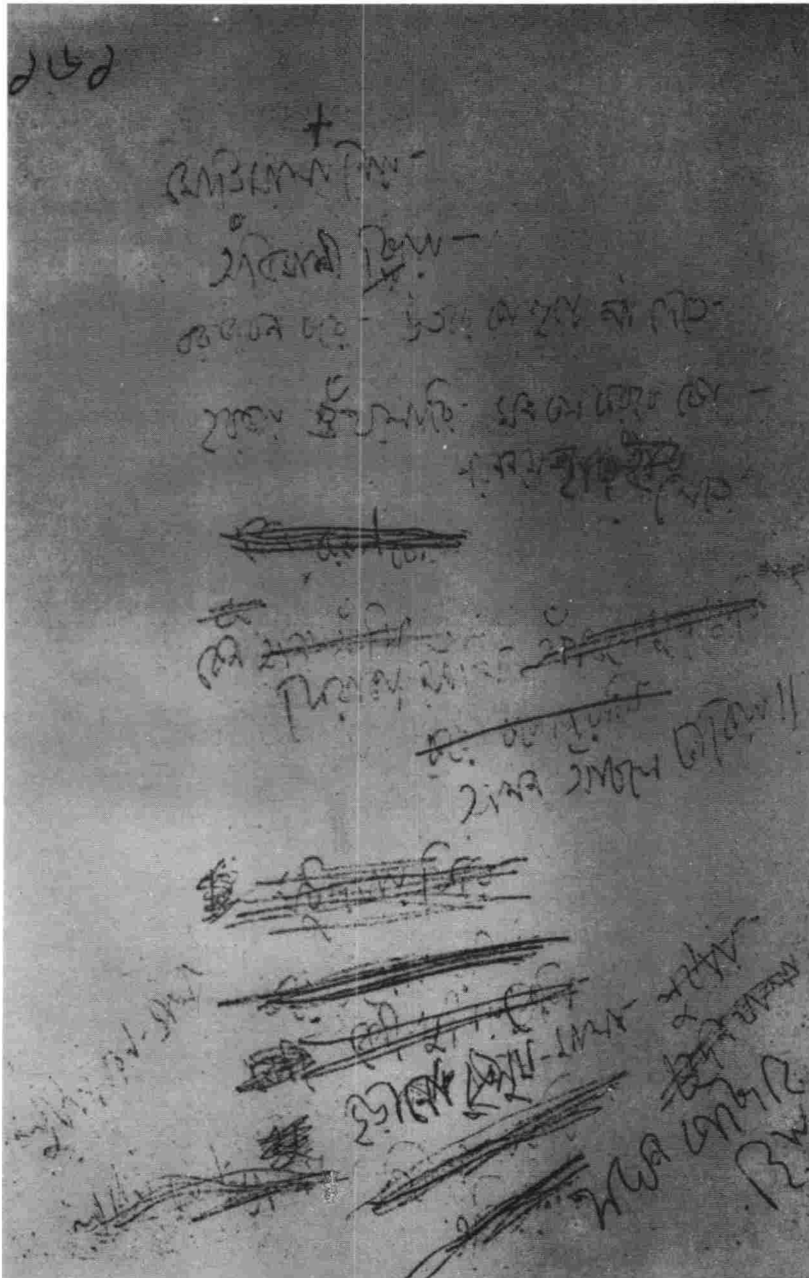

www.icsbook.info

১২৮ কীর্তন

মোর নন্দ-কুমার বিনে সই
নাহি ব্রজে আনন্দ আর।
আজি বৃন্দাবন অন্ধকার।
যমুনার জল দ্বিগুণ বেড়েছে করি গোকুলের হাহাকার। (সখি লো)
শীতল জানিয়া মেঘ-বরন শ্যামের শরন লইয়া সই
তৃষিত চাতকী জ্বলে মরি সখি বিরহ-দাহনে ওগো সই
শীতল মেঘে অশনি থাকে
কে জানিত সখি সজল কাজল শীতল মেঘে অশনি থাকে। (সখি লো)
ব্রজে বাজেনাকো বেনু আর চরেনা ধেনু;
আর পড়েনা গোকুলে শ্যাম চরন রেনু।
তার ফেলে-যাওয়া বাঁশী নিয়ে শ্রীদাম সুদাম
ফিরে মথুরার পথে আর কাঁদে অবিরাম।
হায় উড়ে গেছে শুক সারি, কৃষ্ণের নাম
আর শুনিনাকো, চল সখি যথা মোর শ্যাম।

—

www.icsbook.info

৩৫০
Harimati

কীর্তন

মোরে সেইরূপে দেখা দাও হরি,
তুমি ব্রজের বনারে রাই-কিশোরীরে
ভুলাইলে যে রূপ ধরি॥
হরি বাজায়ো বাঁশরী সেই সাথে
যে বাঁশী শুনিয়া ধেনু ছোটে যেত
উজান বাহিত যমুনাতে।
যে নূপুর শুনে ময়ূর নাচিত, এসো হে সেই
নূপুর পরি॥
নন্দ-যশোদা-কোলে গোপাল
যে রূপে খেলিত ক্ষীর ননী খেয়ে
এসো সেইরূপে ব্রজ-দুলাল।
যে পীত বসনে কদম তলায় নাচিতে, এসো সে বেশ পরি॥
কংসে বধিলে যে রূপে শ্যাম
কুরুক্ষেত্রে হইলে সারথি এসো সেইরূপে
এ ত্রিবিধাম,
যে রূপে গাহিলে গীতা নারায়ণ,
এসো সে বিরাট রূপ ধরি॥

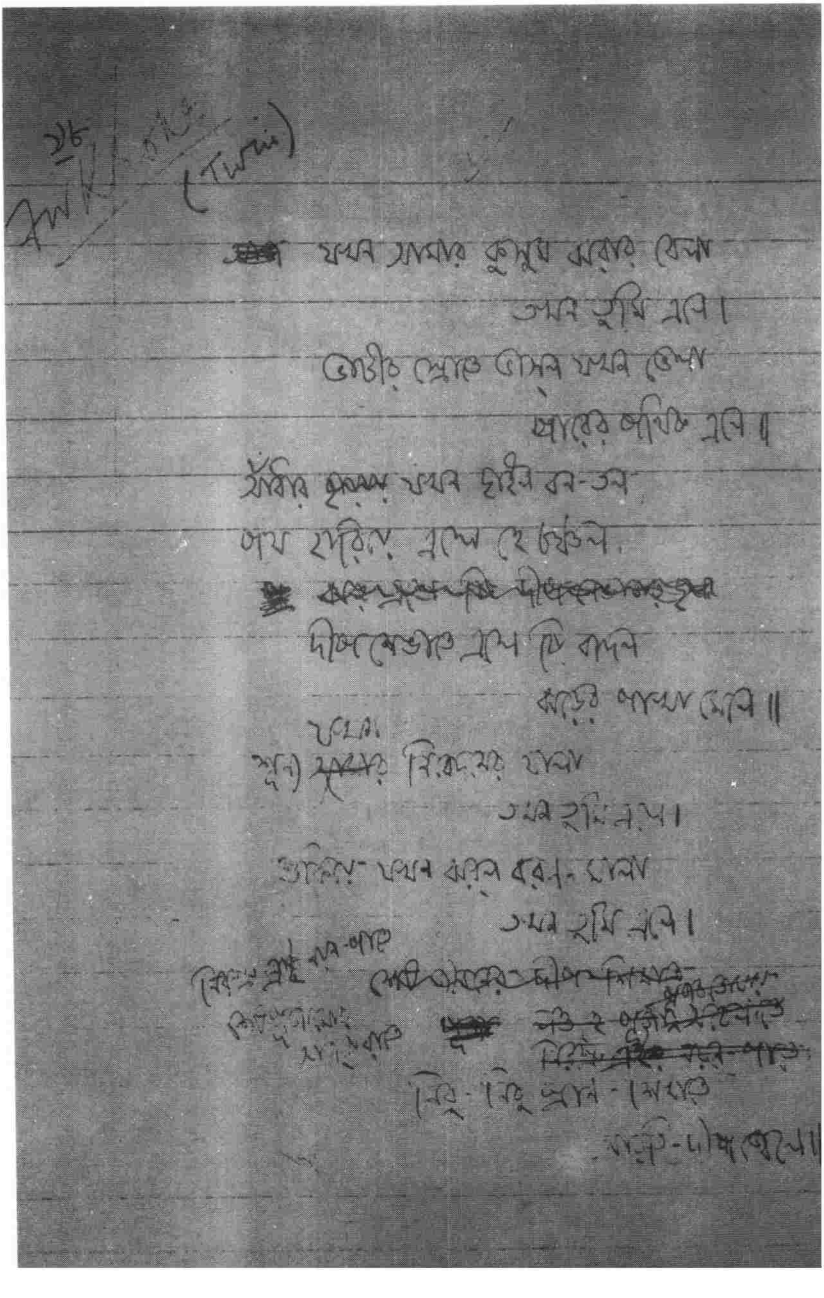
যখন আমার কুসুম ঝরার বেলা
তখন তুমি এলে।
ভাটীর স্রোতে ভাসল যখন ভেলা
জোয়ার জাগিয়ে এলে॥
আঁধার কুহেলি যখন ছাইল বন-তল
পথ হারিয়ে এলে হে চঞ্চল
দীপ নেভাতে এলে কি বাদল
ঝড়ের পাখা মেলে॥
শূন্য নিরালায় যখন
তখন তুমি এলে।
শুকিয়ে যখন ঝরল বরণ-মালা
তখন তুমি এলে।
নিবু-নিবু প্রাণ-শিখাতে
শান্তি-দীপ জ্বেলে॥

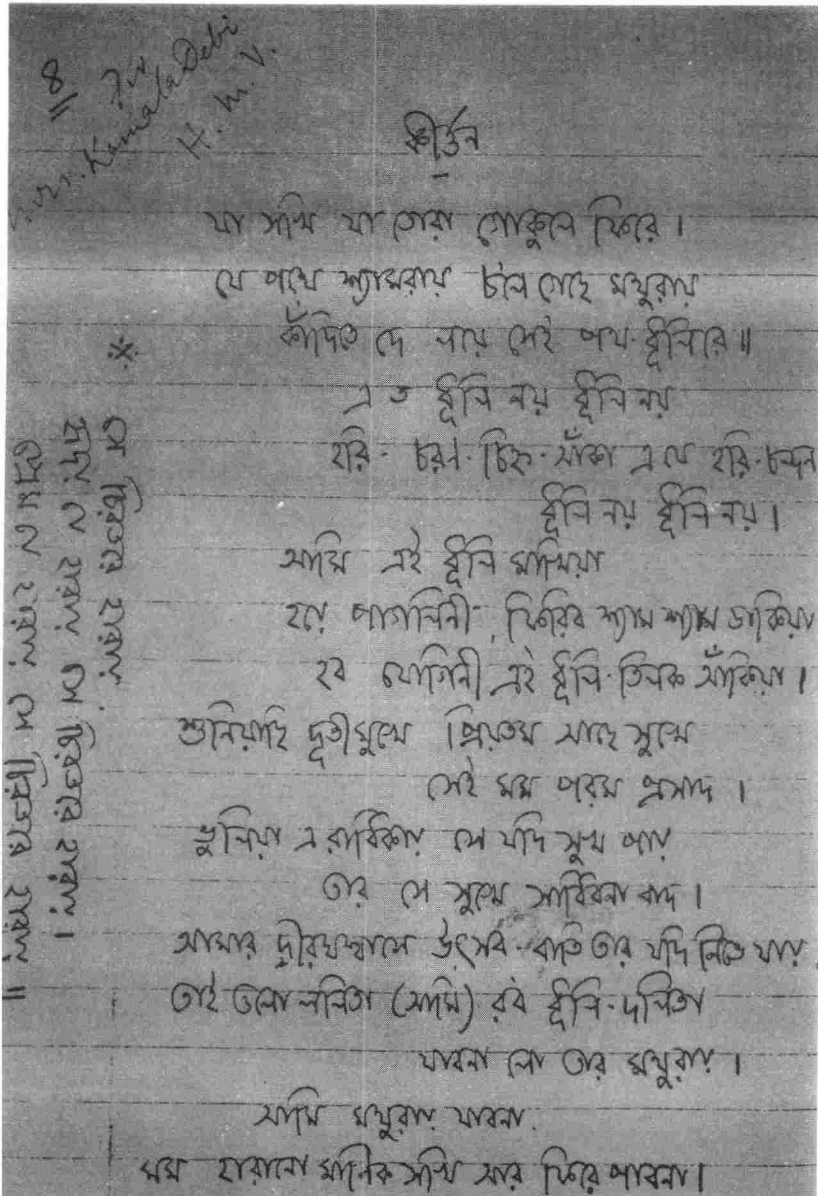

৪॥ Sri Kamala Debi H.M.V.

কীর্ত্তন

যা সখি যা তোরা গোকুলে ফিরে।
যে পথে শ্যামরায় চলে গেছে মথুরায়
কাঁদিতে দে মোয় সেই পথ-ধূলিরে॥
এ ত ধূলি নয় ধূলি নয়
হরি-চরণ-চিহ্ন-মাখা এ যে হরি-চন্দন
ধূলি নয় ধূলি নয়।
আমি এই ধূলি মাখিয়া
হয়ে পাগলিনী, ফিরিব শ্যাম শ্যাম ডাকিয়া,
হব যোগিনী এই ধূলি-তিলক আঁকিয়া।
শুনিয়াছি দূতীমুখে প্রিয়তম আছে সুখে
সেই মোর পরম প্রসাদ।
শুনিয়া এ রাধিকায় সে যদি সুখ পায়
তবে সে সুখে সাধিবনা বাদ।
আমার দীরঘশ্বাসে উৎসব-বাতি তার যদি নিভে যায়,
তাই তো লো ললিতা (আমি) রব ধূলি-দলিতা
যাবনা লো তার মথুরায়।
সখি মথুরায় যাবনা.
মন হারানো মানিক সখি আর ফিরে পাবনা।
হারানো মানিক ~~সখি~~ তবু ফিরে লোকে পায়

* সে কিশোর হবায়।
দাঁড়ায়ে হবায় সে কিশোর হবায়।
প্রেমেতে হবায় সে কিশোর হবায়॥

www.icsbook.info

Ohut + Binapani

ডুয়েট

পু॥ যাও হেলে দুলে এলোচুলে কে গো বিদেশিনী।
কাহার আশে — কাহার অনুরাগিনী॥
স্ত্রী॥ আমি কনক-চাঁপার দেশের মেয়ে
এনু ঊষার রঙের গাঙে নেয়ে,
আমি মল্লিকা সে পল্লীবাসিনী॥

পু॥ চিনি চিনি ঐ চুড়ি কাঁকনের রিনিঝিনি
তুমি ভোর বেলা দাও স্বপনে দেখা।
স্ত্রী॥ তোমার রঙে, কবি আঁক আমার ছবি
তুমি দেবতা রবি আমি তব পূজারিনী॥

পু॥ এস পরীর দুলালী আলোর দেশে
যথা তারার সাথে চাঁদ গোপনে মেশে।
স্ত্রী॥ আলো অলোক-জয়ী আমি যাইব ভেসে।
উভয়॥ চল যাই পরীর হুরির ঊর্ধ্বে
যথা বয় অনন্ত প্রেম-মন্দাকিনী॥

www.icsbook.info

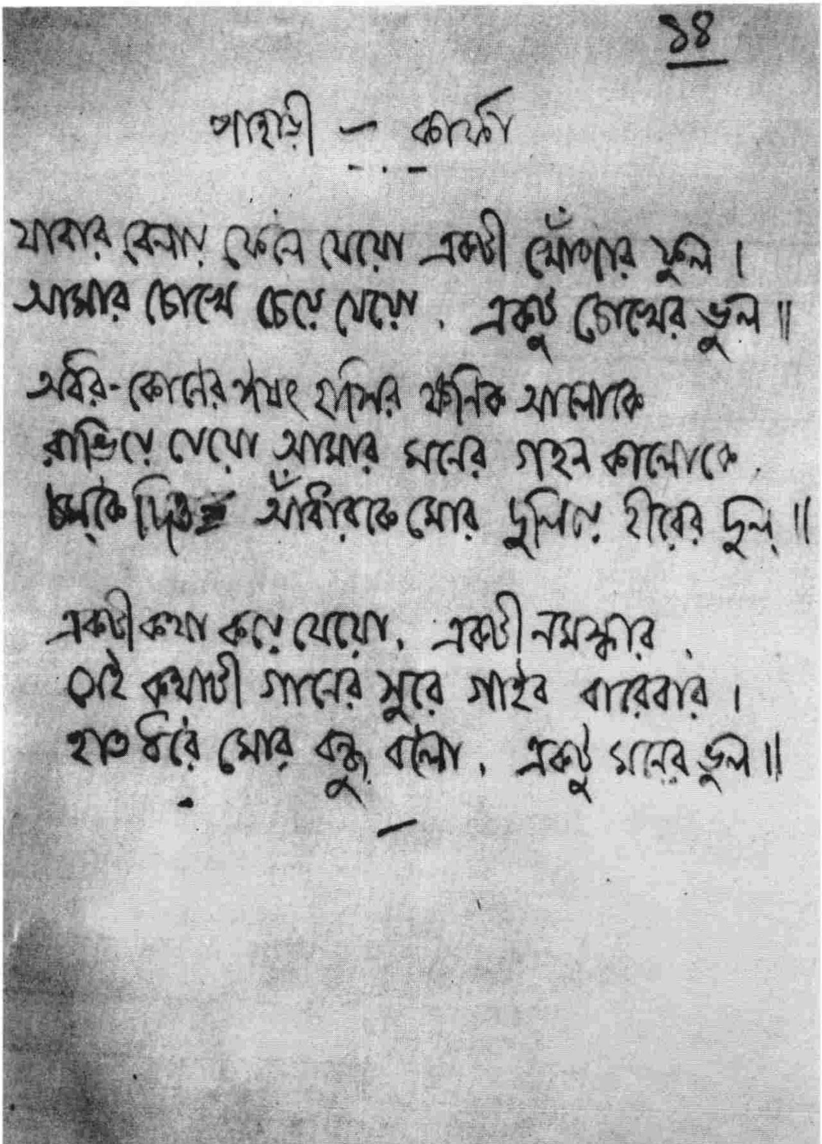

১৪

পাহাড়ী — কার্ফা

যাবার বেলায় ফেলে যেয়ো একটী খোঁপার ফুল।
আমার চোখে চেয়ে যেয়ো, একটু চোখের ভুল॥

অধর-কোণের ঈষৎ হাসির ঝিলিক আলোকে
রাঙিয়ে যেয়ো আমার মনের গহন কালোকে,
চমকে দিও আঁখিরে মোর দুলিয়ে হীরের দুল॥

একটী কথা কয়ে যেয়ো, একটী নমস্কার,
ঐ কথাটী গানের সুরে গাইব বারবার।
হাত ধরে মোর বন্ধু বলো, একটু মনের ভুল॥

www.icsbook.info

A. Karim R ইসলামী II

যার হৃদয়ে আল্লার নাম সদাই জেগে রয়
আল্লার ঘর কাবা শরীফ তাহার হৃদয় ॥

~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

আল্লার নাম জিকির করে যে জন নিরালায়
নাই গেল সে হজে, রে ওই মক্কা মদিনায়
ঘরে বসেই হয় সে হাজী, আউলিয়া সে হয় ॥

আপনাকে যে দিয়েছে ওই খোদার নামে সঁপে,
কাজের মাঝেও মনে মনে আল্লা আল্লা জপে
তাহার মতন সুখী রে ওই ফেরেশতাও নয় ॥

(সে) যথায় বসে জিকির করে, সেই হয় মসজিদ,
(সে) যেখানে যায় সেইখানে ওই আসে খুশির ঈদ,
বেহেশতের সে আশ রাখে না,
(তার) নাই দোজখের ভয় ॥

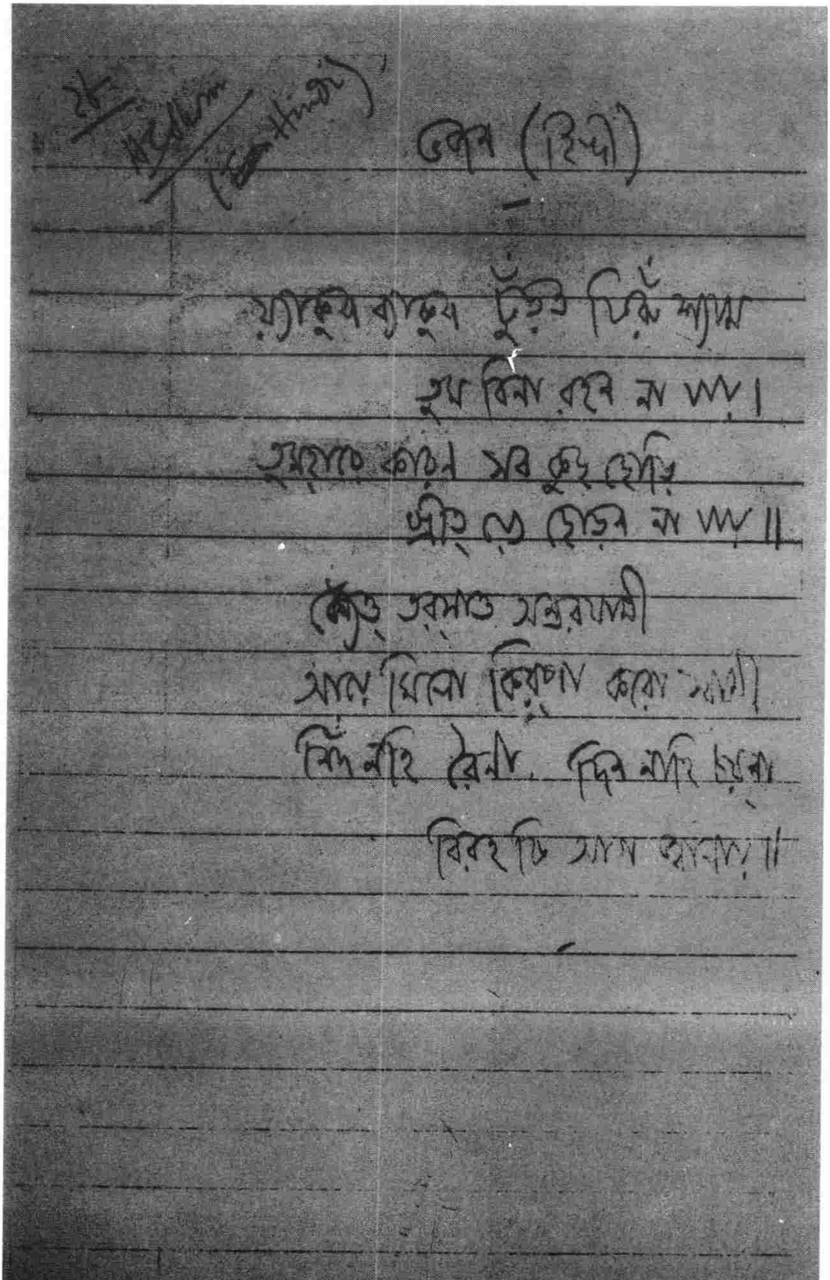

ভৈরব (হিন্দী)

য়্যাকুল ব্যাকুল ঢুঁড়ত ফিরু শ্যাম
তুম বিনা রহে না যায়।
তুমহারে কারন সব কুছ ছোড়ি
প্রীত লে তোড়ন না যায়॥
নৈনো বরসাত সাওনধারী
আয়ে মিলো কিষণ করো প্যারী
নিঁদ নাহি রৈনা, দিন নাহি চৈনা
বিরহ চিতা মন জ্বালায়॥

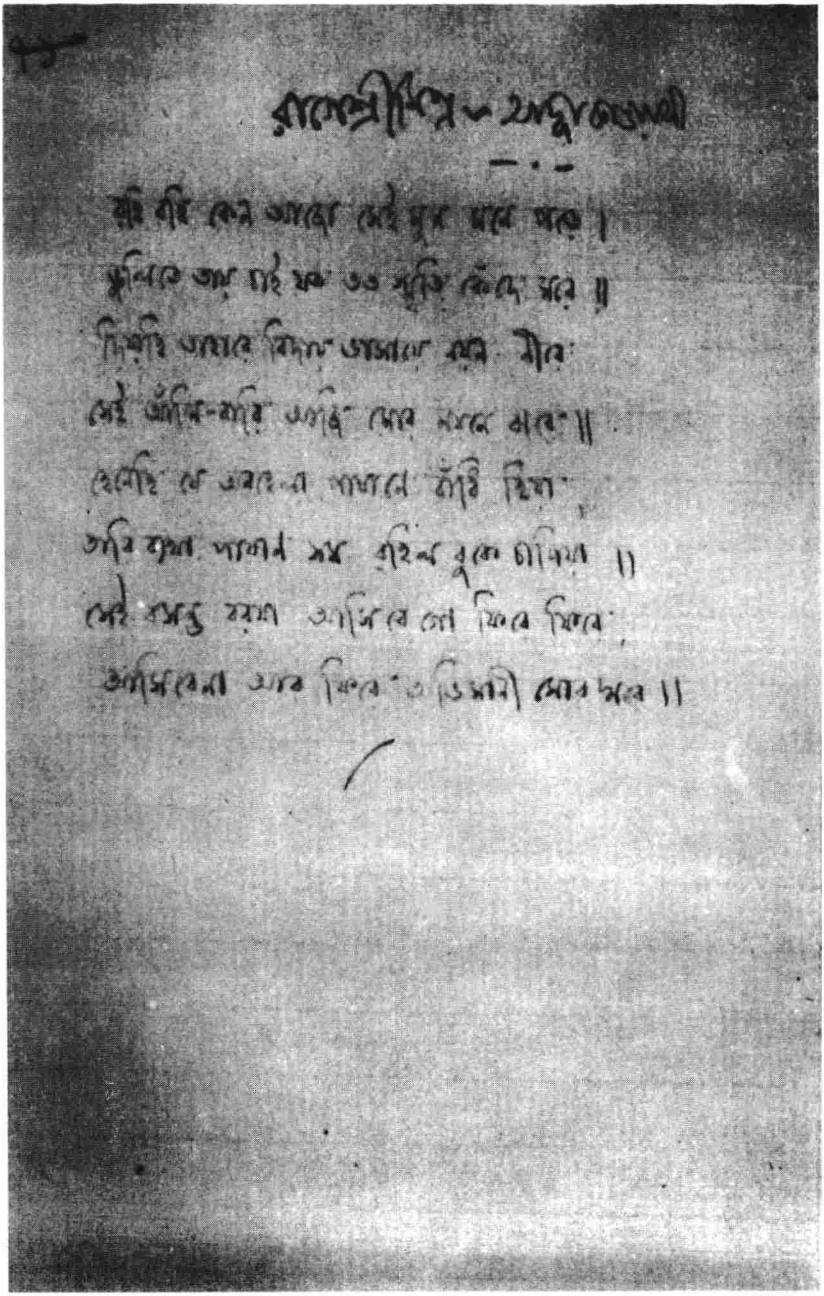

রাগেশ্রী মিশ্র — অদ্ধা কাওয়ালী

রহি রহি কেন আজো সেই মুখ মনে পড়ে।
ভুলিতে চাই যত তত স্মৃতি কেঁদে মরে ॥
দিয়েছি যাহারে বিদায় আষাঢ়ে ঝরে নীর
সেই আঁখি-নীর আজও মোর নয়নে ঝরে ॥
হেনেছি যে অবহেলা পাষাণে বাঁধি হিয়া,
তারি ব্যথা পাষাণ সম রহিল বুকে চাপিয়া ॥
সেই বসন্ত যবে আসিবে গো ফিরে ফিরে,
আসিবে না আর ফিরে অভিমানী মোর ঘরে ॥

www.icsbook.info

Radha Rani

নারায়ণী — মন্দ কাওয়ালী

রহি' রহি' কেন সেই মুখ পড়ে মনে।
ফিরায়ে দিয়াছি যারে অনাদরে অকারণে ॥
উদাসী মলয় দুপুরে
মন উড়ে যেতে চায় সুদূরে,
যে বনপথে সে ভিখারীর বেশে
করুণা জাগায়েছিল সকরুণ নয়নে ॥

তার বুকে ছিল তৃষ্ণা, মোর ঘটে ছিল বারি,
পিয়াসী চাতক-সম জল চাহিল না সে
চিনিতে পারিনি হায় জলদ নেহারি'।

তার অঞ্জলির ফুল পথে দলিতে
ছড়ায়েছি, সেই ব্যথা নারি ভুলিতে,
অন্তরালে যারে রাখিনু চিরদিন
অন্তর জুড়িয়া কেন কাঁদে সে গোপনে ॥

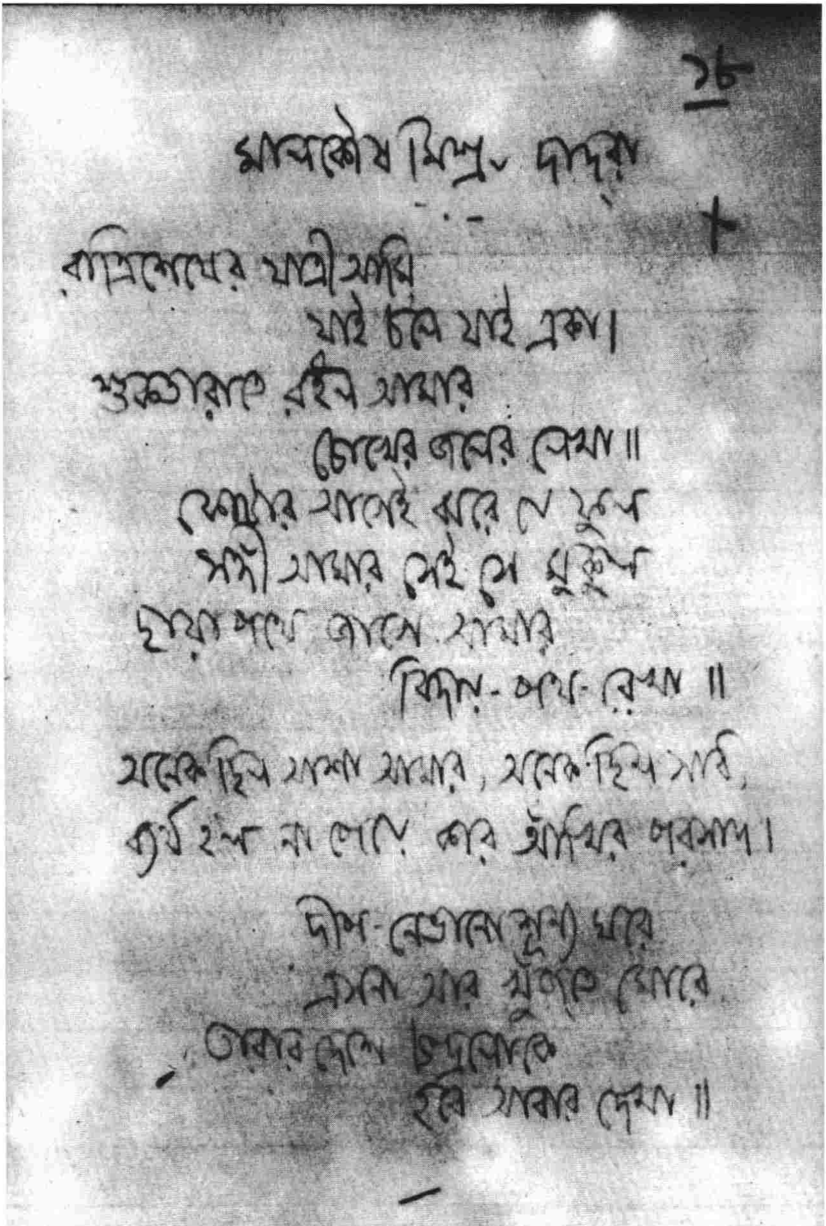

১৮

মালকোষ মিশ্র — দাদরা

রাত্রিশেষের যাত্রী আমি
যাই চলে যাই একা।
শুকতারাতে রইল আমার
চোখের জলের লেখা॥
ভোরের আগেই ঝরে যে ফুল
সাথী আমার সেই সে মুকুল
ছায়া পথে জাগে আমার
বিদায়-পথ-রেখা॥
অনেক ছিল আশা আমার, অনেক ছিল সাধ,
ব্যর্থ হল না পেয়ে কার আঁখির পরসাদ।
দীপ-নেভানো শূন্য ঘরে
এসো না আর খুঁজতে মোরে
তারার দেশে চন্দ্রলোকে
হবে আবার দেখা॥

www.icsbook.info

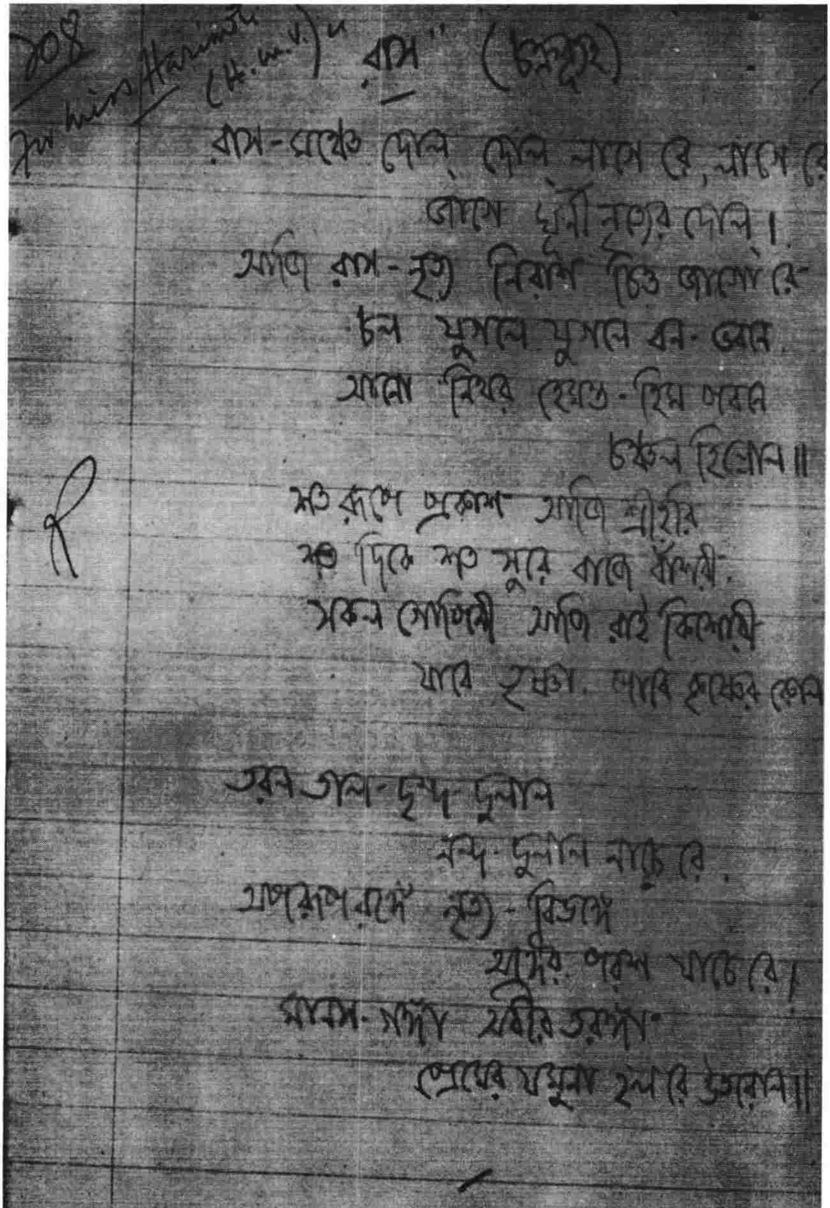

"রাস"

রাস-মঞ্চে দোল্ দোল্ লাগে রে, লাগে রে
জাগে ধরণী নৃত্যের দোল্।
আজি রাস-নৃত্য নিরখি চিত্ত জাগে রে
চল যুগলে যুগলে বন-ভবনে
আলো নিঝর হেমন্ত-হিম পবনে
চঞ্চল হিল্লোল॥
শত রূপে প্রকাশ আজি শ্রীহরির
শত দিকে শত সুরে বাজে বাঁশরী
সকল গোপিনী আজি রাই কিশোরী
যারে হেরি, ভাবে শ্যামের কোল

তরুণ তমাল-বৃন্দ দুলালি
নন্দ-দুলাল নাচে রে।
অপরূপ রাসে নৃত্য-বিভঙ্গে
খুশির পরশ যাচে রে।
মানস-সরসী ঝরিছে তরঙ্গে
প্রেমের যমুনা হল রে উতরোল॥

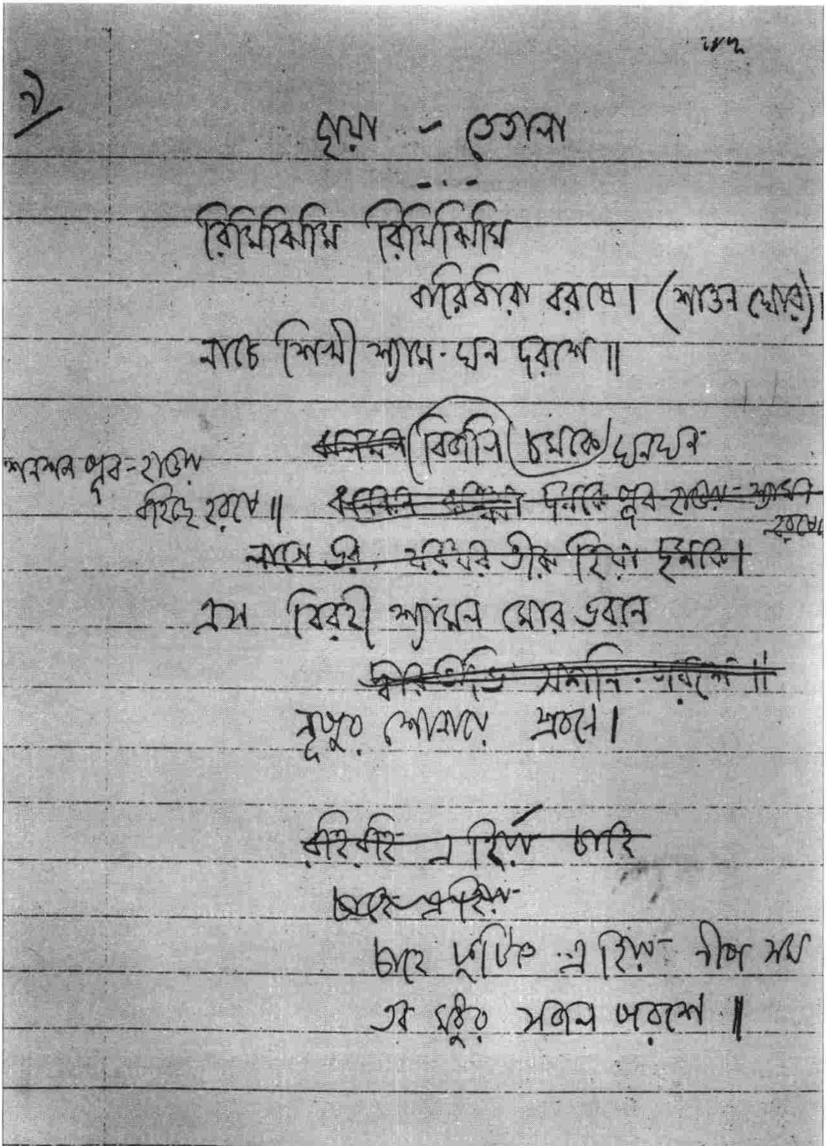
রিমিঝিমি রিমিঝিমি
ঝরিঝরি বরষে। (শাওন ঘোরে)।
নাচে শিখী শ্যাম-ঘন দরশে॥
বিজলি চমকে ঝনঝন
ঝনঝন নূপুর-বাজে
বাহিছে হরষে॥
এস বিরহী শ্যামল মোর ভবনে
নূপুর শোনাবে শ্রবণে।
চাহে চকিতে এ হিয়া নীল নভ
এর মুকুর সজল সরসে॥

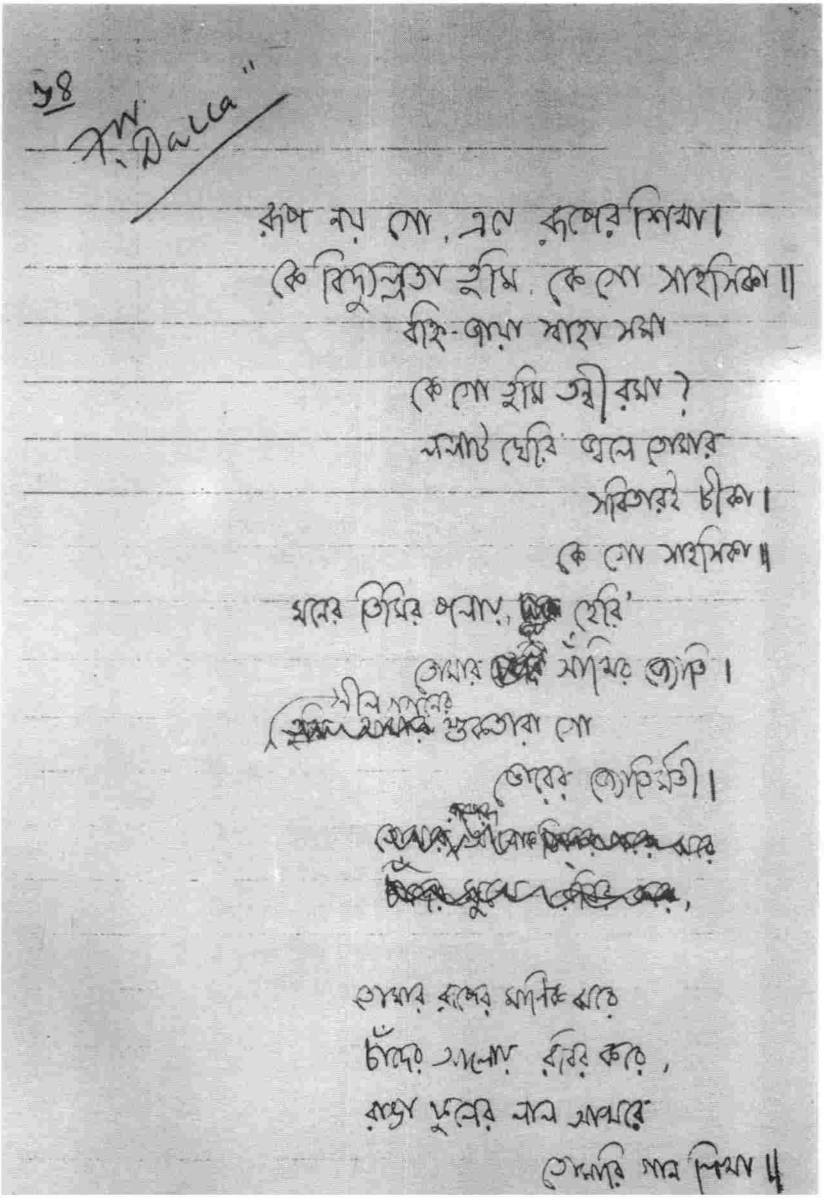
১৪
Dacca
রূপ নয় গো, এযে রূপের শিখা।
কে বিদ্যুল্লতা তুমি, কে গো সাহসিকা।।
বহ্নি-জায়া স্বাহা সমা
কে গো তুমি তন্বী রমা?
সবাই হেরি' জ্বলে তোমার
সবিতারই টীকা।
কে গো সাহসিকা।।
মনের তিমির পলায়, হেরি'
তোমার সীমার জ্যোতি।
নীল গগনের শুকতারা গো
ভোরের জ্যোতির্মতী।
তোমার রূপের মানিক হতে
চাঁদের আলো রবির করে,
রাঙা ফুলের লাল আখরে
তোমারি নাম লিখা।।

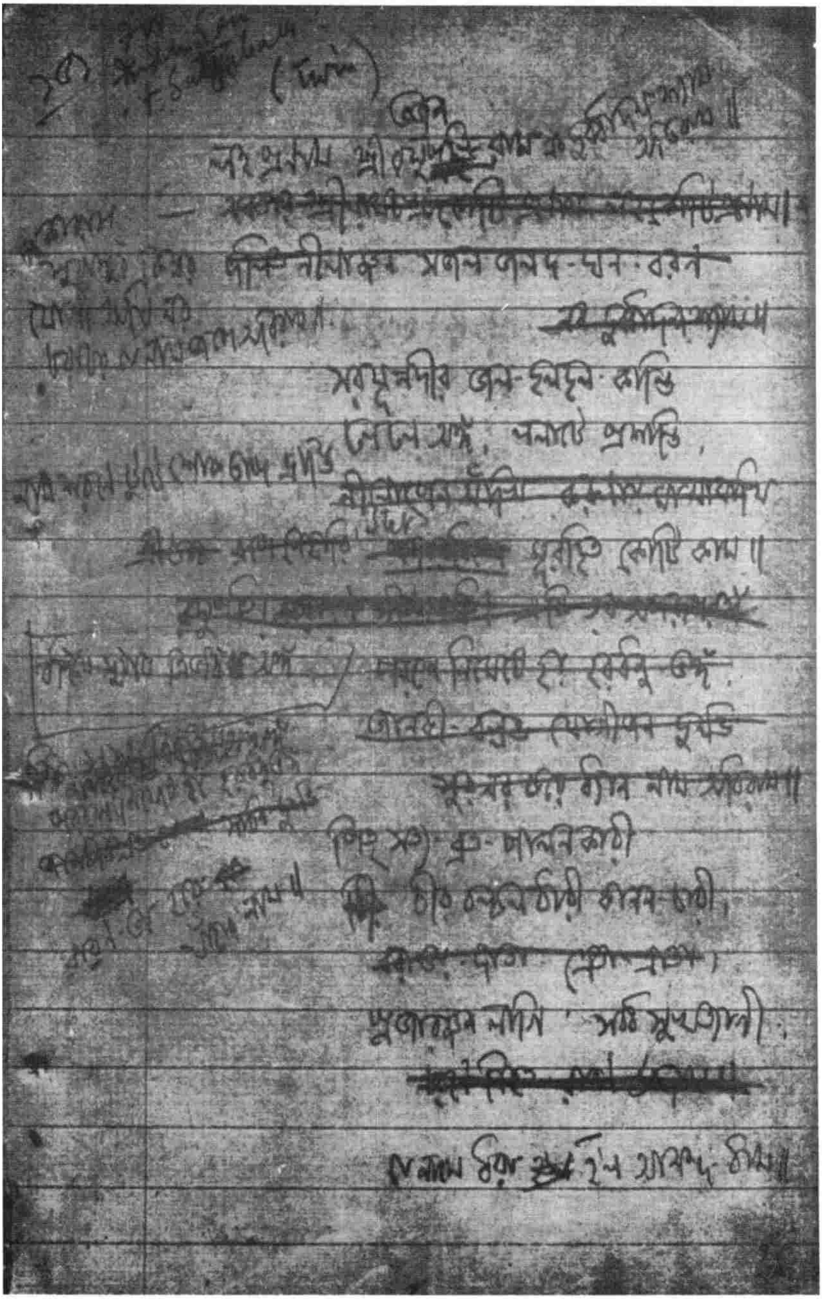
লহ প্রণাম শ্রীরঘুপতি রাম
সরযূ নদীর জল-ছলছল কান্তি
শিরে জটা, ললাটে প্রশান্তি,
স্মরিছে কোটি প্রাণ ॥

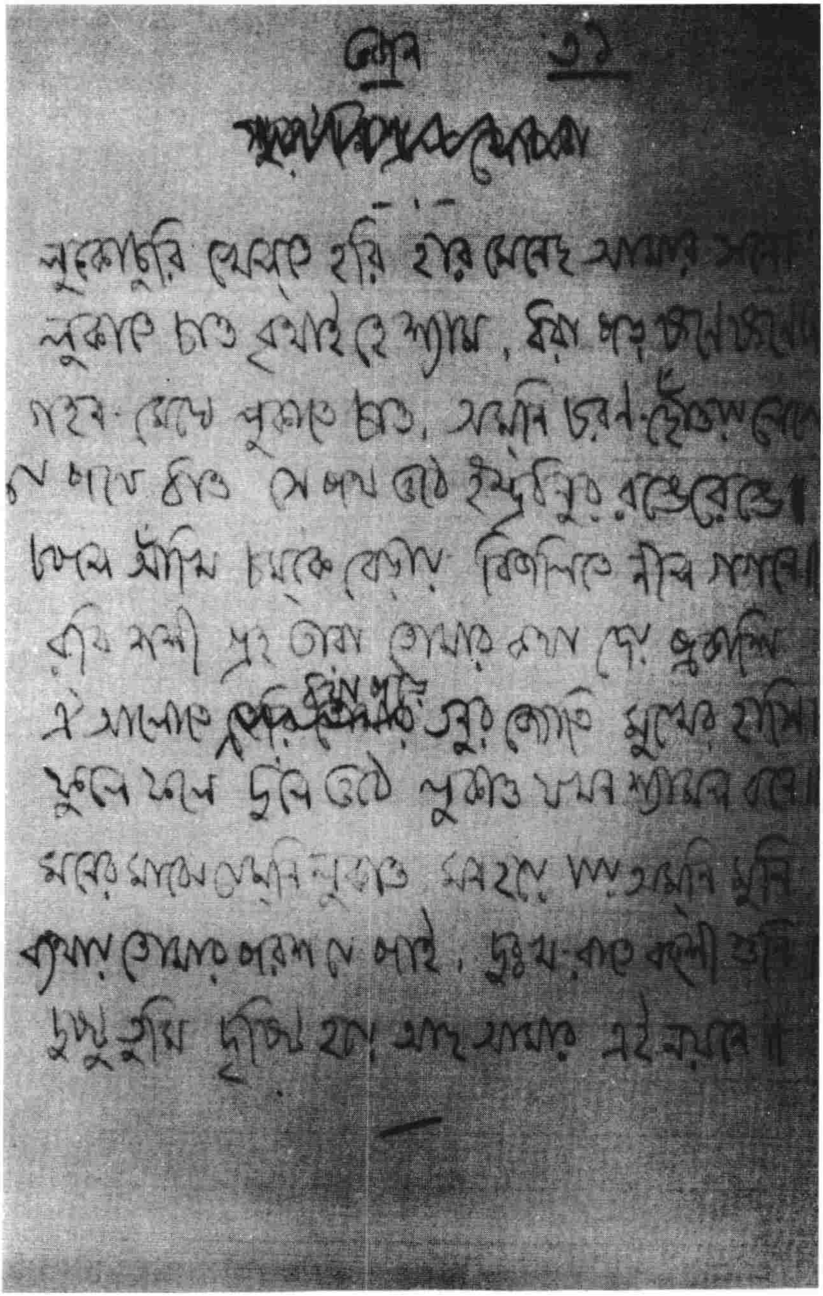
লুকোচুরি খেলতে হরি হার মেনেছ আমার সনে
লুকাতে চাও বৃথাই হে শ্যাম, ধরা পড় চোখে চোখে
তখন আঁখি চমকে বেড়ায় বিজলিতে নীল গগনে।
ফুলে ফলে ফুটে ওঠে লুকাও যখন শ্যামল বনে।

৫১

ভজন

লুকোচুরি খেলতে হরি হার মেনেছ আমার সনে।
লুকাতে চাও বৃথাই হে শ্যাম, ধরা পড় ক্ষণে ক্ষণে॥
গহন মেঘে লুকাতে চাও যখনি বাজায় চরণ লেগে
যে পথে যাও সে পথ ওঠে ইন্দ্রধনুর রঙে রেঙে,
চপল হাসি চমকে বেড়াও বিজলীতে নীল গগনে॥
রবি শশী গ্রহতারা তোমার কথা দেয় প্রকাশ,
ঐ হেরি তোমার নূর জ্যোতি মুখের হাসি,
হাজার কুসুম ফুটে ওঠে লুকাও যখন শ্যামল বনে॥
মনের মাঝে যেমনি লুকাও ধ্যান হয়ে যায় যতেক মুনি,
কোথায় তোমার পরশ লেগে যায়, ধ্যানের রাতে বাঁশী শুনি।
চক্ষু হয়ে দৃষ্টি হয়ে আছ আমার এই নয়নে॥

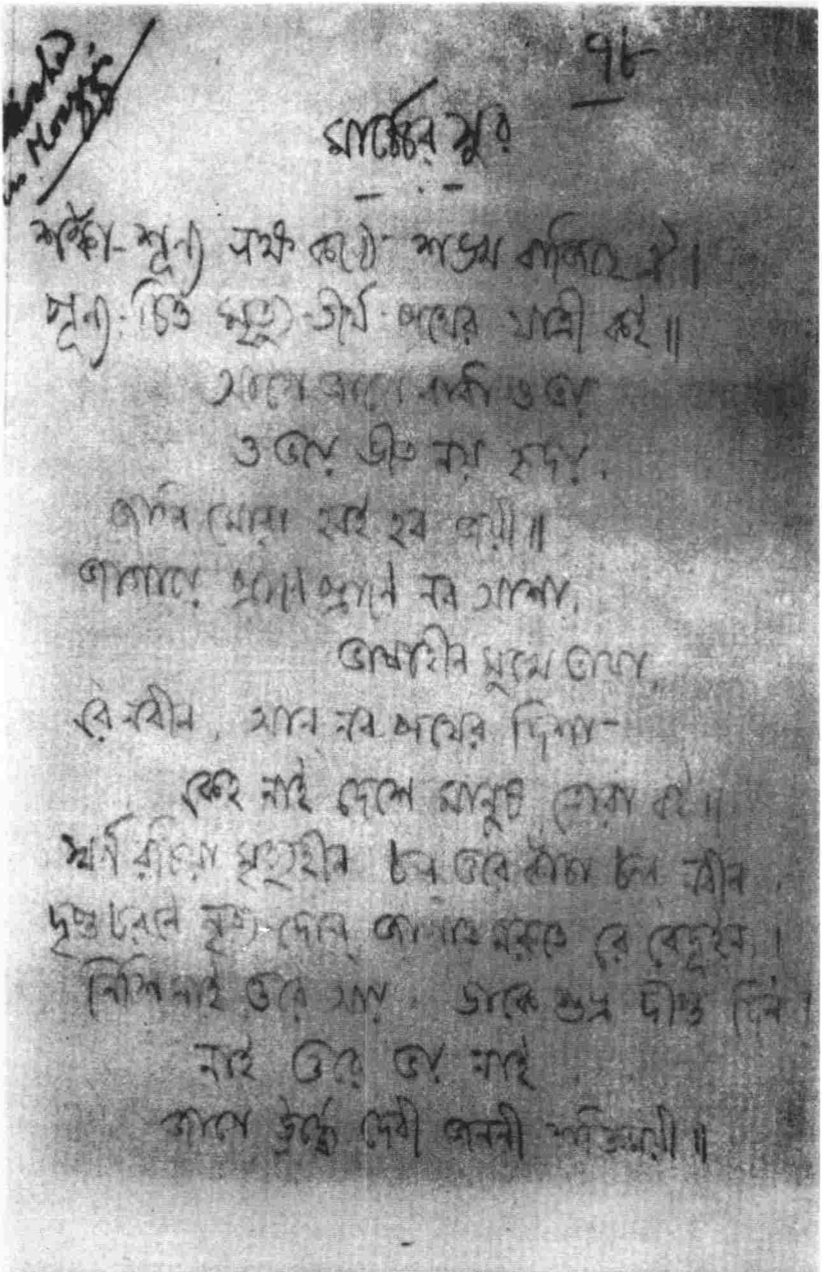

৭৮

মার্চের সুর

শঙ্কা-শূন্য লক্ষ কণ্ঠে শঙ্খ বাজিছে ঐ।
পুণ্য-চিত্ত মৃত্যু-তীর্থ-পথের যাত্রী কই।।
অন্তে আদ্যে নাহি ও ভয়
ও ভয়ে ভীত নয় হৃদয়,
জীবন মোরা মরে হব জয়ী।।
জাগায়ে প্রাণে প্রাণে নব আশা,
ভাষাহীন মুখে ভাষা,
কে নবীন, আন নব পথের দিশা—
কেহ নাই দেশে মানুষ তোরা বই।।
স্বর্গ রচিয়া মৃত্যুহীন চল ওরে বীর চল নবীন,
দৃপ্ত চরণে নৃত্য-দোলে জাগাও মরুতে রে বেদুইন।
নিশি নাই ওরে আয়, ডাকে শুভ্র দীপ্ত দিন।
নাই ওরে ভয় নাই,
জাগে ঊর্দ্ধে দেবী জননী শক্তিময়ী।।

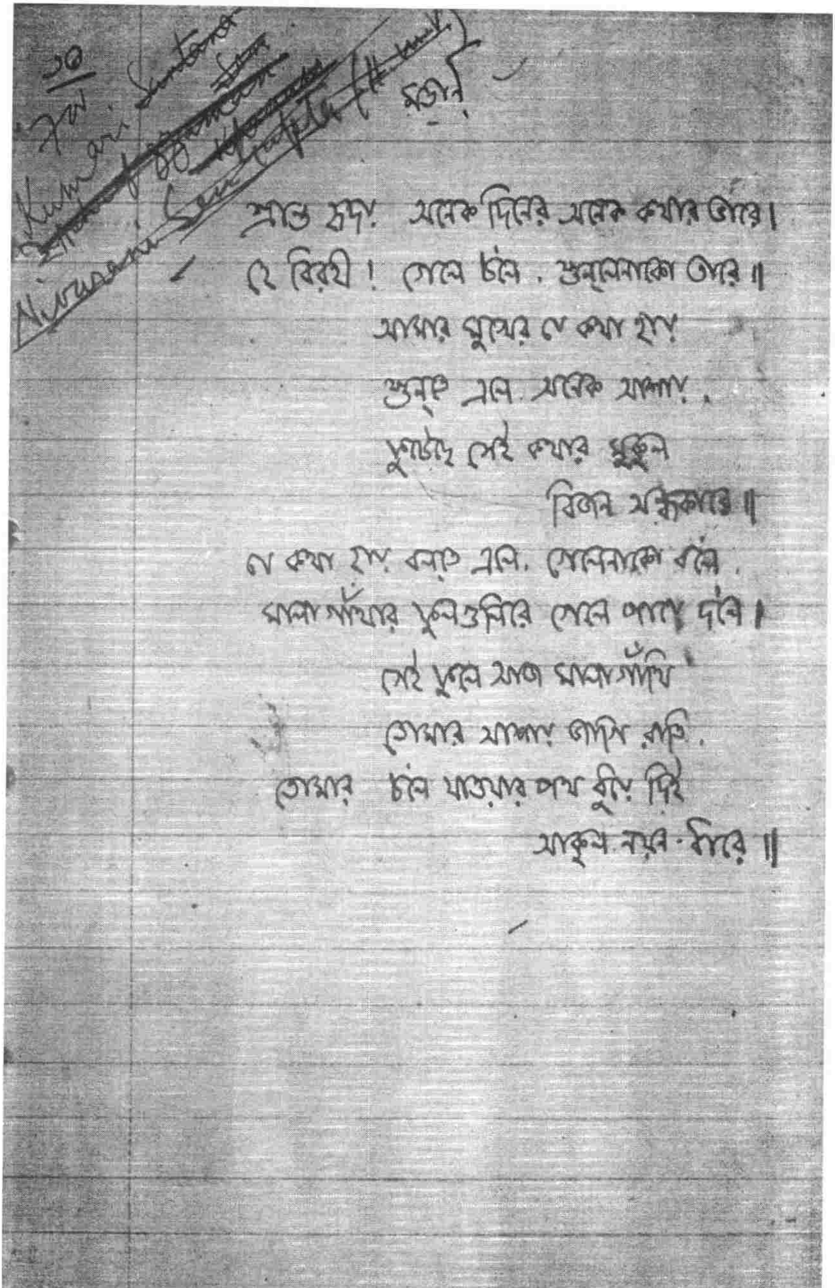
শ্রান্ত হৃদয় অনেক দিনের অনেক কথার ভারে।
হে বিরহী! গেলে চলে, শুনলে নাকো তারে॥
আমার বুকের যে কথা হায়
শুনতে এলে অনেক বেলায়,
ফুটেছে সেই কথার মুকুল
বিজন মল্লিকারে॥
যে কথা হায় বলতে এলে, গেলে নাকো বলে,
মালা গাঁথার ফুলগুলিরে গেলে পায়ে দলে।
সেই ফুলে আজ মালা গাঁথি
তোমার মালায় জাগি রাতি,
তোমার চলে যাওয়ার পথ ধুয়ে দিই
আকুল নয়ন-নীরে॥

www.icsbook.info

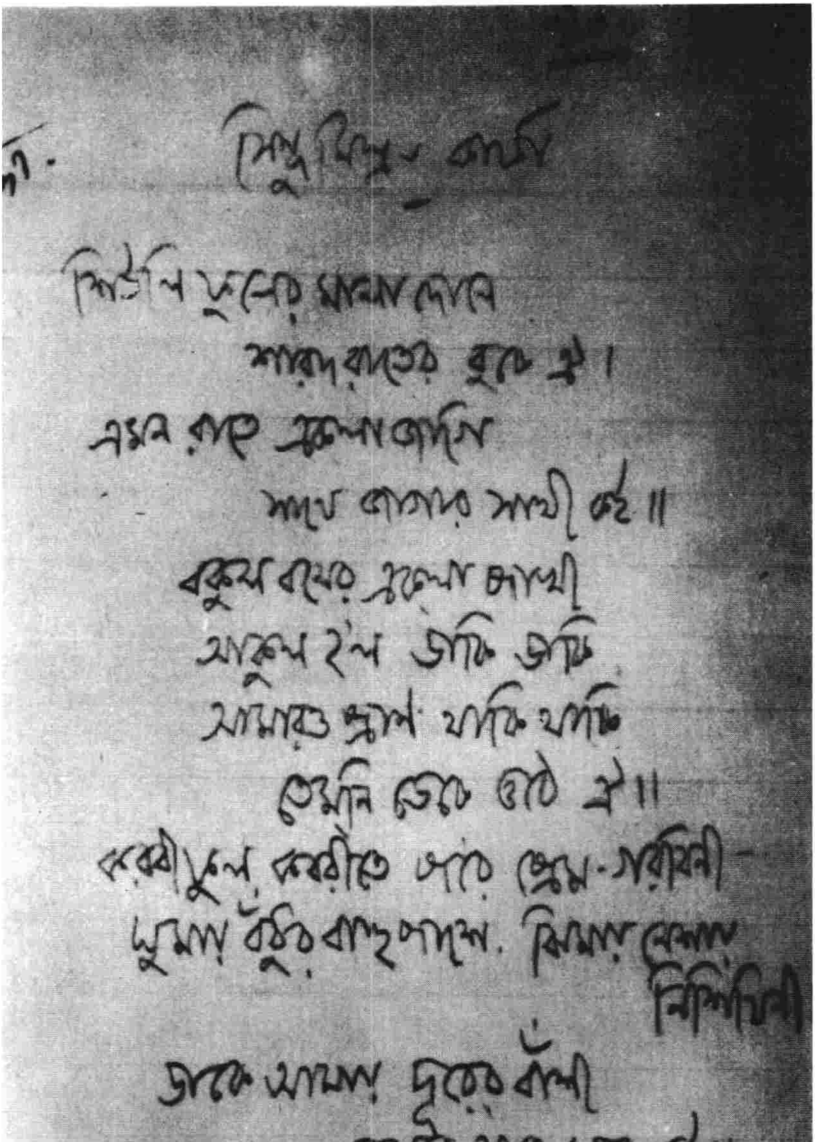

সিন্ধু-মিশ্র – কাফি

শিউলি ফুলের মালা দোলে
শারদ রাতের বুকে ঐ।
এমন রাতে একলা জাগি
সাথে জাগার সাথী কই॥
বকুল বনের কুলায় পাখী
আকুল হ'ল ডাকি ডাকি
আমারও প্রাণ থাকি থাকি
তেমনি কেঁদে ওঠে ঐ॥
কবরী ফুল কবরীতে পরে প্রেম-গরবিনী
ঘুমায় কুঁড়ি বাহুপাশে, ঝিমায় কেয়ূর শিঞ্জিনী
ডাকে আমায় দূরের বাঁশী
কেমনে আর ঘরে রই॥

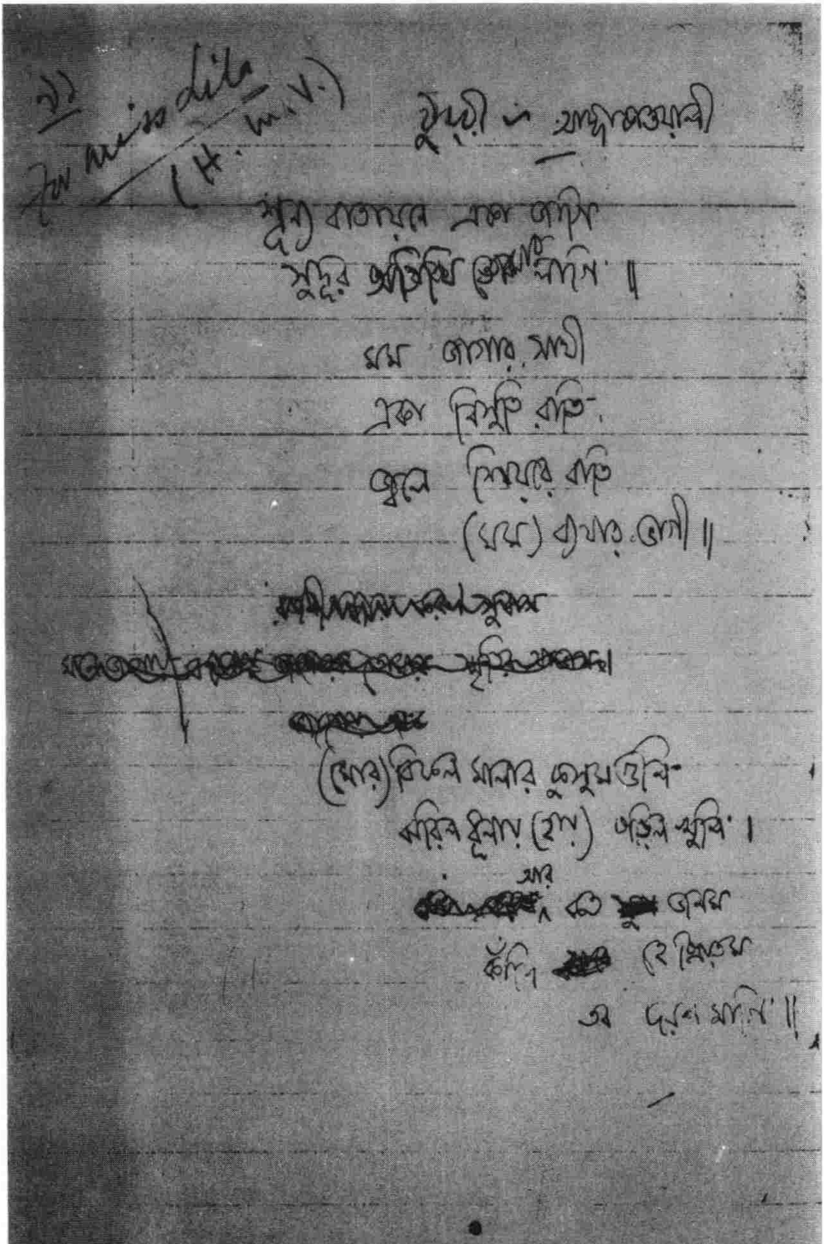

www.icsbook.info

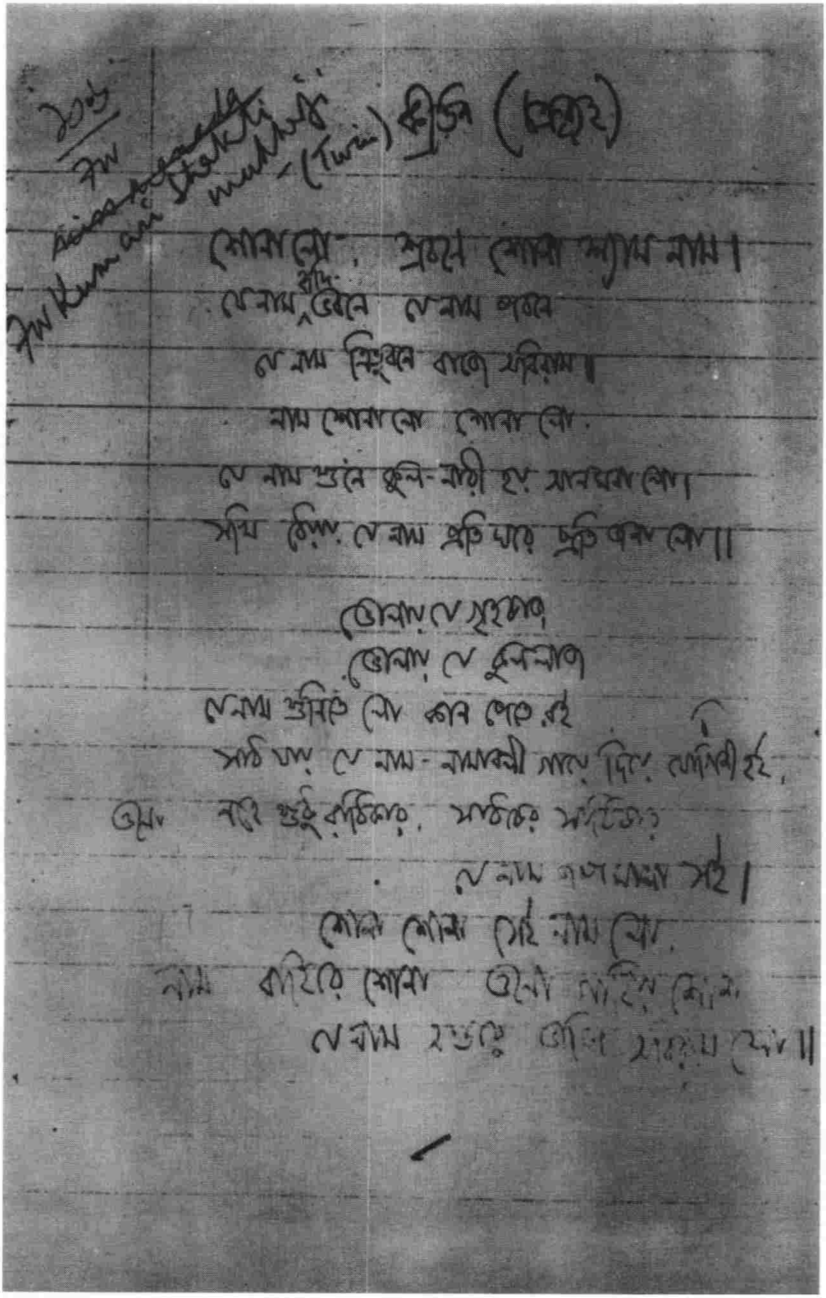

www.icsbook.info

For
Radharani
R - 5-2-40

সন্ধ্যা-মালতী — সন্ধ্যা মালশ্রী
— · — classical

+
শোনো ও সন্ধ্যা-মালতী বালিকা তপতী
বেলা-শেষের বাঁশী বাজে, বাজে।
শোনো মাধবী চাঁদের নূপুর ঝিনিঝিনি
উদাস আকাশ-মাঝে, বাজে॥

তব যৌবন-ব্রত ভাঙো কত আর জেগে
হও নৃত্য-সারথির সঙ্গিনী হও,
মাধবী হেন হের মন বাহিরে
রস-রাতে হেরি রাস-নৃত্যের সাজে॥

তুমি যার লাগি সারাদিন বিরহ-জীর্ণ-লীন
প্রতীক্ষিণী প্রেমে-
হের সে মাধব নিশীথ-ভ্রমর হয়ে
তব আশেপাশে উঁকি ঝুঁকি।

হের সুন্দর দাঁড়ায়ে তব দ্বারে আঁখিরে
মঞ্জরী-দাম খোঁপায় জড়ায়ে
বুকের চন্দন-সুরভি চায়
আজ তার আঁচলে মুখ ঢেকো না লাজে॥

Niliina Chatterji (Rani) কীর্তন 17

শ্যামে হারায়েছি বলে কাঁদিয়া বিশাখা
হারায়েছি শ্যামের হৃদয়।

R (আমি তারি তরে কাঁদি গো,
সেই হৃদয়ের তরে মা, তার হৃদয়ের তরে কাঁদি,
হারায়েছি শ্যামের হৃদয়)।

যে-হৃদয় ছিল ব্রজ গোপীদের বাঁধিবার -,
নূপুর বাজত রাধার।
(রু-রুনু বাজে রু রুনুঝুনু
যে রাধার চরণ আঁকা সই, রু-রুনু বাজে রু রুনুঝুনু)

কি হবে মথুরা গিয়ে - হেরি' সে হৃদয়-হীন পাষাণ-দেবতায়,
(সে দেবতাই বটে গো, দেখে তায় সকলি, সে হৃদয়হীন দেবতা
সে দেবতাই বটে গো)।

পাষাণ পূজেনা রাধা, তার প্রিয় আনন্দ-ঘন শ্যামরায়।
(প্রেমে নেচে চলে যে গো, ঠাকুর দেখিতে প্রেমে নেচে চলে যে গো,
রাধা-সাধের রাধারমণ ঠাকুর দেখিতে প্রেমে নেচে চলে যে গো)।।

উদাস প্রেম সে তনু মন দেহ সঁপিনু চরণে যার
সে পর-পুরুষ হ'ল আজি আমার, ভুবন-ভুলানো ভূপাল।
(সে প্রেমেতেই সমতুল, ভুলে ভুলে প্রেমে প্রেমতেই সমতুল
তারে দেখিলে প্রেমে আজি ভুল, সে প্রেমেরই সমতুল)

যার হরি হারা কোটি নাই ক্ষতি দিয়েছে তায় সজনী,
সবারই গেহেতে দিদি, রাধিকারই এ আঁখির বারি।।

ভৈরবী

সখি আমিই না-হয় মান করেছিনু তোরা ত সকলে ছিলি

ফিরে গেল হরি, তোরা পায়ে ধরি' কেন নাহি ফিরাইলি ॥

(আখর!—) ওরে ফিরাস্ নে পায়ে ধরি'

ওরে পায়ে পায়ে ফেরে হরি-,

পরিহরি মান অভিমান, তারে কেন নাহি ফিরাইলি ॥

তোরা ত হরির স্বভাব জানিস্.

তার স্ব-ভাবের চেয়ে পর-ভাব বেশী, তোরা ত হরির স্বভাব জানিস,

মগ্ন হয়ে পর-ভাবে পরের ভাবনা ভেবে মোর হরি, হায়

চন্দন বলি' পর-পুরুষের কলঙ্ক মাখিয়াছে গায়।

ওরে স্বভাব ভোলেও রইলি স্ব-ভাবে, ডাকিলিনা পর-কোটি-

তোদের পরম পুরুষই পর কোটি হ'ল, ডাকিলিনা পর-কোটি-

তারে প্রাণে কেন দিলিনে সই-

তোরা ত চিনিস্ হরিরে কেন ডাকিলিনা পর-কোটি-

হরি প্রহরী হইয়া রহিত রাতি, .. সখি অনুরাগে।

অনুরাগে কেন বেঁধিলিনে সই ?

· তোরা যে সবাই অনুরাগিণী, তোরা রাতি অনুরাগিণী.

তোরা অনুরাগে কেন বাঁধিলিনা সই, ডাকিলিনা পর-কোটি!

www.icsbook.info

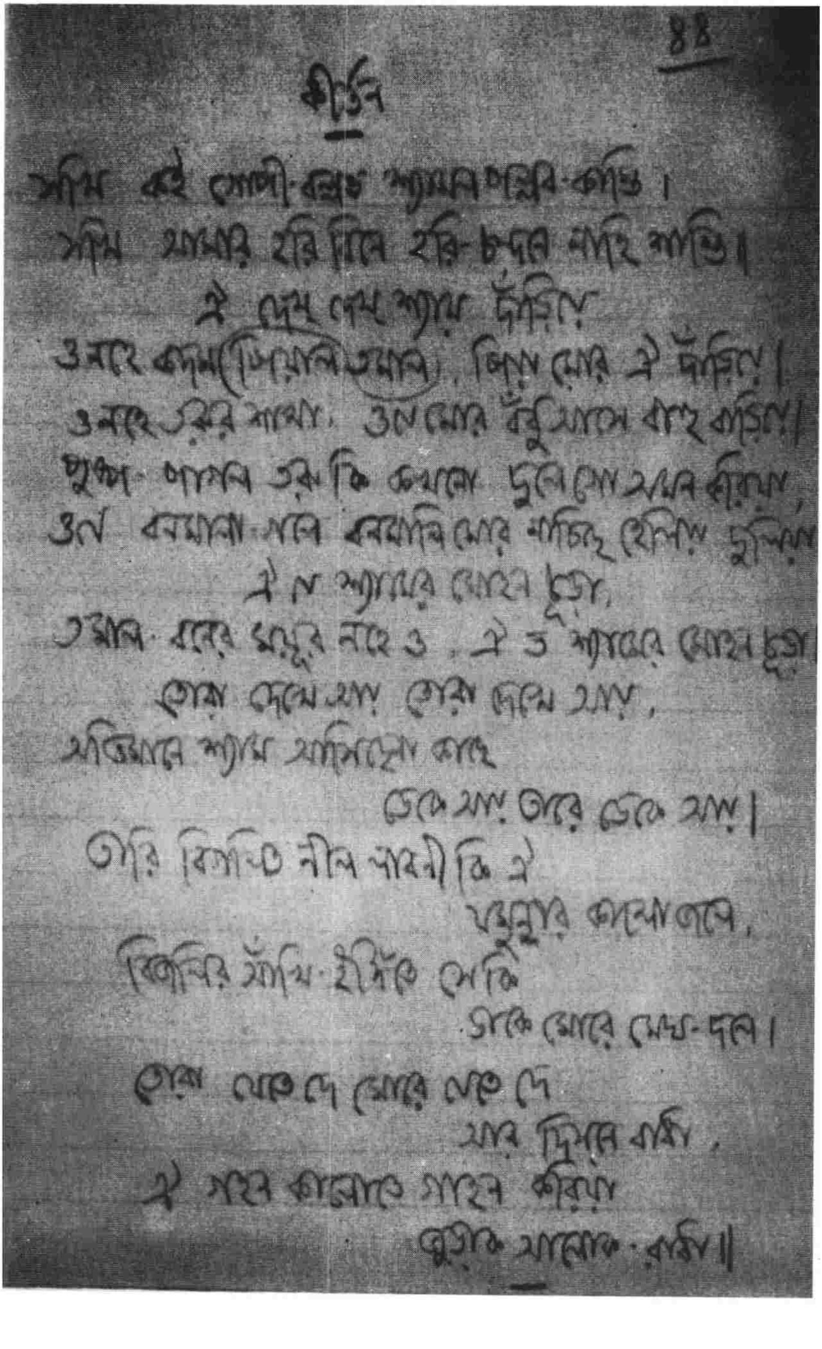

৪৪

কীর্তন

সখি কই গোপী-বল্লভ শ্যামল পল্লব-কান্তি।
সখি আমার হরি বিনে হরি-চন্দনে নাহি শান্তি॥
ঐ দেখ্ দেখ্ শ্যাম দাঁড়িয়ে
ও নহে কদম (শিয়ালি তমাল), প্রিয় মোর ঐ দাঁড়িয়ে।
ও নহে তরুর শাখা, ওলো মোর বঁধু আসে বাহু বাড়িয়ে।
কুসুম-আগলি তরু কি কখনো দুলে গো অমন করিয়া,
ওলো বনমালা-গলে বনমালি মোর নাচিছে হেলিয়া দুলিয়া
ঐ লো শ্যামের মোহন চূড়া,
ও আলি বনের ময়ূর নহে ও, ঐ ও শ্যামের মোহন চূড়া।
তোরা দেখে যা তোরা দেখে যায়,
অভিমানে শ্যাম আসিছে না কাছে
ডেকে আন্ তারে ডেকে আন্।
তারি বিগলিত নীল লাবনী কি ঐ
যমুনার কালো জলে,
বিজলির আঁখি-ইঙ্গিতে সে কি
ডাকে মোরে মেঘ-দল।
তোরা ছেড়ে দে মোরে ছেড়ে দে
আর দিনেরে বাঁধি,
ঐ গহন কাননে গমন করিয়া
ছুটিব আলোক-রথী॥

www.icsbook.info

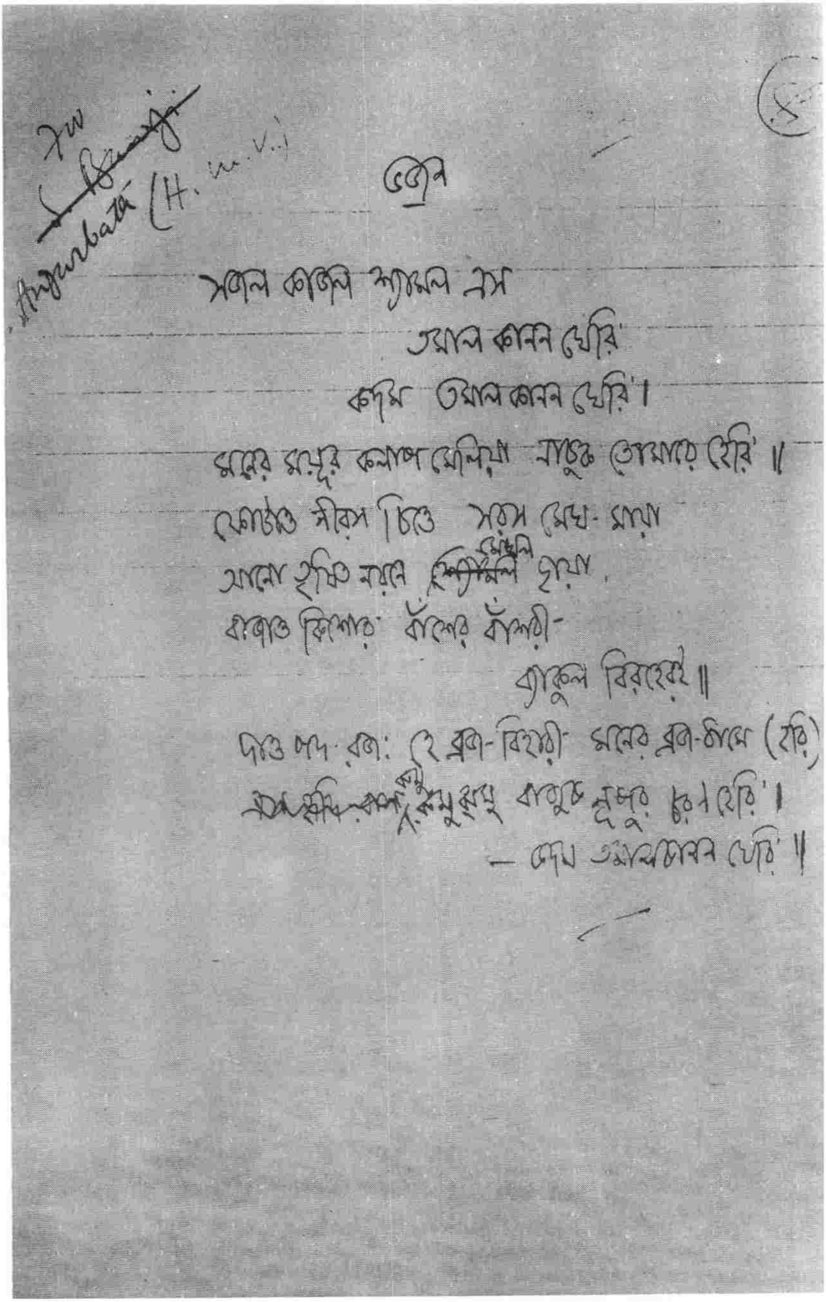
ভৈরব

সজল কাজল শ্যামল এস
তমাল কানন ঘেরি
কদম তমাল কানন ঘেরি।
মনের ময়ূর কলাপ মেলিয়া নাচুক তোমারে হেরি॥
মোদের নীরস চিত্তে সরস মেঘ-মায়া
আনো তৃষিত নয়নে মেদুর ছায়া,
বাজাও কিশোর বাঁশের বাঁশরী-
ব্যাকুল বিরহেরই॥
দাও পদ-রজঃ হে ব্রজ-বিহারী মনের ব্রজ-ধামে (হরি)
রুমুঝুমু বাজুক নূপুর চরণ হেরি।
— কদম তমালকানন ঘেরি॥

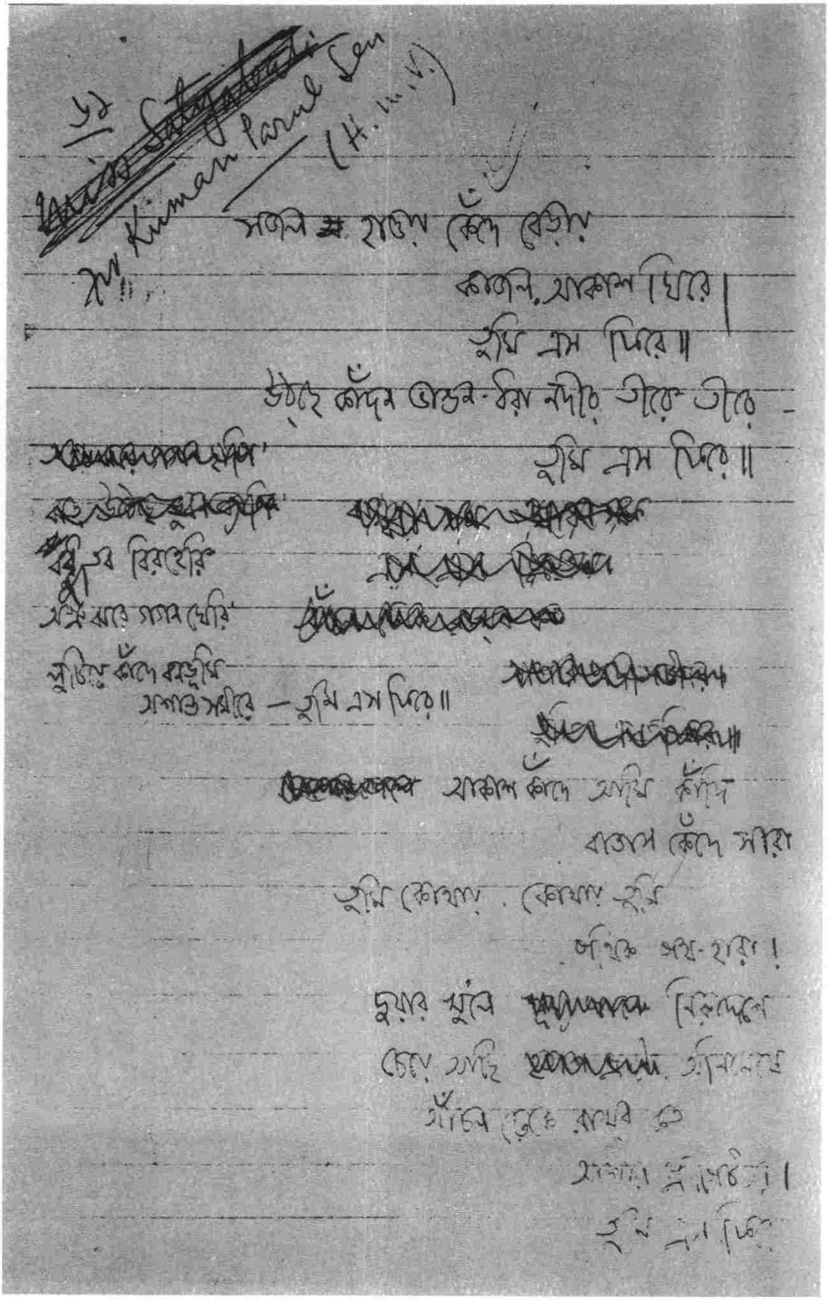

Kumari Parul Sen

সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায়

কাজল আকাশ ঘিরে।

তুমি এস ফিরে॥

উঠছে কেঁদে ভাটির নদীর তীরে তীরে

তুমি এস ফিরে॥

বন্ধু এর বিরহেরি

এসে আরে সারা ঘেরি

লুটিয়ে কাঁদে বনভূমি

অশান্ত সমীরে — তুমি এস ফিরে॥

আকাশ কাঁদে আমি কাঁদি

বাতাস কেঁদে সারা

তুমি কোথায় . কোথায় তুমি

আঁখিকে পথ-হারা।

দুয়ার খুলে নিরুদ্দেশে

চেয়ে আছি অনিমেষে

আঁচল ঢেকে রাখব তো

আঁধার প্রদীপটিরে।

তুমি এস ফিরে

www.icsbook.info

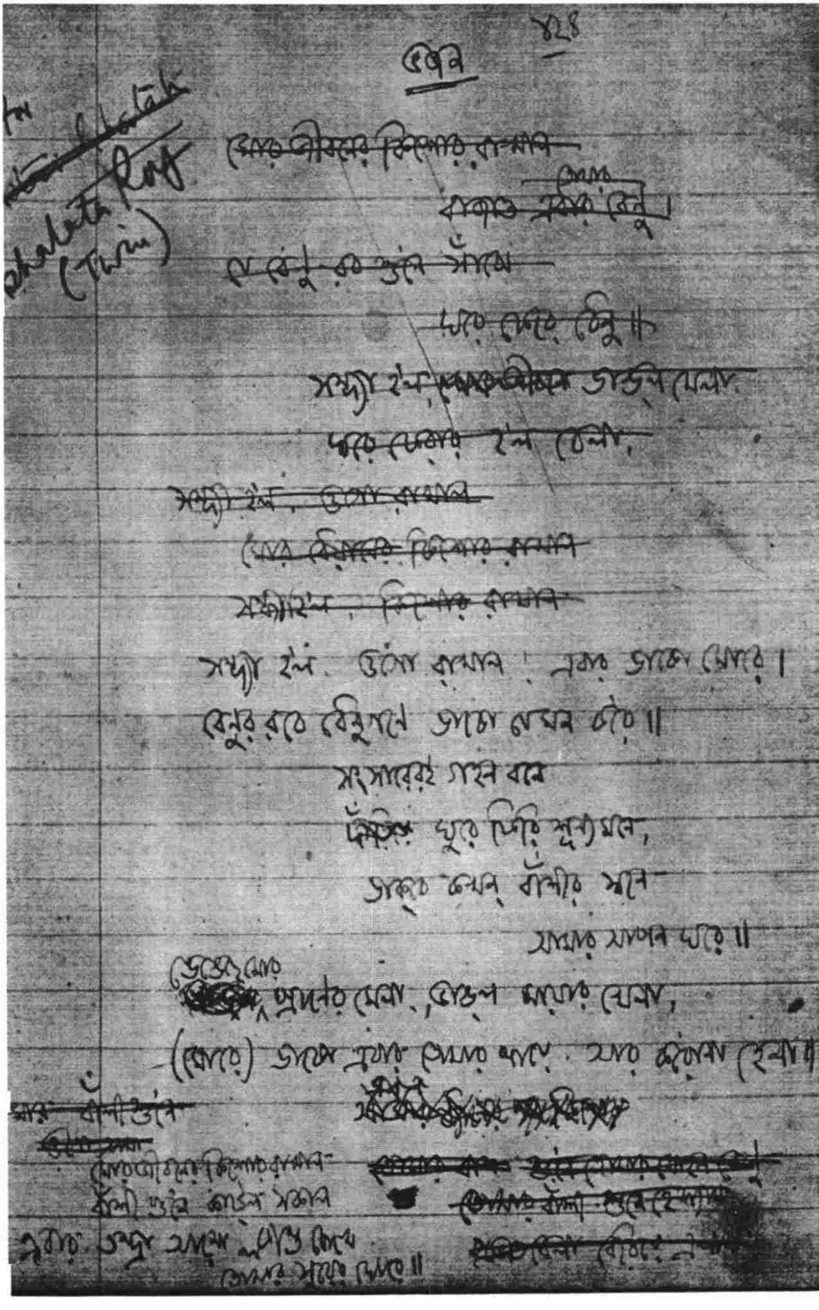

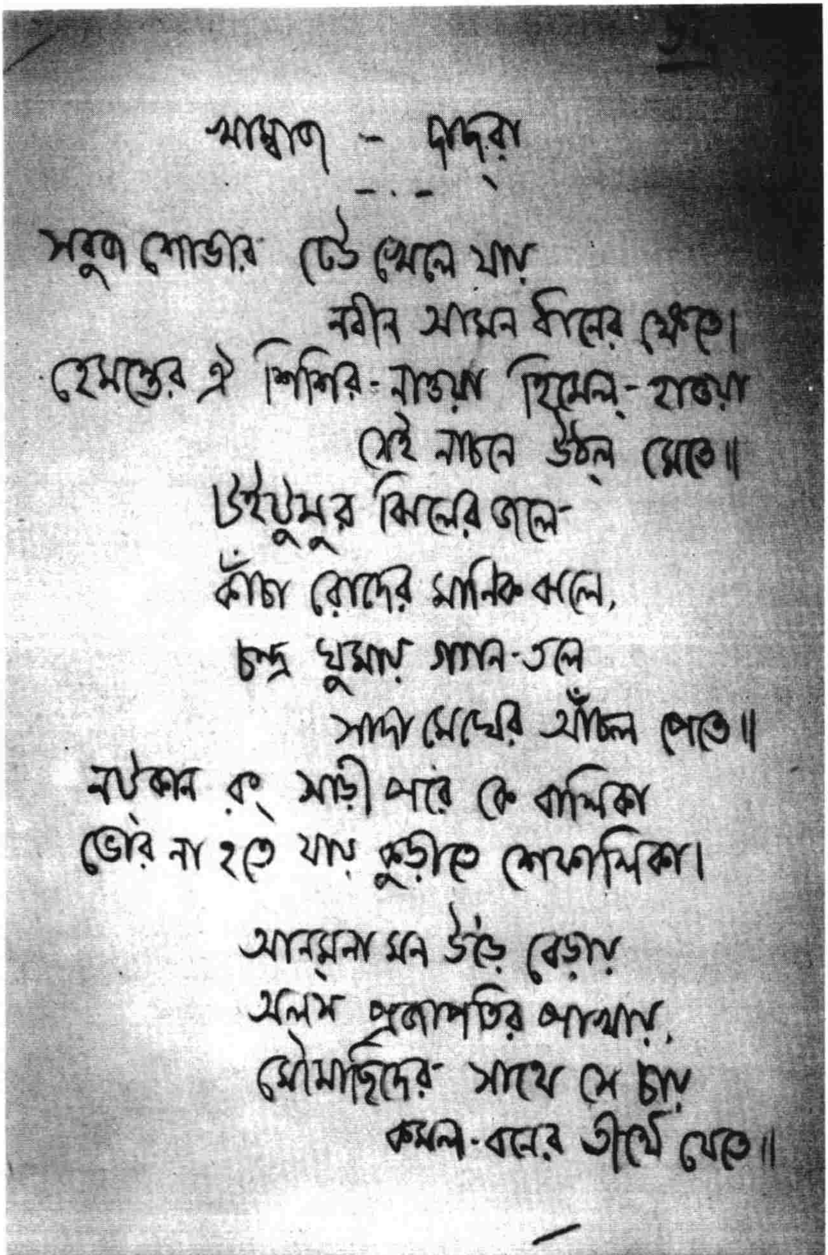

খাম্বাজ – দাদ্‌রা

সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়
নবীন আমন ধানের ক্ষেতে।
হেমন্তের ঐ শিশির-নাওয়া হিমেল-হাওয়া
সেই নাচনে উঠ্‌ল মেতে॥
টইটুম্বুর ঝিলের জলে
কাঁচা রোদের মানিক জ্বলে,
চন্দ্র ঘুমায় গগন-তলে
সাদা মেঘের আঁচল পেতে॥
নটকান রং শাড়ী পরে কে বালিকা
ভোর না হতে যায় কুড়াতে শেফালিকা।
আনমনা মন উড়ে বেড়ায়
অলস প্রজাপতির পাখায়,
মৌমাছিদের সাথে সে চায়
কমল-বনের তীর্থে যেতে॥

www.icsbook.info

সান্ত -

সাগরে যে জোয়ার জাগে জানেনা তা চাঁদ ॥
চাহি' চাঁদে কোন লোভে ... ভাঙে কূলের বাঁধ ॥
দখিন-হাওয়া জানে না হায়
যায় কাননে ফুল হেন ফুটায়ে
কুসুম ভাবে — এল বঁধু এ কোন্ পরমাদ ॥

কুঁড়ির বুকে শিশির ঝরি' ... ঘুম ভেঙে ফোটে ফুল।
নবীন ফুলের বার্তা আনে ঝড় নিমেষের ভুল।
~~আমি এলাম তেমনি করে~~
~~আমি ঝড়ের মতন তেমনি বেগে~~
আমি এলাম তেমনি করে
ঝড়ের বেগে তোমার ঘরে।
শান্ত বনে ফুল-ফুটানো জেনে চরণ-চুম্বা ॥

[illegible]

ভৈরবী ~~(কীর্তনাঙ্গ)~~

ধ্রু॥ সাজে অভিনব সাজে রাই শ্যাম-পাগলিনী॥
দো॥ নয়ন টিপিয়া হাসে চারিপাশে সহচরিনী॥
ধ্রু { অনমনে মনের ভুলে
বাঁধে চূড়া বেণী খুলে,
দো॥ শিখি-মোর ফেলে, পরে শিখি-পাখা বিনোদিনী॥

(রাই) সাজে এ কি সাজে রে,
(তারে) হেরিয়া কি বনে শ্যাম লুকাইল লাজে রে।
গাগরী বিসরি' বাজায় সে বাঁশরী॥
পায়েলা-পরা পায়ে নূপুর বাজে রে।

পরিহরি' নীল শাড়ি এল পীত-ধড়া পরি'
হেরিয়া কিশোর হরি ~~[illegible]~~ মুখে বলে, হরি হরি॥
(উঠিল রূপের ছটা কোটি রবি শশী জিনি॥)

আয় ~~[illegible]~~ যারে দেখে,
ও যে মুরলী আয় ~~[illegible]~~ যারে দেখে,
কালাচাঁদে তোরা দেখেছিস,
এবার গোরাচাঁদে যা গো দেখে॥

[illegible]
[illegible]) See [illegible]

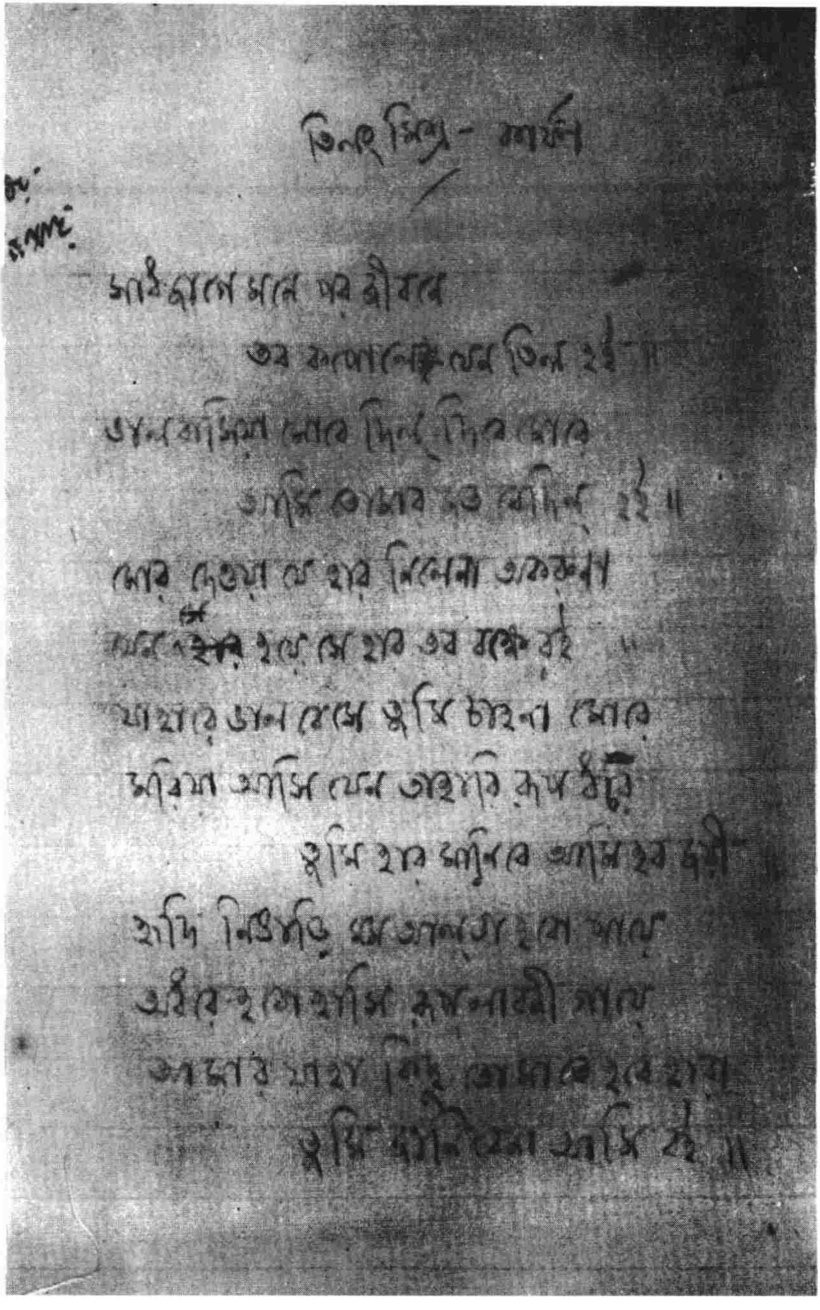
তিলং মিশ্র - কার্ফা

সাধ জাগে মনে পর জীবনে
তব কপোলে যেন তিল হই ॥
তখন বাঁধিয়া মোরে দিলে দিব মোরে
আমি তোমার [illegible] হই ॥
মোর দেওয়া যে হার নিলে না অকরুণা
[illegible] হয়ে সে হার তব বক্ষে রই ॥
যাহারে ভাল বেসে তুমি চাহনা মোরে
মরিয়া আসি যেন তাহারি রূপ ধরে
তুমি হবে [illegible] আমি হব [illegible]
যদি [illegible] [illegible] হয়ে যায়
[illegible] আসি [illegible]
[illegible]
তুমি [illegible] আমি [illegible] ॥

www.icsbook.info

Dhani + Bhimpalasi ৭৯

দ্বৈত

উভয়॥ সুদূর সিন্ধুর ছন্দ-উতল
আমরা কল-গীতি চল-চঞ্চল॥
পু॥ তুফান ঝঞ্ঝা স্ত্রী॥ কল্লোল হিল্লোল॥
পু॥ ঊর্ধ্বে আমি ঝড় করি শন্‌শন্‌
স্ত্রী—মম বক্ষে এ মর্মর তোলে রণন।
উভয়ে ~~স্ত্রী॥~~ মোরা আনন্দ-চিত্তে মেতে উঠি নৃত্যে
গুরু গুরু গুরু বাজে বাদল মাদল॥
পু॥ তুমি গগন-তলে উঠি মেঘের ছলে
জল-বিন্দু-মায়া বাঁধ পাহাড় গলে
স্ত্রী॥ তুমি বাদল হাওয়ায় কর বাদর ...
মোরে কান্না পাওয়ায়।
উভয়॥ তুমি-মেঘের ঝড়ে সাগর-নীলাম্বরী
জড়াইয়া অপরূপ কারে কলরোল॥

৭২
Manada

ঠুমরী

সুনয়না, চোখে কথা কয়ে যায় ॥
কানের বালী দুটী দুলে শুনি
নয়ন-ফাঁদে প্রাণ লুকিয়ে চায় ॥
দেহ-দেউলে দুটী দীপ দুলে
মোর সারা অন্তর তায় ॥

www.icsbook.info

বেহাগ

'Chitta + Amaresh + Shefali Bisi

সুরধুনী ধারার মত সুধার সাগর পড়ুক ঝরে।
মাগো তোমার ত্রিভুবনের সকল জড় জীবের পরে॥
যত মলিন আঁধার কালো
হোক সুধাময় নতুন আলো,
সকল জীব হোক শুদ্ধ শিব, মা
সেই সুধাতে সিনান করে।
তোর শক্তি প্রসাদ পেয়ে মানুষ হবে অমর-দেব
দিব্য জ্যোতির্দেহ পাবে, দানব অসুর ভয় রবে না।
এই পৃথিবী ব্যথা-হত-
শ্বেত-শতদলের মত-
মা, তোর পূজাঞ্জলি হয়ে উঠবে ফুটে
সেই সাগরে।

For Dilip (চৈতি ঠুংরী) ~~ঝাঁপতাল~~ (রাগ - ভৈরবী) 15

সেই মিঠে সুরে মাঠের বাঁশরী বাজে।
নিঝুম নিশীথে ব্যথিত বুকের মাঝে॥
মনে পড়ে যায় সহসা কখন
জল-ভরা সেই দুটি কালো নয়ন,
ফিতে-জড়া চুল সেই চাঁপা ফুল খোঁপে
হঠাৎ-পাওয়া লাজে॥
হারানো সে দিন ভাবি না গো আর ফিরে,
দেখিতে আবার সাধ সেই কিশোরীরে।
তবু মাঝে মাঝে আশা জাগে কেন
আমি ভুলিনাই, ভোলেনি সে যেন,
গোধূলিতে আসে আমার কুটীরে
(সে) সাজিতে বধূ চাহে সাঁঝে।

www.icsbook.info

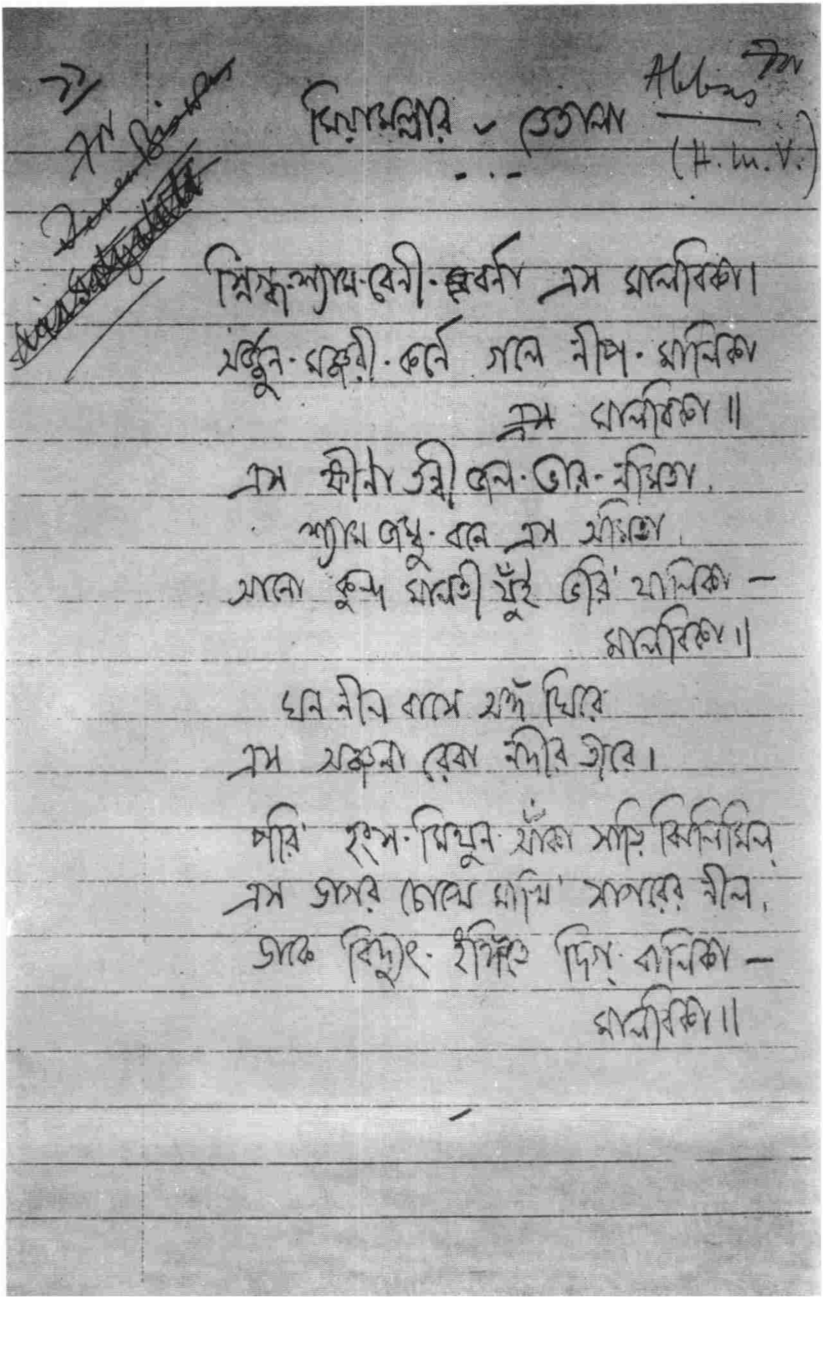

মিয়ামল্লার — তেতালা (H.M.V.)

স্নিগ্ধ-শ্যাম-বেণী-বর্ণা এস মালবিকা।
অর্জুন-মঞ্জরী-কর্ণে গলে নীপ-মালিকা
এস মালবিকা॥
এস ক্ষীণা তন্বী জল-ভার-নমিতা,
শ্যাম জম্বু-বনে এস অমিতা,
আনো কুন্দ মালতী যুঁই ভরি' থালিকা —
মালবিকা॥
ঘন নীল বাসে অঙ্গ ঘিরে
এস অলকা রেবা নদীর তীরে।
পরি' হংস-মিথুন আঁকা সাড়ি ঝিলিমিল,
এস ডাগর চোখে মাখি' সাগরের নীল,
ডাকে বিদ্যুৎ-ইঙ্গিতে দিগ্-বালিকা —
মালবিকা॥

www.icsbook.info

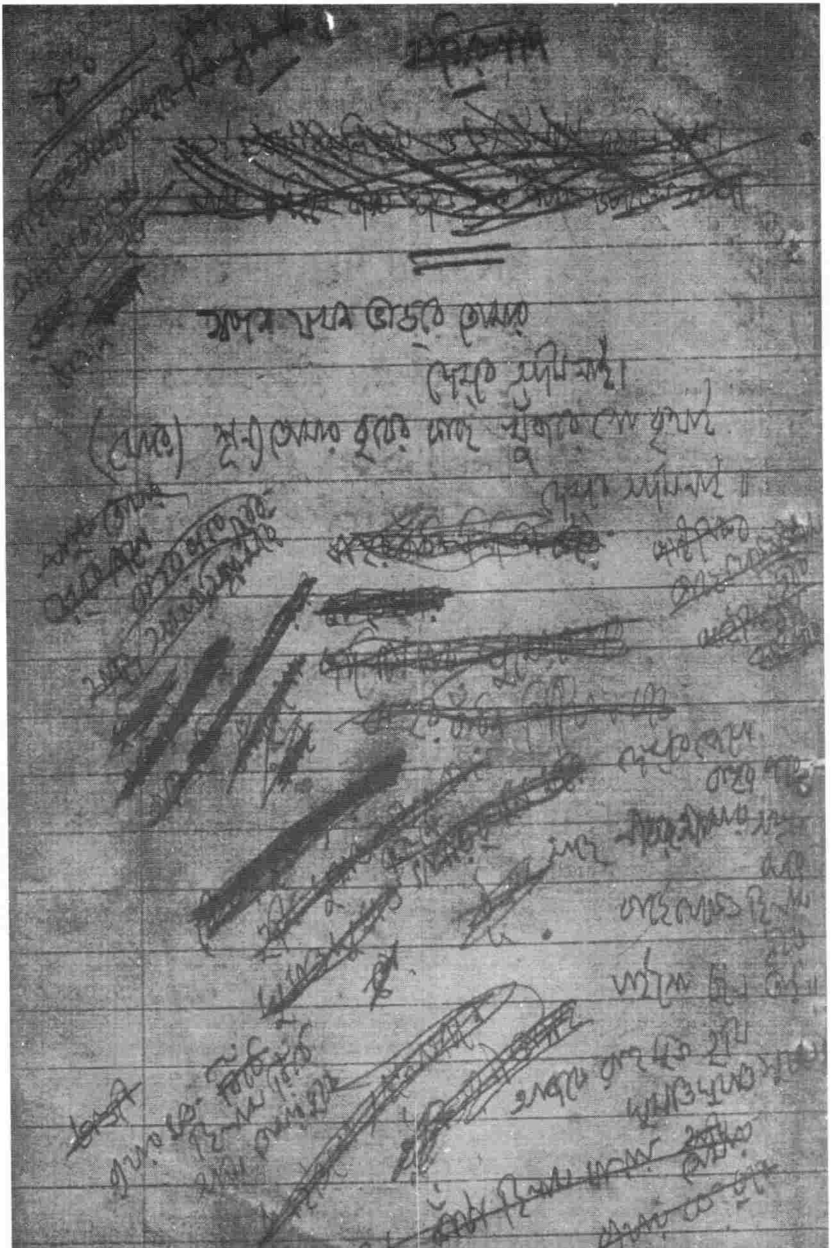

www.icsbook.info

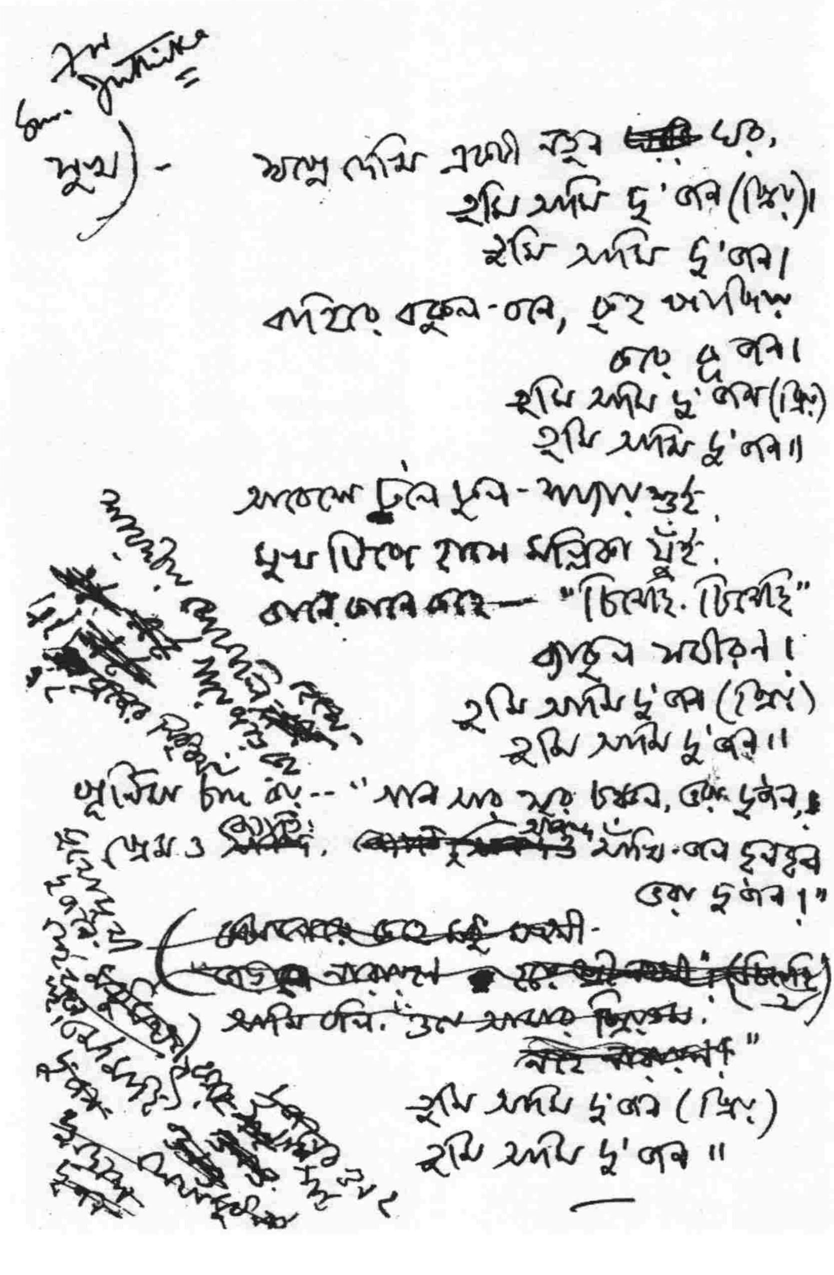
স্বপ্নে দেখি একাকী নতুন ঘর,
তুমি আমি দু'জন (প্রিয়)।
তুমি আমি দু'জন।
তুমি আমি দু'জন (প্রিয়)
তুমি আমি দু'জন।।
তুমি আমি দু'জন (প্রিয়)
তুমি আমি দু'জন।।
তুমি আমি দু'জন (প্রিয়)
তুমি আমি দু'জন।।

সাঁওতালী নাচ

হলুদ-গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল
এনে দে এনে দে নৈলে বাঁধব না বাঁধব না চুল।
কুসুমী রং শাড়ি চুড়ি বেলোয়ারি-
কিনে দে হাট থেকে, এনে দে মাঠ থেকে
বাবলা ফুল আমের মুকুল॥
টিকুলি পাহাড় আর-বাঁকা টিলায়
বসবে মেলা আজি বিকাল বেলায়।
দলে দলে পথে চলে সকাল হ'তে
সাঁওতাল সাঁওতালনী নূপুর বেঁধে পায়।
পেড়ে দে এ সাথে কাঁচা সুতার হারে পরব ঝুমর॥
মহুয়া-কুঁড়ির মালা গেঁথেছি বিরলে দুপুর গায়
মহুয়া-মদ দেখ পিয়াল পাতায় ঢেকে রেখেছি ঘরে।
গলায় মালা নাই
নীল পুঁতি চাই-
গাঁয়ে মোর রে এনে দে এনে দে এনে দে রে পিয়া-ফুল

(অসমাপ্ত)

www.icsbook.info

ঝুমুর (কোরাস) 1

হলুদ বাঁটিতে হলুদ-বরণ গউর মনে পড়ে —
গউর মনে পড়ে।
আমি ঘোমটা দিয়ে কান্না লুকাই
একা রান্না-ঘরে ॥

২/ আমার রইল না লোক-লাজ
১/ তুমি ঘর ছাড়ার কাজ-
৩/ আমি নদে-নাগর খেয়ে মরি
জ্বালায় নাগিন জেরে
শাশুড়ির কাছে জ্বালায় নাগিন জেরে ॥

সোয়ামীতে সন্দ' করে দেওর ভাসুর রাখে চোখ,
পাড়াপড়শি সব মন্দ বলে ঝি চাকরে জানে
আড়ি পেতে ঝি চাকরে জানে।

যত নদীয়া-কামিনী
সবাই আমার সঙ্গিনী।
আমি যার কাছে যাই সেই পেতে চায়
নদীয়া-নাগরে ॥

www.icsbook.info

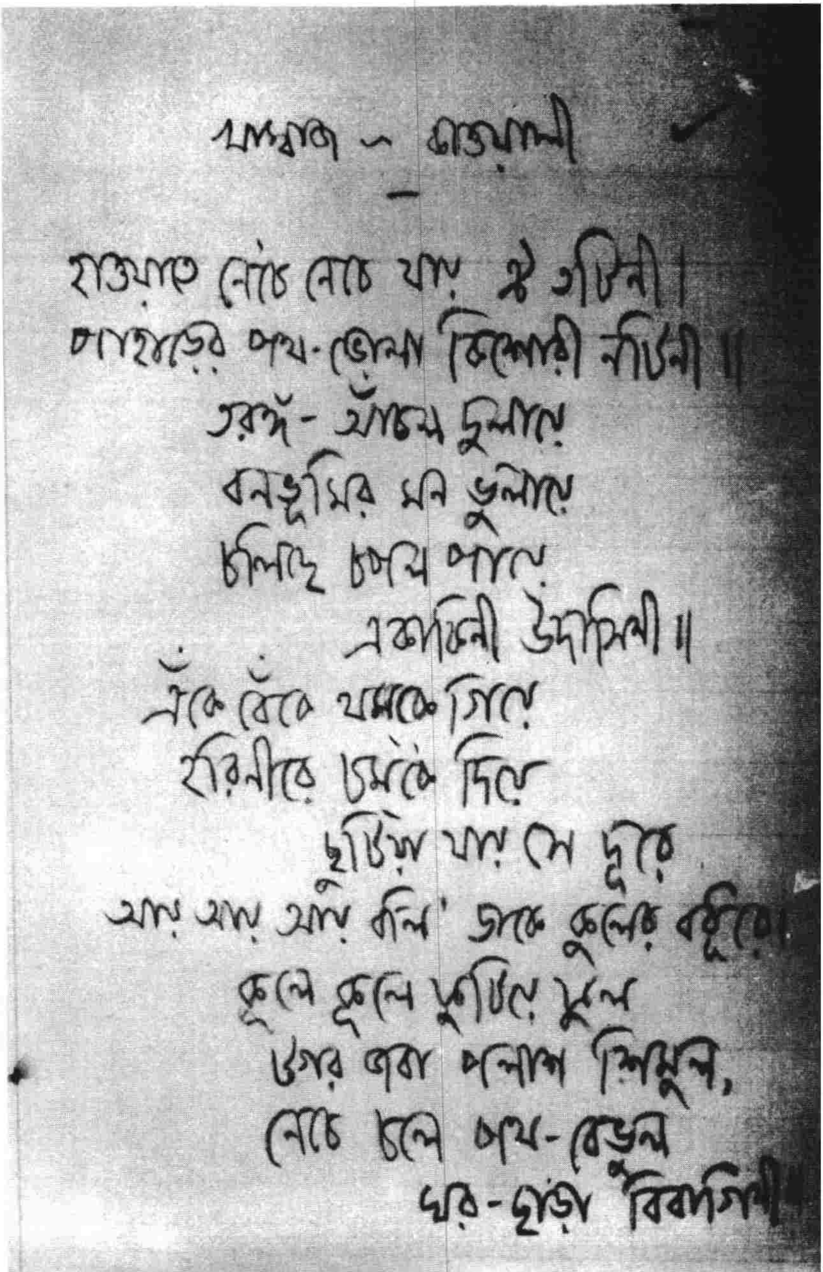

খাম্বাজ — কাওয়ালী

হাওয়াতে নেচে নেচে যায় ঐ তটিনী।
পাহাড়ের পথ-ভোলা কিশোরী নটিনী॥
তরঙ্গ-আঁচল দুলায়ে
বনভূমির মন ভুলায়ে
চলিছে চপল পায়ে
একাকিনী উদাসিনী॥
এঁকে বেঁকে থমকে গিয়ে
হরিণীরে চমকে দিয়ে
ছুটিয়া যায় সে দূরে
আয় আয় আয় বলি' ডাকে কূলের বধূরে।
কূলে কূলে ফুটিয়ে ফুল
টগর জবা পলাশ শিমুল,
নেচে চলে পথ-বেভুল
ঘর-ছাড়া বিবাগিনী॥

www.icsbook.info

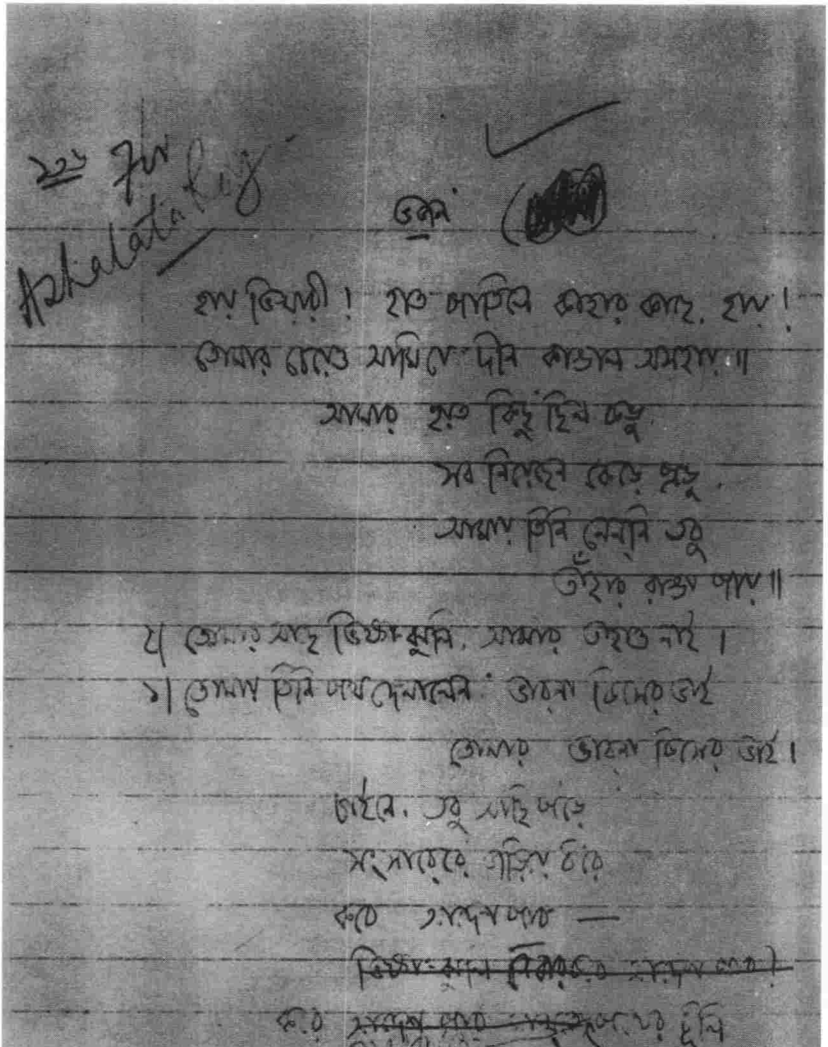
Ashalata Raj

ভৈরবী

হায় ভিখারী ! হাত পাতিলে কাহার কাছে, হায় !
তোমার চেয়েও আমি যে দীন কাঙাল অসহায় ॥
আমার হাতে কিছু ছিল যদি
সব নিয়েছেন কেড়ে প্রভু,
আমায় তিনি দেননি তবু
তাঁহার রাঙা পায় ॥
যে তোমার আছে ভিক্ষা-ঝুলি, আমার তাহাও নাই।
তোমায় তিনি পথে দেখালেন

Dilip Sinha সাহানা ৯৮

হাসি মুখে বাসিফুল ফেলে দাও ভোরে,
(মোর) মন নিয়ে ফেলে দিও তেমনি করে॥

কেন ডেকেছিলে তব উৎসব-সভাতে,
অবহেলা-ভরে যদি ফেলে দিবে প্রভাতে।
অকারণ অকরুণ বাণ হানিতে কেন
বনের পাখীরে ডেকেছিলে শিকারে॥

গান গেয়ে চলেছিনু আপনার পথে,
কেন তব হৃদয়ে ঠাঁই দিলে আমারে
এনে পথ হতে।
পুতুল খেলার মত মোরে লয়ে খেলিলে,
বাঁশী ~~কে ছিঁড়ি তবে~~ রাঙিয়া লোভে পায়ে দলে
ফেলিলে।
দেবতার পূজা-শেষে বিসর্জন-সম
ডুবাইলে নদী-জলে নিঠুর মোরে॥

www.icsbook.info

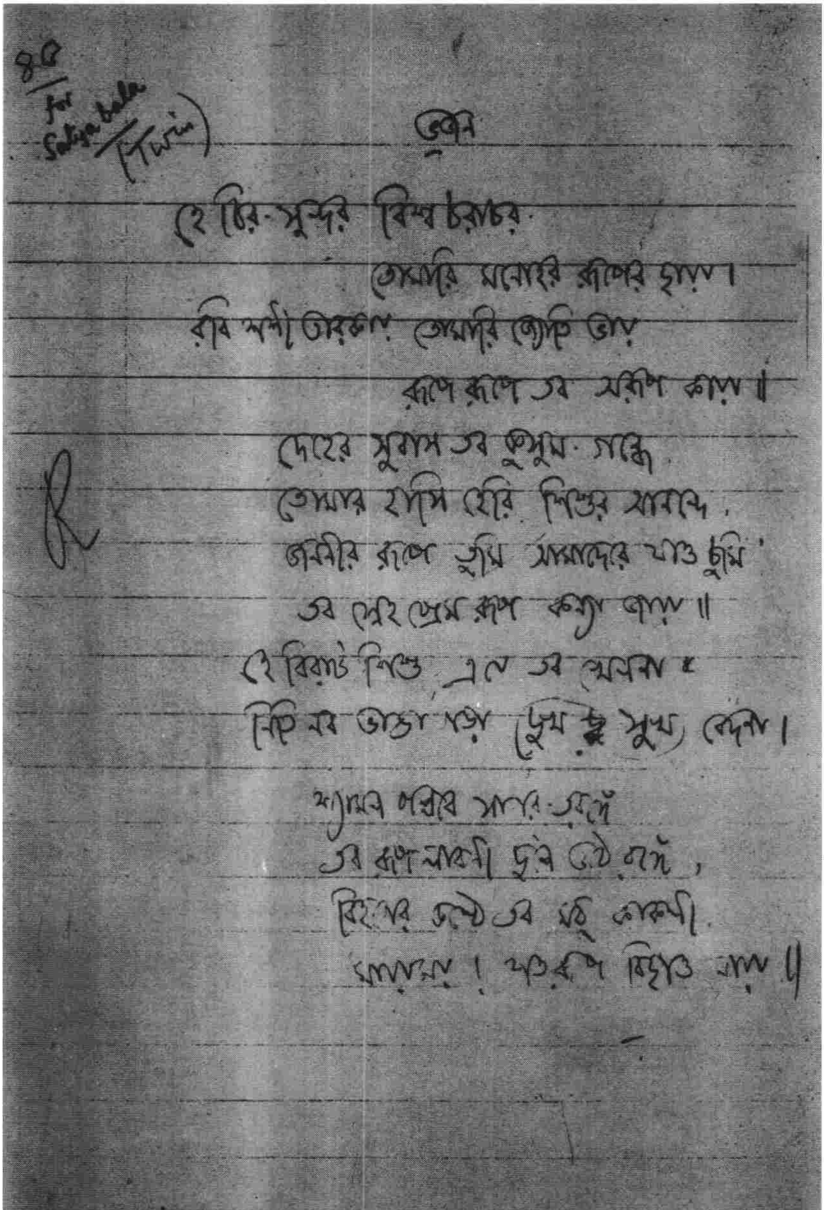
8 D
for Satyabala (Twin)
ভজন
হে চির-সুন্দর বিশ্ব চরাচর
তোমারি মনোহর রূপের ছায়া।
রবি শশী তারকায় তোমারি জ্যোতি ভায়
রূপে রূপে তব অরূপ কায়া॥
দেহের সুবাস তব কুসুম-গন্ধে
তোমার হাসি হেরি শিশুর আনন্দে,
জননীর রূপে তুমি আমাদের দাও চুমি'
তব স্নেহ প্রেম রূপ করুণা মায়া॥
হে বিরাট শিশু এলে তব খেলনা
নিতি নব ভাঙা গড়া দুখ সুখ বেদনা।
শ্যামল পল্লবে সাগর-তরঙ্গে
তব রূপ মাধুরী দুলে ওঠে রঙ্গে,
বিশ্বের চক্ষে তব মধু লাবণী।
মহাময়! অপরূপ বিছাও মায়া॥

দাদ্‌রা ৩

হেরি আজ শূন্য নিখিল
প্রিয় তোমারি বিহনে।
কোথা হায় তুমি কোথায়
উঠিছে কাঁদন পবনে॥
কেন বা এলে তুমি কেন বা বিদায় নিলে
স্বপনে দিয়ে দেখা মিশালে জাগরণে॥
জোড়া-বিরহে হেথা ক্লান্ত কপোত কাঁদে
সে কোথায় গেছে উড়ে সাথী মোর কোন্ গগনে
আঁধার ঘরে মম কেন জ্বালালে বাতি
যদি নিভায়ে দেবে ছিল গো তোমার মনে॥
ভাসিয়া চলেছি আজ শোকের কুসুম সম
নিরাশার পাথার-জলে তোমারি অন্বেষণে॥

www.icsbook.info

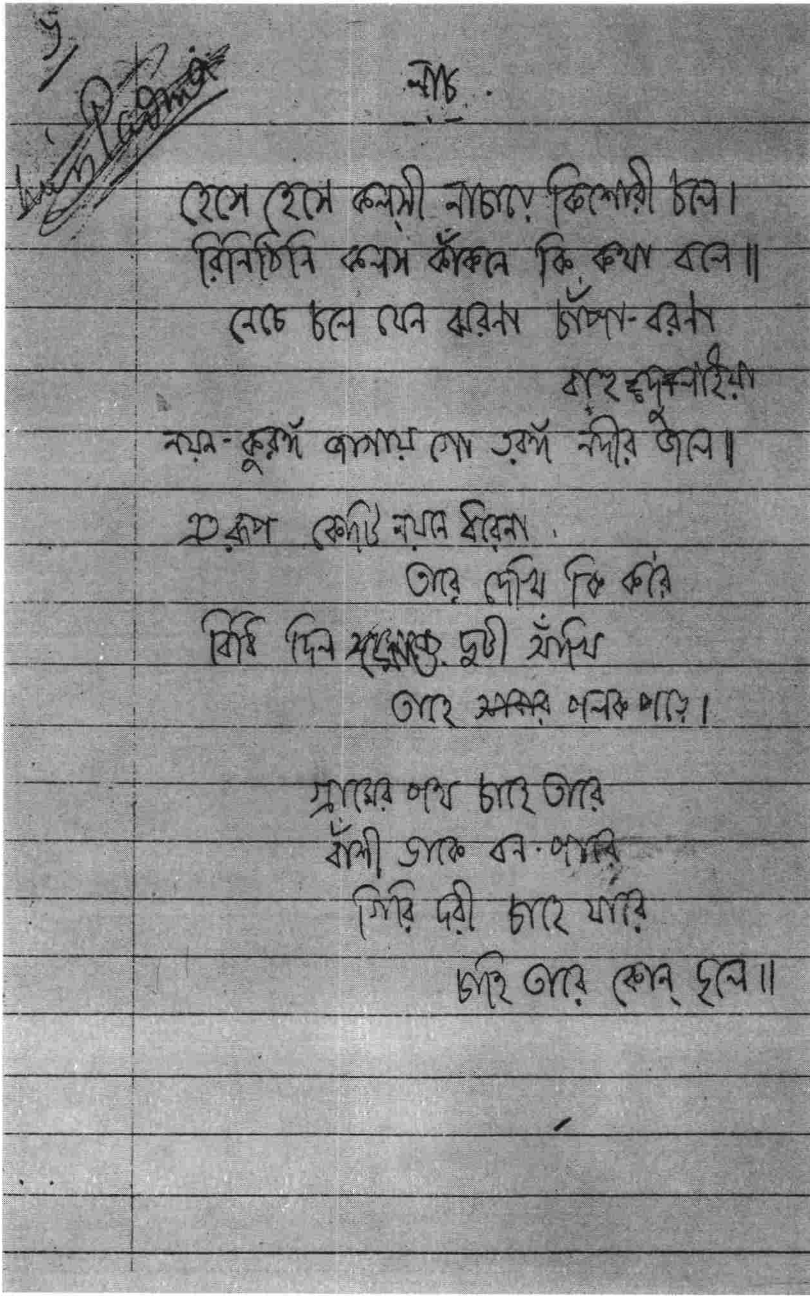
নাচ
হেসে হেসে কলসী নাচায়ে কিশোরী চলে।
রিনিঝিনি কলস কাঁকনে কি কথা বলে॥
নেচে চলে যেন ঝরনা চাঁপা-বরনা
বাহু দুলাইয়া
নয়ন-কুরঙ্গ জাগায় গো তরঙ্গ নদীর জলে॥
এ রূপ কেহই নয়নে ধরেনা
তারে দেখি কি করে
বিধি দিল দুটী আঁখি
তাই পলক মারে।
গাঁয়ের পথে চাহে তারে
বাঁশী ডাকে বন-পারে
গিরি দরী চাহে যারে
চাই তারে কোন্ ছলে॥

For Kamala (Jharia) ৪৩

হোরী

হোরি খেলে নন্দলালা।
প্রেমের রঙে মাতোয়ালা ॥
বিশ্ব-রাধা সে সাথে
রঙের খেলায় মাতে-
রঙে ত্রিভুবন ছায়
রাঙা আলোক আবীর ছড়ায়
ভরি চন্দ্র-সূর্য থালা ॥

আজি বনে বনে মনে মনে হোরী।
মনের মরুতে লতায় ফুলে
রাঙা ফুল ফোটে মরি মরি।
আজি প্রাণে প্রাণে ফুলদোল,
দোল-পূর্ণিমা রাতি
রাঙা ফুল ভরা রাতি-
বিরহীর আকাশে প্যালা ॥

For Acharyamoyee

১৭

রসিয়া - হোরী

হোরীর রং লাগে আজি গোপিনীর তনু মনে।
অনুরাগে-রাঙা গোরীর বিধু-বদনে॥
ফাগের লালী আনিল কে
কাজল-কালো চোখে,
কামনার আবীর ঝরে রাঙা নয়নে॥
অশোক রঙন ফুলের রাঙা
জাগে ডালিম-ফুলী গালে,
নাচিছে হৃদয় আজি রসিয়ার নাচের তালে।
জামুনী-রাঙা ঠোঁটে
ফাগুনের ভাষা ফোটে,
প্রাণের খুশীর রং লেগেছে রাঙা বসনে॥

www.icsbook.info

কবিতা

www.icsbook.info

www.icsbook.info

গোপন প্রিয়া

(১)

পাইনি বলে আজো তোমায় বাসছি ভালো, রাণী।
মধ্যে সাগর, এ-পার ও-পার করছি কানাকানি।
আমি এ-পার তুমি ও-পার
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার,
ও-পার হতে ছায়াতরু দাও তুমি হাত-ছানি
আমি মরু পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁওয়া খানি !

(২)

নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয়।
আমার বুকে কাঁদছে আশা, তোমার বুকে ভয়।
এই-পারী ঢেউ বাদল-বায়ে
আছড়ে পড়ে তোমার পায়ে,
আমার ঢেউএর দোলা তোমার করল না কূল ক্ষয়,
কূল ভেঙেছে আমার ধারে — তোমার ধারে নয় !

(৩)

চেনার বন্ধু! পেলাম নাক জানার অবসর।
গানের পাখী বসেছিলাম দুদিন শাখার 'পর।
গান ফুরালে যাব যবে
গানের কথাই মনে রবে,
পাখী তখন থাকবে নাক — থাকবে পাখীর স্বর !
উড়ব আমি — কাঁদবে তুমি ব্যথার বালুচর !

www.icsbook.info

(৪)

তোমার পায়ে বাজ্‌লো কখন্ আমার পায়ের ঢেউ,
অ-জানিতা! কেউ জানেনা, জানবেনাক কেউ!
উড়তে গিয়ে পাখা হ'তে
একটী পালক পড়লে পথে
তুলে প্রিয় - তুলে যেন খোঁপায় গুঁজে নেও!
ভয় কি সখি? আপনি তুমি ফেল্‌বে খুলে এ-ও!

(৫)

বর্ষা-ঝরা এম্‌নি প্রাতে আমার মত কি
ঝুরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী?
মনের মনে নিশীথ-রাতে
চুম দেবে কি কল্পনাতে?
স্বপ্ন দেখে উঠবে জেগে ~~জাগবে কেঁদে~~, ভাববে কত কি!
মেঘের সাথে কাঁদবে তুমি, আমার চাতকী!

www.icsbook.info

(৬)

দূরের প্রিয়া! পাইনি তোমায় তাই এ কাঁদন-রোল,
কূল মেলেনা তাই দরিয়ায় উঠতেছে ঢেউ-দোল!
তোমায় পেলে থামত বাঁশী
থামত মরণ সর্বনাশী,
পাইনিক তাই ভরে আছে আমার বুকের কোল!
বেণুর হিয়া শূন্য বলে উঠছে বাঁশীর বোল!

(৭)

বন্ধু, তুমি হাতের কাছের সাথের সাথী নও!
দূরে যত রও, এ প্রাণের তত নিকট হও!
থাকবে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মত চাঁদনী রাতে,
যত গোপন তত মধুর, নাইবা কথা কও!
শয়ন-সাথে রওনা তুমি, নয়ন-পাতে রও!

www.icsbook.info

(৮)

ওগো আমার আড়াল-থাকা! ওগো স্বপন-চোর!
তুমি আছ আমি আছি এই তো খুশী মোর।
কোথায় আছ কেমনে রানী
কাজ কি খোঁজে, নাইবা জানি!
ভালোবাসি এই আনন্দে আপনি আছি ভোর!
চাইনা জাগা, থাকুক চোখে এমনি ঘুমের ঘোর।

(৯)

রাত্রে যখন একলা শোব, চাইবে তোমায় বুক,
নিবিড় ঘন হবে যখন একলা থাকার দুখ
দুখের সুরায় মস্ত হয়ে
থাকব এ প্রাণ তোমায় লয়ে
কল্পনাতে আঁকব তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ।
ঘুমে জাগায় জড়িয়ে রবে — সেই তো চরম সুখ!

www.icsbook.info

(২০)

গাইব আমি, দূরে থেকে শুনবে তুমি গান ;
থাম্‌লে আমি গানগাওয়ার তোমার অভিমান !
শিল্পী আমি আমি কবি
তুমি আমার-আঁকা ছবি,
আমার লেখা কাব্য তুমি, আমার রচা গান।
চাইব নাক, পরান ভরে করে যাব দান !

(২১)

তোমার বুকে স্থান কোথা গো এ দূর-বিরহীর,
কাজ কি জেনে? ~~[illegible]~~ উনি কেবা দাঁড়িয়ে-অন্দর কাজরি।
গোপন তুমি আস্‌লে নেমে
কাব্যে আমার - আমার প্রেমে,
এই-সে সুখে থাকব বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর ?
দূরের পাখী গান গেয়ে যাই, নাই বাঁধিলাম নীড় !

www.icsbook.info

(৩২)

বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাইবা পেলাম দান,
মনে আমায় করবে নাকো, সেই ত মনে স্থান!
যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে, সেদিন প্রিয়ে
ভোলার মাঝে উঠব বেঁচে — সেই ত আমার প্রাণ!
নাইবা পেলাম, চেয়ে গেলাম গেয়ে গেলাম গান!

নজরুল ইসলাম

চট্টগ্রাম
২৮-৭-২১
(মেঘে-ঢাকা দুপুর)

সিন্ধু

[প্রথম তরঙ্গ]

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী!
হে অতৃপ্ত! রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায়।
কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি?
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে ঊর্ধ্বে নীলা, নিম্নে বেলা-ভূমি,—
কথা কও- হে দুরন্ত, বল
এ বুকে কেন এত ঢেউ জাগে, এত কলকল?
কিসের এ অশান্ত গর্জন?
দিবা নাই রাত্রি নাই — অনন্ত ক্রন্দন
থামিলনা বন্ধু তব!
কোথা তব ব্যথা বাজে? মোরে কও; কারে নাহি কব!
কারে তুমি হারালে কখন্?
কোন্ মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন?
কে সে বালা, কোথা তার ঘর?
কবে দেখেছিলে তারে? কেন হ'ল পর
যারে এত বাসিয়াছ ভালো?
কেন সে আসিল, এসে কেন সে লুকালো?

www.icsbook.info

অভিমান করেছে সে ?
মানিনী ঘুমায়ে আছে নিশীথিনী-কোলে ?
ঘুমায়েছে একাকিনী জোছনা-বিছানে ? —
চাঁদের চাঁদনী বুঝি তাই এত টানে
তোমার ও-মরা প্রাণ, জোয়ায় জোয়ার ?
কী রহস্য আছে চাঁদে লুকানো তোমার,
বল বন্ধু বল !
ও কি গান ? ও কি কাঁদা ? ঐ মত্ত জল-ছলছল —
ও কি হুহুঙ্কার ?
ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সী তোমার,
টানিয়া সে মেঘের আড়াল
সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল ?
চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ও কি তব লুব্ধ চুম্বনের দাগ ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ও কি রাগ ? ও কি অনুরাগ ?
জান না কি ? তাই-
তরঙ্গে আছাড়ি' মর আক্রোশে বৃথাই ?-----

www.icsbook.info

মনে লাগে, তুমি যেন অখণ্ড পুরুষ—
আপনার স্বপ্নে ছিলে আপনি বেহুঁশ।
অশান্ত! প্রশান্ত ছিলে।
এ নিখিলে
জানিতেনা আপনারে ছাড়া।
তরঙ্গ ছিলনা বুকে, সেদিনো দোলানী এসে দেয়নিক নাড়া।
বিপুল আরশী সম ছিলে স্বচ্ছ, ছিলে স্থির,
তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর! —

তপস্বি! খেয়ালী!
তারপর চাঁদ এলো! কবে, নাহি জানি!
তুমি যেন উঠিলে শিহরি'!
হে মৌনী! কহিলে কথা, " মরি মরি
সুন্দর সুন্দর!"
"সুন্দর সুন্দর" গাহি' জাগিয়া উঠিল চরাচর!
সেই সে আদিম শব্দ সেই আদি কথা।
সেই বুঝি নির্জ্জনের সৃজনের ব্যথা!

সেই বুঝি বুঝিলে রাজন্
একা সে সুন্দর হয় হইলে দুজন!

কোথা সে উদিল চাঁদ হৃদয়ে না নভে —
সে কথা জানেনা কেউ, জানিবেনা, চিরকাল নাহি-জানা রবে।
এতদিনে ভির হল আপনারে নিয়ে একা থাকা,
কেন যেন মনে হয় — ফাঁকা সব ফাঁকা!
কে যেন চাহিছে মোরে, কে যেন কি নাই!
যারে পাই তারে যেন আরো পেতে চাই!---
জাগিল আনন্দ-ব্যথা, জাগিল জোয়ার,
লাগিল তরঙ্গে দোলা, ভাঙিল দুয়ার,
মাতিয়া উঠিলে তুমি!
কাঁপিয়া উঠিল কেঁদে নিদ্রাতুরা ভূমি।
বাতাসে উঠিল ব্যেপে তব হতাশ্বাস,
জাগিল অনন্ত শূন্যে নীলিমা-উচ্ছ্বাস।
বিস্ময়ে বাহিরি এল নব নব নক্ষত্রের দল,
রোমাঞ্চিত হল ধরা,
বুক চিরে এল তার তৃণ ফুল ফল!
এল আলো, এল বায়ু, এল তেজ, প্রাণ, —
জানা ও অজানা ব্যেপে ওঠে সে কী অভিনব গান! —
একি মাতামাতি ওগো একি উতরোল!
এত বুক ছিল হেথা, ছিল এত কোল?

www.icsbook.info

শাখা ও শাখীতে যেন কত জানাশোনা
হাওয়া এসে দোলা দেয়, সেও যেন ছিল জানা
কত সে আপনা!
জলে জলে ছলাছলি ছলছল বেশে,
ফুলে ফুলে চুমোচুমি, চরাচরে বনে ওঠে হেসে!
আনন্দ-বিহ্বল
সব আজ কথা কহে, গাহে গান, করে কোলাহল!

বন্ধু ওগো সিন্ধুরাজ! স্বপ্নে চাঁদ-মুখ
হেরিয়া উঠিল জাগি', ব্যথা করি' উঠিল ও-বুক!
কী যেন সে ক্ষুধা জাগে, কী যেন সে পীড়া,
গলে যায় সারা হিয়া, ছিঁড়ে যায় যত স্নায়ু শিরা!
নিয়া নেশা নিয়া ব্যথা নিয়া সুখ
দুলিয়া উঠিলে সিন্ধু, উৎসুক উন্মুখ!

কোন্ প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া
তোমাতে পড়িল যেন, নীল হ'ল তব স্বচ্ছ কায়া!
সিন্ধু ওগো বন্ধু মোর!
গর্জিয়া উঠিলে ঘোর
আর্ত হুহুঙ্কারে-!
বারেবারে

www.icsbook.info

বাসনা-তরঙ্গে তব পড়ে ছায়া তব প্রেয়সীর,
~~ছায়া সে ভেঙে যায়~~
ছায়া সে তরঙ্গে ভাঙে, হানে মায়া, উর্ধ্বে প্রিয়া স্থির!
ঘুচিল না অনন্ত আড়াল,
তুমি কাঁদ — আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল!

কাঁদে গ্রীষ্ম কাঁদে বর্ষা বসন্ত ও শীত,
নিশিদিন শুনি বন্ধু ঐ এক ক্রন্দনের গীত!

নিখিল বিরহী কাঁদে, সিন্ধু, তব সাথে।
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে প্রিয়া রাতে,
এক দুখে এক বেদনায়
বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, এক যাতনায়!

সেই অশ্রু — সেই লোনা জল —
তব চক্ষে — হে বিরহী বন্ধু মোর! — করে টলমল!

এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া! —

(বৃষ্টি-ঝরা সকাল)
চট্টগ্রাম
২৯-৭-২৬

নজরুল ইসলাম

www.icsbook.info

সিন্ধু
(দ্বিতীয় তরঙ্গ)

হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর
হে মোর বিদ্রোহী!
রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
তরঙ্গ-ভঙ্গে মাত উদ্দাম লীলায়!
হে উন্মত্ত, কেন এ নর্তন?
হে দুরন্ত! নিষ্ফল আক্রোশে কেন কর আস্ফালন
বেলাভূমে পড় আছাড়িয়া?
সর্ব্বগ্রাসী! গ্রাসিতেছ মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া
ধরণীরে তিলে তিলে!
হে অস্থির! স্থির নাহি হ'তে দিলে
পৃথিবীরে! ওগো নৃত্য-ভোলা,
ধরারে দোলায় শূন্যে তোমার হিন্দোলা!
হে চঞ্চল,
বারেবারে টানিতেছ দিগন্তিকাবধূর অঞ্চল!
কৌতুকী গো! তোমার এ কৌতুকের অন্ত যেন নাই!—
কী যেন বৃথাই
খুঁজিতেছ কূলে কূলে
কার যেন পদ-রেখা!— কে নিশীথে এসেছিল ভুলে.

www.icsbook.info

ওর তীরে গর্বিতা সে নারী ,
যত বারি আছে চোখে সব দিলে পদে তার ডারি' ,
সে শুধু হাসিল উপেক্ষায় !
তুমি গেলে করিতে চুম্বন , সে ফিরাল কঙ্কনের ঘায় !
— গেল চলে নারী !
সন্ধান করিয়া ফের হে সন্ধানী তারি
দিকে দিকে তরঙ্গের জিহ্বা দিয়া ,
গর্জনে গর্জনে কাঁদ — "পিয়া, মোরি পিয়া !"

বল বন্ধু , বুকে তব কেন এত বেগ এত জ্বালা ?
কে দিল না প্রতিদান ? কে ছিঁড়িল মালা ?
কে সে গরবিনী বালা ? কার এত রূপ এত প্রাণ ,
হে সাগর , করিল তোমার অপমান !

হে "মজনুন" কোন্ সে "লায়লী"র
প্রণয়ে উন্মাদ তুমি ? — বিরহ-অথির
করিয়াছ বিদ্রোহ-ঘোষণা, সিন্ধুরাজ,
কোন্ রাজ-কুমারীর লাগি ? কারে আজ
পরাজিত করি রণে , তব প্রিয়া রাজ-দুহিতারে
আনিবে হরণ করি' ? — সারে সারে

www.icsbook.info

দলে দলে চলে তব তরঙ্গের সেনা,
উষ্ণীষ তাদের শিরে শোভে শুভ্র ফেনা!

ঝটিকা তোমার সেনাপতি -
আদেশ হানিয়া চলে ঊর্দ্ধ অগ্রগতি।
উড়ে চলে মেঘের বেলুন,
মাইন তোমার চোরা পর্ব্বত নিপুণ!
হাঙ্গর কুম্ভীর তিমি চলে সাবমেরিন,
নৌ-সেনা চলিছে নীচে মীন!
সিন্ধু-ঘোটকেতে চড়ি' চলিয়াছে বীর-
উদ্দাম অস্থির!
কখন আনিবে জয় করি' — কবে সে আসিবে তব প্রিয়া,
সেই আশা নিয়া
তোমার হেরেম-বাঁদী শত শুক্তি-বধূ অপেক্ষিছে
মুক্তা-বুকে মালা রচি' নীচে!
প্রবাল গাঁথিছে রক্ত-হার —
হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর — তোমার প্রিয়ার!
বধূ তব দ্বীপান্বিতা আসিবে কখন,
রচিতেছে নব নব দ্বীপ তারি প্রমোদ-কানন। - - -

চট্টগ্রাম
৩০-৭-২৬

www.icsbook.info

বক্ষে তব চলে সিন্ধু-পোত
ওরা যেন তব পোষা কপোতী কপোত!
নাচায়ে আদর করে পাখীরে তোমার
ঢেউ-এর দোলায়, ওগো কোমল দুর্বার!
হে মধুর! উচ্ছ্বাসে তোমার জল উছলিয়া উঠে,
ও বুঝি চুম্বন তব তার চঞ্চু-পুটে?
আশা তব ওড়ে লুব্ধ সাগর-শকুন,
তট-ভূমি টেনে চলে তব আশা-তরীর গুণ!
উড়ে যায় নাম-নাহি-জানা কত পাখী,
ও যেন স্বপন তব! — কী তুমি একাকী
ভাব কভু আনমনে যেন,
সহসা লুকাতে চাও আপনারে কেন!
ফিরে চল ভাঁটি-টানে কোন্ অন্তরালে,
যেন তুমি বেঁচে যাও নিজেরে লুকালে! —
শ্রান্ত মাঝি গাহে গান ভাটিয়ালী সুরে,
প্রাণ যেন ভেসে যেতে চায় কোন্ দূরে — আরো দূরে
সীমাহীন নিরুদ্দেশ পথে।
মাঝি ভাসে, তুমি ভাস, আমি ভাসি স্রোতে।

www.icsbook.info

নিরুদ্দেশ! শুনে কোন্ আড়ালীর ডাক
ভাটিয়ালী পথে চল একাকী নির্বাক;
অন্তরের তলা হ'তে শুন কি আহ্বান?
কোন্ অন্তরিকা কাঁদে অন্তরালে থাকি যেন,
চাহে তব প্রাণ!
বাহিরে না পেয়ে তারে ফের তুমি অন্তরের পানে
লজ্জায় — ব্যথায় — অপমানে!

তারপর, বিরাট পুরুষ, বোঝ নিজ ভুল —,
জোয়ারে উচ্ছ্বসি ওঠ, ভেঙে চল কূল
দিকে দিকে প্লাবনের বাজায়ে বিষাণ।
বল, 'প্রেম করেনা দুর্বল ওরে, করে মহীয়ান!'
আনন্দে নাচিয়া ওঠ দুখের নেশায়, বীর, ভোল সব জ্বালা।
বারুণী-সাকীরে কহ, 'আনো সখী সুরার পেয়ালা!'
অন্তরের নিষ্পেষিত ব্যথার ক্রন্দন
ফেনা হ'য়ে ওঠে মুখে বিষের মতন।
হে শিব, পাগল,
তব-কণ্ঠে ধরি রাখ সেই জ্বালা — সেই হলাহল।

X

www.icsbook.info

হে বন্ধু, হে সখা,
এতদিনে দেখা হল, মোরা দুই বন্ধু পলাতকা!

কত কথা আছে — কত গান আছে শোনাবার,
কত ব্যথা জানাবার আছে — সিন্ধু, বন্ধু গো আমার!
এস বন্ধু, মুখোমুখি বসি!
অথবা টানিয়া লহ তরঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া, দুই পশি
ঢেউ নাই যথা — শুধু নিতল সুনীল! —
তিমিরে কহিয়া দাও — সে যেন খোলে না খিল
থাকে দ্বারে বসি'।
সেইখানে কব কথা। যেন রবি শশী
নাহি পশে সেথা।
তুমি রবে — আমি রব — আর রবে ব্যথা!

সেথা শুধু ডুবে রব কথা নাহি কহি', —
যদি কই —
নাই সেথা দুটী কথা বই, —
'আমিও বিরহী, বন্ধু, তুমিও বিরহী!' —

চট্টগ্রাম
১১-৭-২৬

(তৃতীয় তরঙ্গ)

হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃষিত জলধি !
এত জল বুকে তব, তবু নাহি তৃষার অবধি !
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,
বুভুক্ষু ! তবু কি তব ভরিলনা প্রাণ ?
মহাবাহু
ওগো রাহু,
তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ — এক ভাগ বাকী !
সুরা নাই — পাত্র হাতে কাঁপিতেছে সাকী ! --

হে দুর্মদ ! খোলো খোলো খোলো দ্বার।
সারি সারি গিরি-দরী দাঁড়ায়ে দুয়ারে করে প্রতীক্ষা তোমার।
শস্য-শ্যামা বসুমতী ফুলে ফলে ভরিয়া অঞ্জলি
করিছে বন্দনা তব, বলী !
তুমি আছ নিয়া নিজ দুরন্ত কল্লোল
আপনাতে আপনি বিভোল।
পশেনা শ্রবণে তব ধরণীর শত দুঃখ গীত;
দেখিছ বর্তমান, দেখেছ অতীত,
দেখিবে সুদূর ভবিষ্যৎ,
মৃত্যুঞ্জয়ী দ্রষ্টা, ঋষি, উদাসীন বৎ !

www.icsbook.info

উঠে জাগে তব বুকে তরঙ্গের মত
জন্ম মৃত্যু দুঃখ সুখ, - ভূমানন্দে হেরিছ সতত! -

হে পবিত্র! আজিও সুন্দর ধরা আজিও অম্লান -
সদ্য-ফোটা পুষ্প সম, তোমাতে করিয়া নিত্য স্নান।
জগতের যত পাপ গ্লানি -
হে দরদী, নিরবধি মুছিয়া লয় তব স্নেহ-পাণি!

ধরা তব আদরিণী মেয়ে,
তাহারে দেখিতে তুমি আস মেঘ বেয়ে!
হেসে উঠে ফুলে শস্যে দুলালী তোমার,
কালো চোখ বেয়ে তার ঝরে কত আনন্দাশ্রু ভার!
জলধারা হয়ে নাম, দাও কত রঙীন যৌতুক,
ভাঙ, গড়, দোলা দাও, —
কন্যারে লইয়া তব অনন্ত কৌতুক! —
হে বিরাট, নাহি তব ক্ষয়,
নিত্য নব নব দানে ক্ষয়েরে করেছ তুমি জয়!

হে সুন্দর! জল-বাহু দিয়া
ধরণীর কটিতট আছ আঁকড়িয়া

www.icsbook.info

ইন্দ্রনীলকান্তমণি-মেখলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব-দোলায় সাথে দোল অনুপম!

বন্ধু, তব অনন্ত যৌবন
তরঙ্গে ফেনায়ে ওঠে সুরার মতন!
কত মৎস্য-কুমারীরা নিত্য তোমা' যাচে
কত জল-দেবীদের শুক্তি-মালা পাড়ে তব চরণের কাছে,
চেয়ে নাহি দেখ, উদাসীন!
কার যেন স্বপ্নে তুমি মত্ত নিশিদিন!

মন্থন-মন্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর-
মথিয়া লুণ্ঠিয়া গেছে তব রত্ন-পুর-,
হরিয়াছে উচ্চৈঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশী-প্রিয়া
তারা সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া!
করেছে লুণ্ঠন
তোমার অমৃতসুধা — তোমার জীবন!
সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন কল্লোল
আছে জ্বালা - আছে স্মৃতি - ব্যথা - উতরোল।
ঊর্দ্ধে শূন্য - নিম্নে শূন্য - শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধির, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।

www.icsbook.info

হে মহান! হে চির-বিরহী!
হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী,
~~[illegible]~~ সুন্দর আমার!
নমস্কার!
~~[illegible]~~ নমস্কার লহ!
তুমি কাঁদ — আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ!
~~[illegible]~~

হে দুস্তর! আছে তব পার, আছে কূল,
এ অনন্ত বিরহের নাহি পার, নাহি কূল, — শুধু অশ্রু, ভুল!

~~[illegible]~~ আসিবে বিদায়, যবে, নাহি রব আর,
তব কল্লোলের মাঝে বাজে যেন ক্রন্দন আমার!
বৃথাই খুঁজিবে যবে প্রিয়া
~~[illegible]~~ উত্তরিও ওগো বন্ধু, সিন্ধু ~~[illegible]~~ মোর, তুমি গরজিয়া

—

তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার — সীমাহীন রিক্ত হাহাকার!

চট্টগ্রাম —
২-৮-২৭

নজরুল ইসলাম

www.icsbook.info

সিন্ধু
(চতুর্থ তরঙ্গ)

ভুলি নাই পুনঃ তাই আসিয়াছি ফিরে
ওগো বন্ধু, ওগো প্রিয়, তব সেই তীরে!---
কূলহারা কূলে তব নিঝুমের বাঁশি
ঘোষিতে আসিয়া হায় যে কবি বিলাসী
সকলি হারায়ে গেল তব বালুচরে,

ঝিনুক কুড়াতে এসে — গেল আঁখি ভরে-
তব লোনা জল নিয়ে, তব স্রোত-টানে
ভাসিয়া যে গেল দূর নিরুদ্দেশ পানে!
ফিরে সে এসেছে আজ বহু বর্ষ পরে,
চিনিতে পার কি বন্ধু, মনে তারে পড়ে?
বর্ষার জোয়ারে যারে তব হিন্দোলায়
দোলাইয়া ফেলে দিলে দুরাশা-সীমায়,
ফিরিয়া সে আসিয়াছে তব তীর-পথে,

উথলিয়া পড়ে কি সাড়া তাহে এর বুকে?

খেলিতে আসিনি বন্ধু, এসেছি এবার
দেখিতে তোমার রূপ বিরহ-বিথার!
~~সবার আসিয়াছিনু হায় কৌতূহলে,~~
~~ফিরিয়া গিয়াছি আঁখি ভরি লোনা জল,~~

সবার আসিয়াছিনু হয়ে কুতূহলী,
বাঁধিতে আসিয়া, দিনু আপনারে বলি!
কূলহারা তব সম আবার আসিয়াছি ফিরে–
~~মানিক হারায়ে~~ হারায়েছি মন যথা সেই সিন্ধু-তীরে!
ফেরে না তা যা হারায়, মীনহারা নদী–
তবু ফিরে ফিরে আসে! বন্ধু গো, তেমনি
হয়ত এসেছি বৃথা চোরা বালুচরে! —
যে চিতা জ্বলিয়া, যায় নিভে চিরতরে
~~পোড়া মানুষের পোড়া মানুষের মন সেই সে শ্মশ~~
পোড়া মানুষের মন সে মহাশ্মশানে
তবু ঘুরে মরে কেন — কেন যে কে জানে!

~~চাহিয়া আসি' কবরের তলে,~~
~~তারি পাশি' সারা রাত অভিসারে চলে–~~

প্রভাতে ঢাকিয়া আসি' কবরের তলে
তারি পাশি' সারা-রাত অভিসারে চলে–

www.icsbook.info

~~[illegible] উদাসীন, তুমি বুঝিবে কি~~

অবুঝ মানুষ হায়! — ওগো উদাসীন,
সে বেদনা বুঝিবে কি তুমি কোনোদিন!
হয়ত হারানো মণি ফিরে তারা পায়,
কিন্তু হায়, যে অভাগা হৃদয় হারায় —
~~[illegible]~~
হারায় সে চিরতরে! এ জনমে তার
দিশা নাহি মিলে বন্ধু!...তুমি পারাবার,
পারাপার নাহি তব — ~~[illegible]~~ তোমার অতলে
যা ডোবে তা চিরতরে, ~~ডুবে যায় জলে!~~
ডুবে আঁখিজলে!...
[illegible] সাঁতার বন্ধু, হইলে ডুবুরি,
কুড়াইয়া করে তব বক্ষ হতে চুরি
রত্নহার! কিন্তু হায়, ~~কি [illegible] হইবে লাভ শুধু~~
জিনে শুধু মালা
কি হইবে বাড়াইয়া হৃদয়ের জ্বালা?
~~[illegible]~~ বন্ধু তব রত্নহার মোর তরে নয়,
মালার সহিত যদি না মেলে হৃদয়!

www.icsbook.info

বন্ধু মোর, ঘুমভোলা!
আজো নাই বুকে তব কথার হিন্দোলা!
শীতের কুহেলি-ঢাকা বিষণ্ণ বয়ানে
কিসের করুণ মায়া! কূলের সিথানে
ঘুমায়ে শিথিল দেহ আছ একা শুয়ে
ঝিনুক কপোলে বালু-উপাধানে থুয়ে!
~~তোমার কলঙ্কী বঁধু চাঁদ উঠে যায়~~
~~তেমনি সুদূর পথে গগন-সীমায়,~~

তোমার কলঙ্কী বঁধু চাঁদ ডুবে যায়
তেমনি উঠিয়া দূর গগন-সীমায়,
ছায়া এসে পড়ে তার তোমার মুকুরে!
কায়াহীন মায়াবীর মায়া বুকে পুরে
ফুলে ফুলে কূলে কূলে কাঁদ অভিমানে,
আছাড়ি' তরঙ্গ-বাহু ব্যর্থ শূন্য পানে

যে কলঙ্কী নিশিদিন ফিরে শূন্য-পথে,
সে জানে না কোথা কোন্ বাতায়ন হ'তে
~~কে তারে চাহিছে নিতি!~~ সে খুঁজে বেড়ায়
বুকের প্রেয়সী তারি সারা সিন্ধু-প্রিয়ায়!

ভয় নাই বন্ধু ওগো, আমিনি জানিতে

সত্য তব, শেষ নাই অন্তহীন চিত্তে
চাঁদ না সে চিতা জ্বলে তব উপকূলে—
কি হবে জানিয়া মোর? কার চিতাশূলে
কে মরে ডুবিয়া হায় পাইয়াছে দেখা!

একভাগ স্থল তিনভাগ জল!

এসেছি দেখিতে তোরে — সেদিন বর্ষায়
খেলিতে দেখেছি যারে উদ্দাম লীলায়
বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গে! সেদিন শ্রাবণে

ঝম ঝম জল-চুড়ি বলয় কঙ্কণে—
শুনিয়াছি যে সঙ্গীত, যার তালে তালে
শিখী নীপ-ডালে
নেচেছে বিজলি মেঘে

www.icsbook.info

যার লোভে অতিদূর অস্ত-দেশ হতে
ছুটে এসেছিনু এই উদয়ের পথে! —
ওগো মোর লীলা-সাথী অতীত বর্ষার,
আজিকে শীতের রাতে নব অভিসার!
চলে গেছে আজি সেই বরষার মেঘ,
আকাশের চোখে নাই অশ্রুর উদ্বেগ,
গরজনা গুরু-গুরু গগনে সে বাজ,
উড়ে গেছে দূর বনে ময়ূরীরা আজ,
রোয়ে রোয়ে বহেনাক পূবালী বাতাস,
শ্বসনা কাহার শ্বাসে সেই দীর্ঘশ্বাস,
নাই সেই চেয়ে থাকা বাতায়ন খুলি'
সেই পথে — মেঘ যথা যায় পথ ভুলি,
না মানিয়া কাজলের ছলনা নিষেধ
চোখ ছেপে জল ঝরা, — কপোলের স্বেদ
মুছিবার ছলে আঁখিজল মোছা সেই —,
নেই বন্ধু, আজি তার স্মৃতিও সে নেই!
থরথর কাঁপে আজ শীতের বাতাস,
সেদিন আশার ছিল যে দীরঘশ্বাস

আজ তাহা নিরাশায় ~~শুধু কেঁদে যায়~~ কেঁদে বলে, হায়,
ওরে মূঢ় — যে যায় সে চিরতরে যায়!
যাহারে রাখিবি তুই অন্তরের তলে,
সে যদি হারায় ~~[illegible]~~ কভু সাগরের জলে —
কে তাহারে ~~[illegible]~~ ফিরে পায়? নাই ওরে নাই,
অকূলের কূলে ~~[illegible]~~ তারে খুঁজিয়া বৃথাই! — — —
~~কাঁদা যবে ঝরেছিল বাদলের [illegible] রাতে,~~
~~[illegible] হয়ে শিশিরে যে [illegible],~~
~~[illegible]~~
~~সেদিন যে ফুল হায় কাননের পাশে~~
~~ফোটেনি, ফুটিবে কি সে শিশিরের আশে~~
~~[illegible] নাই [illegible]?~~

যে ফুল ফোটেনি ওরে ~~[illegible]~~ তোর উপবনে
পূবালী হাওয়ার শ্বাসে বরষা-কাঁদনে
সে ফুল ~~ফোটে কি কভু~~ ফুটিবে না রে আজ শীতরাতে, —
দু ফোঁটা শিশির আর অশ্রুজল পাতে! —

~~আর আর সান্ত্বনা নাই, জানি বন্ধু জানি, —~~
~~এ কূলে কূলে হয় কি না কানাকানি~~
~~[illegible] [illegible]~~

www.icsbook.info

আমার সান্ত্বনা নাই, জানি বন্ধু জানি,
শুনিতে এসেছি তবু — যদি কানাকানি
হয় তব কূলে কূলে ~~[illegible]~~ আমার সে কথা!
এ কূলে বিরহ-রাতে কাঁদে চক্রবাক,
ও কূলে শোনে কি তাহা চক্রবাকী তার?
এ ~~[illegible]~~ বিরহ এ কি শুধু বিরহ একার?

~~[illegible]~~ কুহেলি-গুণ্ঠন টানি' শীতের নিশীথে
ঘুমাও একাকী যবে, ~~[illegible]~~ নিশব্দ সঙ্গীতে
ভরে ওঠে দশ দিক, সে নিশীথে ~~[illegible]~~ জাগি'
গুমরিয়া ~~[illegible]~~ ওঠেনা বুক কভু কারো লাগি'?
গুণ্ঠন খুলিয়া কভু সেই সাঁঝরাতে
ফিরিয়া চাহনা ওই কূলে কল্পনাতে?
চাঁদ সে ত আকাশের, এই ধরা-কূলে
যে চাহে তোমায় তারে চাহনা কি ভুলে?
তব ~~[illegible]~~ তীরে ~~[illegible]~~ অগস্ত্যের সম ~~[illegible]~~ লয়ে তৃষা,
বসে আছি, ~~[illegible]~~
চলে যায় কত দিবা নিশা!

যাহারে করিতে পারি চুমুকে পান,
তার পদতলে বসি' গাই শুধু গান!
~~[illegible]~~ ~~এ ধরার [illegible] হইতেছে যানি~~
~~[illegible]~~

www.icsbook.info

আপনি বন্ধু, এ হিয়ার মৃৎপাত্রখানি
ভরিতে নারিল যাহা, তারে ~~[illegible]~~ আমি আনি'
~~ধরিবনা ভরিবনা ধরিবনা এ বক্ষে [illegible] বেদী~~
ধরিবনা এ বক্ষে, এ মম হিয়ার
বিপুল শূন্যতা আছে, ~~ভরিবো বন্ধু ভরিবো~~ !
নাহি ভরিবার !

আসিয়াছি ভুলে আজ, কাল ~~[illegible]~~ প্রাতে ফিরে-
কূল ছাড়ি' চলে যাব দূরে বহু দূরে ! ---

~~৭ বল বন্ধু, বল জয় এ দুঃখের জয়,~~

বল বন্ধু, বল জয় বেদনার জয় !
যে-বিরহে কূলে কূলে নাহি পরিচয় —
কেবলি অনন্ত প্রেম অনন্ত বিচ্ছেদ,
হৃদয় কেবলি হানে হৃদয়ে নিষেধ !
যে-বিরহে গ্রহতারা শূন্যে নিশিদিন
ঘুরে মরে! গৃহবাসী হয় উদাসীন।
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
উল্কা সম ছুটে যায় অসীমের পানে;
~~[illegible]~~ ছোটে নদী দিশাহারা গিরি চূড়া হ'তে !

বারে বারে ফেনাটে তুলে' ~~যে বিষটা~~ মাথায়,
[illegible] বারেবারে ছিঁড়ে যায় তবু না ফুরায়—
সাগর মাঝে যে-বিরহ! যে বিরহ জাগে
চকোরী আকাশে আর কুমুদী তড়াগে,
তব বুকে লাগে তারি জোয়ারের ভার,
যে বিষ পিইয়া কণ্ঠে ফুটে ওঠে গান, —
~~যে বিরহে আঁখি [illegible] আঁখি~~
বন্ধু, তব জয় হোক! —এই শুধু চাহি'
হয়ত আসিব পুনঃ তব কূল বাহি',
হেরিব নূতন রূপে তোমারে আবার,
গাহিব নূতন গান! নব ~~[illegible]~~ অশ্রুহার-
~~[illegible] গাঁথিব [illegible] [illegible]~~ গোপ
গাঁথিব গোপনে বসি', নয়নের ঝারি-
ফেনাটে করিয়া, দিব তব তীরে ডারি!

হয়ত আসিবে পুনঃ তব তীরে তীরে-
~~[illegible]~~
ফুটিবে ~~[illegible]~~ মঞ্জরী নব শুষ্ক তরু-শিরে।
আসিবে নূতন পাখী- শুনাইতে ~~[illegible]~~ গীতি,
আসিবেনা শুধু এ ~~এ~~ এক] অতিথি!

www.icsbook.info

যেদিন ও-বুকে তব শুকাইবে জল,
নিদারুণ রৌদ্র-দাহে দগ্ধ মরুতল
পুড়িবে একাকী তুমি, মরুচারী হয়ে
আসিব সেদিন বন্ধু, মম প্রেম লয়ে!...

~~বন্ধু গো, বিদায়!~~
আঁখির দিগন্তে মোর কুহেলি ঘনায়,
বিদায়ের বংশী বাজে, বন্ধু গো, বিদায়!

আজিজ-মঞ্জিল
চট্টগ্রাম
১৫-৭-১৯২৬
কাজী

চক্রবাক

ওগো ও চক্রবাকী!
তোমারে খুঁজিয়া অন্ধ হ'ল যে চক্রবাকের আঁখি!
[redacted] কোথা কোন্ লোকে কোন্ সুদূর পারে রহিলে লো তারে ভুলে?
হেথা সাথী তব [redacted] ডেকে ডেকে ফেরে নদীর কূলে কূলে!
দিবসে ঘুমালে [redacted] সব ভুলে যার পাখায় ঝাঁপিয়া পাখা,
চঞ্চুতে যার আঁকিত তোমার চঞ্চুর চুমা আঁকা,
"রোদ লাগে" বলে যার ডানাতলে লুকাইতে নানা ছলে,
[redacted] ~~আদরের পারা আদরের ধারা~~
থাকিয়া থাকিয়া উঠিতে কাঁদিয়া তবু কেন পলে পলে,
আদরের পারা আদরের ধারা যাচিয়া যাহার কাছে
কায়ার পিছনে ছায়াটির মত ফিরিতে [redacted] পাছে পাছে,
~~[illegible]~~
~~একা সে যে হায় খুঁজিছে তোমায় কেঁদে কেঁদে কাল~~
~~একা সে যে হায় খুঁজিয়া তোমায় দিকে দিকে কেঁদে মরে~~
আজ সে যে হায় কাঁদিয়া তোমায় দিকে দিকে খুঁজে মরে;
ভীরু মোর পাখী! আঁধারে একেলা কোথা কোন্ বালুচরে?

ঐ শোন্ শোন্ [illegible] বন্ বন্ – মোর ডাকে,

[illegible]

দুলি দুলি দুলি [illegible] নদীজল, "বন্ধু, খুঁজিছ কারে?"

আমি ফিরি ফিরি।

[illegible]

[illegible] শিরি শিরি শিরি শিশির [illegible],

[illegible]

শন্, ঐ শোন,

~~শোনি শোনি~~ সাড়া দেয় বন শন্ শন্, মোর ডাকে —

কাঁদে

তটিনীর জল ছল্‌ছল্ ~~[illegible]~~ ফিরে চায় বাঁকে বাঁকে।

~~[illegible] ঝাউ দেয় ফিরি ফিরি যাবার প্রতিধ্বনি, —~~

~~[illegible] দেয় [illegible] ঝাউ [illegible] প্রতিধ্বনি~~

~~ঝিরিঝিরি কাঁদে ঝাউ ঝাউ [illegible]~~

ফিরায়ে যাবার প্রতিধ্বনিরে — সান্ত্বনা দেয় ঝাউ,

ওপারের তীরে ঝাউঝাউ শাখা ঝুরিতেছে ঝিরিঝিরি,

বিরহীর হায় ঘুম ভেঙে যায় বিহগ-পক্ষ-পুটে,

বলে, "বিরহীরে মোর সুখ-নীড়ে যায় যায় যায় ছুটে!

~~জুড়াইব ব্যথা কাঁটা বিঁধে~~

~~তোর কাঁটা লয়ে বিবাগিনী হয়ে তোর সাথে যাব ছুটি,~~

জুড়াইব ব্যথা, কাঁটা বিঁধে যথা সেথা দিব বুক পেতে,

ঐ কাঁটা লয়ে বিবাগিনী হয়ে উড়ে যাব আকাশেতে!"

~~[illegible]~~ - ওগো বধূ শোনে কূলবধূ - বলে, ~~[illegible]~~ "সাঁঝতারা সাথী,

নিশীথ নিঝুম চোখে নাই ঘুম, কারে এত ডাকাডাকি?"

চল তরুতলে এই বকুলে, ~~[illegible] দিব রে [illegible]~~

দিব ঘুম-শেজ পাতি,

ফুলের কাননে ফুলে ফুলে মোরা কাটাইব সারা রাতি!"

অসীম আকাশ ~~[illegible]~~ হাসে মোর পাশ, ~~[illegible]~~
তোমার দাপাদাপি [illegible]
বলে, "পরবাসী! কোথা কাঁদ আসি'? হেথা শুধু ছায়াবাজি!
তোমার কাঁদনে আমার আঙনে নিবে যায় তারা-বাতি,
তুমিও শূন্য আমিও শূন্য, এস হব মোরা সাথী!"...
মানে না পরান, গেয়ে গেয়ে যান কূলে কূলে ফিরি ডাকি',
কোথা কোন্ কূলে রহিলে গো ভুলে আমার চক্রবাকী?

চাহি ওপারের তীরে;
কভু না পোহায়
~~[illegible] না চায়~~, বিরহের রাতি এই দোষ কি রে?

~~না মিটিতে সাধ বিধি সাধে [illegible] বাদ, [illegible] সাধ মিটিতে~~
~~রাত্রি কাঁদে [illegible] বাতাস~~
বিরহের
~~না মিটিতে সাধ বিধি সাধে বাদ, [illegible]~~
~~পড়ে যায় আঁধার [illegible], নিভে যায় [illegible]-শিখা~~!

না মিটিতে সাধ বিধি সাধে বাদ, বিরহের যবনিকা
পড়ে যায় মাঝে, নিভে যায় সাঁঝে মিলনের মরু-শিখা!
মিলনের কূল ভেঙে ভেঙে যায় বিরহের ~~[illegible]~~,
বন্যায়,
অধরের হাসি বাসি হয়ে ওঠে বুক-ভাঙা বেদনায়!

www.icsbook.info

একা নদীতীরে গহন তিমিরে আমি কাঁদি মনোদুখে,
হয়ত কোথায় কাঁদিয়া ফুলায় তুমি ঘুম যাও সুখে!
~~হয়ত এ নদী উজাবেনা আর এই আমাদের মাঝে,~~
আমাদের মাঝে বহিছে যে নদী এ জীবনে তা উজাবেনা,
কাটিবে এ নিশি, আসিবে প্রভাত, যত চেনা-জানা চেনা
আসিবে সবাই, আসিবেনা তুমি [illegible]!
এপারের ডাক ওপারে ঘুরিয়া এপারে আসিবে ফিরে!

হয়ত জাগিয়া দেখিব প্রভাতে, আমারি আঁখির আগে
তুমি যাচিতেছ নবীন সাথীর প্রেম নব অনুরাগে।
~~হয়ত এ নিশি কাটিবেনা মোর~~
জানি গো, আমার কাটিবেনা আর এই বিরহের নিশি,
[illegible] খুঁজিবে তোমায় দশ দিকে দশ দিশি।
~~হয়ত প্রভাতে থাকিবনা আমি বসে এই বালুচরে~~
~~ক্লান্ত পাখায় উড়ে যাব [illegible]~~

যখন প্রভাতে থাকিবনা আমি এই সে নদীর তীরে,
ক্লান্ত পাখায় উড়ে যাব দূর বিস্মরণীর পারে,
খুঁজিতে আমায় এই কিনারায় আসিবে এখন তুমি
খুঁজিবে সাগর গিরি প্রান্তর গিরি-দরী-বনভূমি,

www.icsbook.info

~~তোমারি সমাধি রেখে যাই প্রিয় ঝরা পালকের স্মৃতি~~
~~দিবসে না পাই রাতে [illegible] যাই আমার বিরহ গীতি।~~
~~দিবসে না পাই রাতে ফেলে যাই আমার বিরহ-গীতি।~~

তোমারি মালায় রেখে যাই প্রিয় ঝরা পালকের স্মৃতি—
এই বালুচরে [illegible] স্বরে আমার বিরহ-গীতি!

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

~~[illegible]~~
যদি পথ-ভুলে আস এই কূলে কোনোদিন রাতে রানী,
প্রিয় ওগো প্রিয়, নিও তুলে নিও এ ঝরা-পালক স্মরণি!

তসদ্দক মঞ্জিল
চট্টগ্রাম
১৮-১-১৯২৯
নজরুল

বাংলার "আজীজ" *

পোহায়নি রাত, আজান তখন দেয়নি মুয়াজ্জিন,
মুসলমানের রাত্রি তখন, আর সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় বঙ্গ-মুসলমান,
সবার আগে জাগলে, তুমি, গাইলে জাগার গান!
ফজর-বেলার নজর ওগো উঠলে মিনার-'পর
ঘুম-টুটানো আজান দিলে — "আল্লাহ্ আকবর!"
কোরান শুধু পড়ল সবাই বুঝলে তুমি একা,
লেখায় যত ইসলামী-জোশ তোমায় দিল দেখা!
খাপে রেখে অসি যখন খাচ্ছিল সব মার,
আলোয় তোমার উঠল নেচে দু-ধারী তলোয়ার!
চমকে সবাই উঠল জেগে, কচ্‌লে গেল চোখ,
নৌ-জোয়ানীর খুন-জোশীতে মস্ত হ'ল সব লোক!
আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠল গেয়ে গান,
তোমার চোখে দেখল তারা আলোর অভিযান।
বেরিয়ে এল বিবর হতে সিংহ-শাবক দল —
যাদের প্রতাপ-দাপে আজি বাংলা টলমল!
এলে নিশান-বরদার বীর দুশমন্-দর্পির,
লায়লা চিরে আনলে নাহার — রাতের তারা-হার!
শীতের জরা দূর হয়েছে ফুটছে বাহার-গুল,
গুলশানে ফুল ফুটল যখন, নাই তুমি বুলবুল!

* অবসর-প্রাপ্ত স্কুল-ইন্সপেক্টর মরহুম খান বাহাদুর আবদুল আজিজ বি-এ সাহেবের ; মৃ —

www.icsbook.info

বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি

বিদায়, হে মোর বাতায়ন-পাশে নিশীথ-জাগার সাথী!
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হয়ে এল বিদায়ের রাতি।
আজ হতে হ'ল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হতে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।—

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তাঁর শীর্ণ কপোল রাখি'
কাঁদিছে চাঁদ, "মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকী!"
নিশীথিনী যায় দূর বন-ছায় তন্দ্রায়-ঢুলুঢুল
ফিরে ফিরে চায়, দু' হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল।
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

[illegible] জাগি, ললাটে আমার কাহার নিশাস লাগে?
[illegible] করে বীজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে?
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছে স্বপন-চারী,
নিশীথ-রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি!

সারারাত মোরা কয়েছি যে কথা, বন্ধু, পড়িছে মনে,
তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব-কম্পনে।

জাগিয়া একাকী জ্বালা করে আঁখি এসেছে যখন তন্দ্রা
তোমাদের পাতা মনে হ'ত যেন সুশীতল করতল —
আমার প্রিয়ার ! — তোমার শাখার পল্লব-মর্মর
মনে হ'ত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর ।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা
তব ঝিরিঝির মিরিমির যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলানো তারির সাড়ির আঁচলখানি ।
— তোমার পাখার হাওয়া
তারি অঙ্গুলি-পরশের মত নিবিড় আদর-হাওয়া । —

~~ভাবিতে ভাবিতে ঘুমায়ে পড়েছি~~

ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিয়া পড়েছি ঘুমের শ্রান্ত কোলে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখেছি — তোমারি সুনীল ঝালর দোলে
তেমনি আমার শিথানের পাশে । দেখেছি স্বপনে, তুমি
গোপনে আসিয়া গিয়াছ আমার তপ্ত ললাট চুমি' ।

বল তবে কার ক্ষতি?

[illegible] মোর হইবে মরণে —
তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর — সৃজিব অমরাবতী!

বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপাণি!

হয়ত তোমারে দেখিয়াছি — তুমি যাহা নও তাই করে!
ক্ষতি কি তোমার — যদি গো আমার তাতেই হৃদয় ভরে!
সুন্দর যদি করে গো তোমারে আমার আঁখির জল,
হারা-মোমতাজে লয়ে কারো প্রেম রচিলে তাজমহল!

— আজি বিদায়ের আগে —

আমারে জানাতে তোমারে জানিতে এত দিন সাধাসাধি!

মর্মের বাণী শুনি তব, শুধু মুখের ভাষায় কেন
জানিতে চায় ও বুকের ভাষারে লোভাতুর মন হেন।
জানি — মুখে মুখে হবে না মোদের কোনোদিন জানাজানি,

~~একলাই রাতের বন্ধুরা মোর, একা তোমাদের ইঙ্গিত~~

হয়ত স্বপনে বাড়ায়েছি হাত লইতে পরশ খানি,
বাতায়নে থাকি' ফিরিয়া এসেছ লইয়াছি লাজ টানি'।

~~[illegible]~~ বন্ধু, মানবকুল করিতে হবে সে বাতায়নে,

~~বন্ধু, [illegible]~~ অকারণ, হৃদয়ে আত্মীয়—হের [illegible]।

~~রাত হতে বন্ধু মোদের রুদ্ধ সে বাতায়ন~~, অকারণ।

~~আকাশে বাতাসে [illegible] বিদায়ের আবেদন~~।

হয়ত তোমার শাখায় কখনো বসেনি আসিয়া শাখী,
তোমার কুঞ্জে পত্র-পুঞ্জে কোকিল ওঠেনি ডাকি',
শূন্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া পল্লব-আবেদন
~~ঝিঁঝিঁর নিঁদ ভুলিয়া করেছ~~
জেগেছ নিশীথে, জাগেনিক সাথে খুলি' কেহ বাতায়ন।
~~তোমাদের চোখে আমারি মত ঝাউ ঝিঁঝিঁর নিঁদ~~,
~~তোমাদের আঁখি আমার মতন ঝিঁঝিঁর নিঁদ হরি~~

সব-সময় প্রিয়

~~[illegible]~~ সাথি'

তোমারে চাহিয়া ভাবিনু লিখিব, চলিলাম ভালোবাসি'।

তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম, ~~[illegible]~~ প্রণয়-লেখা,

~~[illegible]~~

~~যদি কোনোদিন আমার ফিরে নীরব ভাষায় [illegible]।~~

~~আমি চাইনাই [illegible]~~

~~[illegible]~~ এইটুকু হোক সান্ত্বনা মোর —

হোক বা না হোক দেখা।

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না,

কোলাহল করি' সারা দিনমান, ~~[illegible]~~

ধীর ভেবে — উদিবার ভেঙে ভাঙিব না।

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

ভুলিতে নারি এত ভুলিই — আমাকে যাবার আগে —

ঐ দেখে- ~~[illegible]~~ খুলিয়া ~~[illegible]~~ নয়নে

দেখেছ ~~[illegible]~~ আমারে ~~[illegible]~~ দোলাইছিলে সাথী

হাওয়ায়, না মোর নয়নে ওঠ পাতার উঠিয়াছে ধ্বনি!

বাতায়ন-খুলি'

ঘুমাবে

তোমার পাতায় হেরিব যে জাগে চাঁদনীর যবে-
মূর্ছিত হবে সে সুখের আবেশে!
~~ঘুমাবে সাথীরা, ...~~; সে আলোর উৎসবে-
মনে কি পড়িবে এই ক্ষণিকের অতিথির কথা আর,
তোমার নিশ্বাস শূন্য কুটীরে করিবে কি হাহাকার?
চাঁদের আলোক বিস্বাদ কি গো লাগিবে সেদিন চোখে,
ঝিলিমিলি খুলি' চেয়ে রবে দূর অস্ত অবশ-লোকে?

অথবা এমনি করি'
দাঁড়ায়ে বাহিরে যখনি ফিরিবে সারা দিনমান ভরি'?
মলিন মাটির বন্ধনে-বাঁধা হায় অসহায় তরু!
পদতলে ধূলি, ঊর্ধ্বে তোমার শূন্য গগন-মরু,
দিবসে পুড়িছ রৌদ্রের দাহে, নিশীথে ভিজিছ হিমে,
কাঁদিবারও নাই শক্তি — মৃত্যু-আফিমে পড়িয়া ঝিমে!

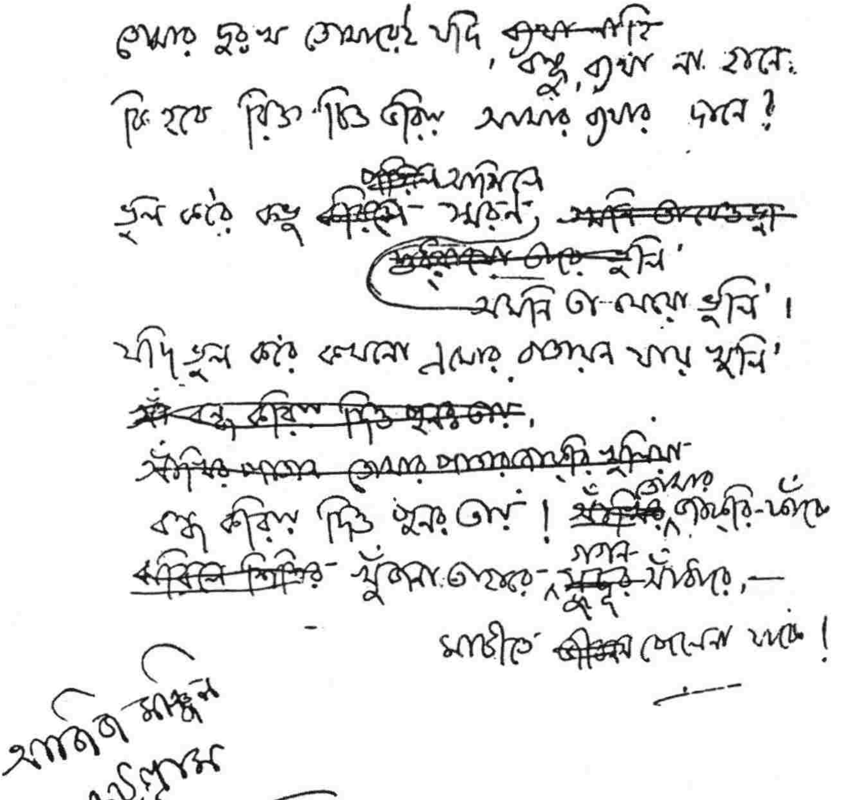

www.icsbook.info

শিশু যাদুকর*

পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর
[redacted] এই পারে [redacted] এলি তুই শিশু যাদুকর।

কোন্ রূপ-লোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরি এলি এই মমতার ভুঁই।

নবনীত-সুকোমল লাবনী লয়ে
এলি কি রে ধরণীর [redacted] দিগ্বিজয়ে।

[redacted] কত সে তিমির-নদী পারায়ে এলি.
নির্মল নভে তুই চাঁদ পহেলি।

সবুজের প্রজাপতি- মনোবনে-
উড়ে এলি [redacted] শ্যাম কান্তার-কাননে।
পাখা-ভরা মাখা তোর ফুল-[redacted] ধরা ফাঁদ
কাঁদে আলো চোখে কালো — কলঙ্কী চাঁদ।

* নজরুলের হস্তাক্ষরে কবিতার নাম লেখা ছিল না, তবে এই নামেই 'পুতুলের বিয়ে' (১৯৩৩) গ্রন্থে প্রকাশিত।

www.icsbook.info

কাজল দিয়ে করি তোর আলো উজল—
ললাটেতে টীপ দিয়ে নয়নে কাজল।

তারা-যুঁই এই ভুঁই আসিলি যবে
একটি তারা কি কম পড়িল নভে।
বনে কি পড়িল কম একটি কুসুম,
ধরণীর চাঁদ চুম।

স্বরগের সব কিছু চুরি করে, চোর,
পালাইয়া এলি এই ~~ধরণীর~~ আঙিনার ক্রোড়।
নিয়ে এলি হুরীদের গুলগুলে গাল,
পরীদের রাঙা ঠোঁট টুকটুকে লাল।
কিন্নরী কণ্ঠ ও "নার্গিসী" চোখ,
ললাটেতে প্রভাতের অরুণ আলোক।
চিবুকের টোল ভরে সুধা অমিয়া,
কন্দর্পের ধনু ভুরুতে নিয়া।

অন্ধকারের প্যাঁচা

ওরে অন্ধকারের প্যাঁচা!
তুই দেখবিনাক দিনের রবি যতই কেন চ্যাঁচা ॥
ঝরছে রসের পাগলা-ঝোরা
তা কি ~~[illegible]~~
তাড়িখানার মাতাল তোরা
বুঝবি না সে রসের

www.icsbook.info

স্তব্ধ রাতে

থেমে আসে রজনীর গীত-কোলাহল,—
ওরে মোর সাথী আঁখিজল,
এইবার তুই নেমে আয়
অতন্দ্র এ নয়ন-পাতায়!

আকাশে শিশির ঝরে, বনে ঝরে ফুল,
রূপের পালঙ্ক বেয়ে ঝরে এলোচুল,—
কোন্ গ্রহে কে জড়ায়ে ধরিছে প্রিয়ায়
[redacted]
উল্কার মানিক ছিঁড়ে ঝরে পড়ে যায়,—
আঁখিজল তুই নেমে আয়
বুক ছেড়ে নয়ন-পাতায়!...

ওরে সুখবাদী!
অশ্রুতে পেলিনে যারে, হাসিতে পাবি কি তার সাদি?
আপনারে কতকাল দিবি আর ফাঁকি?
অন্তহীন শূন্যতারে কত আর রাখিবি রে কুয়াশায় ঢাকি?

www.icsbook.info

ভিখারী সাজিলি যদি, কেন তবে দ্বারে
এসে এসে ফিরে যাস নিতি অন্ধকারে?
পথ হ'তে আনপথে কেঁদে যাস লয়ে ভিক্ষা-ঝুলি,
প্রসাদ যাচিস যার তারেই রাখিলি শুধু ভুলি?
সকলে জানিবে তোর ব্যথা,
শুধু সে-ই জানিবেনা কাঁটা-ভরা কত তোর কথা?
ওরে ভীরু, ওরে অভিমানী,
যাহারে সকল দিবি তারে তুই দিলি শুধু বাণী?
সুরের সুরায় মেতে কতটুকু কমিল রে মর্মদাহ তোর,
গানের গহীনে ডুবে কতদিন লুকাইবি আঁখি-লোর?

কেবলি গাঁথিলি মালা, কার তরে কেহ নাহি জানে,
অকূলে ভাসায়ে দিস, ভেসে যায় মালা শূন্য পানে।
সে-ই জানিলনা শুধু যার তরে এত মালা গাঁথা,
জলে ভরা আঁখি তোর, ঘুমে ভরা তার আঁখি-পাতা।
কে জানে কাটিবে কিনা আজিকার অন্ধ এ নিশীথ,
হয়ত হবেনা গাওয়া আধ-গাওয়া গীত,
হয়ত হবেনা বলা বাণীর বুদ্বুদ যাহা ফোটে নিশিদিন,
সময় ফুরায়ে যায়,
ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা কুহেলি-মলিন।

www.icsbook.info

সময় ফুরায়ে যায়, চল এবে, বল আঁখি হলি, —
ওগো প্রিয়, আমি যাই, এই লহ মম ভিক্ষা-ঝুলি!
ফিরেছি সকল দ্বারে, শুধু তব ঠাঁই
ভিক্ষাপাত্র লয়ে করে কভু আসি নাই!
ভরেছে ভিক্ষার ঝুলি মানিকে মানিকে,
ভরে নাই চিত্ত মোর; তাই শূন্য চিত্তে
~~এসেছি [illegible] তব! ওগো [illegible] রানী,~~
~~চাহিতে পারিনি কিছু! এই শুধু [illegible]~~
এসেছি বিবাগী আজি! ওগো রাজ-রানী,
চাহিতে পারিনি কিছু, সঙ্কোচে অঞ্চল মুখে দিয়াছ টানি!
~~জানাতে এসেছি শুধু — [illegible]~~
~~[illegible]~~

জানাতে এসেছি শুধু, — অন্তর-আসনে
সব ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে যাহারে গোপনে
চলে গেছি বন-পথে একদা একাকী —
বুক ভরা কথা লয়ে জল ভরা আঁখি,
চাহিনিক হাত পেতে তারে কোনোদিন, ফিরে পেতে
বিলায়ে দিয়াছি ওরে সব, যা দিই নিক যখন।
ওগো উদাসিনী
এ সমাজ নাহি চলে, হাটে বিকি-কিনি!
কারো প্রেম ধরে টানে, কেহ অবহেলে ~~[illegible]~~
ভিখারী করিয়া, দেয় বহু দূরে ঠেলে।

www.icsbook.info

জানিনে জানিনে আমি — নিমেষের ভুলে
কখনো বসেছি কি না [illegible] সেই নদীকূলে
যার ঢেউ-জলে
ভেসে যায় তরী মোর [illegible] শূন্য পানে।

তবু কেন রয়ে রয়ে ব্যথা করে বুক,
সুখ ফিরি করে ফিরি তবু নাহি সুখ যায়,
এ দুখের [illegible] সুখ!
আশা নাহি চাহিয়াছি
তোমারে চাহিনি কোনো দিন,
আমি যাই, তোমারে আমার ঋণ
দিয়া গেনু যখন

আক্তার মঞ্জিল
চট্টগ্রাম
২০-১-১৯২৯
কবিরহাট

দার্জিলিঙে রচিত কবিতাগুচ্ছ

১

সুন্দর তুমি, নয়ন তোমার মানস-নীলোৎপল,
তনু-ভরা রূপ-তরঙ্গ চন্দ্রমা-ঢলঢল।
চাহিছে আকাশ অনন্ত-নয়ন সুন্দর তব চোখে,
রজনী-গন্ধা তব মুখে চেয়ে বিকশে কানন-লোকে।
আকাশ-গাঙে নামিয়া এসেছ সন্ধ্যা-রানীর রূপে,
তব রূপ-শিখা চুরি করে চায় প্রভাতী তারকা চুপে।
টলটলে তব লাবনী-কোমল কমল-পরাগ মাখা,
জোড়া ভুরু যেন গাঙচিল ওড়ে — নয়নে সাগর ঢাকা।
শুভ্র তোমার ললাটে শোভিছে ওটি কি সন্ধ্যা-তারা,
নয়নে তোমার কাজল পরাতে ঘোরে মেঘ দিশাহারা?
তুমি সুন্দর স্রষ্টার যেন মানসী কন্যা প্রিয়,
গোধূলি আকাশে দোলে কি গগনে তোমারই উত্তরীয়?
নামিয়া আসিলে দিবালোকে ভুলে, হে স্বপন-বিহারিনী।
মম গানে মম সুরে ও বিয়ানে, হে রানী, তোমারে চিনি।

দার্জিলিং-
২৪-৬-৩১

* কবিতাটিতে কবির হস্তাক্ষরে কোনো নাম দেয়া ছিল না। তবে এটি অগ্রন্থিত রচনা হিসেবে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলী' নবম খণ্ডে 'দার্জিলিঙে রচিত কবিতাগুচ্ছ' নামে প্রকাশিত।

www.icsbook.info

২

আমার হিয়ার-কমলে আলতো রাঙিয়া চরণখানি-
উদিলে বিশ্ব-রমা কি গো আজ, রূপ ধরি এলে বাণী?
কত বিনিদ্র বরষ মাস অন্বেষি যে লক্ষ্মীরে
রচিয়া তুলেছি কবিতায় গানে — সে কি আজ এল ফিরে?
আমারে বেদনা হানিয়া যাহারা চলে গেছে দূর পথে,
তাদের গোপন বেদনা তুমি কি এসেছ উজান স্রোতে?
গানের দীপালি জ্বালিয়া, ছিলাম যার পথ পানে চাহি'
দীপ নিবে যায় — হায় এদিনে সে এল স্বর্গ বাহি'?
নয়নের জল গিয়াছে শুকায়ে, বুকে দাহ সাহারার,
আজ কেন এলে হে শেষ অতিথি পার হয়ে পারাবার?
নয়নের কূলে অশ্রুর চরে গানের চখা ও চখী-
ডাকে অনুখন — অনন্ত নিশি! তার মাঝে তুমিও কি
তুমি-[illegible] মোর কোন জনমের সাথী এলে সেই তীরে
প্রভাত হলো, হেথা শুধু রাত্রি, সাথী মোর, যাও ফিরে!

২ II

ওই ঘুম-নীড়ে যাও ফিরে, এযে বেদনা-বিহার-লোক,
অশ্রু কাহারে কয় জাননা ত আজও ও চোখ!
কিয়ানে ঘিরিছে যারে — মনে হয় বুঝি ওর ব্যথা লাগে
সে কেন আসিবে দিনের আলোকে এই কণ্টক-বাসে? ...
তুমি ত তোমারে জাননা, তুমি যে কবির প্রথম গান,
নীহারিকা-লোক হ'তে ভাঙিয়াছ ঘুম, পাওনি সত্য প্রাণ।
আমার বাণীর পদ্ম-সনে, হে ভোরের হিম-কণা,
আনমনে আস আনমনে যাও — চঞ্চল কল্পনা!
চোখে লাগে বড় দিবসের দাহ স্বপ্ন-চুয়ানো আলো,
অন্তর-ছায়ালোক-বিহারিণী-! আঁধারেই আমার ভালো।
চিনিতে-না-দেওয়া চির-হারা-ধন মায়া-লোকে থাক তুমি
কল্প-লোকের ক্লান্ত পথিকে ঘুমালে 'চাহিতে তুমি'।
গানের প্রদীপ হাতে করে খুঁজি বেদনা-আঁধারে পথ,
এ মোর নিয়তি। হে রানী, ফিরিয়া যাও যাও ওই দেশে।

www.icsbook.info

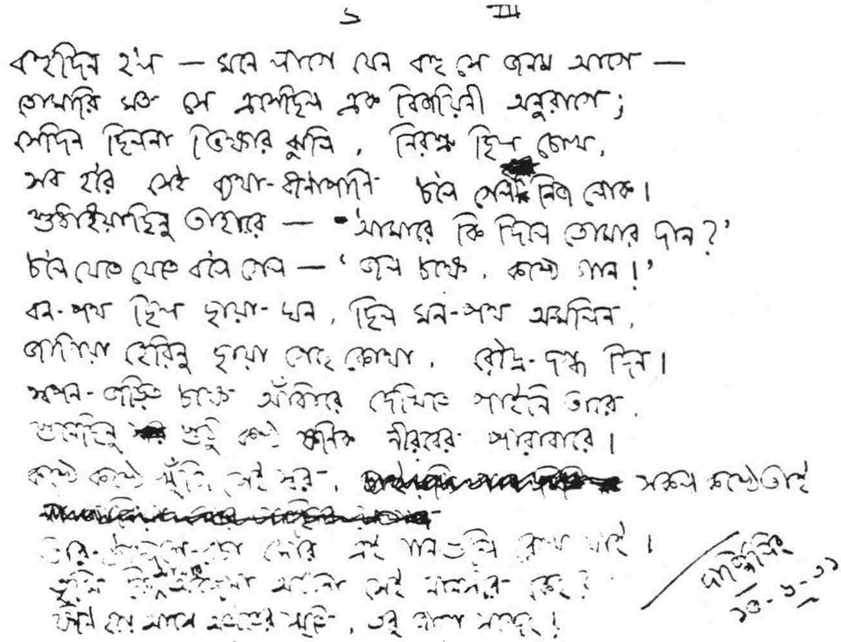

১

কতদিন হল — মনে লাগে যেন কত সে জনম আগে —
তোমারি মত সে এসেছিল এক কিশোরী অনুরাগে;
সেদিন ছিলনা ভিক্ষার ঝুলি, নিরক্ষ ছিল চোখ,
সব হরি সেই [illegible] চলে গেল নিজ লোক।
শুধাইয়াছিনু তাহারে — 'আমারে কি দিবে তোমার দান?'
চলে যেতে যেতে বলে গেল — 'জল চক্ষে, কণ্ঠে গান!'
বন-পথ ছিল ছায়া-ঘন, ছিল মন-পথ অমলিন,
জাগিয়া হেরিনু ছায়া গেছে কোথা, রৌদ্র-দগ্ধ দিন।
স্বপন-জড়িত চক্ষে আঁধারে দেখিতে পাইনে তারে,
ভাসিনু শুধু কণ্ঠে [illegible] নীরবের পারাবারে।
কণ্ঠে কণ্ঠে খুঁজি সেই সুর, ~~[illegible]~~ সকল কণ্ঠে তাই
~~[illegible]~~
[illegible]
[illegible]
[illegible]

দার্জিলিং
১৩-৬-৩১

ॐ

সুন্দর তনু, সুন্দর মন, হৃদয় পাষাণ কেন?
সেই ভুলে-যাওয়া অবহেলা এলে সুন্দর রূপে যেন!
নারী কি দেবতা? কেবলি কি তারা পাষাণ নির্বিকার?
পাদতলে তার- পূজার অর্ঘ্য নিতি হয়ে ওঠে ভার।
কত সে হৃদয় দলিয়া চরণে আলতা পরেছ, রানী?
হিয়া নাহি দিলে, তোমারে খুঁজিছে কত সে কবির বাণী?
আমার গানের একটি তরণী- আলো আছে আছে ঠাঁই,
~~[illegible]~~
তোমার পরশে সোনা হয়ে যাবে, এড়ায়ে চলিছ তাই?
আমার- সুরের শতদলে তব চরণ রাখিলে কেন,
না ছুঁতেই যদি চলে যাবে দূর- ভুলে-যাওয়া-লোকে হেন?
ন[illegible] থাকুক আমার — সে মোর বন্ধু প্রিয়,
থাক[illegible]র গান — যদি মনে লাগে গানেরে ভালোবাসিও।

নজরুল
২৩-৬-৩১

www.icsbook.info

৪

আমার অশ্রু-বর্ষার শেষে ইন্দ্রধনুর মায়া-
কেন এলে, যদি ত্বরিতে লুকাবে গগনে রঙীন কায়া?
আমি ত তোমারে চাহিনি আমার সাজাতে বাসর ঘর..
আমি চেয়েছিনু করিতে তোমারে আরো সুন্দরতর।
যত রঙ আছে মোর মনে, প্রাণে আছে মোর যত গান,
রঙে রূপে-গানে সুরে ও লেখায় তোমারে করাব স্নান —
ইহার অধিক চাহিনিত কিছু; আমার কাব্যে গীতে-
আমি চেয়েছিনু তোমারে হে প্রিয় চির-অমরতা দিতে।
চলে যাব যবে এই ধরা ছাড়ি অজানা গ্রহের দেশে
রবে শুধু মোর কবিতা ও গান, মোর স্মৃতি যাবে ভেসে —
সেদিন সকলে খুঁজিবে আমার অতীত কাহিনী কথা,
গাহিয়াছে কে গান আমার সারাটি বীণায় হানিয়া ব্যথা।
অমৃতমতী কে কবির প্রিয়া সে — যারে তনু মন ঘিরে-
গেয়েছে কবি এ গান বসি' কোনো-সিন্ধু-তীরে।

www.icsbook.info

আমি জানি তব নিরশ্রু চোখে সেদিন নামিবে ঢল,
দূর তারা-লোকে খুঁজিবে আমায় বাণীহীন অচপল।...

কানন যখন ভ'রে ওঠে রাঙা ফুলে ফলে পল্লবে,
বিহগ-কণ্ঠ ভ'রে ওঠে, কেন কে জানে, গানের সুরে।
বাধা ত হানেনা কানন তাহারে। আমিও তেমনি করি'
তোমার শাখায় বসেছিনু তারে গানে গানে দিতে ভরি'।
চৈতী নিশীথে আকাশে যখন ওঠে গো পূর্ণ শশী,
চকোর-কণ্ঠে তারো অজানিতে ওঠে গীতি উচ্ছ্বসি'।
ঘন ঘটা ঘোর ঘিরিলে গগন চাতক ফুকারি ওঠে,
ধরণী ভরিয়া সেই আনন্দে কত না কুসুম ফোটে।
তেমনি পুলকে তোমারে হেরিয়া গেয়ে উঠেছিনু গান,
সুন্দর হেরি' বীণা সম বেজে উঠেছিল মোর প্রাণ।
কোনো স্তুতি তব করিনি ত প্রিয়, বহু সে ঊর্ধ্বে তব—
তোমার উদয়ে ভরত পাখীর মত গেয়েছিনু স্তব।

www.icsbook.info

কেন থামাইলে সে গান আমার, কেন দিলে অবহেলা?
তুমিও কি মোর মন-আকাশে ফাঁকি রঙের খেলা?

আমি জানি—, তব বন্ধু যাহারা—আছে তব মন ঘিরে—,
কোলাহল করি' বায়সের মত নিজ নীড়ে যাবে ফিরে।
সেই কোলাহলে ডুবে যায় মোর ক্ষীণ কণ্ঠের গান,
তবু এই গান করিবে তোমারে চির-অমরতা দান।
কোলাহল তারা জানে শুধু, তারা জানেনা অমৃত-সুধা,
তাহারা মিটাতে পারিবেনা তব অন্তরতর ক্ষুধা।

তোমারে ঘিরিয়া ক্রন্দন করি' ফিরিছে মোর যে গীতি,—
কমল-কাননে মধুপ যেমন গান করে ফেরে নিতি,—
সে গান বাজিবে আমাদেরও পরে বাণীর কমল-বনে,
অনাগত যুবা যুবতী প্রেমিক প্রেমিকা ধ্যানে মগনে
গাহিবে সে গীত; আমার সহিত স্মরিবে তোমারে তারা,
হয়ত মোদেরি স্মরিয়া তাদের ঝরিবে নয়ন-ধারা।
আমরা বাঁচিয়া থাকিব তাদের প্রণয়ে — অলখকালে।
প্রিয় গেছি-বধূ [illegible] কাঁদালে।

দার্জিলিং
[illegible]

৩

ওপার হইতে আসিয়াছে ভেলা, ~~[illegible]~~ বাজিছে বিদায়-বাঁশী,
প্রিয়তম, ওগো প্রিয়তম মোর, আজ তবে আমি আসি!
কত সে দিবস নিশীথ ধরিয়া কত শত অপরাধ
করেছি আমারো অজানিতে, কত হানিয়াছি সুখে বাদ।
কত অশান্তি সৃজিয়াছি, করি' দিবানিশি কোলাহল
শান্ত তোমার কুলায়-মন্দিরে করিয়াছি চঞ্চল।
আজ চলে যাই — রাখিও না মনে অপরাধ যত মোর,
ঝড় এসেছিল নিশীথে, আবার আসিবে তোমার ভোর।
দুঃস্বপ্নের সম এসেছিনু, স্বপ্ন টুটায়ে যাই,
ভুলে যেয়ো যদি সে দুঃস্বপ্ন যায় ব্যথা হানিয়াই!
যদি ভুল করে মোরে মনে পড়ে ব্যথা করে ওঠে বুক,
সে ব্যথা ভুলিও — আমি এসেছিনু কেবলি হানিতে দুখ।
আমি চলে যাই — রাখিয়া গেলাম আমার তপ্ত শ্বাস,
শ্বসিয়া ফিরিবে সে শ্বাস আমার গিরি-র চারিপাশ।

www.icsbook.info

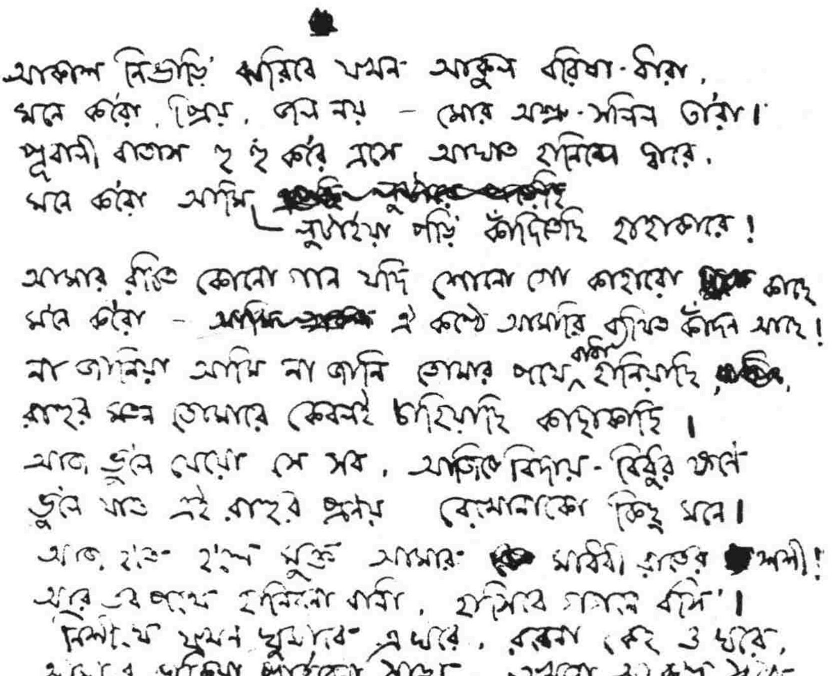
আকাশ নিঙাড়ি' ঝরিবে যখন আকুল বরিষা-ধারা,
মনে করো, প্রিয়, জল নয় — মোর অশ্রু-সলিল তারা।
পূবালী বাতাস হু হু ক'রে এসে আঘাত হানিবে দ্বারে,
মনে করো আমি লুটাইয়া পড়ি' কাঁদিতেছি হাহাকারে!
আমার রচিত কোনো গান যদি শোনো গো কাহারো কাছে
মনে করো — এ কণ্ঠে আমারি ব্যথিত কাঁদন আছে!
না জানিয়া আমি না জানি তোমার পায়ে কত হানিয়াছি,
রাহুর মতন তোমারে কেবলই চাহিয়াছি কাছাকাছি।
আজ ভুলে যেয়ো সে সব, আজিকে বিদায়-বিধুর ক্ষণে
ভুলে যাও এই রাহুর প্রণয় রেখোনাকো কিছু মনে।
আজ রাহু-হানা মুক্তি আমার, মাধবী রাতের শশী!
যারে এত দিন হানিলো ব্যথা, হাসিবে গগনে বসি'।
নিশীথে যখন ঘুমাবে এ ঘরে, রজনী কেঁদে ও ঘরে,
আমার ডাকিয়া পাইবে না সাড়া, তখনো আকুল স্বরে—

www.icsbook.info

ডাকিবে কি আর? হয়ত ডাকিবে, পাবেনাকো উত্তর,
হয়ত আমার স্মৃতি-কণ্টক বিঁধিবে ও অন্তর।
বনে সে গানের পাখী আসে, এসে গান গায় ক'দিন,
উড়ে যায় পুনঃ অজানা অদূরে — কে বাঁধে তাদের ধরে?
আমি এসেছিনু তোমার কাননে তেমনি গানের পাখী,
গান-শেষে পুনঃ উড়ে যাই দূরে, সে গানের স্মৃতি রাখি
তোমার কণ্ঠে দিয়ে যাই মোর গানের কণ্ঠহার,
তারপর যদি বহে গো বহুক মাঝে সাত পারাবার।
ওকূলে থাকিয়া তোমার স্মরণে গাহি নিতি নব গীতি-
তোমারে স্মরিব। এপারে তোমার থাকুক শুক্লা তিথি।
হৃদয়ে তোমার না-ই যদি পাই, কণ্ঠে দিলাম মালা,
সেই সুখে প্রিয় ভুলিব আমার নীল কণ্ঠের জ্বালা!
থাকুক আমার আঁধার নিশীথ, কণ্ঠে কেবল বিষ,
তুমি সুখী হও, মম প্রেম রবে ঘিরিয়া অহর্নিশ!

দার্জিলিং
২৯-৬-৩১

৬

(স্বপন- — তুমি বুঝিবে না মোরে,
[illegible] কুমার- স্বপ্নে আসিয়া চলে যাই ঘুম-ঘোরে।
গানের বিহগ এসেছিনু — ফুল ফুটেছিল তব বনে,
ডেকেছিলে তুমি তোমার ফুলের সুরভি-নিমন্ত্রণে।
মিটিয়াছে সাধ — শুনিয়াছ গান, ফুরায়েছে প্রয়োজন,
বাসি লাগে আজ তব [illegible] কানে মোর সঙ্গীত-গুঞ্জন।
ধরার মানবী — অমরাবতীর তুমি ত অমরা নহ
ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছ তাই শুনি' গীত অহরহ।
হে আমার ভীরু! আমার সহিত ঊর্ধ্বে পক্ষ মেলি'
উড়িতে তোমার ভয় জাগে মনে, তাই মোরে অবহেলি'
চলেছ নিম্নে মাটির-দেশের ভঙ্গুর প্রেম মাগি'
তুমি ধরণীর — নাই তব স্পৃহা স্বর্গ-অমৃত লাগি'।
হে প্রিয়, বিদায় দাও!
স্মৃতির শুষ্ক ফুলগুলি মোর বিদায়-পথে বিছাও।...

স্বপ্ন তোমার রঙীন করেছি আমার স্বপন দিয়া
জীবনে তোমার উঠিয়াছে রবি — স্বপ্ন যাই টুটিয়া।
যে ফুল হাসি দিয়াছিলে তাহা শুকাইয়া যদি গেল,
সে শুষ্ক ফুলে রাখিয়া চরণ যাবারে সময় এল।
অস্তের ঐ চাঁদের রঙে রাঙিয়াছি তব বন্ধুর পথ,
নীরবে এসেছি — নীরবে ফিরিয়া যায় যদি মোর রথ।
কাব্য আমার, সঙ্গীত মোর — যাহারে খুঁজিয়া ফিরি,
সেই মানসীর ছায়া হেরেছিনু ছিল তব তনু ঘিরি।
তোমারি মতন মায়া নিয়া, প্রিয়, এল সে কল্পনা,
হৃদি-বীণা আমি কি চাই — চলিয়া গেল তাই আনমনা।
শরতের মেঘ সম তারা হায় কার্তিক কাঁদিয়া শেষে
চলে গেল দূর ধ্রুবতারা গিরিতে হিমালের দেশে।
মোরেই অসোরী — মাটির মায়ায় শ্যামল মায়ের সব,
মাতোয়ারা মোর সাথে নীলাকাশে রবে তারা একা-মনী।

তার কপোলের মত তব গালে ঘন-কুমারীর আভা,
ভুরু দুটী যেন গগনের রেখা দূর দিগন্তে নাবা।
তোমার কপোলে পরাগ মাখাতে যত বন উপবন
যুগ যুগ ধরি' যেন গো কুসুম ফোটায় অনুক্ষণ।
তোমার ও রাঙা কপোল-পরশ নাহি পেয়ে অভিমানে
ফুটিয়া তাহারা ঝরে ঝরে পড়ে যেন গো হতাশ প্রাণে।
অধরে তোমার আঁকিত যেন গো অমরার সুধা মাখা,
কোন্ সে দেবতা-কবির গভীর রাঙা অনুরাগ-আঁকা।
চৈতী সাঁঝের পাহাড়ে চাঁদের মত সে রুচির শুচি
তোমার শুভ্র হাসিখানি, তাহে ঝরে জোছনার কুচি।
নিশ্বাসে তোমার যেমন মদির অমরার তীব্রতা,
মদালস করে তনু মন প্রাণ সে সুরভি-বিধুরতা।
তোমার ভাষায় ভালো যে বাসায় চির-উদাসীরে, প্রিয়!
কবির হৃদয়-রক্তে ছোপানো তোমার উত্তরীয়।
মেঘলা-সাঁঝের তমাল-বনের গভীর-কাজল-ছায়া
তোমার দীঘল আঁখি-পল্লবে বিছায়েছে তার মায়া।

www.icsbook.info

দৃষ্টিতে তোমার সৃষ্টিরে যেন কর সুন্দরতর,
সে যেন কুসুম ফুটাতে পারে গো বন্ধ্যা তরুর 'পর।
বিষাদ-বরষা নামে যবে মোর-শ্রাবণ-গগন ভরি'
ঈষৎ চাহিয়া ফোটাও ইন্দ্রধনু সে মেঘের 'পরি।
মৃত্যু-বিধুর বিশ্ব যেন গো ভয়ে উড়ে যেতে চায়,
তব সুন্দর বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
শুভ্র-শিশির-রাশিতে কে যেন গাঁথিয়াছে গোটা মালা,
গড়ায়ে পড়েছে দুধারে তোমার — তব দুটী বাহু, বালা!
আনিয়াছ তুমি নব পারিজাত-কোরক করিয়া চুরি-
স্বর্গ হইতে, রাখিয়াছ তাহা গোপনে বক্ষে পুরি'।
ও যেন তোমার সোনার হৃদয়-দেউলের হেম-চূড়া,
অথবা কুসুমে ঢেকেছ তোমার বক্ষ বেদনাতুরা।
চরণে তোমার-অলক্ত পরাতে মেঘে ঐ রং ফোটে,
তোমারে হেরিতে তারাদল নভে উল্কা হইয়া ছোটে।
নিষ্কলঙ্ক তব রূপ হেরি' কলঙ্ক হ'ল চাঁদে,
হিংসায় সে-গো কৃষ্ণপক্ষে মুখ ঢাকি' আজো কাঁদে।

www.icsbook.info

এ রূপ যার শোভা-সম্ভার বিশ্বের বিস্ময়,
মৃন্ময়ী ধরা ধরিয়া যাহারে হইয়াছে চিন্ময়,
যাহার রূপের জ্যোতিতে বুঝিবা দেব-লোক হয় ম্লান,
কে জানিত হায় সে অপরূপায় শুধু রূপ, নাহি প্রাণ!
সুন্দর এই সোনার দেউলে, কে জানিত, দেবী নাই,
এ শুধু রূপের মরু-শিখা — হরণে ছলনা সর্ব্বদাই।
রূপ নয় এ যে রূপের শিখা গো, কেবলি দাহন করে,
দলিত হৃদয়ে রাখিয়া চরণ নেচে চলে লীলা-ভরে! ....

মনে পড়ে সেইদিন —
মেঘ-লোক হ'তে তুমি নেমে এলে মায়া-কুহেলিকা-লীন।
তুষার-মাখানো তনুতে তখনো শুভ্র মেঘাবরণ,
রহস্য-লোক পার হয়ে এলে — রহস্য-ভরা মন।
চাঁদের কিরণ জমাট বাঁধিয়া তোমার ও তনু গড়ি' —
পথ ভুলে যেন নামিল ধরায় চাঁদের সতীন পরী!

www.icsbook.info

চোখ-ভরা শুধু জিজ্ঞাসা যেন, খোঁজে কোন্ বন্ধুরে-
আসিয়াছ যেন- গাহিয়া [illegible]
পাখ্না নয়নে মেঘের কাজল, পল্লব-মায়া মায়া,
রূপের সিন্ধু-তরঙ্গ যেন তোমাতে পেয়েছে কায়া।

— সহসা ডাকিলে মোরে
আঁখি খুলে আঁখি জাগরণে ডাকে স্বপন যেমন করে।
না-দেখা তোমার বন্ধুর দেখা পাইলে কি মোর মাঝে?
শুধাইতে যাই — ভাষা নাহি পাই, মরি মনে মনে লাজে।
রূপের কুমার আমি নই, আমি রূপের দেশের পাখী,
রূপের কুমারী হেরিলে তাহারে সঙ্গীতে শুধু ডাকি।
সুন্দরে হেরি' কণ্ঠে আমার গানের জোয়ার জাগে,
তবে কি আমারে ডেকেছিলে তুমি মোর গীত-অনুরাগে?
সুরের দেশের পথ-ভোলা পরী — হয়ত কণ্ঠে মম
তোমার দেশের সঙ্গীত-রেশ শুনিয়াছ নিরুপম।
বুঝিলাম — মোরে বাস নাই ভালো, ভালোবাসিয়াছ তুমি
কণ্ঠের মোর সঙ্গীত, মোর কবিতা-কানন-ভূমি।

www.icsbook.info

বুক-ভরা ব্যথা অভিমান লয়ে তবু গাহিলাম গান,
আমার সে সুর-সুরধুনী-স্রোতে তোমারে করানু স্নান।
তোমার রূপের শিখারে স্নিগ্ধ করিলাম আঁখি-জলে,
বসালাম মোর কবিতা-কুঞ্জে — ঘন তৃণ-বীথি-তলে।
বলিলাম — "প্রিয়, রূপ নাই আজ, রূপের ভস্ম-শেষ,
আসিয়াছ শেষ অতিথি আমার ভগ্নাবশেষ দেশ!
রূপ নাই, আছে রূপের তৃষ্ণা, রূপ-সৃষ্টির প্রাণ,
বুক-ভরা আছে অ-লেখা কবিতা, কণ্ঠে না-গাওয়া গান।"
তবু তুমি এলে, বসিলে কাননে, তব কর-ইঙ্গিতে
কানন আমার কাঁদায়ে তুলিনু সকরুণ সঙ্গীতে।
যত ফুল ছিল গানের কাননে — তারা সব ঝরি' ঝরি'
সঙ্গীত মোর পড়িল তোমার রাঙা চরণের 'পরি।
কোনোটারে তব আদর করিয়া খোঁপায় তুলিয়া নিলে,
কোনোটারে লয়ে ছোঁয়ালে অধরে, কোনোটা ফেলিয়া দিলে।
গানের নেশায় গাহিলাম গান — খুঁজিয়া সে দোষ নাই —
সে গান আমার পাইল আশায় অথবা গাহি বৃথাই।

আমার গানের সুর-হিন্দোলে, বাণীর পুষ্প-রথে
তোমারে লইয়া উঠিতে হ'লাম অমরাবতীর পথে।
সহসা পিছনে চাহি —
তুমি নাই — কবে নামিয়া গিয়াছ ধরণীর পথ বাহি'। —
গন্ধর্ব্ব-দেশের কুমার সে কাহার অভিশাপে
ধরা-মার কোলে লভেছি জনম, হেথা দিবা-দাহ-তাপে
কল্পনা মোর ম্লান হয়ে যায়, সারা-মনে লাগে ধূলি,
কত না যতনে বাঁচাই কল্প-লোকের কুসুমগুলি,
সে কুসুম লয়ে যারে দিতে চাই — সে-ই হানে অনাদর,
হায় রে ধরণী — চাহেনাকো ফুল, চাহে শুধু ফুল-শর! —
আমার পুষ্প-রথ চলে একা অমরাবতীর পথে,
জানি ধরণীর কন্যার নাই নাই ঠাঁই সেই স্বর্গে।
গানের দেশের যে-সাথীরে খুঁজি ধরণীর কূলে কূলে,
দেখি নাই তারে, হয়ত জীবনে দেখিব না তারে ভুলে।

তুমি হেরি' শুধু ভুল করি — এই পারিজাত মোর বুঝি,
ঝরে যায় ফুল, ভেঙে যায় ভুল, আবার সাথীরে খুঁজি।
বন্ধু, করিও ক্ষমা!
আমি উড়ে যাই — কণ্ঠে তোমার মোর গান থাক জমা।
দূর আকাশের উদাসী বিহগ — গাহিতে আসিয়া গান
আহত কণ্ঠে চলিলাম ফিরে আমার দূর বিমান!
হয়ত নিশীথে, ম্লান সন্ধ্যায়, সকরুণ নিশিভোরে —
সহসা হেরিবে আমারে আমার করুণ কণ্ঠস্বরে।
হয়ত পড়িবে মনে — কোনোদিন এই সে গানের পাখী
তোমার চাঁপার ডালে বসে গেছে কত প্রিয় নামে ডাকি'
চোখে জল ভরে আসে যদি, ঐ বন্ধুর নাম স্মরি'
তুমিত আমারে যাচিয়া আদর আরো আরো বেশী করি'।
হৃদয়ের ঐ- পান্থ-শালায় কত মুসাফির আসে,
কেহ গাহে গান, কারো অভিমান, কেহ আঁখি-জলে ভাসে।

সুরসাকীর চাঁদ যায় অস্ত পথে, হৃদয়-পানশালা
নূতন পথিকে লয়ে শুরু পুনঃ হাসিকান্নার পালা।
কি হবে কাঁদিয়া মিছে —
সুমুখে হাসিছে সুখ-ইঙ্গিত, দুঃখ কাঁদুক পিছে।
আমার মনের রাঙা রঙ দিয়ে তোমার শুভ্র রূপ
রাঙায়ে গেলাম বিদায়-গোধূলি-মেঘ সম নিশ্চুপ।
আসিবে নতুন পথিক তোমার এই রাঙা রূপে ভুলি',
মানুষ-তোমারে আঁকিয়াছে নব রূপে সে আমার তুলি।
হয়ত জাননা তুমি, জানে সবে — আজিকার রূপ তব
শুধু তব নয় — উহারে দিয়াছি আমি রঙ রূপ নব।
বেদনার দিনে স্মৃতি যদি বিঁধে — করিও অহংকার —
কাব্য-আসনে বসেছ কবির লভেছ কণ্ঠ-হার!

৮-৮-'৩১.

www.icsbook.info

4

রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসে তোমার আসিনি সজল মেঘের ছায়া,
তৃষ্ণা-আতুর হরিণীর চোখে কি হবে হানিয়া মরীচি-মায়া!
আমি কালো মেঘ — নামি যদি তব বাতায়ন-পাশে বৃষ্টি-ধারে,
বন্ধ করিয়া দিবে বাতায়ন, যদি ভিজে যাও নয়নাসারে!
সুখ-বিলাসিনী পারাবত তুমি, বাদল-রাতের পাপিয়া নহ,
তব তরে নয় বাদলের ব্যথা — নয়নের জল দুর্বিসহ।
ফাল্গুন-বনে মাধবী-বিতানে যে পিক নিয়ত কুহরি' ওঠে,
তুমি চাও সেই কোকিলের ভাষা তোমার রৌদ্র-তপ্ত ঠোঁটে।
জানিনা সে ভাষা, হয়ত বা জানি, ছল ক'রে তাই হাসিতে চাই,
সহসা নিরখি — নেমেছে বাদল রৌদ্রোজ্জ্বল গগন বাহি'।

www.icsbook.info

ইরানী-গোলাব-আভা আনিয়াছ চুরি করি' তরি' ও রাঙা তনু,
আমি ভাবি — বুঝি আমারি বাদল-মেঘ শেষে এল ইন্দ্রধনু।
ফকীর ডেরায় কাঁটার কুঞ্জে ফোটে না কেতকী; তাহার ব্যথা
বুঝিবে না তুমি; বিরহীদের ঘর নহে, এলে ভ্রমিতে হেথা।
ভ্রম করে তুমি ভ্রমিতে ফিরায় এসেছ ফুলের দেশের পরী,
জানিতে না হেথা সুখ-দিন শেষে আসে দুখ-রাতি আঁধার-[illegible]
রাঙা প্রজাপতি উড়িয়া এসেছ, চপলতা-ভরা চিত্র-পাখা
জানিতে না হেথা ফুল ফুটে ফুল ঝরে যায়, কাঁদে কানন ফাঁকা।
যে লোনা-জলের সাত সমুদ্র গ্রাস করিয়াছে বিপুল ধরা,
সেই সমুদ্রে জনম আমার, আমি সেই মেঘ সলিল-ভরা।
ভাসিতে যে আসে আমার সলিলে, তাহারে ভাসায়ে লইয়া চলি
সেই অশ্রুর সপ্ত-[illegible], পারায়ে ব্যথার শতেক গলি।
ভুল করে প্রিয়া এ ফুল-কাননে এসেছিলে, জানা ছিল না তব
এ বন বাদল-অশ্রু যূথীর; এ নহে মাধবী-পুষ্প নব।

সাথীর করুণা-সিক্ত এ মন, যেথা নিশিদিন যে দুখ ঝরে—
তারি বেদনায় ভরে আছে মন, হাসিছ তাদেরি অশ্রু-ধারে।
সেই বেদনায় এসেছিলে তুমি ক্ষণিক স্বপন, ভুলের খেলা,
জাগিয়া তাহারি স্মৃতি লয়ে কাঁদে আমার সকাল সন্ধ্যা-বেলা।
এ মোর নিয়তি, অপরাধ নাহি আমারও তোমারও — স্বপন-রাণী!
আমার বাণীতে তোমার মূরতি — বীণাপাণি নয় — বেদনা-পাণি।
তোমার নদীতে নিতি কত তরী এপার হইতে ওপারে চলে,
কাণ্ডারীহীন ভাঙা তরী মোর ডুবে গেল তব অতল-জলে।
ওরা শুধু ঐ বুক বেয়ে যায় সুখের আশার বণিক ওরা,
আমি ডুবে তব দেখিলাম তল — তল-শেষ চোরাবালুতে ভরা।
ভয় নাই প্রিয়, মগ্ন এ তরী — তব বিস্মৃতি-বালুকা-তলে
দুদিনে পড়িবে ঢাকা, উদাসিনী তুমি বয়ে যাবে চলার ছলে।

কুড়াতে এসেছ দুখের ঝিনুক ব্যথার আকুল সিন্ধু-কূলে,
আঁচলে ভরিয়া কুড়ায়ে হয়ত ফেলে দিবে কোথা মনের ভুলে।
তোমাদের ব্যথা কাঁদন যে বুক সে শুধু বিলাস, পুতুল-খেলা,
পুতুল লইয়া কাটে চিরদিন, আদর করিয়া ভাঙিয়া ফেলা।

মোর দেহ মনে নয়নে ও প্রেমে অশ্রু-সজল নীরদ মাখা,
কি হবে ভিজিয়া এ বাদলে, রানী, তব ধ্যানে ঐ চন্দ্র রাকা।
সে চাঁদ উঠিছে গগনে তোমার, আমার সন্ধ্যা-তিমির-লোকে,
আমি যাই সেই নিশীথিনী-পারে যেথা সকল আঁধারে মেশা।

আমার প্রেমের বরষায় ধুয়ে তব হৃদি হ'ল সুনীলতর,
সে গগনে যবে উঠিবে গো চাঁদ — উজ্জ্বলতর তাহারে কর।
যদি সে চন্দ্র-হাসির নিলয়ে বিষাদ জাগে তোমার চোখে,
তোমার অতীত-তোমারে খুঁজিও আমার বিদায়-গানের লোকে।

www.icsbook.info

সেথা ব্যথা রবে, রবে সান্ত্বনা, রবে চন্দন-সুশীতলতা,
যে ফুল-জীবন ঝরেনা — সে ফুল হইয়া ফুটিবে তোমার ব্যথা।
আমার গানের বিষ-দাহ যাহা সে আছে মোর নীলকণ্ঠে ধরি,
বিষ-শেষে এল যে অমৃত-বাণী, দিনু তা তোমারে হে প্রিয়তম!
আমার শাখায় কণ্টক থাক, কাঁটার ঊর্ধ্বে তুমি যে ফুল,
আমি ফুটায়েছি প্রেমেরে কুসুম করিয়া, সে মোর সুখ-অতুল।
বিদায়-বেলায়, এই শুধু চাই, হে মোর মানস-কানন-পরী,
তোমার চেয়েও এ বন্ধুরে ভালোবাসি যেন অধিক করি'।

এপারেতে একলা আমি, মধ্যে আমার বাণীর ধারা,
বন্ধু আমার বাণীর পারে একলা ফেরে সঙ্গীহারা।
তোমরা সবাই তরী নিয়ে ভাস আমার বাণীর স্রোতে,
দেখেছ কি — সে বাণী বয় কোন্ বেদনার উৎস হ'তে?
আমার বাণীর কূলে কূলে শ্যামল ছায়া কুঞ্জবীথি,
সেই সে উদাস বালুচরে একলা ঘুরে আমার সাথি।
লেখার রেখায় রইল আঁকা আমার আমি হারিয়ে যেথা,
ইন্দ্রধনুর রঙের পিছে যেমন বাদল-দিনের ব্যথা।
আমার বাণীর আকুল স্রোতে যে ফুল ভাসে সেই সে ফুলে,
হয়ত পরিচয় পাবে মোর — সে ফুল যদি নাই তুলে।

কাজী নজরুল ইসলাম

কলিকাতা
১৫-৭-৩১.

কল্যাণীয়া
শ্রীমতী মীরা চৌধুরী
চিরায়ুষ্মতীষু

শুভার্থী — কবিদা

নজরুল হস্তাক্ষরে কবিতাটির কোনো শিরোনাম ছিল না।

www.icsbook.info

[illegible] জাকাত লইতে এসেছে
ডাকাত চাঁদ

জাকাত লইতে [illegible] আসমানে এল সবার ডাকাত চাঁদ,
গরীব [illegible] হাত পাত, ধনী রইস্ সবাই কাঁদ! —
[illegible] ঈদের হেলাল, ও কি বেহেশ্তী বেলালের বাঁকা হাসি?
[illegible]
[illegible] দীন আসমানী মিনারে দাঁড়ায়ে আজান দেয় কি আসি'?
না, না, — [illegible] শহীদ আলীদের দলে সবার জুলফিকার-
আসিয়াছে? মুসা নবীর [illegible] ছিল [illegible],
তাহারি [illegible] এতো [illegible] [illegible] আসমানী আশিসে
বাঁকিয়া [illegible] [illegible] সৃষ্টি [illegible] আকো চিত্র। —
[illegible]
[illegible]
এই সে ডাকাত চাঁদেরে দেখিতে এক মাস রোজা রেখে
পথ চাহিয়াছি উপবাসী থেকে এই দুরন্তে ডেকে।
এল দুরন্ত অফুরন্ত এনেছে খুশীর ডালি,
এইবার বুঝি লুটিয়া লইবে [illegible] [illegible] চাবি।
এইবার বুঝি ছুরি চক্ষু ঘুরী ঘুরাইয়া ওরে-
[illegible]
আমিরের [illegible] বিভব, সোনালী [illegible] [illegible]।
উপোসী চিত্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
কার খুশির সাথে হইবে [illegible] [illegible] [illegible]?
চাঁদ না, ও সে রমজানের [illegible] হারিয়েছে তারে-
[illegible] নিয়েছে, [illegible] [illegible] [illegible] বসে তারে।

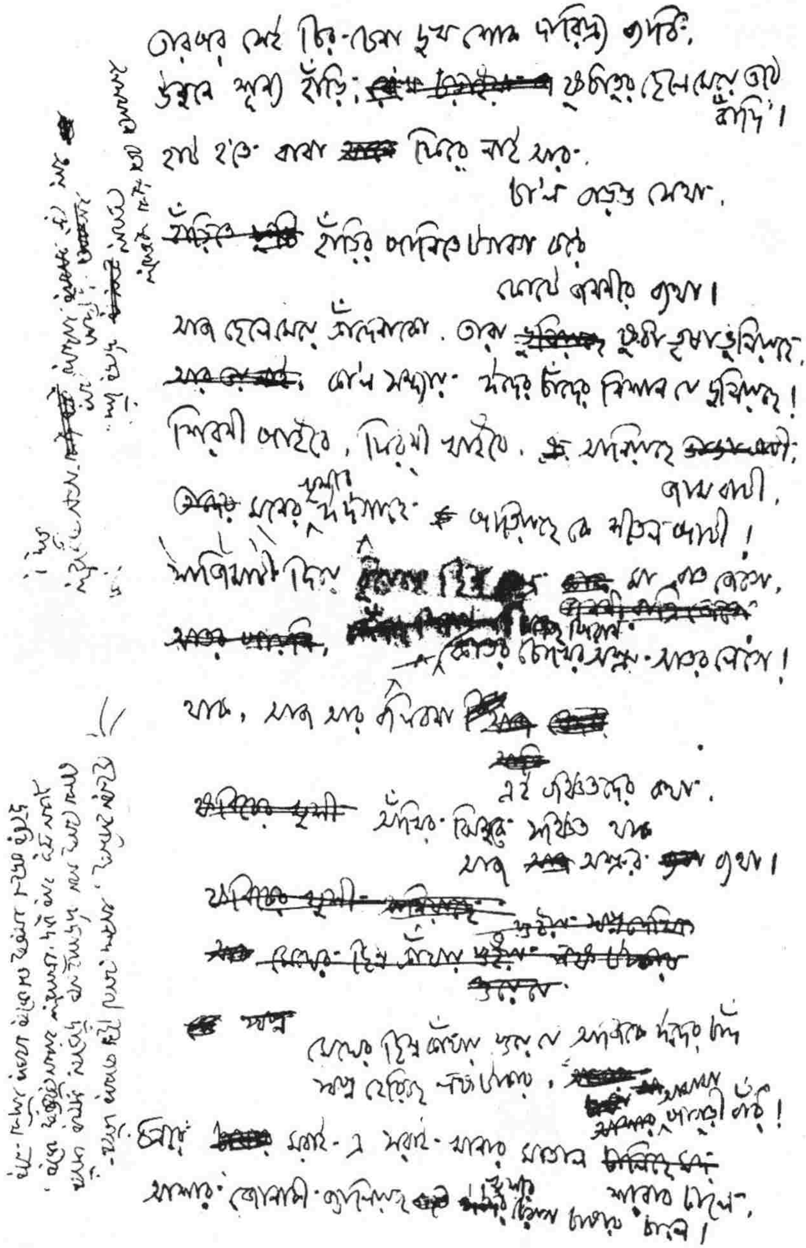
তারপর সেই চির-চেনা দুখ শোক দারিদ্র্য ভাবি,

জাকাত লইতে
~~ডাকাতি~~ করিতে এসেছে ঈদের চাঁদ ?
~~…~~ এসেছে কি সেই ~~…~~ হাতে নিয়েছ ছুরি
ভিখারীর চাঁদ।

রক্ত হাসির
ঐ হাসিছে বাঁকা ইঙ্গিতে বুঝি -
~~ছুরি ভিখারীর …~~ [redacted] ~~…~~
~~…~~ ধরে ধরে [redacted] ছুরি ভিখারীর মসীতে দেয় ঝুঁকি ?
তুমি আল্লার আদেশ লইয়া বলিছ ~~…~~ হাঁকিয়ে যে,
~~…~~ "ওরে শহীদান, গোলামি সহিবে জাকাত দেবে কে?
~~…~~ ঐ গোলামের উদ্ধত সঙ্গে আসে হাসে হাসিছে -
এই পৃথিবীর মুক্তিতে, এ যে নবীন আল্লার !
কেহ কি ওদের ~~…~~ সত্য, ~~…~~ !
[redacted]
হাতের নিকটে ধারালো খোরাক, ~~…~~
মরিস তবু কুঠার ?
হাত কাটিবার নাই কি সাহস, হাতটি কি পঙ্গু তোর ?
~~…~~ ডাকাত এসেছি জাকাত লইতে
বেঁকে বেঁকে দেখো তো !
আমি আল্লার ঈদের চাঁদেরে, ~~…~~ নিশান,
~~…~~ সহিতে দোলাতে দিয়ে একবার হতে রওনার !
নাই যে [redacted] লইতে ফকির, আসিতে ঈদের খুশী,
ছুরি [redacted] আল্লার দান, তোর হাসি রে খুশী।

সংগীত-গবেষণা

www.icsbook.info

www.icsbook.info

৭/

যাম-যোজনায় কড়ি মধ্যম

কাজী নজরুল ইসলাম

মুক্ত যামযোজনা: যাম ও সুরের যে যামে বিচরণ। অর্থাৎ
দুটি ভিন্ন থাটের ... সুরে ... যাম।
সঙ্গীতের সুর-সপ্তকের সুর-সপ্তকের মধ্যে) কড়ি মধ্যম
যে তীব্র মধ্যম স্বর এই যাম যে সুরে যোজনা — সেই
স্বরাংশ। দুটি ... তীব্র মধ্যমের ...

[redacted]

[illegible]

— · —

পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে।
কৃষ্ণচূড়ার বনে ফাল্গুন-সমীরণে
ঝরে ফুল জল-পথ-জলে॥

নিশি পোহায়ে যায় কাহার কাহিনী।
নয়নে নাহি ঘুম বসিয়া জাগিনী,
আমারই মত হায় চাহিয়া আকাশ-পানে
নিশীথের চাঁদ জাগে নয়নে ঢলে॥

www.icsbook.info

তোড়ি রাগিনী- দ্বিতীয় প্রহরে গীত হয়। ~~[illegible]~~ ।
~~[illegible]~~ ভৈরবী আশাবরী
গান্ধারী প্রভৃতি রাগিনীর পর- এই রাগের তীব্র মধ্যম তীব্র সুরে জানিয়ে
দেয় যে, দিনের দ্বিতীয় প্রহর এল। ৭ মাত্রা তেওড়ায়- দুই মধ্যম লাগে।
শুদ্ধ তোড়ির প্রচলন। আরোহণের সময় রে ধা আর [illegible]।
অবরোহণের সময় [illegible] [illegible] রেখাব [illegible] [illegible] [illegible] করে।
আরোহণের বেলায় কিন্তু- অবরোহে ~~[illegible]~~ পা ছেড়ে যেতে পারে।
তোড়ির মেজাজ গম্ভীর
তোড়ি — [illegible] ~~([illegible])~~

উদার প্রভাতে কে [illegible] উদাসী এলে।
প্রশান্ত দীপ্ত নয়ন মেলে॥
[illegible] তোমার হাসি
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]॥
আকাশের সাথে তব মৌন মুরতি
মোর বুকে বিষাদের ছায়া কেন ফেলে॥
উদার বিষাদী মোর, [illegible] মোর কাছে
শূন্য ঝুলি তব কোন্ সুখ যাচে।
অশ্রু-তুষার- ঘন হিমগিরি তব
~~[illegible]~~ গলিয়া পড়িবে প্রেমে মোর মানস জলে॥

www.icsbook.info

তোড়ির পরে যে সব রাগ গীত হয় তাদের মধ্যে শুদ্ধ সারং ও গৌড় সারং ছাড়া অন্য রাগে তীব্র মধ্যম নেই। ~~[illegible]~~ গৌড় সারংকে [illegible] দিকে যেতেও দেখা হয়। দুপুর বেলায় এই রাগ গাইতে হয়। এরও দুই মা। এর দুই [illegible] মাঝে উভয়ের সমান তেজ। এর [illegible] চলন [illegible] অন্য তাঁদের। এর মেলন গাবার গাইতে হবে. তবেই এর তাঁদের সঙ্গেও থাকিবে জানবে।

গৌড় সারং — [illegible]

— ' —

ওরে অতিথি অতিথি সুদূর।
সহসা উঠিল বাজি রুমু-ঝুমু ঝুমু
নীরব অঙ্গনে চঞ্চল নূপুর।।
[illegible]
[illegible]
খোলে কৌতূহলী চকিত আঁখি মেলে
"কে গো কে" বলে বন-ময়ূর।।
'দগ্ধ হিয়ার জ্বালা জুড়ায়
সজল মেঘের শীতল চন্দন কে দিল কে দিল বুলায়।
বকুল-কেয়া-বীথি হতে
ছুটে এল সমীরণ চঞ্চল স্রোতে,
চাঁদনী নিশীথের মায়ায় আবেশ যাবে
মিলন-উৎসুক অলস দুপুর।।

—

গৌড়সারং-এর ধাতে [illegible] হয় প্রয়োগে আড়িয়ে কড়ি
দেওয়ার জন্য সবের মূর্ছনার, কানের তীব্র মধ্যম/ মূর্ছনা
বাদের এর মধ্যে — সর্বাং একটির খেলার [illegible] কড়ি মা এর্মন।
সকালের তোড়ি আর বিকালের মূর্ছনার এরাই যেন্যো-
ছেলে মেয়ে। শুধু- চার চোখের তফাতের জন্য- দুর্ভাগ্যের
সবচেয়ে [illegible] দু রকমের হয়ে গেছে। তোড়ি শুনেছেন, নয়ন-
মূর্ছনাকে যেমন শুনুন, তা হলেই এদের চোখের তফাৎ
বুঝতে পারবেন। তোড়ির কড়ি সর্বাং রে সং বি প্রীতি-
প্রবণ, আর দুর্বল। মূর্ছনার আর তেজ প্রবল। কড়ি প্রীতি সুর দেয়।
মূর্ছনারী - তেজস্বা

—

মুকুরের পানে কে গো বসি'
হেরিছে আপন ম্লান মুখ-শশী॥
[redacted]
দুলিতে দুলায় [redacted]॥
হেরিয়া তারি মলিন ছবি-
[illegible] ডুবিতে নারে সাঁঝের রবি।
কমল-কলি লয়ে আঁচলে
ডাকিছে তারে গাঁয়ের সরসী॥

—

www.icsbook.info

বিকেলের মুলতানীর পরে ~~[illegible]~~ দিনের অবসানবেলায় প্রকৃতি রাগিণীতে আর কড়ি মা নেই। ~~[illegible]~~ সান্ধ্য প্রহর নেই শুধু. এখানে কড়ি মা অমলের 'পূরবী'তে চড়া। ~~[illegible]~~ পূরবী এল কাঁদতে কাঁদতে। ~~[illegible]~~ দুই মায়ের সহাবস্থান এর মেজাজ ~~[illegible]~~ অতি সকরুণ।

~~পূরবী [illegible] কবিতার [illegible]~~

পূরবী – ত্রিতাল

বিদায়ের বেলা মোর ঘনায়ে আসে।
দিনের চিতা জ্বলে অস্ত-আকাশে॥
দিনশেষে শুভদিন এল বুঝি মোর
মরণের রূপে এলে মোর চিতচোর
গোধূলির রঙে তাই দশদিশি হাসে।
দিই তাঁরে বিদায়ের পরে [illegible]
শুধু এ জীবনের আশা যদি ফুরালো
ওপার হতে কে আসে তরী বাহি'
হেরিলাম সুদূরে . আর ভয় নাহি
আঁধারে পারের ওই চাঁদ-মুখ ভাসে॥

—

পূরবী. পূরিয়া প্রভৃতি রাগের বেদনা গাঢ়, কান্না যেন ঘনিয়ে এল ~~[illegible]~~ আমি চাঁদের চাঁদ-মুখ দেখে, তারই প্রেম ফুটে উঠল হাসি। তীব্র মধ্যম নিয়ে এল চঞ্চল হৃদয়াবেগ চড়া। নজরুলের এত- এর আঁকা-বাঁকা গতি, ফুটিয়ে সর্ব-ভঙ্গী ~~[illegible]~~ কী আবেগ তার অন্তর আকাশে এই সুরের সাথে। —

www.icsbook.info

ছায়ানট — ত্রিতাল

—

বিরহী বেণুকা কেন বাজে সখি ছায়ানটে।
উছলি উছলি কাঁদি ফিরি যমুনা-তটে॥

নীরে জাগে ঢেউ
তীরে ওঠে ফুকারে
[illegible]
সহসা [illegible] হ'ল বিরস সুধাকর।
চন্দ্র-যামিনী হাসে খুলি মেঘ-গুণ্ঠন।

সে এলে তারে নিরখি
পরান কি রবে সখি?
যাবে বলে যদি মন থরথর কেঁপে ওঠে॥

—

৭ ~~[illegible]~~ ছায়ানটে এর আমেজ নিঝুম নিশি। বিহগ যখন ঘুমায়, বিহাগ তখন জাগে। শুদ্ধ মধ্যমই এর আসল সুর। কড়ি সুর — এর সংগে। ~~দুই মধ্যমে~~ দুই মধ্যমে এর যে সম্মিলন শ্রী ফুটে ওঠে তার তুলনা নেই।

বেহাগ — ত্রিতাল

নিশি নিঝুম, ঘুম নাহি আসে।
হে প্রিয় কোথা তুমি দূর প্রবাসে॥
বিহগী ঘুমায় বিহগ-কোলে
[illegible]
[illegible]
ফুরায় দিনের কাজ, ফুরায় না রাতি;
শিয়রে দীপ হায় অভিমানে নিভে যায়
নিভিতে চাহে না নয়নের বাতি।
কহিতে নারি যে ঘুমিয়ে আঁখি,
বিষাদ-মগন ঘুম উঠিবে জাগি,
দিন যায় দিন গুনে, নিশি যায় নিরাশে॥

www.icsbook.info

বেহাগের পর নিশীথের তৃতীয় প্রহরে — কড়িমধ্যম রাগ আসেন চতুর্থ 'পরজ'কে। ইঁর মন অত্যন্ত প্রবল — ইহার কড়িমধ্যম ও নিখাদে ইঁর অত্যন্ত প্রীতি। এর তীব্র নিখাদ ও মধ্যম ঘুমন্তের ঘুম ভেঙে দেয়। এর ফিরে দেন চিৎকার। বসন্তের সাথে এর অত্যন্ত প্রীতি।

=

পরজ — তেতালা

পরজনমে যদি আসি এ ধরায় —
আঁখি কি বসন্ত দেবে না ফিরায়॥
তিলেক দেব নাহি আসে যখন [illegible]
[illegible]
টলিয়ো না পড়ে দেব, নিশি না পোহায়॥
বাঁশি নাহি হয় যেন রাতের স্বপন,
তবু থাকে যৌবন-রস-পিয়াসা।
~~জীবনে রেখো না মরণ-স্মৃতি -~~
~~[illegible]~~
জীবনে না রহে যেন মরণ-স্মৃতি,
পুরাতন নাহি হয় প্রেম প্রীতি।
রবে অভিমান, রহিবে বিরহ
নিতে যে আসে প্রিয় মোহিনী বিদায়॥

www.icsbook.info

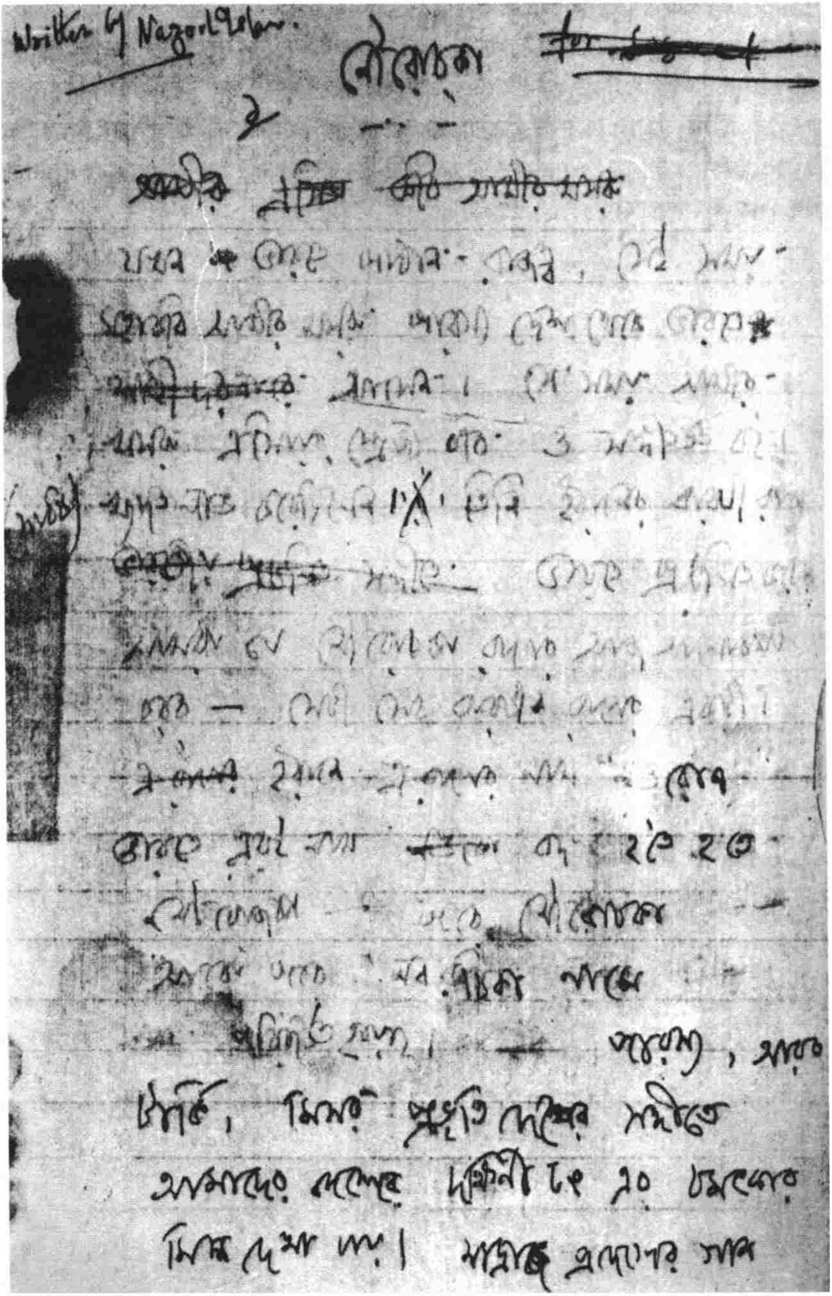
Written by Nazrul Islam.
নৌরোচ্‌কা
টার্কি, মিসর প্রভৃতি দেশের সঙ্গীতে
আমাদের দেশের দক্ষিণী
মিল দেখা যায়। মাদ্রাজ প্রদেশের সাথে

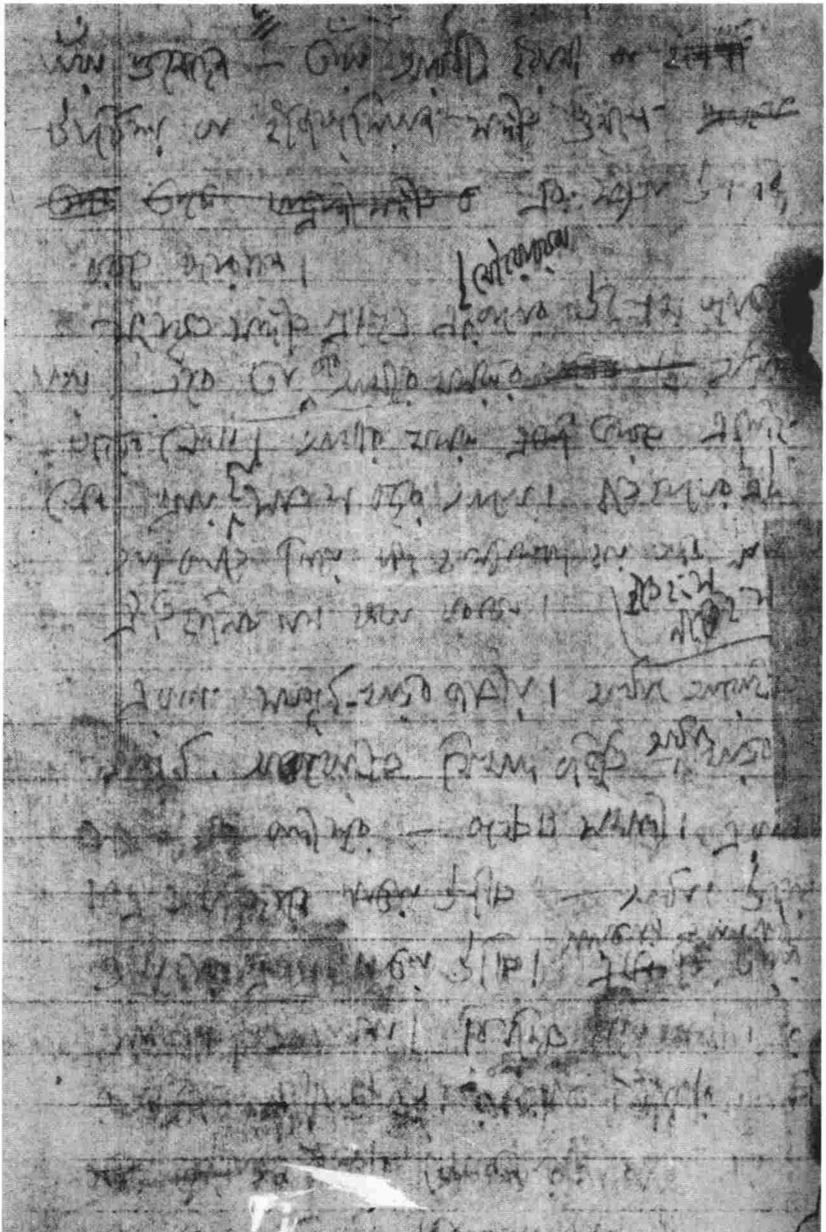

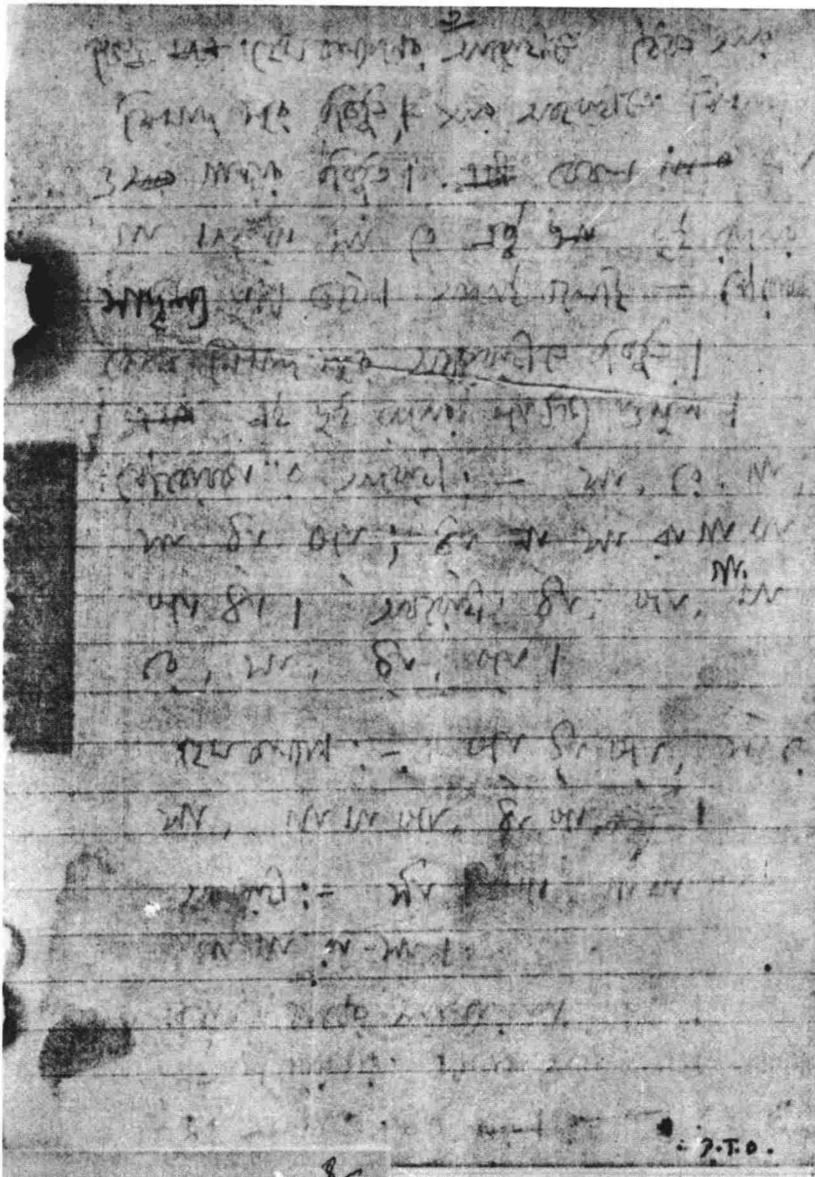

www.icsbook.info

কবির তবলা-চর্চা

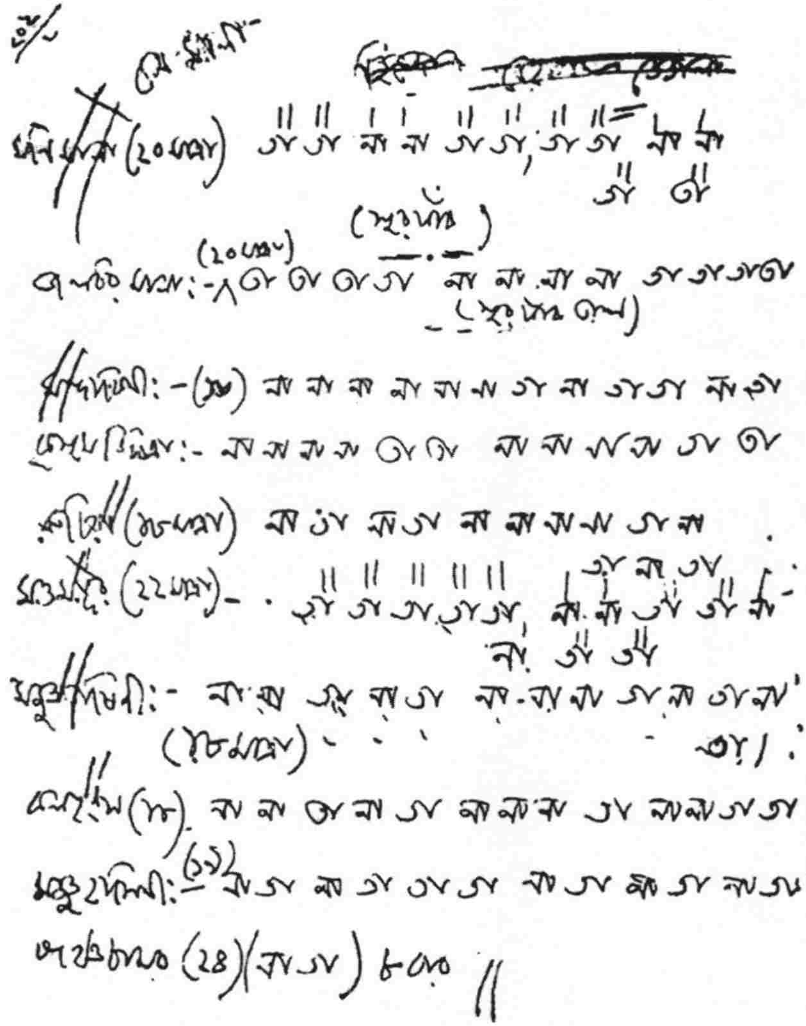

www.icsbook.info

গীতি-আলেখ্য

www.icsbook.info

www.icsbook.info

ঈদজ্জোহা
=

[প্রথমে দূরাগত আজানের ধ্বনি — Fade in
পরে Fade out —]

গান

ঈদজ্জোহার তকবীর শোন্ ঈদগাহে।
(ওরে) কোরবানির সামান নিয়ে চল্ রাহে॥
কোরবানীর রক্তে রঙীন পর লেবাস
লিবাসেতে মাখ্ রে তাদের খুন-সুবাস
সে মোবারক বাদ দীনের বাদশাহে॥
খোদারে যে প্রাণের প্রিয়, শোন্ এ দিনের সবেরা
যেমন খুশি বিলিয়ে দিলেন খোদার রাহে হাসিয়া,
ওরে কুরবান দিস্‌নে ফাঁকি আল্লাহে॥
ওরে তাদের ঘরে গরীব [illegible]
[illegible]
[illegible] চাঁদ উঠেনি [illegible]
নাই [illegible] উমিদ
শোন্ ~~[illegible]~~ কেঁদে কেঁদে বলছে হাঁক
হজরত আজ কী চাহে॥

Music / 1 minute.

আজ ঈদজ্জোহা — বকরীদ। ~~[illegible]~~ আজ পরম ত্যাগের উৎসব। হজরত মোহাম্মদ ~~(দঃ)~~ সল্লাল্লাহু আলায়হিস্সালামের আবির্ভাবের ~~[illegible]~~ সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে হজরত ইবরাহিম আলায়হিস্সালাম * নবুয়ত পান — অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক নবীরূপে প্রেরিত হন॥ আল্লাহের নামে তিনি তাঁর আত্মার আত্মীয় সব-কিছু সমর্পণ করেন বলে তাঁকে খলিলুল্লাহ্ বা আল্লাহর বন্ধু — সখা বলা হয়। তাঁর এই পরম গৌরব গৌরবান্বিত ঈর্ষা হয় দেখে ফেরেশ্‌তারা ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌কে ~~[illegible]~~ নিবেদন করেন — ~~[illegible]~~
প্রথম সূত্র হজরত ইবরাহিম এত কি প্রভু(?) কর্তৃক প্রেরিত ~~[illegible]~~

www.icsbook.info

তোমরা সবাই বল তিনি অতিআনন্দিত হলেন? আল্লাহ বললেন — তোর আমার উপর কী নির্ভরতা, তা আমি পরীক্ষা করে দেখব।" এর পরে ইব্রাহিমকে স্বপ্নে বললেন "ইব্রাহিম, আল্লাহর নামে কোরবানী দাও।" হযরত ইব্রাহিম তার পরদিবস তাঁর উটগুলি কোরবানী দিয়ে গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিলেন। আল্লাহ আবার স্বপ্নে বললেন, "ইব্রাহিম উৎসর্গ কর।" ইব্রাহিম আবার উট কোরবানী দিলেন। আল্লাহ আবার স্বপ্নে ইব্রাহিমকে বললেন, "ইব্রাহিম! তোমার সবচেয়ে প্রিয় যা তাই আল্লাহর নামে কোরবানী দাও।" ইব্রাহিম বললেন — তাঁর একমাত্র পুত্রই এই দুনিয়ায় তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। ইসমাইল তখন তাঁর মাতা হাজেরার সাথে মরুময় মক্কায় একা প্রায় জনমানবহীন জীবন যাপন করছেন। ইব্রাহিম গিয়ে তাঁর পুত্রকে আল্লাহর আদেশ শোনালেন। ইসমাইল-আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন; "আল্লাহর আদেশ পালন করুন, আমাকে যবেহ করুন। আল্লাহ তাঁর এই আদেশের জন্য তাঁর পবিত্র নামে কোরবান হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন।" ইসমাইলের মাতা বিবি-হাজেরাও সন্তুষ্ট মনে পুত্রকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিদায় দিয়ে বললেন, "সবচে বড় আমার সৌভাগ্য। যেন আল্লাহ তাঁর এই-বান্দার পুত্রকে তাঁর নামে উৎসর্গ করার জন্য কবুল করেন।" মা কাঁদতে কাঁদতে পুত্রকে তার পিতার হাতে দিলেন। ইব্রাহিম ইসমাইলকে আল্লাহর নামে কোরবানী দেওয়ার জন্য নিভৃত স্থানে শুইয়ে তাঁর হাত পা বেঁধে বিসমিল্লাহ বলে তাঁর গলায় ছুরি চালালেন। আল্লাহর আর্শ কেঁপে উঠল। ফেরেশতারা হয়রান হয়ে হায়হায় করছেন; তারা কেঁদে উঠল — মাটি আসমান থর থর কাঁপল। সূর্য মেঘে মুখ ঢাকল। ধারালো ছুরি ইসমাইলের চামড়া কাটতে পারল না। ছুরি যে চলে না ইসমাইলের গায়ের একটি পশম-পর্যন্ত কেউ কাটতে পারল না। তখন ইসমাইল তাঁর পিতাকে বললেন, "পিতা চোখ বেঁধে নিন নইলে আমাকে দেখে দুর্বল হয়ে পড়বেন তাই হাত চলছে না। অতঃপর কাপড় দিয়ে আবার চোখ বেঁধে তিনি ছুরি চালালেন। ইব্রাহিম পুত্রের বদলে আবির্ভূত হল —

www.icsbook.info

নিজের প্রেম বেঁধে দুটি চলবেন। এইবার দুটি-
তেই ছেদ হবে। আল্লাহ কে উদ্দেশ দিয়ে তোমার হৃদয়-
খুলে ইবরাহিম দেখবেন — যে যাকে-
কোরবানী করেছেন — যে তেই ছেদ হতে তাঁর দুটি চোখে —
সে ইসমাইলের মত — সে বড়ো দুর্ভাগ্য তাই। তাঁর আগে
দাঁড়িয়ে ইসমাইল পুত্র ইসমাইল ও ও হজরত ইব্রাহিম। আল্লাহর
বাণী কানে পৌঁছোল হজরত ইব্রাহিম শুনলেন — "আল্লাহ তোমার
কোরবানী কবুল করেছেন — এ দেখ সব আসমান থেকে আমা-
দের দুই পুত্র তোমায় বেহেস্তের পথ দিয়েছে। আর বলে
তোমার পুত্রের নাম হল ইসমাইল জবীহুল্লাহ —।"
এমনি করেই যুগে এমনি দিনে হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয়তম
পুত্রকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করেছিলেন। আজ এই দিনে যে
সব মুসলমান — যে মুসলমান আজ আল্লাহর নামে নিজ তাঁর
সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে উৎসর্গ করেছেন — কোথায় সেই আত্ম-
ত্যাগী মুসলমান যিনি তাঁর সব-কিছু দেহ-মিনার
বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহর প্রিয় হয়েছেন? আজ যে সব
আমরা আমার দেহের পশু মেরে আমার আমি আমার খুশি,
উড়িয়ে মনে আমার আমার পাঁড়িয়ে খুশি। তাই তো আমরা খুব
আশ- খুশি করছেন করে — আজ আমার সারা বাঙলার
বেদে কাঁদে: —

[গান]

এই ঈদে যে কেন দুঃখ এই দিনে আমার-।
আল্লাহ আমার পারে খুশিও কবুল করো হয় ॥
নামাজ রোজার উপর আছি
উঠে আমার আমার আছি।
তোমায় আমার আমার চাঁদ, আর দুঃখ যা ॥
দেখা উঠে হইবে তবে তোমায় খুশি দেখে
হাদিস দেখে কবুলের
হবে আমার দুঃখ খুশির তোমায়।
হাজার রোজা কর আমার
এবে আমি আমি যে হৃদয় কর হবে ॥

এই ঈদজ্জোহায় চাঁদ যে পথ কোরবানী দেওয়ার পথ [illegible]
আল্লার রাস্তায় — সে পথ ত্যাগের কোরবান-জানের সুখ কর্মের [illegible]
[illegible] হইতে আছে। সে শক্তি যে পথ উজ্জ্বল করিবে,
নিষ্কলঙ্ক আনন্দে ভরিবে দুনিয়া ভরা ভাবে. তখন
সেইমত ভাবে — ইত্যাদি। এই পথ কোরবানী দিনের মুসলমান
পাড় হল আল্লাহর বিদায় হয়। এই সেই সব ঐশ্বর্য-
বিভূতি, ত্যাগ। এই দুনিয়ার সেই কোরবানী
দেহ পূর্ণ হয়। কিন্তু আল্লাহর দিদার মেলেনা। এই দুনিয়ার
উদয় আল্লাহর দিদার চাই. সেই সুনীল জানের. সুখে
রয়েছে এই সেই — সুখী যে সাধিল যে সোনার ঐশ্বর্য পাবে.
এই তাই দেরে সর্ব কোরবান আসল [illegible]. যে সাথী-সাথে
তিনি বড় আপেক্ষা বেশি পাবেন. সেই কোরবান ও
সাথী যা বিভূতি আল্লাহর সাথে উৎসর্গ করে তাহাদের
দুঃখ দেখে যে [illegible] সেই-নাই পাও হয়-
আল্লাহর দিদার পাওয়া যায়। এই দুনিয়া [illegible]
[illegible]
সেই [illegible] অর্থাৎ উৎসর্গ দেখে — খুশীবখ্শ্ *
ইঃ যাতা পাহ উৎসর্গ! — [illegible] কুরবানির [illegible]।
(শেষ)

ইঃ যাতায়াত উৎসর্গ আমার আল্লাহর দরবার।
তোরি মনে আছে রাম — ত্যাগের কুরবানির ॥
যত হজরতের নাম জপিস সদা -
হাজার হজের সওয়াব পাই,
মোর জীবন মরণ দুই উট জুড়ে দিই সেবা কোরবান ॥
আমি দূর পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে প্রেমের [illegible]
খোদার [illegible] আমি তোমায় [illegible]।
হজরতের মত তুমি দিলে আসমান
ইব্রাহিমের মত চক্ষে দেখি ঈদের চাঁদ,
মোরে [illegible] হবে - হবে
তিনিই কোরবান ॥

—

[illegible] — [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [redacted] [illegible] [illegible] —

[illegible]

যদিও হজরত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

ওই হজরত এসে [illegible] [illegible] [illegible] ॥

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] —

[illegible] [illegible], [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —

ওই [illegible] এসে [illegible], "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ?" ॥

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (হঁ) [illegible] ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible],

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [redacted] ।

[redacted] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [redacted]

[redacted] [illegible] [illegible] [illegible] — [redacted] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । — [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible]

[illegible] ওই এ ওই এ [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোরবানী [illegible] ([illegible] [illegible])

ওই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]! —

(সব) [illegible]: —

ঈদ মোবারক হো! ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] শহীদ ॥

[illegible] কোরবানী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] —

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

www.icsbook.info

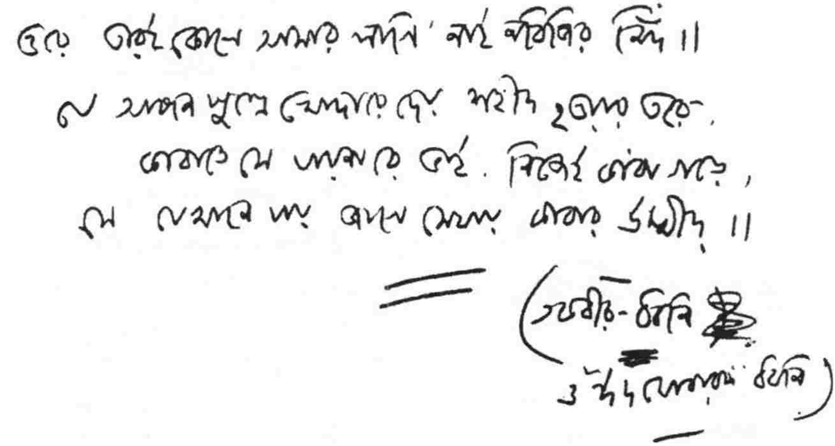
ওরে [illegible] কোলে আমার [illegible] নাই [illegible] [illegible] ॥
যে আজান খুনে জেহাদের দেয় শহীদ হওয়ার তরে,
তোমরা যে আমার ভাই [illegible]. নিজেই [illegible] [illegible],
যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥
(শহীদী-ঈদ
ও ঈদজ্জোহা [illegible])

Love-Lane
(অতনুর দেশ)
কাজী নজরুল ইসলাম

যৌবনের তীর্থ-দেশ অতনুর দেশে তরুণ-তরুণীর নিত্য সমারোহ। কারো চোখে জল, কারো চোখে আশা; কারো হাতে ফুল, কারো বুকে কাঁটা; কারুর হৃদয়ে অমৃত, কারুর হৃদয়ে বিষ। এই মহা-তীর্থে তরুণ তরুণী অতনু দেবতার পূজা করেন। কামনার-দীপ সেথায় নিত্য জ্বলছে, যার ধূমে মন-হৃদয়-সুরভিত হয়ে আছে ওঁর আশেপাশে সব। যে তরুণী বুকে আশার বাতি জ্বালিয়ে এই তীর্থে এল, সে গেয়ে উঠে —

(ওগো) সুন্দর, যদি আসিবে ফিরিয়া
বন-পথে আসে ধরি
রাঙা অশোকের মঞ্জরী।
হাসে বন-দেবী বেণীতে জড়ায়ে মালতীর বল্লরী,
নব কিশলয় পরি॥
কুমুদী-কলিকা অধর হেরিয়া
চাঁদের চকোরি হাসে মুচকিয়া,
মহুয়ার বনে ভ্রমর ভ্রমরী গিরিকন্যে গুঞ্জরি॥
যাহা কিছু হেরি, ভালো লাগে সব,
লুকাতে নারি হাসি
কান পাতি যায় শুনি সে কানে
মিঠে পাহাড়িয়া বাঁশী।
এক শাড়ি খুলে পরি আর-শাড়ি
বারবার মুখ মুকুরে নেহারি,
দুরুদুরু হিয়া উঠে চমকিয়া,
অকারণে লাজে মরি॥

—

বিজড়িত রহিও সুপ্তির সাথে ।।

কুসুম-সুরভি হয়ে এস নিশি-পবনে।
রাতের আঁধিয়ার হয়ে ছিয়ে ছিয়ে জড়িত
বন-ভবনে।
ঝাঁঝি-জল হয়ে ঝাঁঝিতে সাথিও,
বেণুকার সুর হয়ে শ্রবণে ভাসিও
বিরহ হয়ে এস হে চির-বিরহী
আমার অন্তর-বেদনাতে ।।

=

অন্তরে এই রূপ-যৌবনে বয়ে যায় অনন্ত রসের প্রবাহিনী ।
~~মুখের হাসি আর চোখের পানি~~
মুখে হাসি, চোখে জল — যেন রোদে রোদে বৃষ্টি। অন্তরে অনুরাগ
বাইরে রূপ — যেন সাপে-মানিকে জড়াজড়ি। ~~[illegible]~~
~~কিশোরি দুর্গা রাই কেমনে অরূপের দেহ~~ — ক্রীড়া-সঙ্গিনি
এইটুকু মেয়ে তোমারই সাজিয়ে কেমনে অরূপের দেহ সাজাল
কিশোরী দুর্গা হা ; — —
— [Samaresh)

এস গো এস এখন, থেকো না চুপ করে।
মৌন সাগরে হের কোথা বৃষ্টি ঝরে। থাকিওনা চুপ করে ।।
তীরে সমীরণ নাহি বহে যদি কোন
ফোটেনা কুসুম, নাহি দোলে বন-এলা.
মেলে না মেলেনা দল, যদি ভ্রমর না গুঞ্জরে।
থাকিওনা চুপ করে ।।
শোনো, কপোতের কণ্ঠে কপোতী কি কথা কহে,
পাহাড়ের ধীর ভঙ্গি ঝুমুর ঝর্ণা বহে।
আমার কোথায় নূপুর বেজে উঠি হায়
তাই হিম হয়ে যায় তোমার নীরবতায়.
এস আবেগ ভরে এস
মোর নূপুর পায়ে ।
থাকিওনা চুপ করে ।।

www.icsbook.info

হৃদয়ের এই তীর্থ-ক্ষেত্রে সব-চেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য- উদাসীন পুরুষ আর বিরহিণী নারীর — অশ্রুমতী নদীর তীরে- মিলন। নিবিড় বিরহের বেদনায় পুরুষ হয় বিষন্ন. নয় উদাসীন বৈরাগী — সেই নিবিড় বিরহ নারীকে করে প্রেমময়ী। পুরুষ- যে বিরহে হয় মরুভূমি, নারী সেই বিরহে হয় যমুনা। তরুণ- প্রেম-পথ-যাত্রী সেই বিরহ-যমুনার কূলে দাঁড়িয়ে গায় —

(গান) — [Samaresh]

আমার সোনা লুকিয়ে থাকে আমার মনের মাঝারে।
সেই সোনারই কাঙাল লাগি কে গো এসে দাঁড়াবে॥
শূন্য মনের নাই কেহ মোর সাথী
সারা বেলা ওই কাঁদছে দিবা রাতি
সেই হৃদয়ের গভীর বনে
কে তুমি পথ হারাবে॥
হৃদয় দিয়ে [illegible] হয় যেথায় পরিচয়।
কোথায় সে [illegible] আমার মনের পরিচয়।
যে বেদনার আগুন বুকে মোর
জ্বলিছে আমি প্রদীপ-শিখার হয়
সেই বেদনা জুড়াতে মোর
কে তুমি হাত বাড়াবে॥

এই তীর্থ-ভূমির গোপন বেদনা-কুঞ্জে বসে তীর্থ-বিলাসিনী- ডাকে তার প্রিয়তমকে — রাতের রজনী-গন্ধা যেমন ডাকে আকাশের- চাঁদকে। সবাই যখন ঘুমায়, সে তখন জাগে। সবাই যখন- জাগে, তার প্রেম তখন সন্ধ্যার মল্লিকার মতন ঘুমিয়ে থাকে। নীরব আরতির রাতে শুধু শোনা যায় তার কুণ্ঠিত মনের সুর : —

(গান) [Kusum Goswami]

চাঁদের মত নীরবে এস প্রিয় নিশীথ রাতে।
ঘুম হয়ে পরশ দিও, হে প্রিয়, নয়ন-পাতে॥
তব তরে বাহির-দুয়ার মম
খুলিবে না এ জনমে প্রিয়তম,
মনের দুয়ার খুলি' রেখেছি এস.

www.icsbook.info

~~মধুর দেশ~~

~~মৃদুভাষিণী স্বামী — মৃদুভাষিণী~~

~~মৃদু-মধুমিতা স্বামী ও উত্তরে — মৃদুভাষিণী হয়~~

মৃদুভাষিণী সখী মৃদু মৃদু হাসে — এবং বলে —

(গান) (Ila Ghose)

দুলিতে দোলনায় আমার মনের দোল।
দখিনা বাতাস হাসিতে কেঁপে
ওঠে পাতার বন-ফুল ॥
দূরে ওই চাঁদ সুদূর পারে
মধুর সাগরের ক্রন্দন শোনে,
প্রাণে কাঁদিয়া কেটে যায়
জ্যোছনার নীরবতা ॥

~~মনের দোল কি ...~~
~~কাঁদে আঁখিতে ... ...~~

আঁখি কি দেখিতে পায়
আকাশে আকাশে কাঁদি ঘুরে ...
বিহগ-মিথুন ওড়ে পাখী ...
মহুয়ার বনে ফুলে মধু আয়
রহে না উতলা ॥

=

~~[illegible]~~ অভিমানী সুরের কবি অকারণে অশরীরী হয়ে উঠে মনে মনে। তার কোনই মনে হয়, হৃদয়ের এই অনাস্বাদিত ~~[illegible]~~ ~~ফুটে ওঠে~~ নিশীথ-রাতে যে আলো দেখা যায় — তা আলো নয় — আলেয়া। এই প্রেম-তীর্থে সে এই বসে থাকে উদাসীন সন্ন্যাসীর মত। ~~[illegible] অর্ঘ্য নিয়ে~~ অর্ঘ্য নিয়ে যারা আসে তাদের নিবেদিত — তাকে সে দেয় ফিরিয়ে। সে যেন বলতে চায় —

(গান) — (Chitta Ranjan)

আমায় নহে গো, ভালোবাস মোর গান।
গানের আড়ালে কে ঠাকুর থাকে, গান হলে অবসান ॥

চাঁদেরে কে চায়, জোছনা সবাই যাচে।
গীত-শেষে বীণা পড়ে থাকে ধূলি মাঝে।
তুমি বুঝিবে না, আলো দিতে কত
পোড়ে প্রদীপের প্রাণ॥

যে কাঁটা-লতার আঁখি-জল হায়
ফুল হয়ে ফুটে ওঠে,
ফুল ছিঁড়ে তার, দিয়েছ কি কিছু শূন্য ভরা-পুটে?
সবাই তৃষ্ণা মিটায় নদীর জলে,
কী তৃষ্ণা জাগে সে নদীর হিয়া-তলে
বেদনার মহা-সাগরের কাছে
করো তার

=

এ গিরি-নদী জল

পুলকে অভিমানে

নিবেদিতা নারী ——

(গান) — [Kusum Goswami)

আমি জানি তব মন, আমি বুঝি তব ভাষা।
(তব) কঠিন হিয়ার তলে কী গভীর ভালোবাসা॥
ওগো উদাসীন, আমি জানি তব ব্যথা
আহত পাখীর বুকে বাণ বিঁধে যেথা;
কোন্ অভিমানে তুলিয়াছ তুমি
ভালোবাসিবার আশা॥
তুমি যেন হায় মরুভূমি
অকারণে অভিমানে?
বঁধু যে হৃদয়ে থাকে বিষ
সেই হৃদয়েই অমৃত থাকে।
(তব) যে-বুকে জাগে প্রলয়-ঝড়ের জ্বালা,
(আমি) দেখেছি, সেথা সজল মেঘের মালা,
ওগো ধূর্জটি! মাথায় আসিছি দিলে
মিটিবে কি তব অন্তরের পিপাসা॥

www.icsbook.info

[illegible]

(মিলনের ব্রতে রেতে ওই মন্দিরে - 'তিমির - বাঁশী'।
~~[illegible]~~ সে - বেশে গান গায় মধুর, সেই তিমিরে
জ্যোৎস্না আসুক। সে বেশে দুলে, লাগছে, সেই মেঘে
যাকে ~~কিছু~~ সন্ধি। সন্ন্যাসী দুজন চলে ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

বিরহের অন্তরে ভুবনের উদাসীন সন্ন্যাসী।

~~[illegible]~~ মিলনের ~~[illegible]~~ বিলাস-গুরু
সেতারের মূর্ছনা - কেমন ~~[illegible]~~ শুনে আসছেন। তাই বিস্মিত
হয়ে সে চলে যায় নিভৃতের পানে। তাদের প্রস্থান -
সুমিত্রা: কাঁদে ~~[illegible]~~ তার ~~[illegible]~~ — বিরহী প্রিয়া মত তার গানের
সুর :—
(সাব) (চিত্রলেখা)

যাও হাত দিয়ে মালা ছিঁড়ে আর কাঁদ
[illegible]
ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে ॥
আমি মরি মরি আপনার দুখে
তুমি কেন আসি দাঁড়াও সুমুখে,
আলেয়ার মত ডাকিও না আর
নিশীথ-অন্ধকারে ॥
দূরে রও, মোরে দূরে রও
মোর আঁধারে লইয়া খেলোনা নিঠুর খেলা।
শত কাঁদিলেও ফিরিবে না আর
(সেই) শুভ লগনের বেলা ॥
আমি ফিরি পথে তাহে কার ক্ষতি
তব চোখে কেন সজল মিনতি ?
আমি কি ভুলেও কোনোদিন এসে
দাঁড়ায়েছি তব দ্বারে।
ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে ॥

www.icsbook.info

নাটক

www.icsbook.info

www.icsbook.info

"জাগো সুন্দর চির-কিশোর!"

(কোরাস গান)

জাগো সুন্দর চির-কিশোর!
জাগো চির-মলিন দুর্বল ও হীন
[illegible]
আসুক শুভদিন, হোক নিশি-ভোর।।
[illegible] [illegible]
অগ্নি-শিখার সম, সূর্যের প্রায়
[illegible] জ্বলে ওঠ দিক্‌ গৌরব গরিমায়—
দূর হোক সংশয়, ভীতি, নিরাশা
ভয়-ম্লান আঁধারের ভাঙো ঘুম-ঘোর।।

কোরাস।। ওঠো! ওঠো! = [illegible] খেলাও খেলাও
আমরা এ কোথায় এসে পড়েছি? কে আমাদের এখানে আনলে?
জাগরণী।। আমি — তোমাদের দিদি জাগরণী।

2

কই ।। ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, আমাকে-
চিনতে পার কিনা।

কাঞ্চন ।। না — হ্যাঁ — তোমায় যেন কোথায় দেখেছি। অথচ ঠিক মনে করতে পারছিনে।

কল্পনা ।। আচ্ছা, আমি মনে করিয়ে দিই। কাল রাতে চাঁদ যখন চাঁদের দিকে চেয়ে চুপ করে কি ভাবছিলে, মনে পড়ে?

কাঞ্চন ।। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভাবছিলাম, আমি যদি ঐ চাঁদের দেশে এক নিমিষে উড়ে যেতে পারতুম, তা হলে কী মজাই না হ'ত! তারপর মনে হ'ল, আমার মনের ভিতর কে যেন এক ডানা-ওয়ালা সুন্দরী পরী আছে, সে যেন যাদু জানে, সে যেন এক-নিমেষে আমায় যেখানে ইচ্ছা সেইখানে নিয়ে যেতে পারে।

কল্পনা ।। ঠিক হয়েছে! এখন চেয়ে দেখ দেখি, আমি সেই পরীর মত কিনা।

কাঞ্চন ।। আরে, ঠিক সেই ত! একেবারে হুবহু মিল! আমার মনের সেই পরী তুমি। তোমার নাম কি বল্বে?

৩

শেফালি॥ আমার নাম শেফালি। আমায় শেফালি দি বলে ডেকো!

কিশোর॥ ওঃ! তুমি যে আমায় আমারই মত গো। তোমাকে — আচ্ছা দিদি বললে যদি খুশী হও, তাই বলব। কিন্তু —

শেফালি॥ বুঝেছি — আর বলতে হবে না। তুমি যেখানে যেতে চাইবে — আমি সেইখানে তোমায় নিয়ে যাব। এখন চল — সাগর-জলের তলে। (Sound of Sea)

কমল॥ এই কিশোর! পালিয়ে আয়! ও মায়া-জালে ধরবে, উড়িয়ে নিয়ে যাবে। — এই যাঃ! তোর দুর্দিনে থেকে এসেছিস বুঝি? — দেখি, আমার ঠাকুর আছে কিনা! এ্যাঁ, আমার ঠাকুর — ঠাকুর কে নিলে?

শেফালি॥ এখন আর কোনো ঠাকুর ছিঁড়ে দিল হবে না! আমি তোমাদের পুতুল-খেলা ভুলে সমুদ্র-জলে খেলতে শুরু করেছি। ওকে কুড়িয়ে পেয়ে খুঁজে যায় কেন?

উর্মি ॥ ও: পেলে আমি চোখ বুঁজে বসে থাকি।
~~[illegible]~~ চিন্ময় প্রাণকান্তে চিনিয়ে দাও দিদি।

শেফালি ॥ ~~[illegible]~~ এই চোখ বুঁজে থাকা কোথায় শিখলি?

উর্মি ॥ ভোরের কাছে!

শেফালি ॥ ভোরের কাছে?

উর্মি ॥ হুঁ। আমাদের গাঁয়ে দেখেছিনু একখানা ভোরের মেঘে এতটি সেতে-কাপ এসে পড়ল। তাই-সেতে-কাপ দেখে, আর অমনি ~~ভোরের দল~~ ~~চোখ~~ ঝঁ পাতাকে সব ভোর মেল হয়ে মাথায় মাথায় ঠেকিয়ে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইল।

শেফালি ॥ আর, তুই বুঝি সেতে কাপ আসিস্ গেল!

উর্মি ॥ দূর! ও হবে কেন? সেতে-কাপ ভোরেদের এসে আমার মত চিৎ ধরে মনে চোখ আসে, এসে আমার এতটা মত চিৎ দিয়ে যায়!

~~[illegible] (প্রবেশ)~~

চম্পা প্রসূন ॥ ওরে বাবারে! পেয়েছি রে, পেয়েছি রে, পেয়েছি রে — এবার মাও পেয়েছি রে সব!

৫ ~~দৃশ্য~~ ওরা সকলে আনন্দের সমস্যার কথা বিবেচনা করতে গিয়ে এই অচলায়তনই হল (সমস্ত 'স'-এর উচ্চারণ দন্ত্য-স দিয়ে)!

কালাম !! ও কে চাইছে দেখে? এমন দেখে? কে এ উনি?

জেঠুর !! ওর নাম ন্যাড়া। আমরা ওর নাম রেখেছি গোলাম-মুস্তাফা! ও তো উটও চেনে! ঠুটু-ঠুঁটি ওকে যেন জানলেই ও মুস্তাফা উপাধি দিয়ে হাত নড় হয়ে যায়!

কামাল !! আর মুখ খুলিস না! গোলাম মুস্তাফা রেখে যাবে — তাই ~~ওর নাম রেখেছি~~ ওইজন্য ওর নাম রেখেছে গোলাম মুস্তাফা!

জাকির !! উঃ! কী উচ্চারণ করেছিস!

কামাল !! কি সুন্দর দিচ্ছেন বাবা! আমার তো গিরগিরে লাগছে!

গোলাম মুস্তাফা !! আমার দাঁত-দাঁত লাগছে! অচলায়তনই হল! হি হি হিহি!

(দাঁতের ব্যথা)

জেঠুর !! আমার কিন্তু চমৎকার লাগছে সেকেন্ড ডি, কিন্তু এত অদ্ভুত কেন? অসুস্থ কি আবোলতাবোল?

২/

কেশবদা ॥ সাগর-জলের নীচে মণি-মুক্তার খনি।
আর দেরী নেই, আমরা এসে পড়েছি —
সাগর-জলের পাতাল-তলে! কেমন
সুন্দর! *

* (সঙ্গে music, ও সাগর-বুদ্বুদ-
শব্দ শোনা হয়ে গেল)!

স্বপন ॥ (হাত তালি দিয়ে) কেশবদা দি, দেখ, দেখ
কি সুন্দর সাজানো! ও হীরে মানিক
মুক্তো! প্রবাল! ঝিনুক!

কমল ॥ এই স্বপন, খবরদার, ওসব হীরে
মানিক ছুঁয়ো না! সমুদ্রের পরীরা একবার
খুঁজে পেলেই তো রেগে যাবে — ওসব
পরীদের জিনিস। ~~[illegible]~~ ছুঁলেই আবার
হবে শাস্তি!

ঝিনুক ॥ হায়-আমাদের আজই ও চুরি হয়ে গেল
* হীরে মানিক। আর কি হবে তোমার? আমার
থেকে বললাম, না, হায় আমাদের চুরি যাওয়া-
আমাদের কত দিন, তা এখন শুনলেন! ~~[illegible]~~
সাগরের জলেরও ~~[illegible]~~
ভুলে এলুম!

www.icsbook.info

৩ ভাবুক || ওহে, কাণ্ডারে! এ সর্বনাশার্থ হল! এর এ ঘর্ম ঘুচিতে হইল দরিদ্র দুইজন ভেবে! কিন্তু আমাদের সবাই এ [illegible] সাঁওতালিদের চিনেছেন ত?

কেশবর || কোমল কেউ না, ওহে, কোমল! তোমার বড় হবে আমার এই সাগর-তলা এই সাগরের এ [illegible] ঠিক এ বেলা — অতল এই সাগর-তলে হইল মণি-মুক্তা। এই আমাদের সম্পদ থেকে উঠবে — তারি [illegible] শুধু আমানী-বাটি! কোমল, তুমি কি হবে?

~~কোমল~~

কোমল || আমি সাগর পাড়ি দেব, হব সওদাগর। সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর। আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সকল দেশে, ফিরবে আমার হীরা-জহর চিত্র-কোষর হাতে। ময়ূরপঙ্খী নৌকা আমার [illegible] পাল তুলে যাবে দূরে ঢেউ-এর দোলায় [illegible] ইন্দ্রের মত চলবে হেলে দুলে।

৮ ১। রত্নাকর মোর নাম — চিনেছ কেহ কে এলে তিনি
হারাইনি কে ডাকে আমায় নতুন দেশের তীর।

কেতকী।। আর কেউ?

ঝর্ণা।। সপ্ত সাগর রাজা আমার, সিন্ধু পতি — হবে
আমার রাজা কে জানবে রেবা ইরাবতী।
কত সিন্ধু মেখলা।।

রত্ন-রাজার অলস দ্বীপে রাজরানী মোর হবে।
রং-পার মোর উঠবে কিছুই সাগর-বেলার সুরে।

সপ্ত দ্বীপের পৃথিবীর রইবে সদা ঘিরে —
রানীর এত শুধুই মোর আমার
দেব হেসেছে মোতির সাগর-তীরে!

সাগর-গর্জে সপ্ত-আকাশ:
নাই আঁধার নাই
দাঁড়া রে, আমি তোর
মেঘ আবিষ্কার!

(সাগর জলে মোর সব — সাগর হতে উঠিয়ে [illegible])

২

II

(ভোরের effect — আবছায়া অন্ধকার কাটিছে)

বেণু॥ শেখর দা'! ঊর্মি দা'! ~~[illegible]~~ ভোর হোল। আমরা সমুদ্দুর থেকে উঠে পৃথিবীর এসে পড়েছি। ঐ দেখ, সূর্যি উঠছে।

~~[illegible]~~

ঊর্মি॥ বাংলাদেশের সূর্যি নয় ও! ~~[illegible]~~ শেখরদাদের মাথায় সব যে গুলিয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

কমলা॥ খুকী তুমি কোত্থেকে এলে? তোমার নাম কি!

বেণু॥ আমার নাম বেণু। আমি কোথাও থেকে আসিনি, এইমাত্রে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিলুম। সব শুনেছি, সব দেখেছি। ওরে দুষ্টু ছেলে!

শেখর॥ ও বেণু, আমরা এখন চাঁদের দেশে, মাটির মায়ের ~~[illegible]~~ আশে ঘুম পাড়ায় যাব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

বেণু॥ (ঘাড় নাড়িয়া) না! আমার ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ হেথায় কত কাজ বাকি পড়ে, আমি দুষ্টু ইস্কুল পালাব!

www.icsbook.info

৪০ ওস্তাদ ॥ কোথা ~~ছিলে~~ ঘুমালে কি রে বেনু? আঃ! আমার হৃদয়-
আকাশের অতল থেকে এত সুন্দর কোথায় তুমি
পেয়েছিস তুমি? কী [illegible] আমার সুন্দর!

বেনু ॥ বাবা, তোমার দুটি অতল নয়ন উদ্বেল
আকাশ থেকে আমার চেয়ে এসেছে। আমি
তুমি কেমন করে? আচ্ছা, ওস্তাদ দা', তোমার
কাছে ছিলে, তোমার এ দিন কি কেটেছে?
~~তুমি~~ এখন উঠলে আমার কেন হয়,
তোমার সেই এক কণা সৌন্দর্য দেখতে পেলাম।

চম্পা ॥ কোন্ সে লক্ষ্মী দিদি! ঐ আকাশ অন্ধকারের
ভেতর কাঁদ যাচ্ছে — ওর দিকে আমার
বুক ভেঙে কেমন করে। আমি যেন তাই
~~[illegible]~~ কোথায় যাচ্ছি! ওগো মহিমা
দেখ হল আমার!

কেশব ॥ তোমার- ও দুটি না হতে পারলে নবীন
ও সেইরূপ দিন ছেড়ে তোমায়। ওকে [illegible]
ওকে মতন ছেড়ে তোমার ও দুটি চোখ!
আচ্ছা বেনু, তোমার ফুটিয়েছিলে কবে?
চাঁদের দেশ, না, মাটির পৃথিবী!

১১

বেনু ।। মাটির পৃথিবী। আমি এই পৃথিবীর সুর-
শোনাচ্ছিলাম। এতে তোর কোনোও লোভ হয়নি
বোধ হয়। ~~আমার ইচ্ছে করে~~ ← ওকে আমার মা।

কাঠবেড়ালি ।। আচ্ছা, এই পৃথিবীতে তোমার কী হতে ইচ্ছে করে?

বেনু ।। আমার ইচ্ছে করে —

আমি হব সকাল বেলার পাখী,
সবার আগে কুসুম-বাগে উঠব আমি ডাকি'।
সূয্যি মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
"হয়নি সকাল, ঘুমো এখন", মা বলবেন রেগে।
বলব আমি, "আলসে মেয়ে, ঘুমিয়ে তুমি থাক,
হয়নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে নাকো?"
আমরা ~~[illegible]~~ যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে?
তোমার মেয়ে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে!"
ঊষা দিদির ওঠার আগে উঠব পাহাড়-চূড়ে
দেখব নীচে ঘুমায় শহর শীতের কাঁথা মুড়ে!
ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহানায়
বলব আমি, ভোর হল যে, সাগর ছুটে আয়!
ঝর্ণা-মাসি বলবে হাসি "খুকি এলি নাকি?
বলব আমি, "নইক খুকী, ঘুম-জাগানো পাখী!

সুর

ওঙ্কার ।। সেনাদি! [struck] কোথায় সুর না চাঁদের দেশে [struck] যাবে বলেছিলেন? সমুদ্রের তলে ঝিনুকে আমার জীবন মানিক রয়েছে — তাই বলেছিলুম

সেনাদি ।। বুঝেছি — তুমি এই পৃথিবীতেই থাকতে চাও। তুমি [struck] এখানে কী করবে?

ওঙ্কার ।। যা খুশি বোলেছ সেনাদি, তাই শুনে দেখলুম, আমার রাজা টাকা হওয়া গোলমেলে। ও বাড়ির চেয়ে খাসা খেলা —

আমি হব মাঠের রাখালছেলে!

আঁচল ভরে ধুলি মেখে হাতে লোবো বেণু,
নদীর পারে মাঠের তীরে নিয়ে যাব ধেনু।
বাবুইপাখির দোলে চড়ে পার হব ঝিল খাল
বটের ছায়ায় জুটবে এসে রাখাল-ছেলের দল।
আমি হব রাখাল-রাজা মাঠের তেপান্তরে -
ছাতিম গাছ ধরবে ছাতা আমার মাথার পরে।
শালের পাতার মুকুট গড়ে পরিয়ে দেবে তাজ,
সিংহাসনে আসবে এসে নবীন চাঁদের রাজ।
সন্ধ্যা হলে ফিরিয়ে ধেনু গোঠের চেনা পথে
ফিরব ঘরে মাঠের রাখাল মায়ের দুলাল হয়ে!

১১/

কেষ্টন || কোয়েলদি! তোমার কথা থামিয়েবা। চল
হিমালয়ের ~~চূড়ায়~~ গৌরী-শঙ্করের চূড়ায়।
উত্তর-মেরু দক্ষিণ-মেরুতে ~~চূড়ায় না-জানা~~
~~[illegible]~~ অরণ্য পর্বত পেরিয়ে না-জানা
দেশে। চল চলি দূরে মহাশূন্যে।

কোয়েল || তোমায় নিয়ে এই ভাবনা, আমাদের মাঝে
শুধুই — স্বপ্নের রূপ দেখাও।
তবে মনে তোমার পৃথিবীর কত দোষ
দিতে হবে। কিন্তু পৃথিবীতে যদি আমায়
কেউ ছেড়ে যায় — তুমি কী করবে? —

কেষ্টন || আমি ~~[illegible]~~ গাইব গান — যাতে আবার পৃথিবীর মানুষ
উঠবে তার সুখ।

চল চল চল! (গান)
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল রে চল রে চল।
চল চল চল ॥
ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির-রাত

২৪

ভাটির টিকানায়ে ।
ঐ নদীর সাথে গাহিছে গান
সবাই মেরি মহাসাগর,
আমায় ডাকিছে সুদূর স্বপন
যাইতে নদীর সনে ।
চল্‌ রে নৌ-জোয়ান, শোন্‌ রে পাতিয়া কান
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান ।
ভেঙে ফেল্‌ বাঁধন চল্‌ রে চল্‌ রে চল্‌ ।।
= চল্‌ চল্‌ চল্‌ ।।

ছেলেরা ।। শুধু গান গাইবে ? খেলবে না ?
কবি ।। দেখছি এ সাগর পারে । মেঘের মেঘে পাল তোলা ।
আমি হব দিনের সাথী —
বলব, 'ওরে, শোন উঠরে, সাতজন কাঁধে ধর ।
তোদের চোখে উঠল জোশ, ঐ বাজে তার বাঁশী,
জাগল দুলাল বনের বাদল, ওঠরে মাঠের চাষী ।"
"আল্লা" "হরি" দুই না বলে দুই চিতারে জুড়ে -
লাঙলের ঐ কলম দিয়ে মাটির কাগজ খুঁড়ে
লিখব সবুজ-লেখা সাথে, আমি মাঠের কবি
ওদের হ'তে মোদের আশীষ দাও রাঙা রবি ।
তিনি ডেকে বলে, "এসো আমার অসুন্দর,
আলো দিয়ে সাজাবো এবার আঁধার ঘর ।

জংলী মেয়ে ছিলে তুমি ছিলনাকো ছিরি
মরুর বুকে থাকতে শুয়ে ফিরতে দরী গিরি।
আমরা তোমায় পোষ মানিয়ে দিয়েছি ঘর বাড়ী,
সা-রে-গা রেও সয়না মা বলো. ময়নামতীর সাড়ি।
বাংলা কেটে খেত করেছি. এমন দেখো মনে;
যাহাতে তোর বাংলো হবে দ্বীপ বাড়ি বনে।
বন্য মেয়ে! আমরা তোরে করেছি রাজরানী,
তুই যেন তোর দোহাই মা তোমার আসমা খানি।

আমার উঁচু রাজার মহল, সোনায় ভরা চীন,
চুটিয়ে - দেশের ভাইগুলিকে আমি দেবো স্মরণ।
এই পুরাতন পৃথিবীতে রাজার চিং-টেকার,
আমি হব চুটিয়ে মালিক. আমি সবার গুরু ॥

বেণুকা ॥ ~~...~~

মধুর মধুর "চিং চিং বেনু বেনু" বাজিয়ে
চাইছো কিছু উঠিয়ে। (মেঘলা-ঘুমঘুম - ...)

উইলো ॥ মেঘলা দি. মেঘলা দি চিং চিং

মেঘলা-ঘুমঘুম বেণুর বাঁশে বাঁধিয়ে আয়োজ!

বেণু ॥ ৩ ~~...~~ (আঁধার ২) মেঘলা-ঘুমঘুম আমার সব ...
ছুটি কাটে নিয়ে আনিয়েছ!

৭৯

কমলাকান্ত ॥ (হাসিমুখে) সে কথা। ও যখন থেকে আমার
সংসারে উঠেছে আমার দিকে দেখে দেখে।
তবে লোকে আমাকে কেমন? মামার মামার
কেবল চিঠি দিতেই হবে! — ওটি কেবল
কেন? ভেবেছো ~~[illegible]~~ মুক্তো মানিক
নয়। তোমার শুধু নিজের চিঠির ~~[illegible]~~ নয়।
লোকের সাহিত্যের তোমার দায়িত্ব সংসার-ভার
বইয়ে মানুষে মানুষ ~~[illegible]~~
তোমার — তোমার অনেক সাহস ছেলে এ
সংসার-প্রতিভার — সেইদিন সাহিত্যের মুক্তো-
মানিক পাবে — তার আগে নয়।

অর্জুন ॥ ওদের নামিয়ে দিয়ে মামাকে নিয়ে চলো কমলাকান্ত দিদি
চাঁদের দেশে। [illegible]

কমলাকান্ত ॥ তাই হবে চল। ([illegible])

(উঁচু চাঁদের দেশ)

৮০

জোনাকিদের সব ~~[illegible]~~ উঠ উঠ।
আজ রাত্রি কি হলো তার পাছে। চাঁদ
পাতির ন! উঠ! উঠ!

অর্জুন ॥ ঠিক দাদা উঠিয়েছিল — ও নতুন চাঁদের [illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~!
আমি তখন তো তাঁদের [illegible] দেখা দেখি!

আধ্যাত্মিকতা

www.icsbook.info

www.icsbook.info

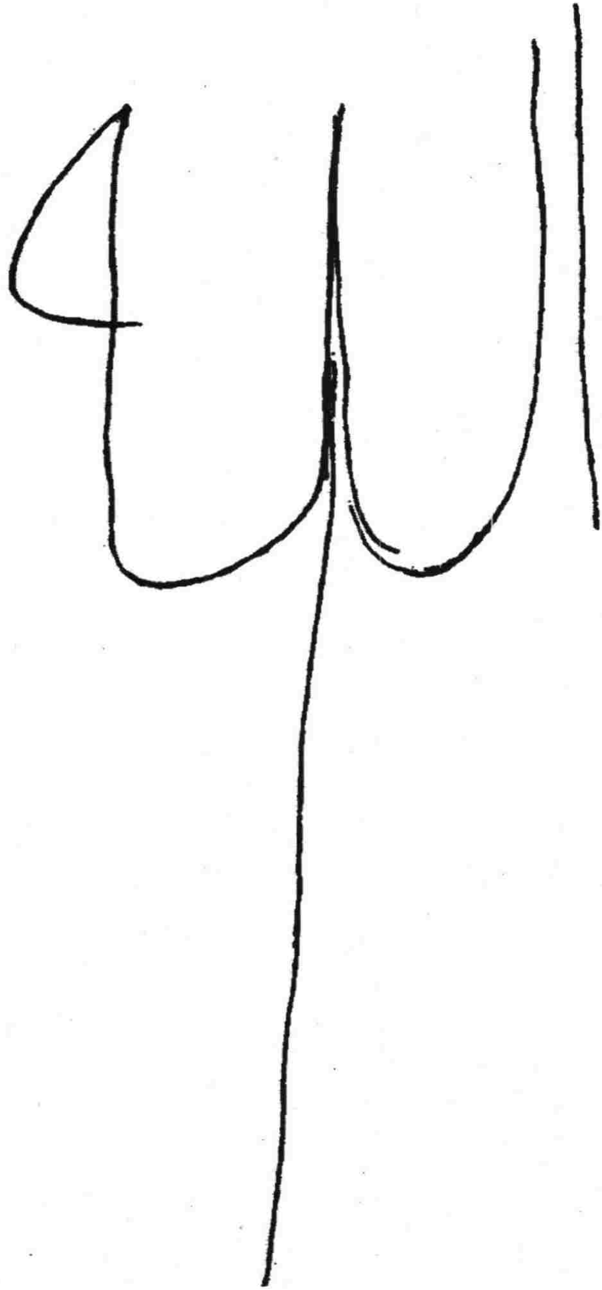

www.icsbook.info

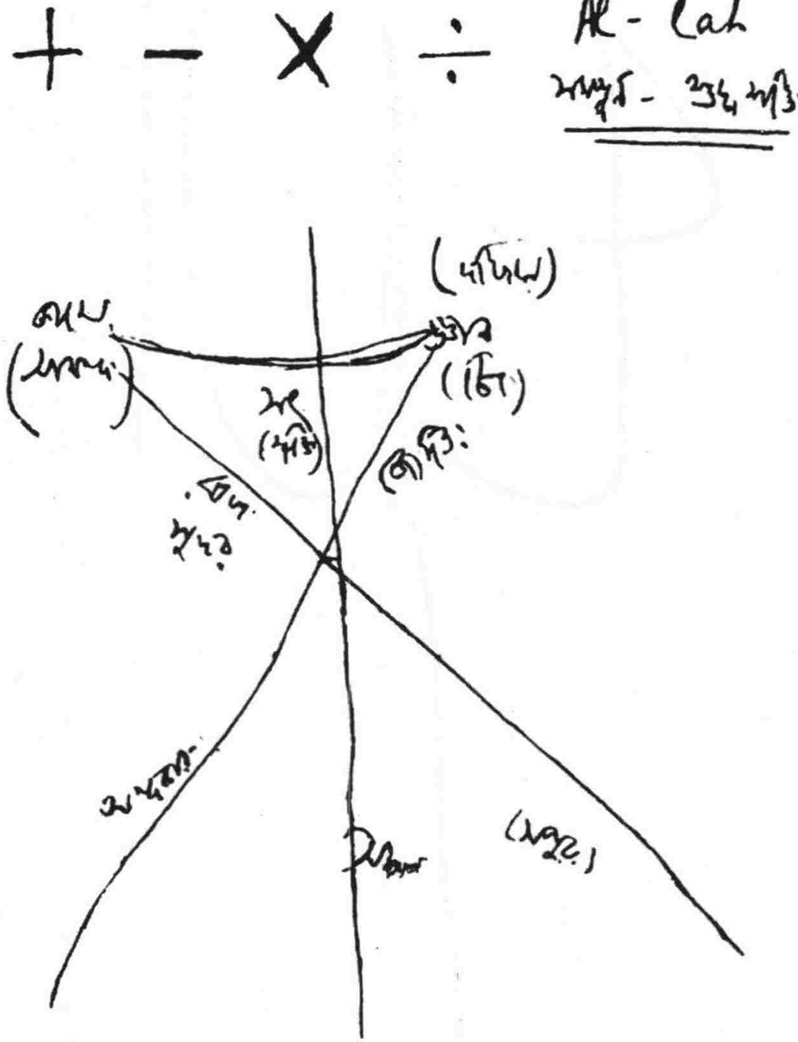

www.icsbook.info

"Ruyat" continued

If He is Omnipotent. He is potent to manifest Himself in any manner anywhere, & at any time He likes.

"Mutazila" & the "Shia" doctors are opposed to "Ruyat" (beholding).
Ruyat – in term (ON) = complete beholding.
Light of Essence = His pure & colourless self.

Beholding of God is of five kinds. (1) in dream with the eye of heart. (2) beholding Him with his ordinary eyes. (3) Beholding in an intermediate state of sleep & wakefulness. (4) Beholding in special determination – (5) beholding the one Self in the multitudinous determination of the internal & external worlds.

Perfect manifestation = Mazhar-i-Alam
২মোমি ওহী = wahi. Divine revelations.
Saluk = (Journey) – Tarikat (Path)
Absolute = Mutlak. Determined = মুকাইয়্যদ।
Arif = Knower of Allah. Ma'rifat = ওহী বিদ্যা
Knowledge of Allah

Sufism

"[illegible]
[illegible]
"If a drop can be ocean. [illegible]
why should it then be pearl?"

([illegible])

[illegible] = (Anasir) عناصر

1st :- Ansari-Azam (عنصر اعظم) } [illegible]
or ~~[illegible]~~ Arshi Akbar ⟶ The great Throne
The great element

2nd Baid (بعید) ~~[illegible]~~ [illegible]

3rd آتش ([illegible]) [illegible]

4th آب water [illegible]

5th خاک : [illegible]

[illegible] = [illegible]. [illegible]. [illegible]।

[illegible] = [illegible]। (Surrounding element

[illegible] = [illegible] (Emotions) [illegible]।

[illegible] = is enveloping all + covering every thing.

↳ is permanent i.e. it is not transitory.

[illegible]। ([illegible])

চিশ্‌তিয়াদের মতে পুরুষের নাম Love (ইশ্‌ক) [illegible]
মহম্মদীয় মতে হল, ইশ্‌ক (?) "ইশ্‌ক" is Love এর নাম
[illegible] (Ruh-i-Azam) The great soul. |
(রুহ-ই-আজম) (?)

(~~Ruh-i-Azam – [illegible]?~~)

Ruh-i-Azam is understood a reference to the soul of Mohamad and (further) to the "Complete soul" of the Chief (of the Faithful)
অর্থাৎ ইসলামের রুহ (Ruh-i-Azam) হল "হিরণ্য-গর্ভ" + "Avasthatman" (?) ([illegible])

ইহা হইল "নফ্‌স" (?) - which is said to be the breath of the Merciful (Rahman) from which springs air mundane.

যেমন:—
"Everything is perishable but His face ("wajh")
"কুল্লু শাইয়িন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহাহু"

সকল ওয়াজহুল্লাহ্‌ [illegible] । ওয়াজহু = His face.
হিরণ্যগর্ভ ?

ওয়াজহ is the finer body of the Holy Self.

বহিরিন্দ্রিয় = (~~Haw~~ Hawas
حواس

ঘ্রাণ, জিহ্বা, চক্ষু, [illegible], কর্ণ * ত্বক
গন্ধ রস রূপ ~~[illegible]~~ স্পর্শ শব্দ
নাসিকা জিহ্বা চোখ [illegible] [illegible] কান
(শাম্মাহ) (জাইকাহ) (বাসিরাহ) (লামিসাহ) (সামিয়াহ)
[illegible] ذائقه، باصره، لامسه، سامعه
=
Shaghli Pusi Antus = চার।

পঞ্চ অন্তরিন্দ্রিয় (Internal Senses)
(বুদ্ধি, মন, অহংকার, চিত্ত) = অন্তঃকরণ।
সূফি: —
হিসসে মুশতারাক = (সাধারণ জ্ঞান common) কুওয়াতে মুতাখাইয়্যালা (imaginary)
কুওয়াতে মুতাসাররিফা (contemplative)
হাফিজা (Retentive)
ওয়াহমিয়া (Fancying)
চিত্তের সংস্কৃতি [illegible] — [illegible]
[illegible]

[illegible] = [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
Evil

[illegible] – [illegible] [illegible] – [illegible] ও [illegible]
Determination – abandonment (doubt).
[illegible] message [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]।

[illegible] : [illegible] — [illegible]।
[illegible]।
([illegible] Love [illegible] "[illegible]" [illegible])

[illegible] — [illegible]।
[illegible] [illegible]। [illegible] ([illegible])।
[illegible] = (middle stage) [illegible]।
[illegible] [illegible]। [illegible] my self [illegible]।

[illegible] = [illegible]। [illegible]।

"[illegible]" [illegible] = perfect wisdom [illegible]।

[illegible] – [illegible]।
[illegible]।

২৮৫
আবুল আরওয়াহ = Abul Arwah: "[illegible]"।
এই [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] "[illegible]"। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। "[illegible]"-ই [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]।

=

আশগাল (Ashghal) شغل اشغال।
[illegible] [illegible]। [illegible] = [illegible]।
হু = (He) = [illegible]। [illegible] = ([illegible], I) [illegible]।
হুয়া = He is I. = [illegible] ≠ He is God.

=

[illegible] ([illegible]-ই-[illegible] [illegible])।

সুফিমতে আল্লাহর দুই বিভূতি — Beauty & Majesty
অর্থাৎ "জামাল" ও "জালাল"। এই দুই attributes
[illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible]।
[illegible] = [illegible] — [illegible]. [illegible]. [illegible]। = [illegible] [illegible], [illegible]. [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]"
নাম দেন।
[illegible]. [illegible] [illegible] = [illegible], [illegible], [illegible]

২৩/ ব্রহ্ম = জিব্রাইল = ব্রহ্মা | Superintending angels.
বিষ্ণু = মিকাইল = বিষ্ণু |
রুদ্র = ইস্রাফিল ।= মহেশ |

এই তিন অংশ "ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও রুদ্র" সমস্ত সৃষ্টির উপাদান।
[illegible]।

ব্রহ্ম = জিব্রাইল = ব্রহ্মা = বাণী শক্তি + Divine utterance
সরস্বতী + সাবিত্রী অন্তর্যামী শক্তি।

বিষ্ণু = মিকাইল = [illegible] ও [illegible]।

মহেশ = ইস্রাফিল শিঙ্গায় ফুৎকার = Two blowing horns সৃষ্টি
ও বিনাশ = এই মহেশের ধ্বংস ও সংহার।

ঐ তিন অংশের প্রকৃতি = শক্তি বা দেবী বা মূর্তি।
Potential Power.

অতএব শক্তিই ঐ তিন দেবতার জননী বা মাতা।

ব্রহ্মার সরস্বতী শক্তি। বিষ্ণুর লক্ষ্মী শক্তি।
মহেশের পার্বতী শক্তি।

আত্মা

আত্মা = রূহ. Common Soul = জীবাত্মা

পরমাত্মা = রূহল আরওয়াহ = The Soul of Souls.

জীবাত্মা হচ্ছে এই Pure Self when determinate & fettered
in respect of [illegible]
[illegible]

The Self that was determined in eternity past [illegible]
Known as Ruh-i-Azam (Supreme Soul)
& is said to possess uniform identity with the
Omniscient being.
Now, the soul in which all the souls are
included is known as Paramatma or
Abul Arwah.

দেহ ও মন [illegible] inter-relation
body + soul [illegible]
[illegible]।

[illegible] + August
Emission

[illegible]
[illegible]।

=

বায়ু (পঞ্চ) : [illegible]

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান - পঞ্চবায়ু।
প্রাণ - নাসিকা থেকে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত যে বায়ু সঞ্চরণ
করে - তাই প্রাণবায়ু = ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না।

অপান = from the buttocks to the special organ - is
encircling the navel is the area of life.
নাভি থেকে [illegible] পর্যন্ত [illegible] - [illegible]
পরিচালিত হয়।

www.icsbook.info

সাধন:- moves inside the breast to the navel. এবং ও
কণ্ঠমূল [illegible] হইতে আরম্ভ হয়।

২য় ধাপ:- [illegible]

৩য় ধাপ = [illegible]
[illegible] হইতেছে।

=

The four worlds (Awalim-i-
عوالم اربعه Arba'a)

সুফীদের মতে সৃষ্টিজগতে চারটি [illegible]

১। নাসুত (The human world) ২। মালাকুত (The invisible world) ৩। জাবারুত (The Highest world) ৪। লাহুত (The Divine world). মালাকুতের অপর নাম 'Alam-i-mithal' আলম-ই-মিসাল. The world of similitude = Invisible world!

অবস্থা: জাগ্রত. স্বপ্ন. সুষুপ্তি ও তুরীয়।
নাসুত // মালাকুত // জাবারুত // লাহুত
স্থূল সূক্ষ্ম কারণ মহাকারণ

জাগ্রত
নাসুত = world of manifestation & wakefulness.

স্বপ্ন বা মালাকুত = ... souls & dreams.

জাবারুত = in which the traces of both the worlds disappear & [illegible]

www.icsbook.info

Tasawwuf "[illegible]" ([illegible]) consists in sitting for a moment without an attendant i.e. finding without seeking, beholding without seeing.
[illegible] ।

[illegible] = Pure existence encircling including & covering all the worlds.
[illegible] progress in [illegible] —
[illegible] = ultimate [illegible] = [illegible] ।।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।

[illegible] ([illegible]) [illegible] ।
[illegible] — from the same [illegible] of the [illegible]
[illegible] "[illegible]" [illegible] Be or "[illegible]"
[illegible] ।

[illegible] = [illegible] "[illegible]" ([illegible]) [illegible]
[illegible] । [illegible] ।
[illegible] । "[illegible]," [illegible] -
[illegible]" (the sound of the Absolute) or "[illegible]
[illegible]" (the Sultan of all devotional exercises)
this sound is eternal + [illegible]
[illegible] । [illegible] ।

২। [illegible] = [illegible]
— [illegible] ।

৩। [illegible] = [illegible] । = [illegible]
: [illegible]" = The great name.

www.icsbook.info

Ism-i-Azam - Al-Hayy-ul-Kayyum. [illegible]
Ar-Rahman. Ar-Rahim.
[illegible] = [illegible] ।

[illegible] ।

[illegible]

[illegible] = [illegible]

Jalal (Majesty) Sun coloured. Ruby-coloured. fire coloured.
Jamal (Beauty) moon-coloured, Pearl coloured. or water-coloured.
Lastly the "Light of the Essence" which is devoid of all colours. is the Light of Allah.
[illegible]

Vision of God = Ruyat. [illegible]
[illegible] = Vision of God. ([illegible])

Men of the Book = Ahli Kitab.
Zat-i-Baht = (Pure Self) : ([illegible] ?), which can be beheld, is an impossibility. Pure Self is undetermined whereas He could be determined He is manifest in the veil of elegance

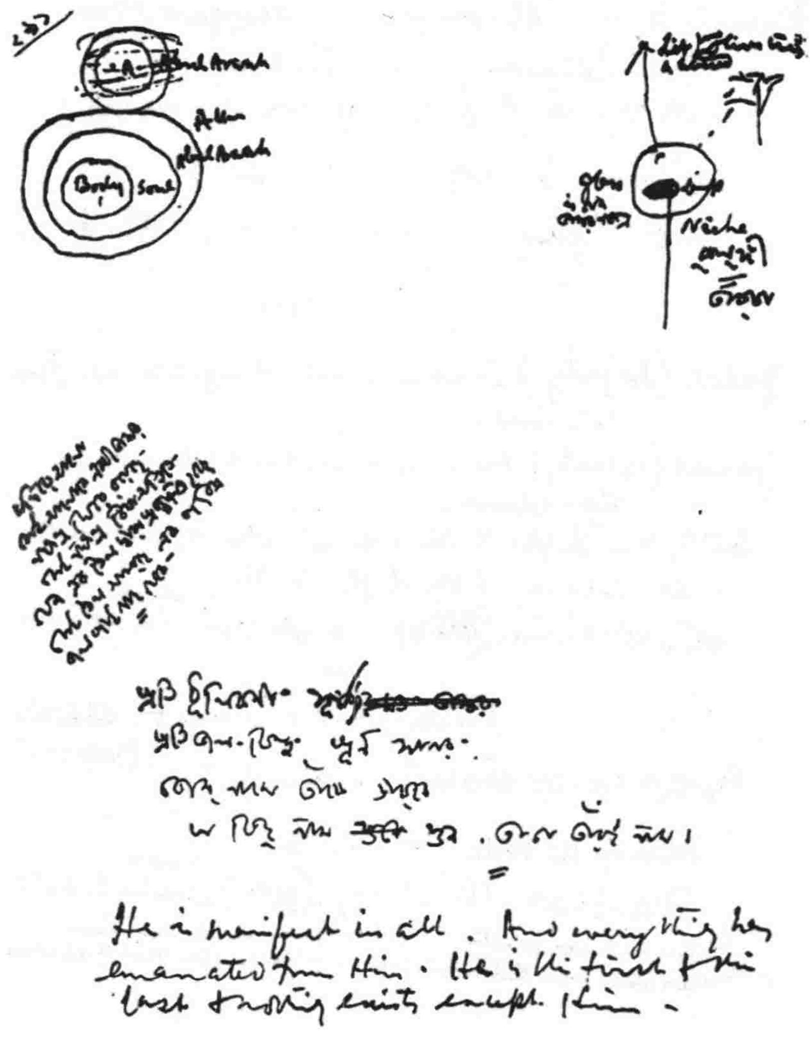
Body
Soul
He is manifest in all. And everything has emanated from Him. He is the first & the last & nothing exists except Him.

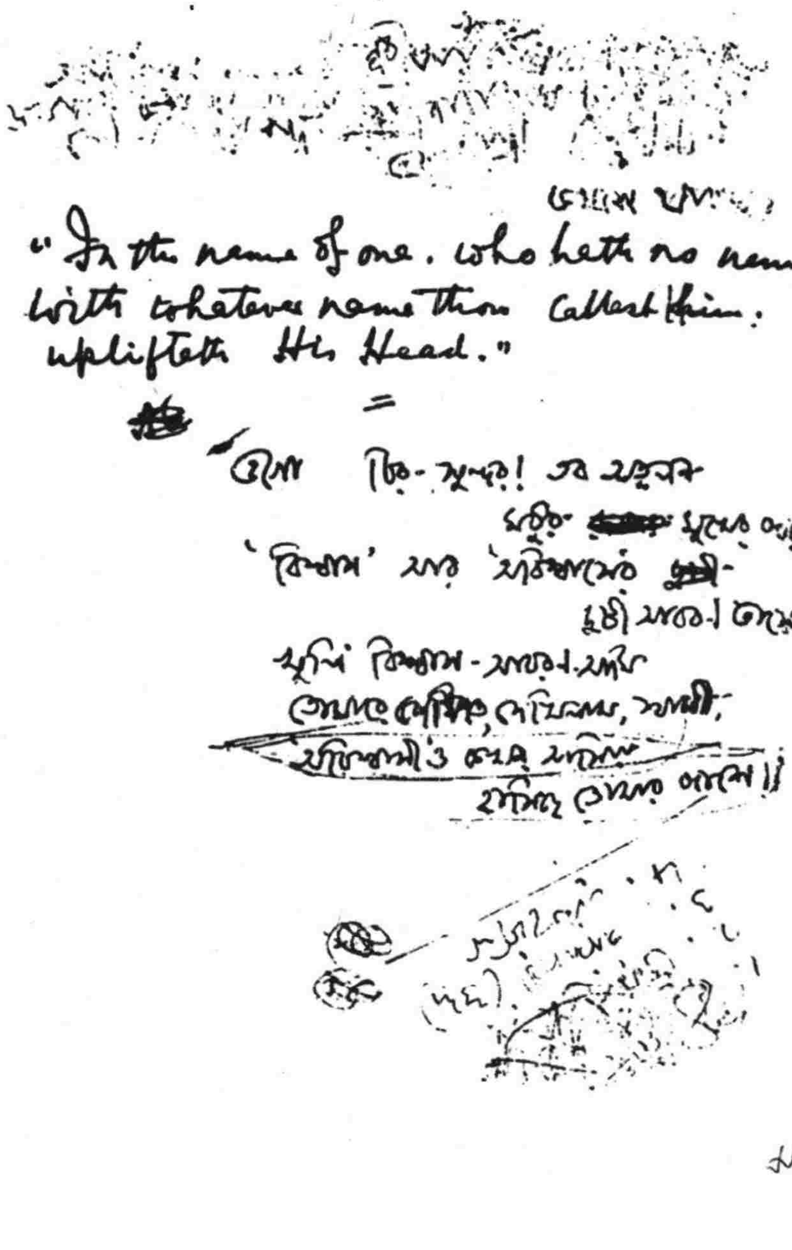

"In the name of one, who hath no name with whatever name thou callest Him, upliftetth His Head."

www.icsbook.info

www.icsbook.info

চিঠি

www.icsbook.info

www.icsbook.info

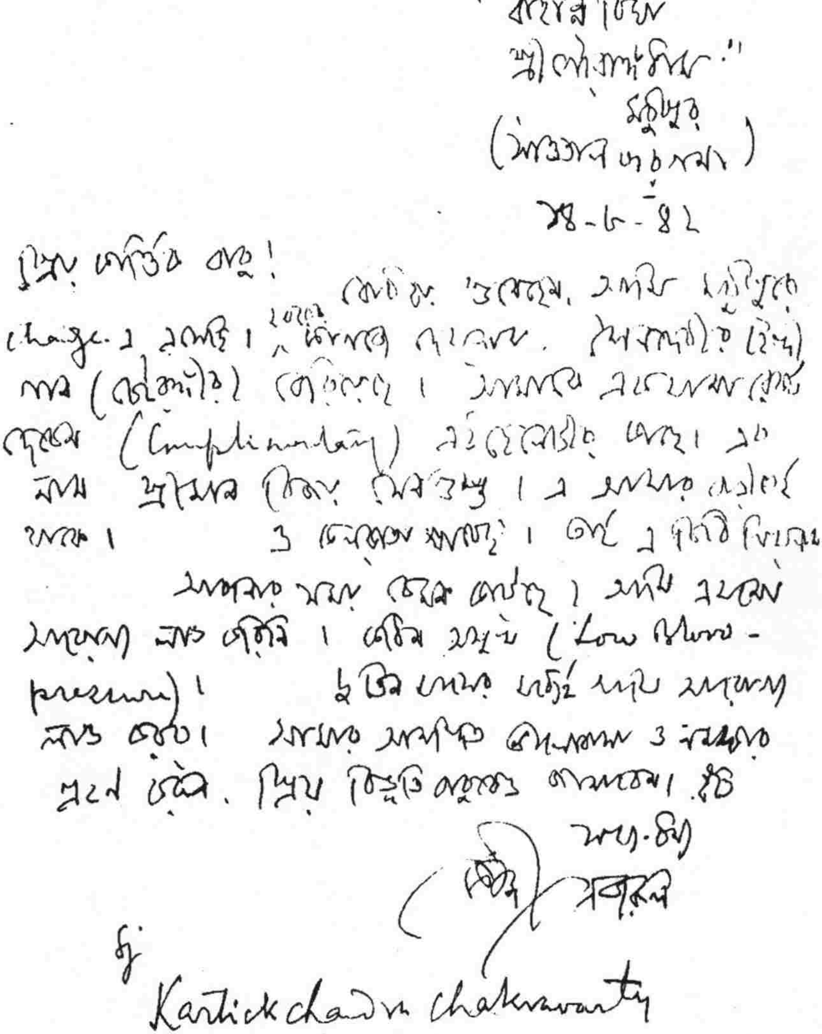

সেনোলা কোম্পানির ম্যানেজারকে লেখা চিঠি

www.icsbook.info

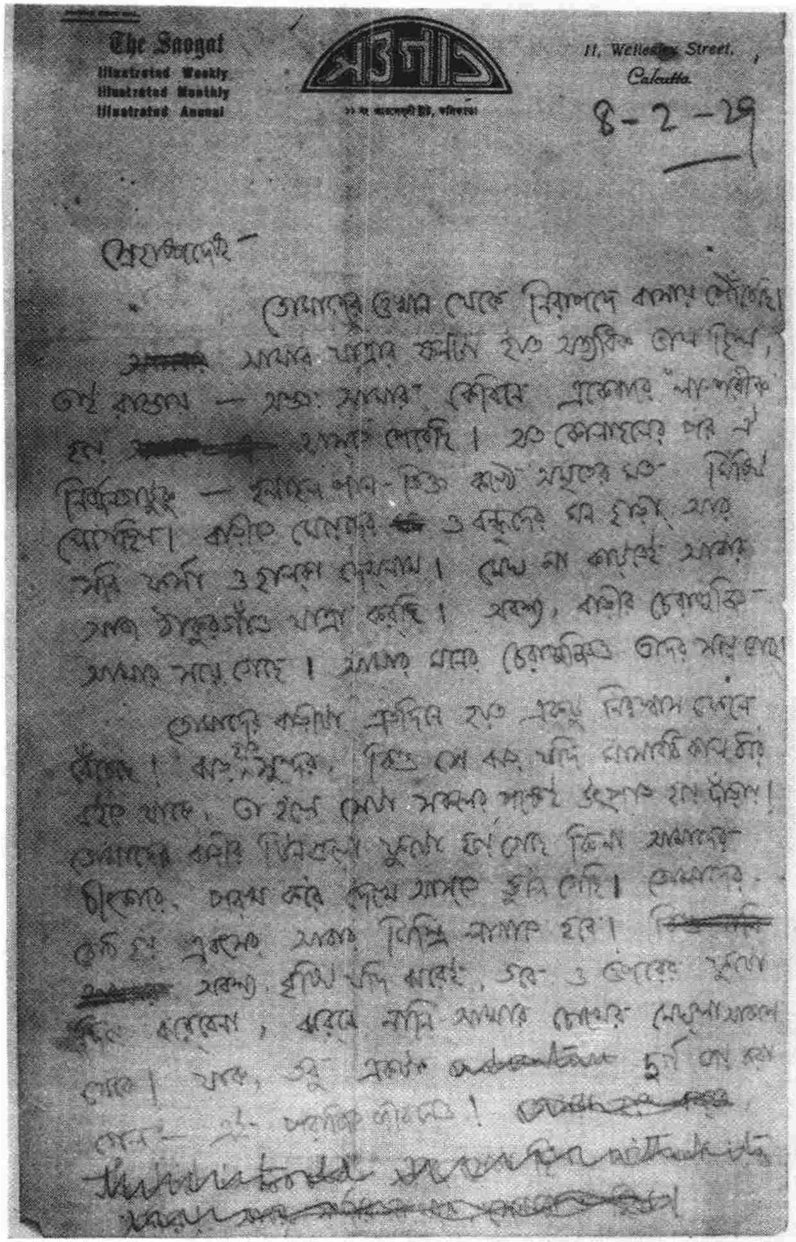
The Saogat
Illustrated Weekly
Illustrated Monthly
Illustrated Annual

11, Wellesley Street,
Calcutta.

4-2-27

৪-২-২৭ তারিখে হবীবুল্লা বাহারকে লেখা চিঠি

www.icsbook.info

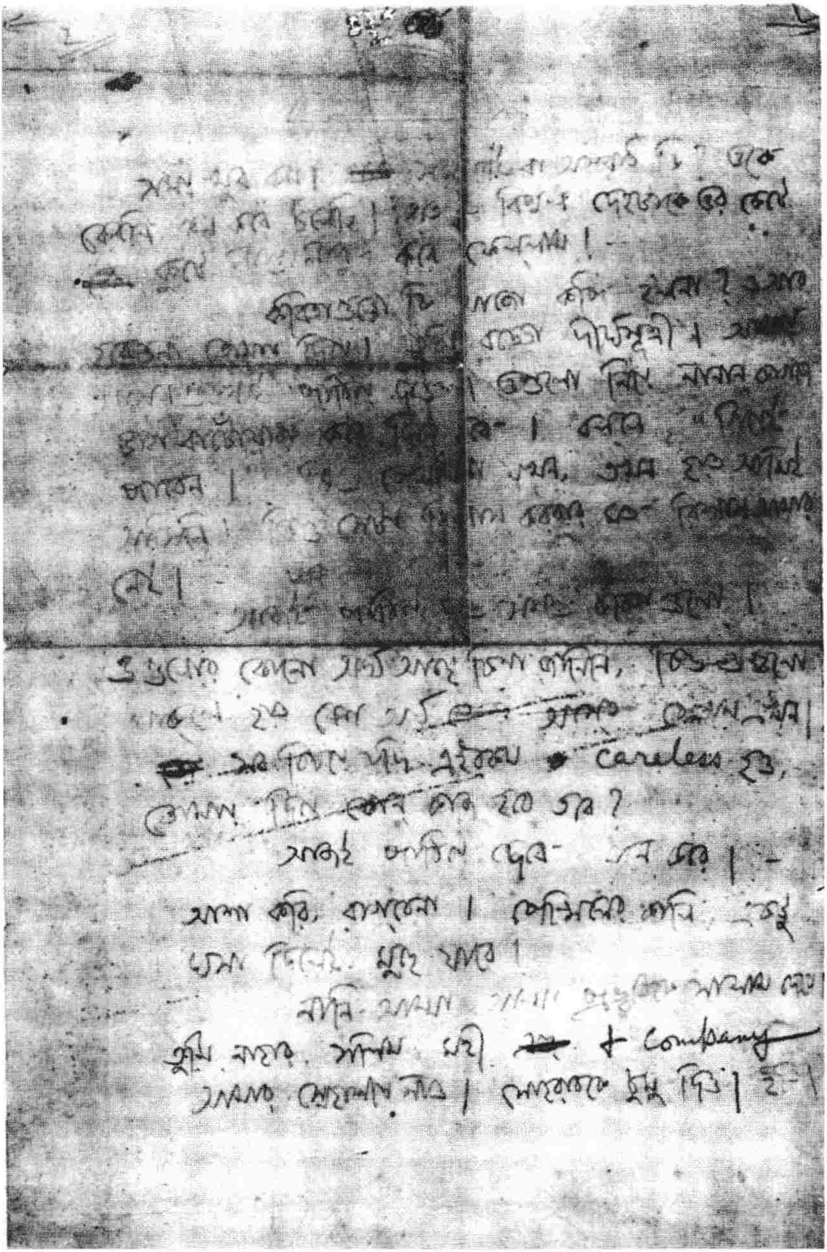

৪-২-২৭ তারিখে হবীবুল্লা বাহারকে লেখা চিঠি (শেষাংশ)

www.icsbook.info

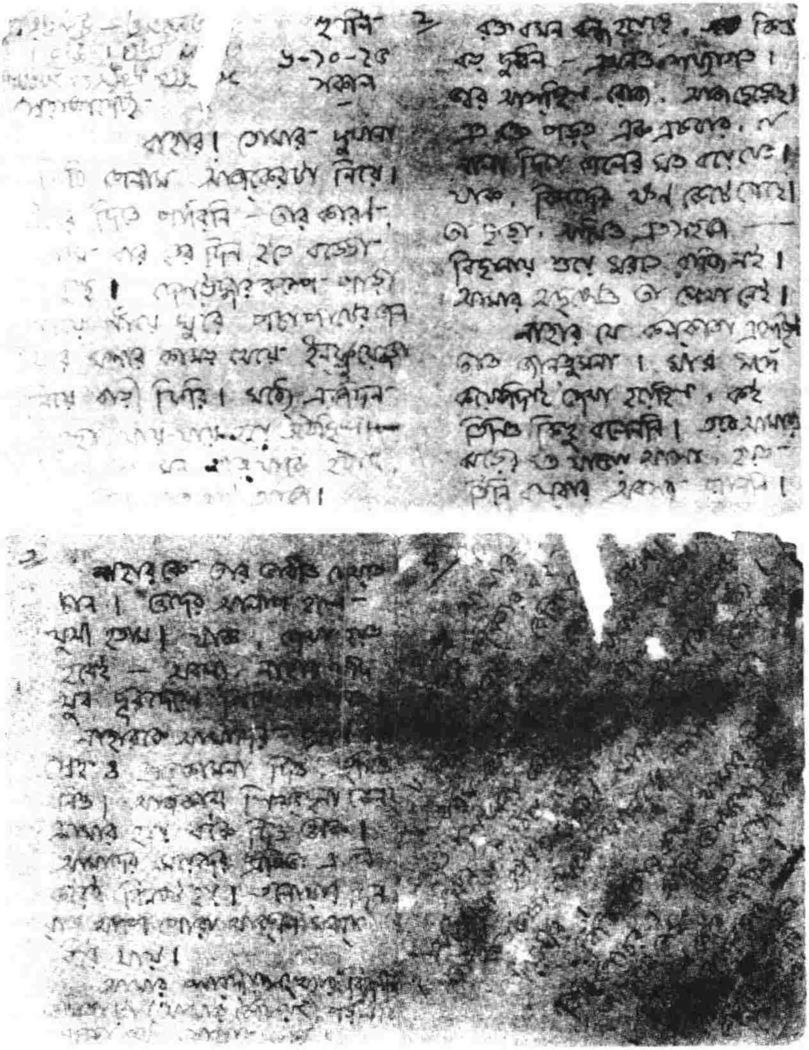

হবীবুল্লা বাহার এবং শামসুন নাহারকে লেখা চিঠি

www.icsbook.info

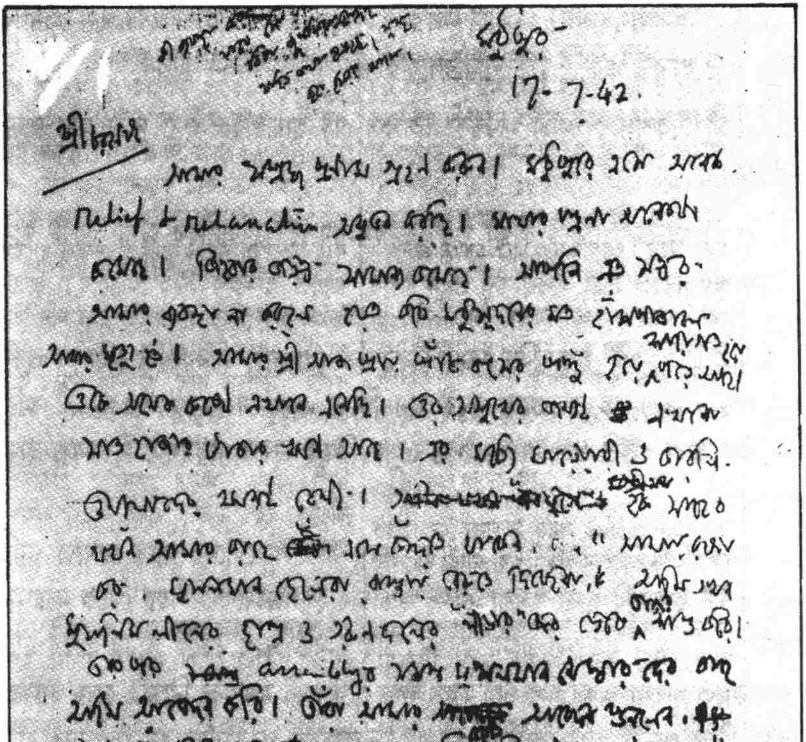
17-7-42

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে লেখা চিঠি

www.icsbook.info

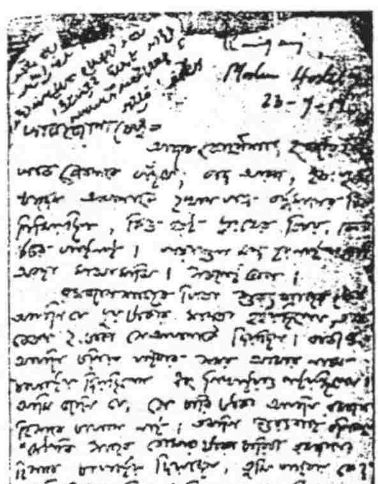

মৌলবি আবদুল গফূরকে লেখা চিঠি

www.icsbook.info

বেতার ভাষণ

www.icsbook.info

www.icsbook.info

বঙ্কিম-চন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ যদি আমাদের আকাশের সূর্য্য-তিমির-ভেদী আলোকের রবি হন, বঙ্কিম-চন্দ্র তা হ'লে সেই তিমির-রাত্রি-প্রভাতের পূর্ব্বাকাশ, সেই রবির অগ্রগামী উদয়-তারা। যখন বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি যে সব প্রতিভার বহ্নিমুখের আবির্ভাব হয়নি — বঙ্কিম-চন্দ্র তাঁদের অনাদি সম্ভাবনাকে প্রস্তুত করেছেন — এই সব জ্যোতিষ্কের সৃষ্টির বীজ তিনিই ছড়িয়েছিলেন। বঙ্কিম চন্দ্র তাঁর পরবর্তী সমস্ত কবি সাহিত্যিকের পিতামহ ব্রহ্মা।

কেরোসিনের ডিবে জ্বালানো আমাদের ঘর যেমন, ... কবি-রবির এই দীপ্তি যেমন তাদের চক্ষু-জীবনের ... হয়, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতির্ময় প্রতিভা তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের চোখ ঝলসে দিয়েছিল — তাই তাঁরা তাঁর সমালোচনা করতে গিয়ে নিন্দাবাদই বেশী করেছিলেন। যে সময় বাংলা দেশ সাহিত্য-ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন হয়েছিল সংস্কৃতের টিকি, মিশনারীর ভাঙা-বাংলা এবং মুসলমানদের দোবাসী ভাষায় আচ্ছন্ন হয়ে। সে ভাষার যে রূপ তা আজ বাইরে থেকে প্রাণহীন বলে মনে হবে, গতিহীন, রস-হীন, রূপহীন অসংস্কৃত বাংলা ভাষা বাংলার বঙ্কিম-চন্দ্রই প্রথম বাংলার কবি-

২

মন্দির থেকে এই আসরের ভিত্তি গড়ে। যন্ত্র-সঙ্গীত
উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত - এবং বাংলা গানের এঁরাই প্রসাদ বেণু-
বীণা ও পূর্ণ শ্রীর স্বরে প্রসাদ পেল। ইনিই
[redacted] সংস্কৃত - কাব্য গ্রন্থ-
থেকে বাংলা গানের রস-সন্ধান বাংলার উদ্ধার করেন।
বাংলা গান তো হবে চির-প্রসাদ। [redacted] শ্রী সরস্বতীর পদাশ্রিত-
এঁরাই [redacted] সাধনায় তুলসী জগন্নাথ বাঁশরী
সুরেলা সুরে পূর্ণ সুন্দর প্রেম-ধন রস-ধন
আনন্দ-ধন পূর্ণ রাধা শ্রী কৃষ্ণ সাধ্য গৌরী বিশ্ব-
ঐশ্বর্য বিভূতি শ্রী সম্পদ [redacted] দেখা দেন।

[redacted]। এঁর আসর ও সব ঐশ্বর্য ভাণ্ডার অধ্যাপী
রচনা করে গেছিলেন, তা আনন্দ-প্রদানের অনুরাগী
মনে চির-চিন্তার পূর্ণ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের রাধাই [redacted]
পূর্ণতম হয়েছে। এর সংগীতজ্ঞ ছিলেন তেমন তাঁরা — যাঁরা
বিভূতিময় গীত-গাথা। যাঁদের এ আসর বহুবার আসেনি,
তাঁরা এই সম্মেলনে প্রবেশ করতে পারেননি। তাঁরা বলেছিলেন,
স্মৃতির চিত্র মনে রেখে ও সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে আনন্দের
মেলা — তাই রাখা দেখেছে। [illegible] হরি
সর্বোচ্চ রাখতে সাহায্য প্রচুর করেন কীর্তন-গানে।
[redacted]
দীনতে তা পূর্ণ সম্মানেই রেখেছেন, বাঁধেছেন, তাদের
[illegible] সঙ্গীত সাধনায় কাটিয়ে আমায় [redacted] নিখুঁত করে
এঁকে দেখেছেন। কীর্তন-গান এই আসরে গৌরব অর্পণ।
ও পুণ্যের দীপ্তি সাধনার দিকে চোখ রেখে অনেকে
সম্মানের আশায় সাধনার সুধাদানে — তার [redacted] উৎসবের
কীর্তি প্রেরণায় শান্তি ও বহুকাল দেখেছেন।

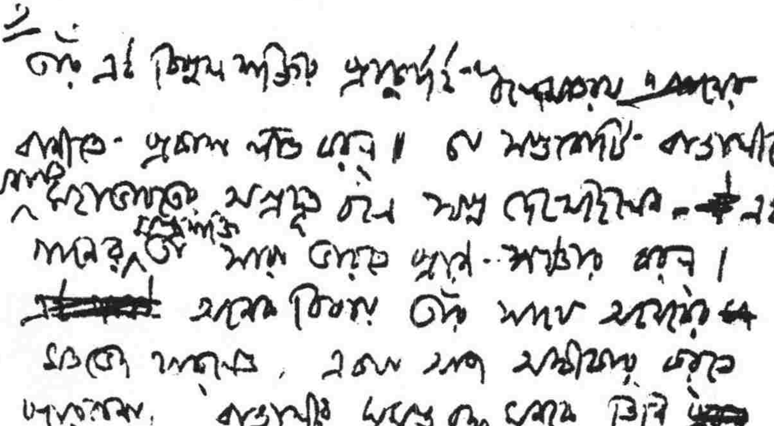

www.icsbook.info

হইয়া দিয়া উঠেছিল। [illegible] রস হীন প্রাণ জীবনে নিপীড়িত বাঙালী নূতন রস আনন্দ পেয়েছিল। সাহিত্য কাব্য- সংস্কৃতি সকল সুকুমার শিল্পই (বিশেষ করে গান), নৃত্য-গীত সকল আনন্দ দিয়া তাহার সাথে এই আনন্দ-রস। জীবনে নূতন জিনিস প্রবেশের সময়। তিনি [illegible] রস-শিল্পীই সব আছেন, সাহিত্যিক জাতিকে সাহিত্য দিয়াছিলেন, তাঁহার মত দেশের- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়া [illegible] প্রথম প্রকাশ দিয়া গিয়াছিলেন।

তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]- [illegible] দিয়ে গিয়েছিল। তাঁদের পূর্ব [illegible] তাঁর মনের ইচ্ছা- [illegible] মূর্তিমান হয়েছিল — [illegible] তাঁর [illegible] তাঁর [redacted] তিনি পেয়েছিলেন, গিয়েছিলেন! তাঁর [illegible] [illegible] পুরাতন হইলেন, হতেন। [illegible] তাঁর [illegible] উঠিল, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] হইলেন। [illegible], [illegible] আছেন নাই।

এইখানে হয়ত তিনি [illegible] [illegible] [illegible] সাহিত্যিকের [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] (কি)।

বিবিধ

www.icsbook.info

www.icsbook.info

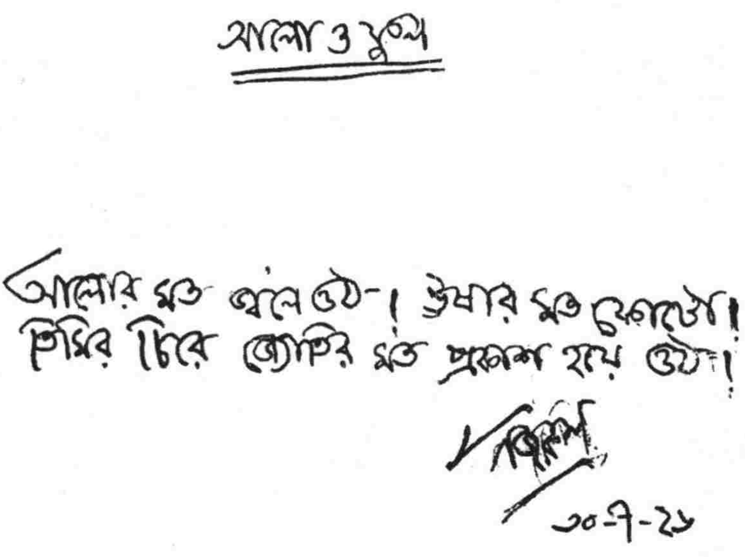
আলো ও ফুল

আলোর মত জ্বলে ওঠ। ঊষার মত ফোটো।
তিমির চিরে জ্যোতির মত প্রকাশ হয়ে ওঠ।

নজরুল
১০-৭-২৬

'সিন্ধু-হিন্দোল' কবিতাগ্রন্থের শুরুর পৃষ্ঠায় লিখিত দুটি পঙ্‌ক্তি

www.icsbook.info

Competition — Sportsmanlike Competition।

~~[illegible]~~

তারপর, সার্বজনীন প্রাচুর্য —

সাম্যবাদের, ~~[illegible]~~ সকল দেশের সকল মানুষের

প্রতি ~~[illegible]~~

সমবেদনা-বোধের জন্য। ~~এই আদর্শ এই [illegible]~~

এই সাম্যবাদের বলেই ~~[illegible]~~ সেদিন এক

চৌদ্দশত পৃথিবীকে ইসলাম তার অর্ধেক

দীক্ষিত করতে পেরেছিল। আজ জগৎ জুড়ে

যে Socialism, Communism প্রভৃতি

সাম্য-নীতির ডঙ্কা বাজছে — তা ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ যদি [illegible] ~~[illegible]~~ সারাদের

[illegible] ~~[illegible]~~ দীক্ষিত হবে।

www.icsbook.info

আমার এই লেখাগুলি — আমার আদরের —
ভাই-বোন বাহার ও নাহার কে
[redacted]
দিলাম।

কে তোমাদের ভালো?
বাহার আন গুলশানে গুল, নাহার আন আলো।
বাহার এলে মাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
নাহার এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান!
তোমরা দুটী ফুলের দুলাল, আলোর দুলালী,
একটী বোঁটায় ফুটেছিলি এসে — নয়ন ভুলালি!
নামে নাগাল পাইনে তোদের, নাগাল পেল বাণী, —
তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি!

নজরুল ইসলাম

চট্টলা —
৩১-৭-২৬

'সিন্ধু-হিন্দোল' (১৯২৭) গ্রন্থের উৎসর্গপত্র

www.icsbook.info

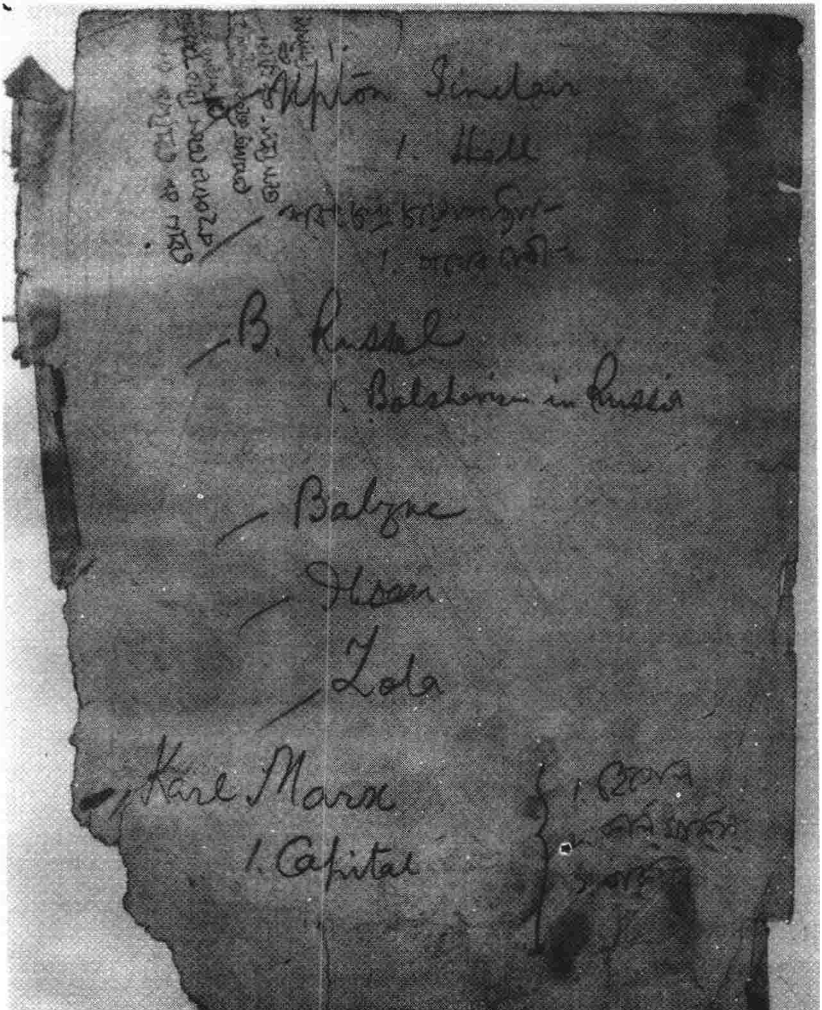

কবিতার খাতার তৃতীয় পৃষ্ঠা

www.icsbook.info

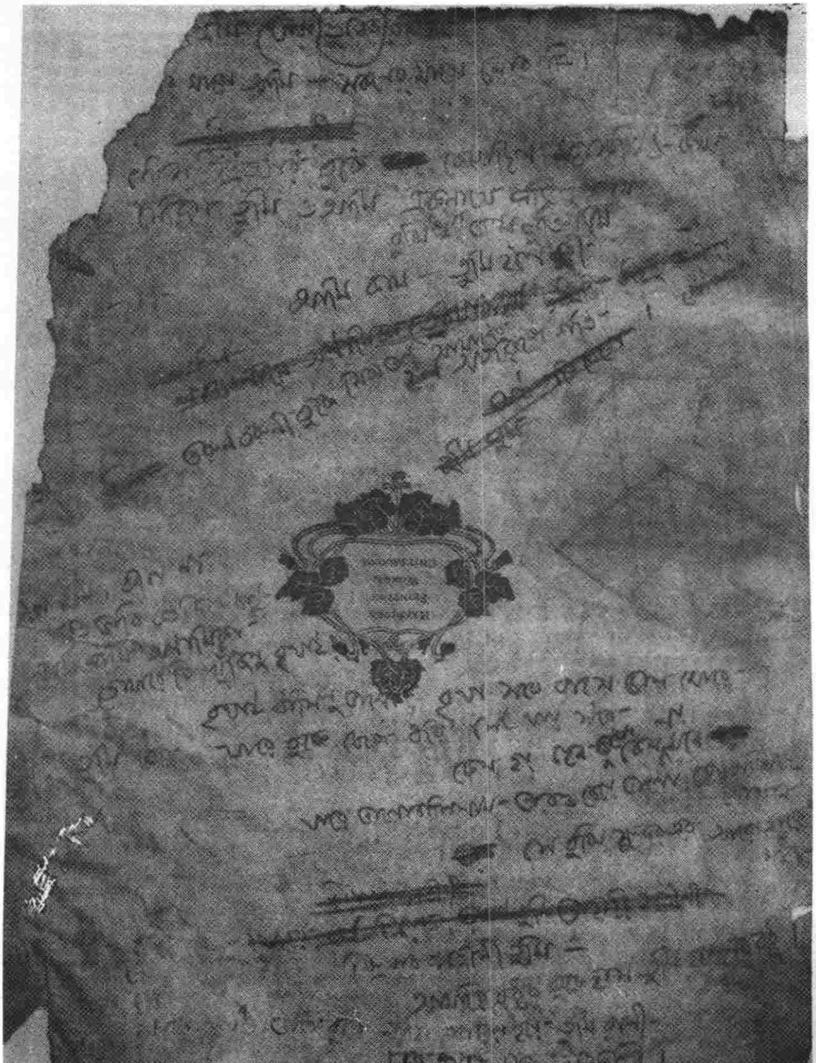

কবিতার খাতার চতুর্থ পৃষ্ঠা

www.icsbook.info

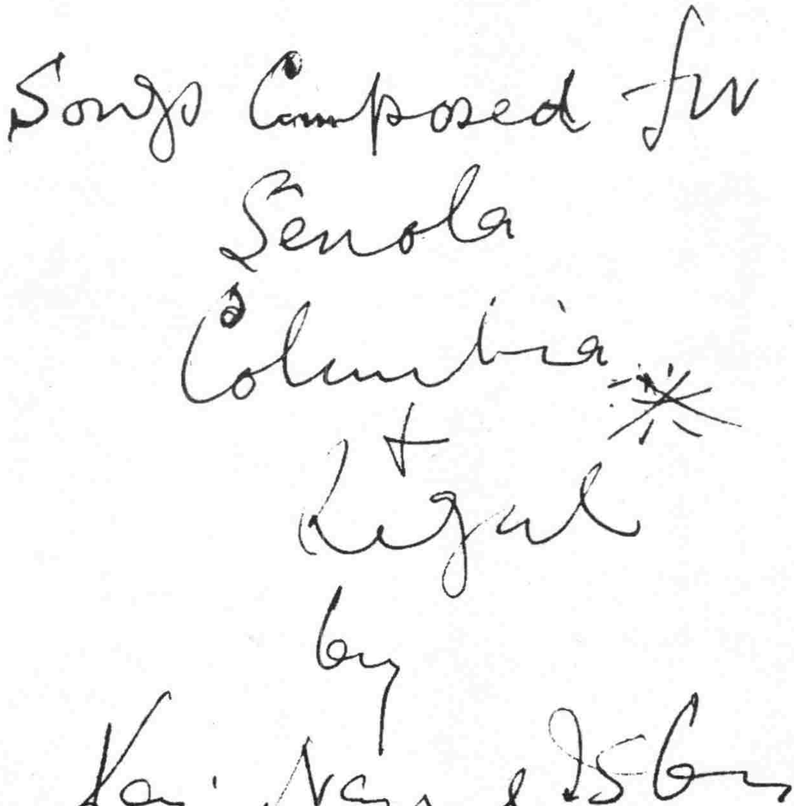
Songs Composed for
Senola
Columbia
&
Regal
by
Kazi Nazrul Islam

ইংরেজি গানের খাতার প্রথম পৃষ্ঠা

www.icsbook.info

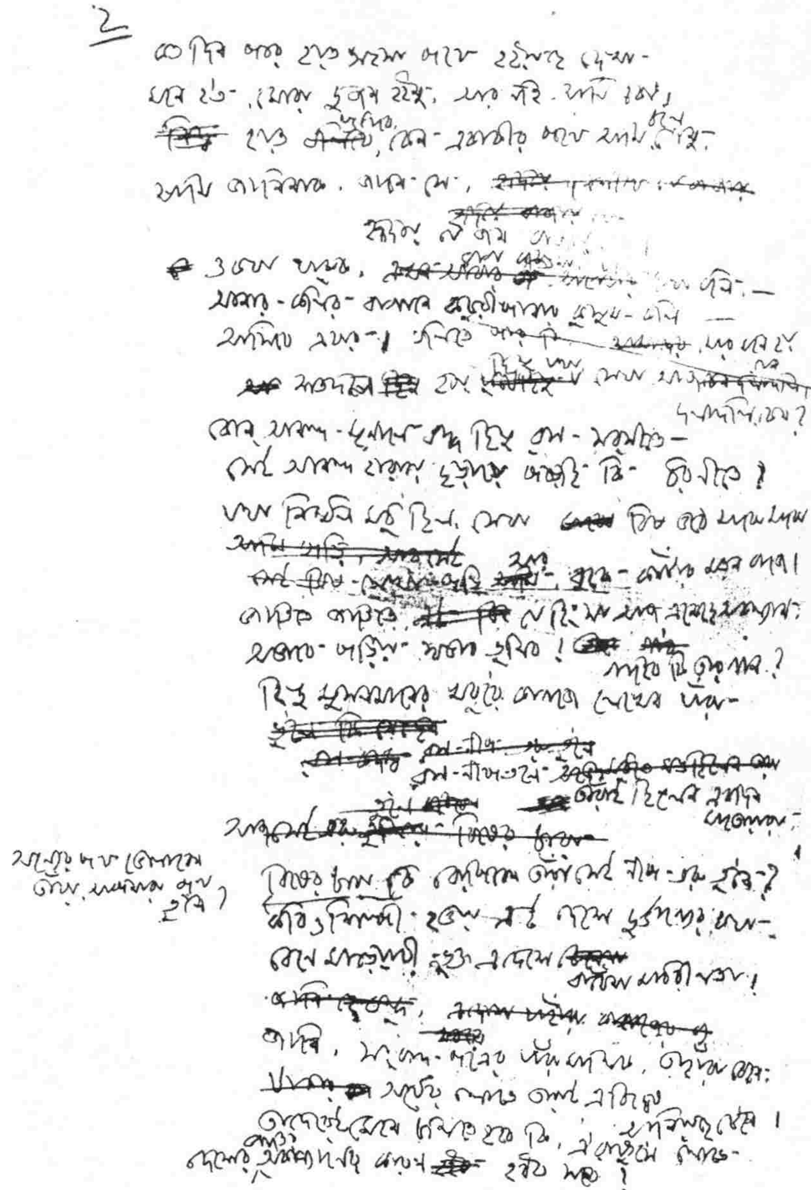

'বন্ধুরা এসো ফিরে' কবিতার অংশ বিশেষ

www.icsbook.info

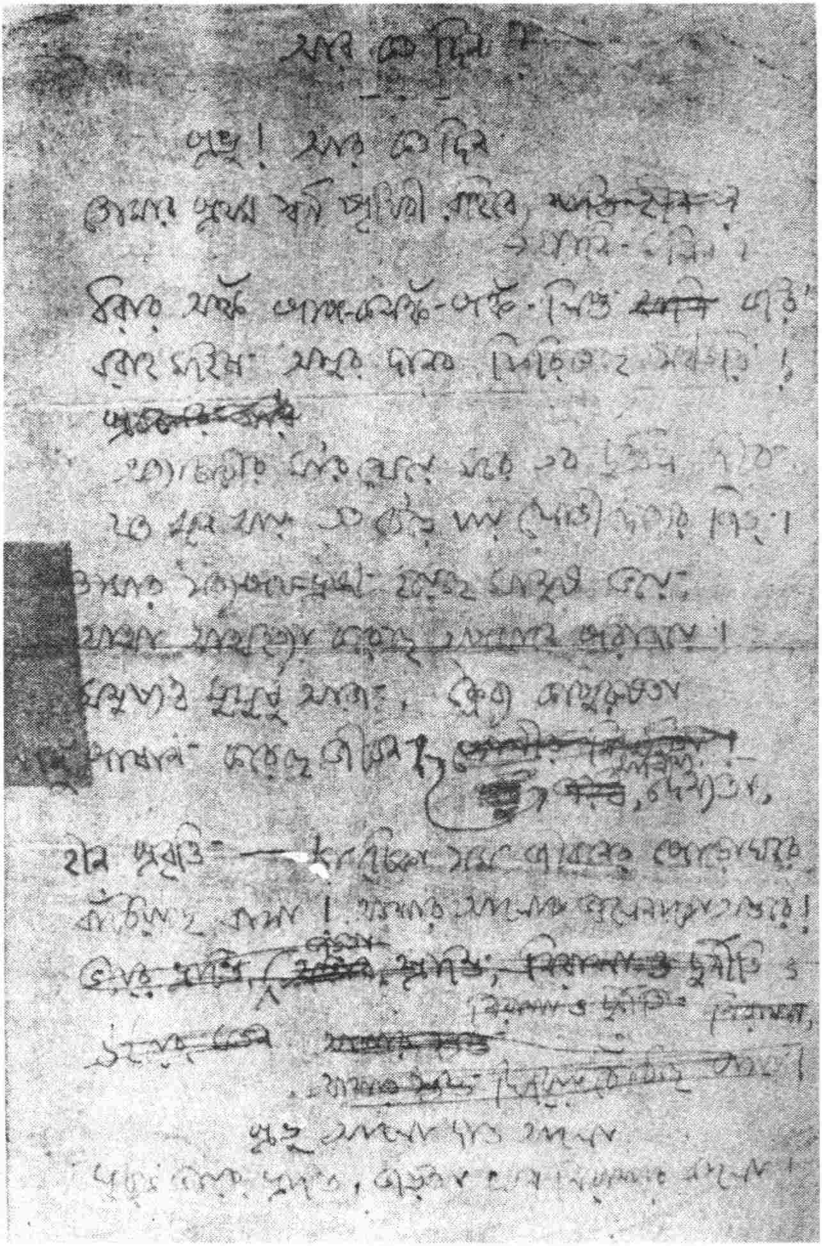

'আর কতদিন?' কবিতার অংশ বিশেষ

www.icsbook.info

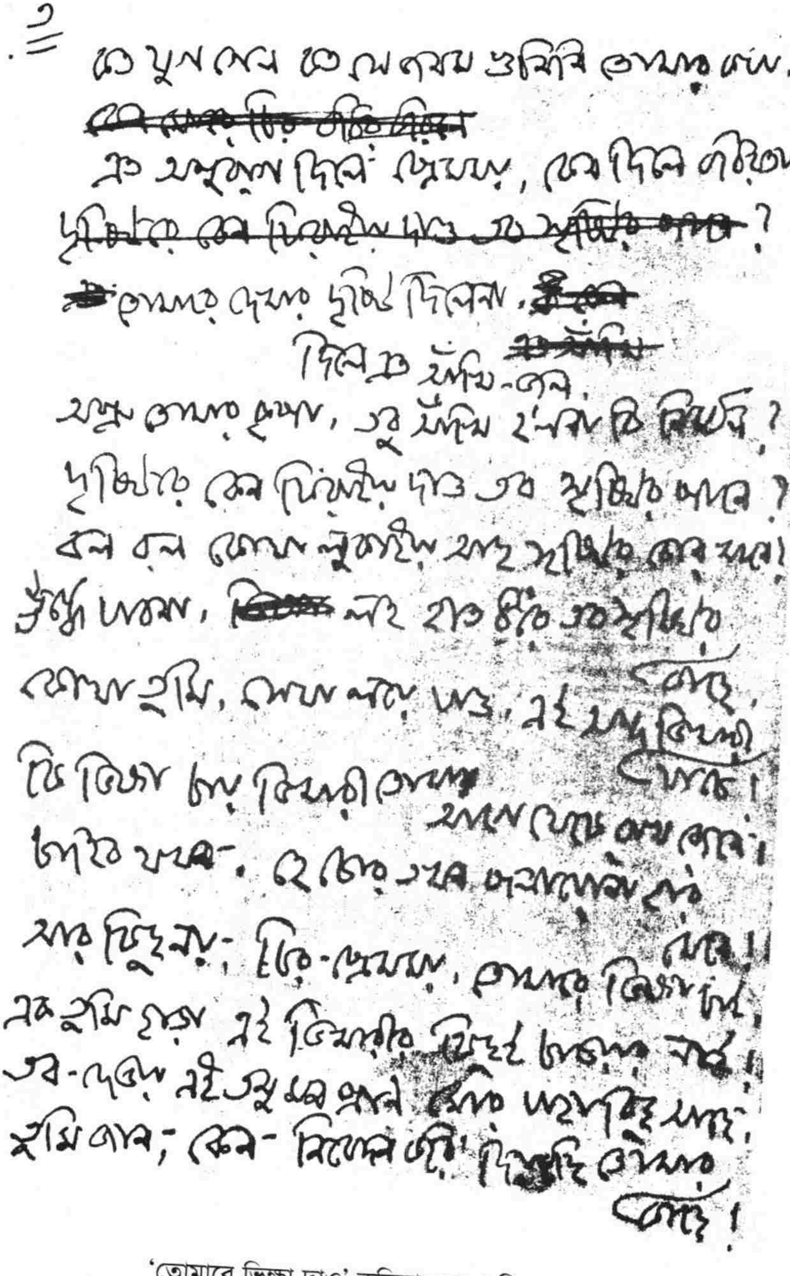

'তোমারে ভিক্ষা দাও' কবিতার অংশ বিশেষ

www.icsbook.info

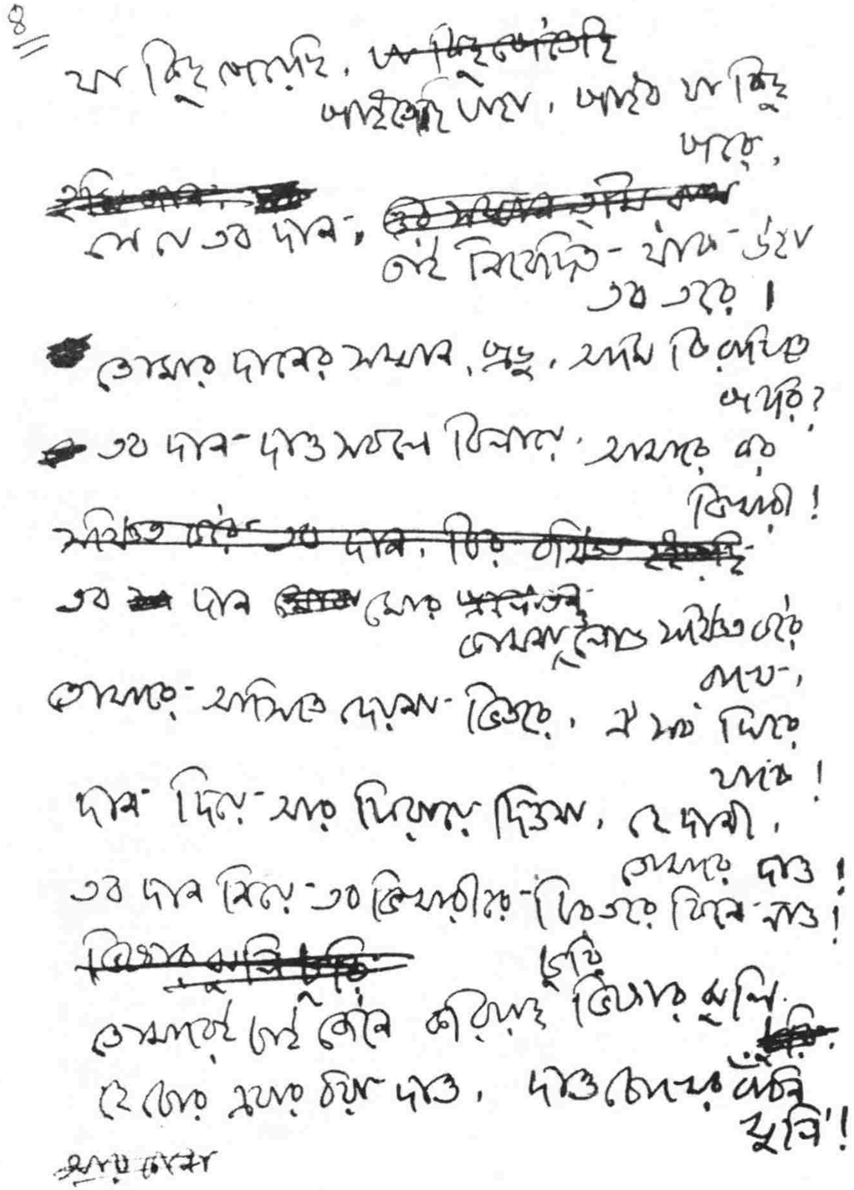

'তোমারে ভিক্ষা দাও' কবিতার অংশ বিশেষ

www.icsbook.info

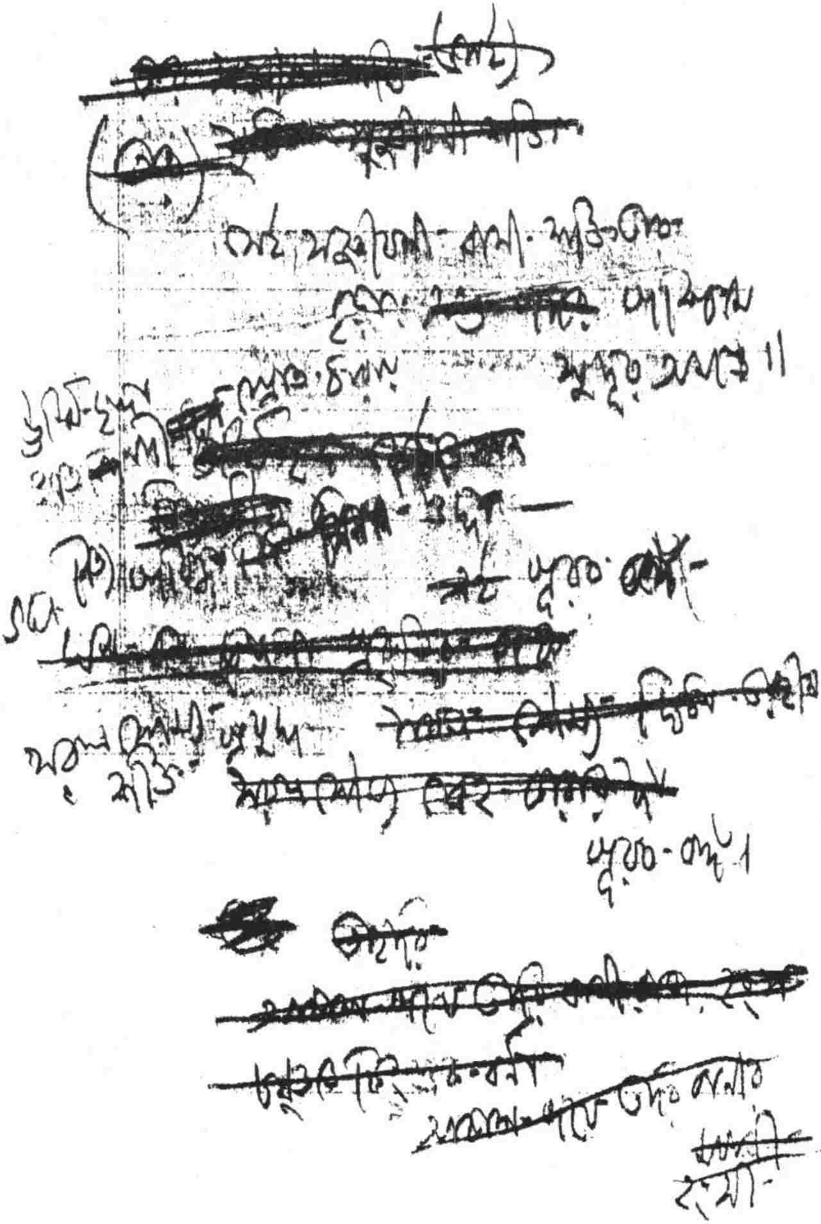

'পূরবঙ্গ' রচনার অংশ বিশেষ

www.icsbook.info

২। এই অঙ্কে ~~শ্রীমতী~~ গান হইবে "শুদ্ধ সারং"।

এর আরোহী:— সা, শুদ্ধ রেখাব, শুদ্ধ মধ্যম, শুদ্ধ রেখাব, কড়ি মধ্যম, পঞ্চম, তীব্র নিখাদ, সা।

অবরোহী:— সা, তীব্র নিখাদ, তীব্র ধৈবত, পঞ্চম, কড়ি মধ্যম, পঞ্চম, শুদ্ধ মধ্যম, শুদ্ধ রেখাব, সা।

রেখাব বাদী, পঞ্চম সম্বাদী। অন্য সকল সারং রাগ দিনে দ্বিপ্রহরে গাইতে হয়।

"শুদ্ধ সারং" রাগে গান শুনুন শ্রীমতী-শৈল দেবীর কণ্ঠে।

গান:—

তুমি-নিদাঘ বাতায়ন মেলে-
আসলে প্রিয়-সুন্দর এলে॥—

সারং রঙ্গ গীতি আলেখ্যর 'শুধু সারং' রাগের বর্ণনা

www.icsbook.info

পুষ্পগন্ধী ফুরফুর সমীর আসার লোভে। -

১। "সাওন্ত সারং" সম্পূর্ণ খাম্বাজী শৈল দেশী। এর:
সারং সকল সারঙের চেয়ে শ্রুতি মধুর।
এর আরোহী :— সা, রে, মা, পা, নি (তীব্র),
সা। অবরোহী :— সা, কোমল নিখাদ, শুদ্ধ ধৈবত,
পঞ্চম, শুদ্ধ মধ্যম, শুদ্ধ রেখাব, সা।
অন্য সকল সারঙে অবরোহীতে ধৈবত লাগে না — অবরোহে
সা, কোমল নিখাদ, পা, মা, রে, সা — এইরূপে
স্বর প্রয়োগ হয়। কিন্তু "সাওন্ত সারং"-এ
অবরোহে ধৈবত লাগে। অবরোহীতে সা,
কোমল নিখাদ, শুদ্ধ ধৈবত, পঞ্চম লাগে।
এর বাদী পঞ্চম, সম্বাদী রেখাব।
এই সারঙে একটু বৃন্দাবনীর রংএর আমেজ আছে।

সারং রঙ্ গীতি আলেখ্যর 'সাওন্ত্ সারং' রাগের বর্ণনা

www.icsbook.info

২

ষট্ কল্যাণ

— কাজী নজরুল ইসলাম

শুধ্‌-কল্যাণ

কল্যাণ রাগ সন্ধ্যার সময় গীত হয়। কল্যাণের নামের মতই এই রাগ শান্ত, স্নিগ্ধ, মধুর, উদার। প্রথমে "শুধ্-কল্যাণ" অর্থাৎ "শুদ্ধ-কল্যাণ" রাগ গাওয়া হচ্ছে।
এর আরোহী :- সা, রে, গা, পা, ধা, র্সা।
অবরোহী :- র্সা, (নি) ধা, পা, (মা) গা, রে, সা
অবরোহীতে কখনো নি-র ব্যবহারে বিরল তীব্র মধ্যম। প্রাচীনরা থেকে অনেকেই তীব্র মধ্যম লাগান। কেউ গান্ধারকে বাদী, ~~[illegible]~~ ধৈবত সম্বাদী করেন। কেউ রেখাবকে বাদী পঞ্চমকে সম্বাদী করেন। কল্যাণ-ভূপালীর প্রকৃতির জন্যে কিন্তু পূর্বাঙ্গে ভূপালী বেশী দেখান হয়।

'ষট্ কল্যাণ' গীতি আলেখ্যর 'শুধ্-কল্যাণ' রাগের বর্ণনা

www.icsbook.info

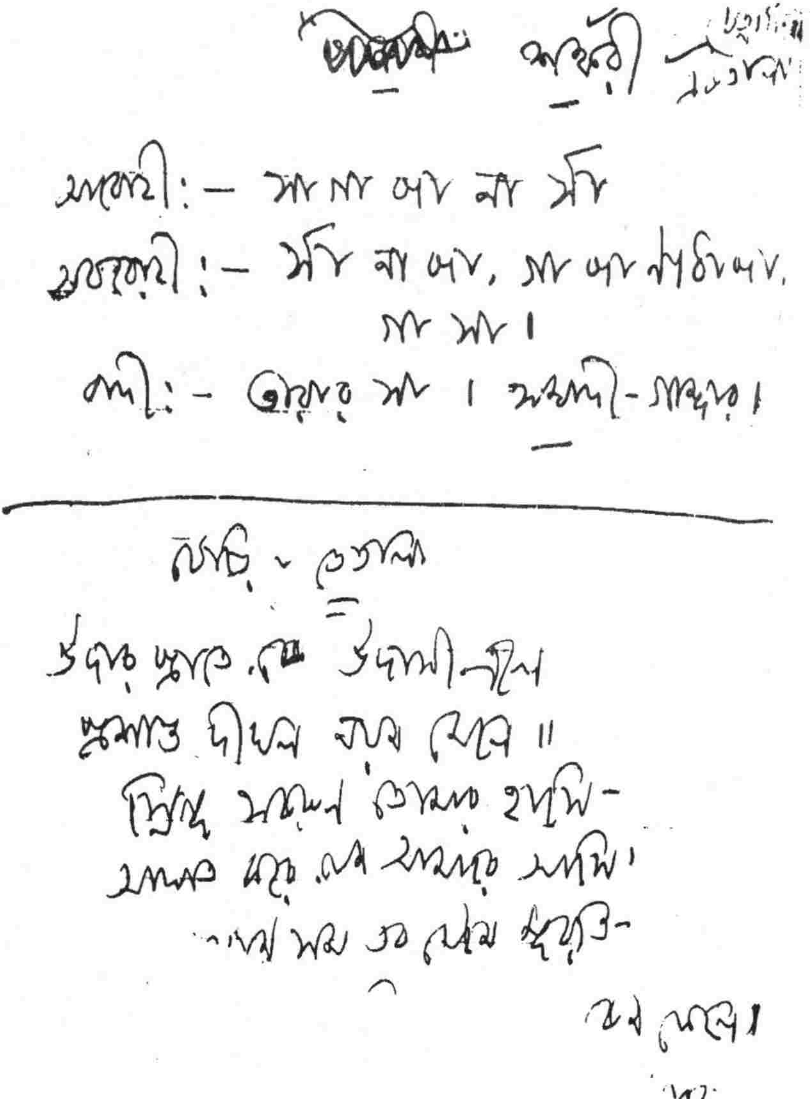

শঙ্করী রাগের বিষয়ে কিছু কথা এবং
টৌড়ি রাগে তেতালা ছন্দে রচিত একটি গানের কয়েকটি লাইন

www.icsbook.info

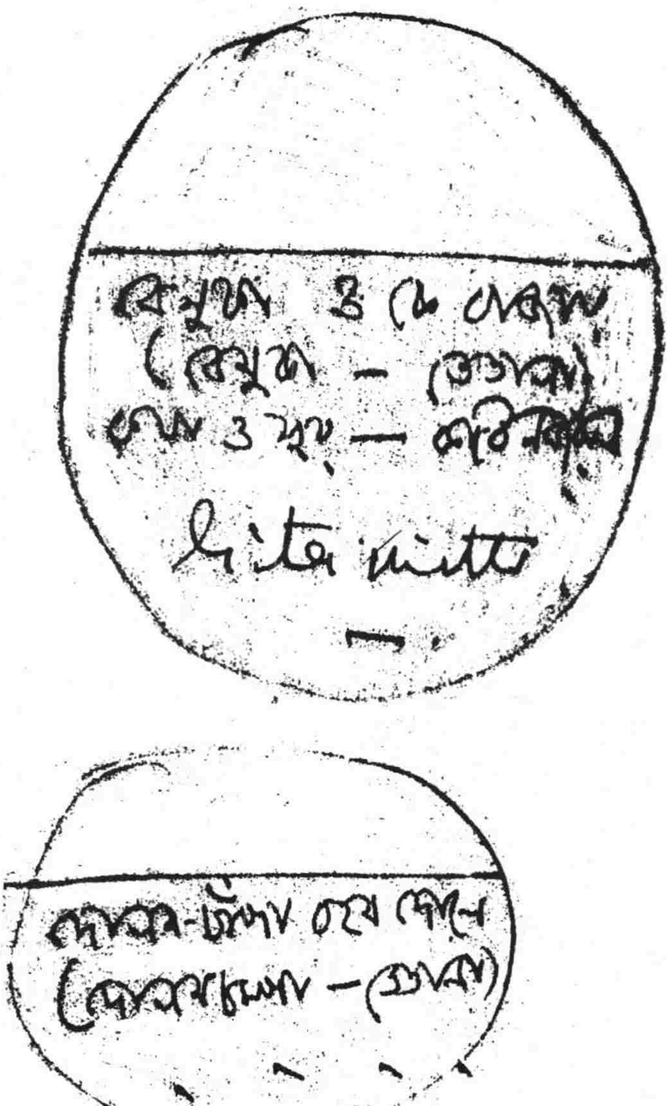

রেকর্ডের কাভারে লেখার একটি নমুনা

www.icsbook.info

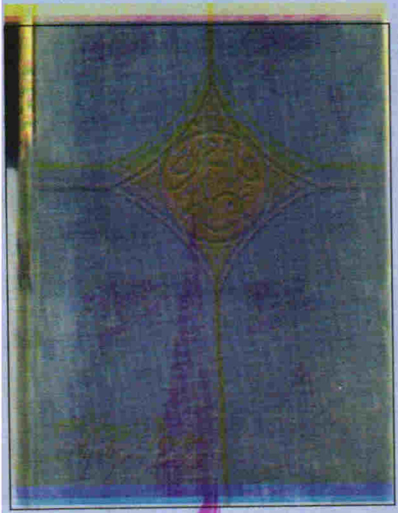

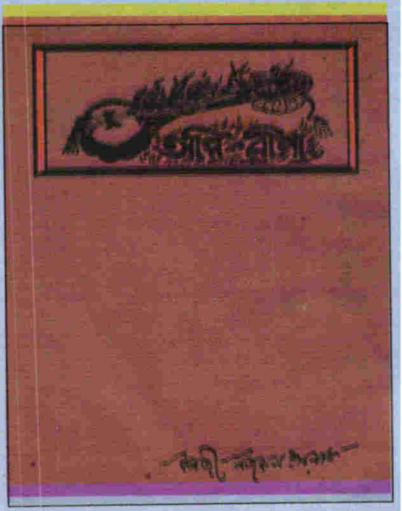

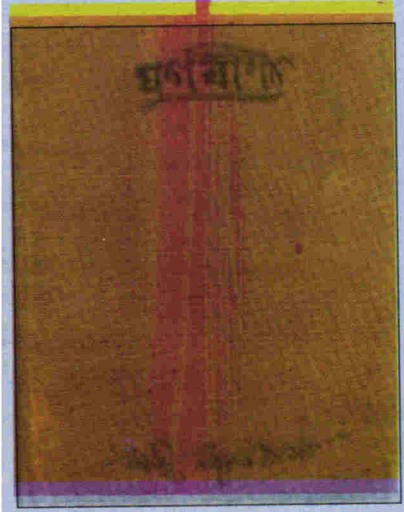

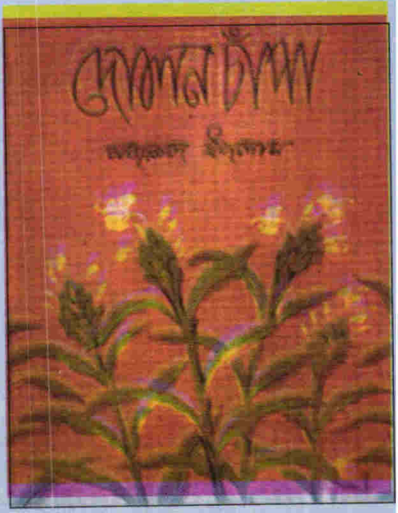

www.icsbook.info

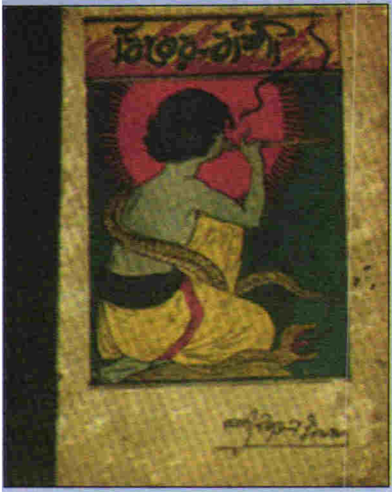

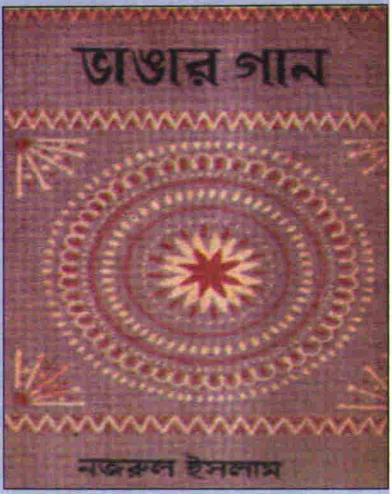
ভাঙার গান
নজরুল ইসলাম

চিত্তনামা

ছায়ানট

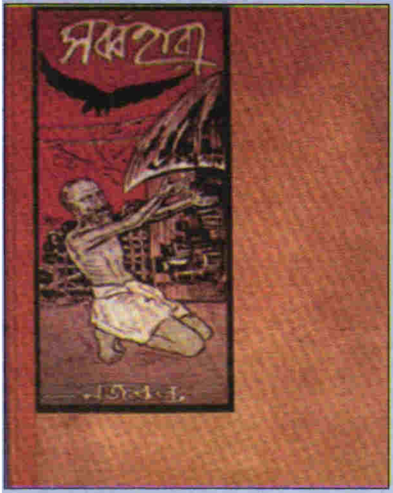

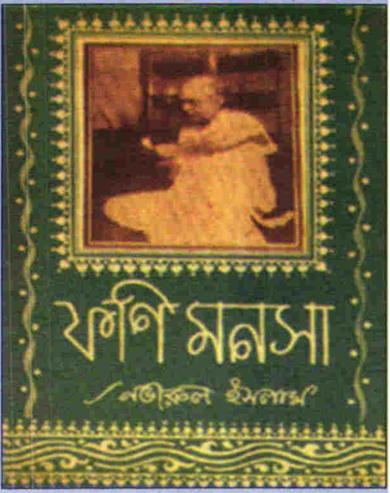

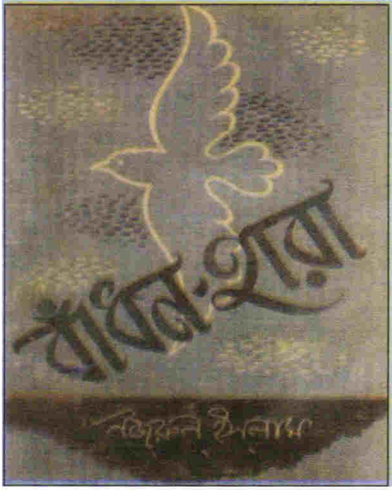

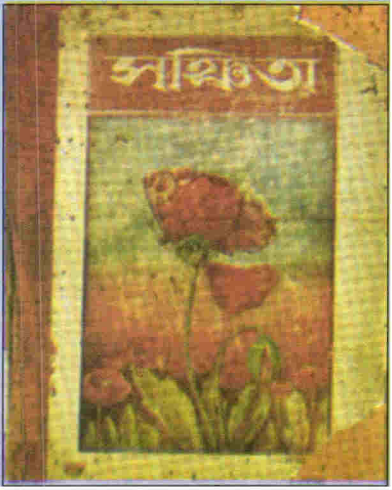

www.icsbook.info

চন্দ্রবিন্দু
নজরুল

সন্ধ্যা
নজরুল

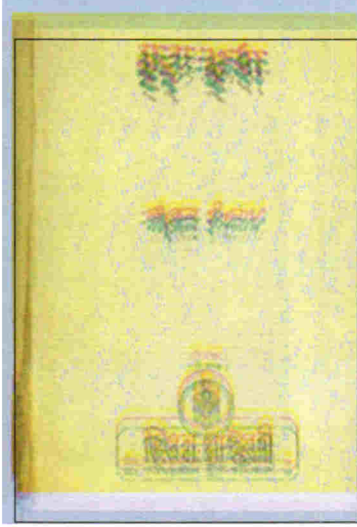

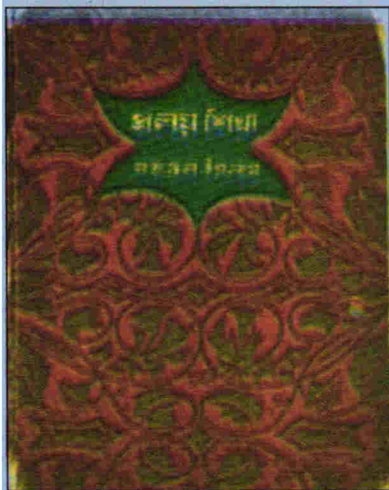

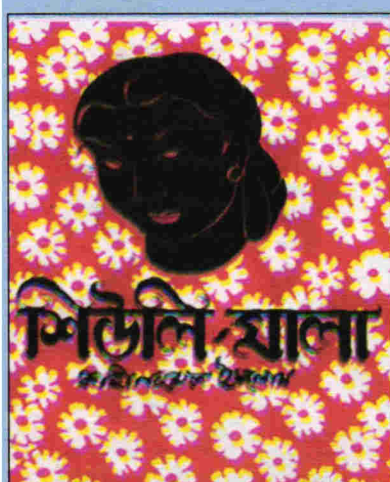

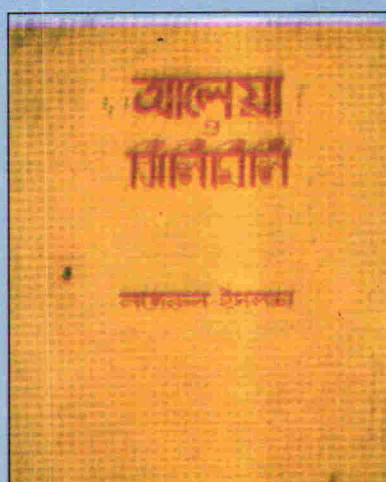

www.icsbook.info

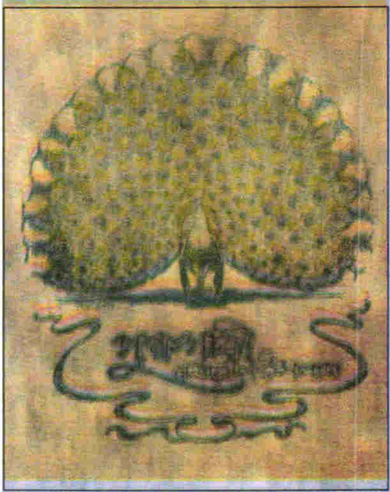

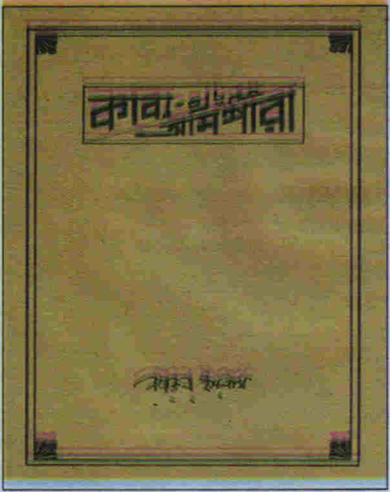

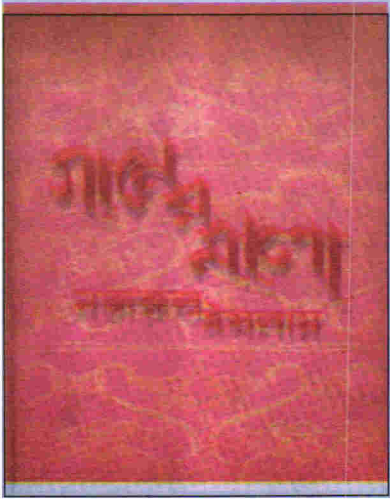

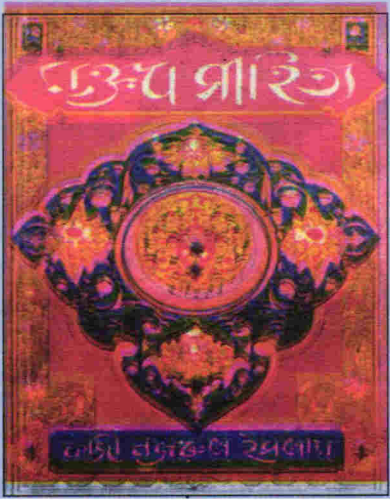

www.icsbook.info

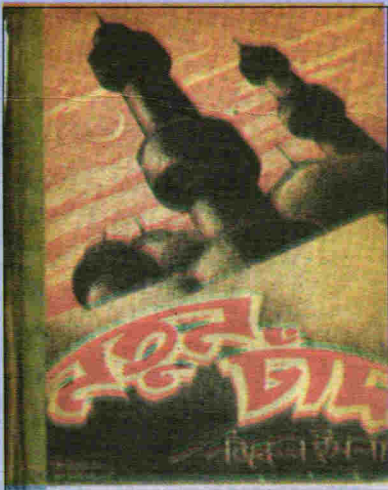

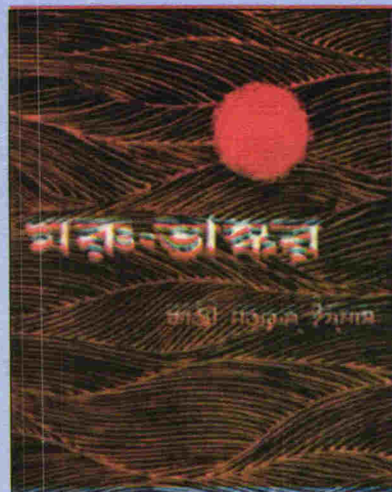

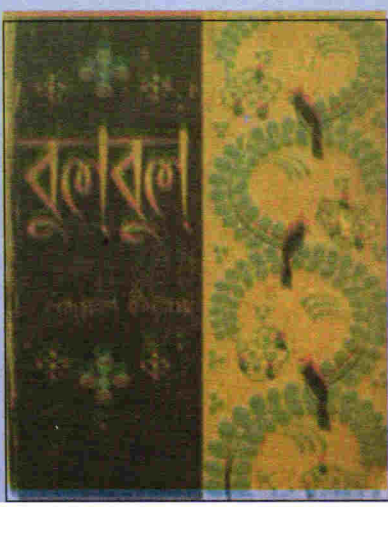

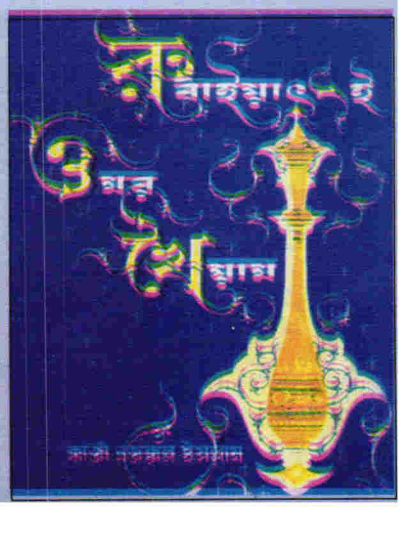

www.icsbook.info

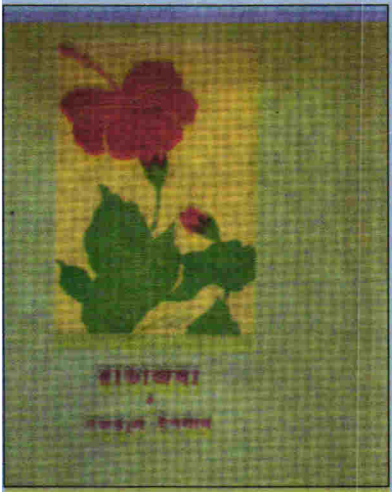

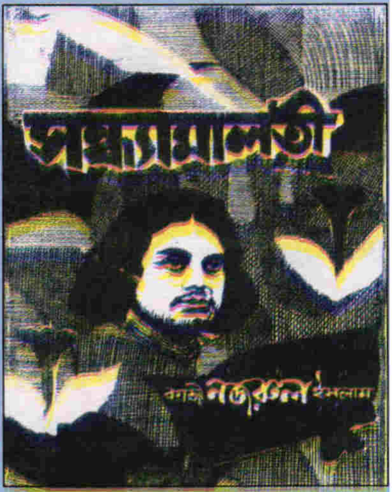
সন্ধ্যামালতী
কাজী নজরুল ইসলাম

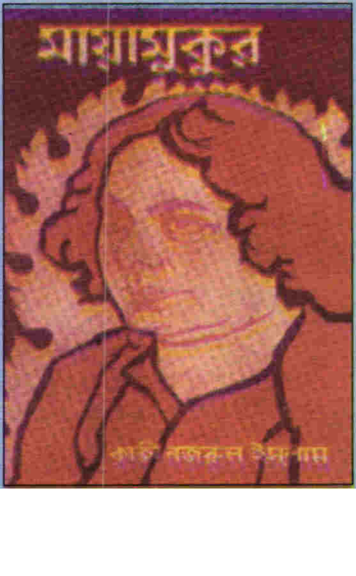
মায়ামুকুর
কাজী নজরুল ইসলাম

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

www.icsbook.info

শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

www.icsbook.info

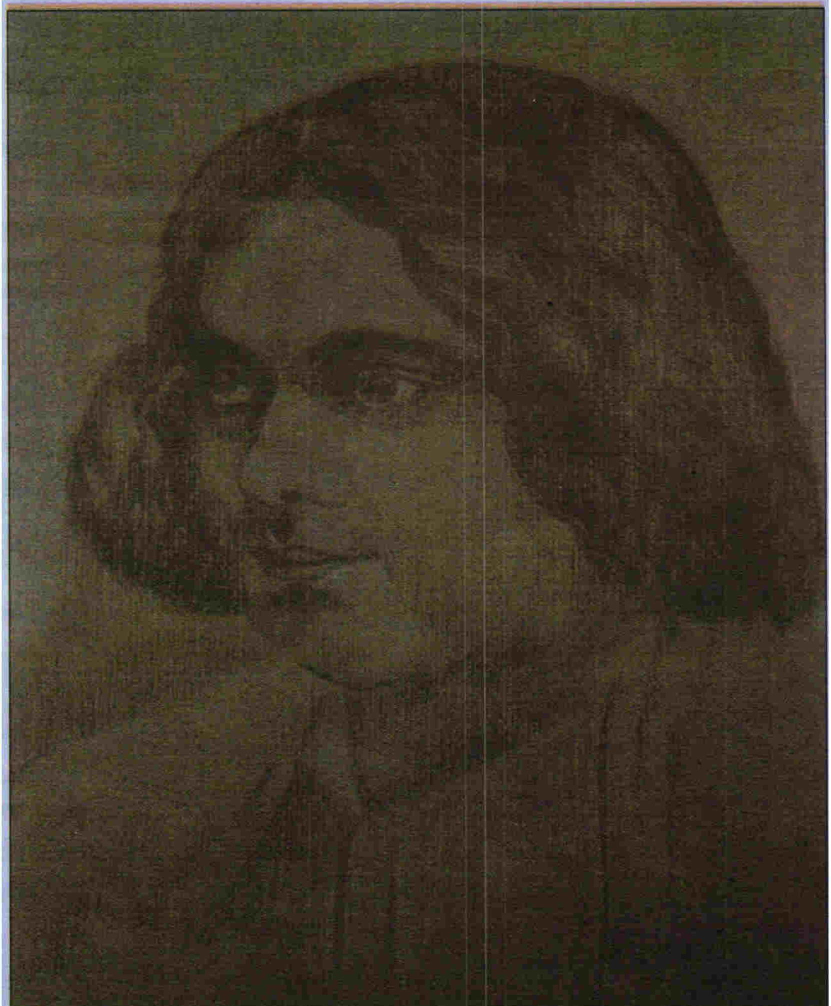

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

www.icsbook.info

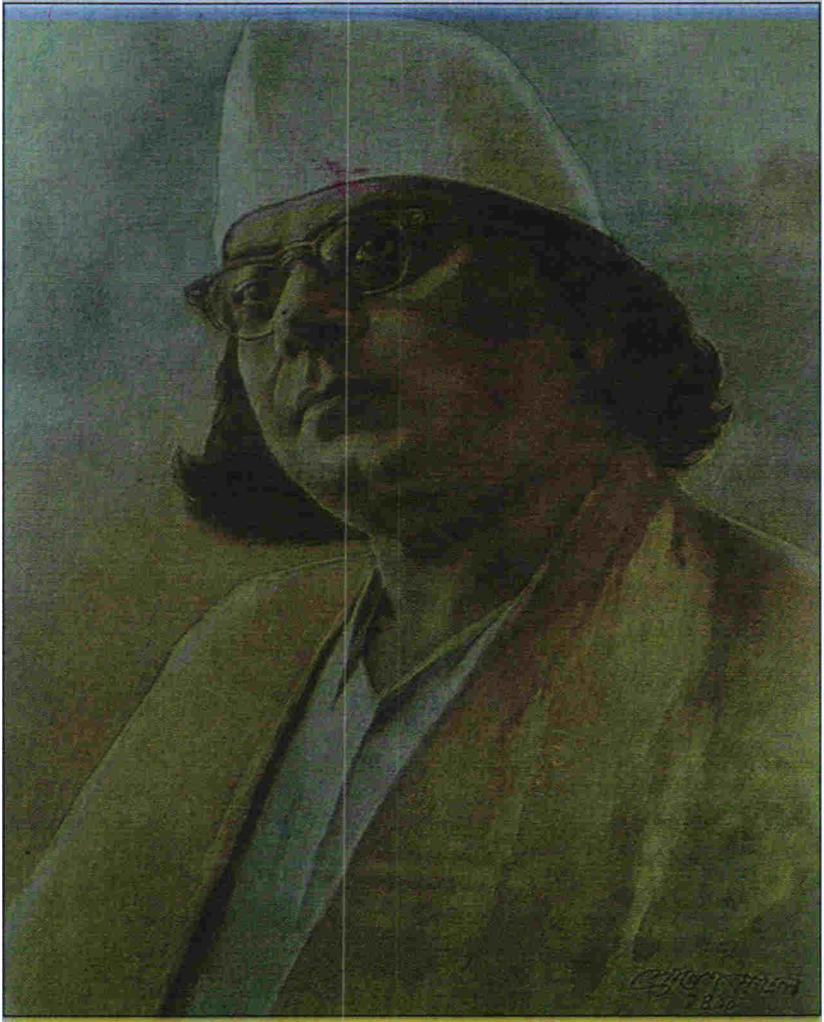

শিল্পী প্রাণেশ মণ্ডল অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

www.icsbook.info

শিল্পী রফিকুন নবী অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

www.icsbook.info

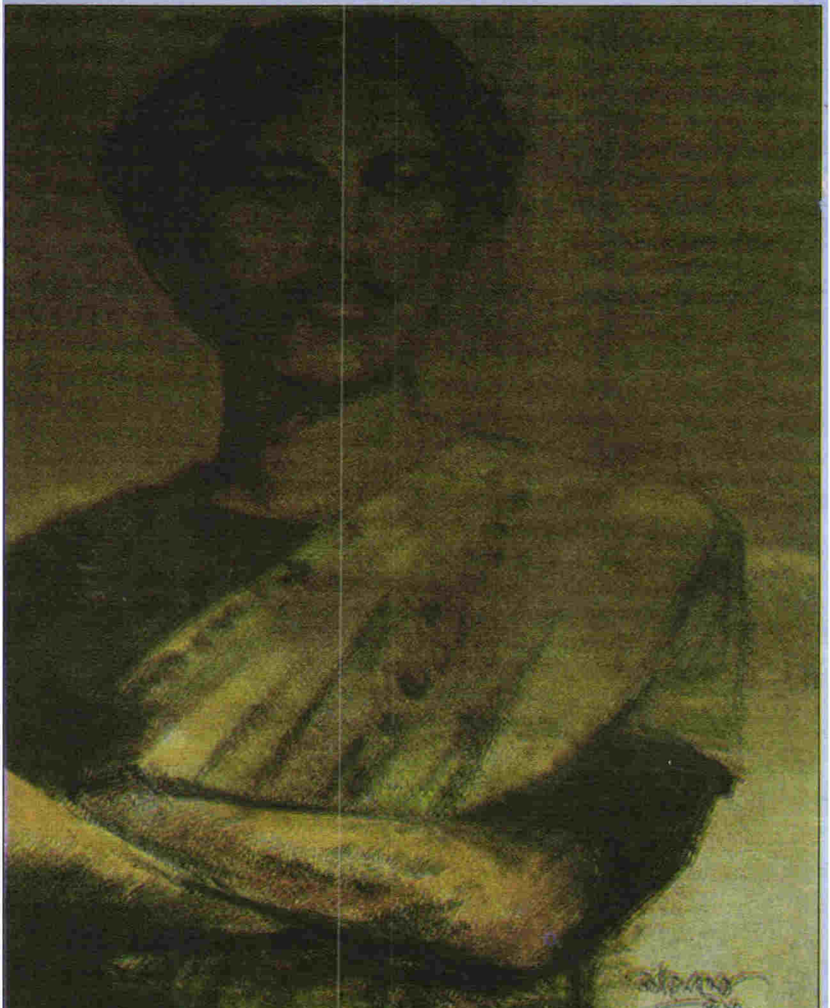

শিল্পী বীরেন সোম অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

www.icsbook.info

শিল্পী চন্দ্রশেখর দে অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

www.icsbook.info

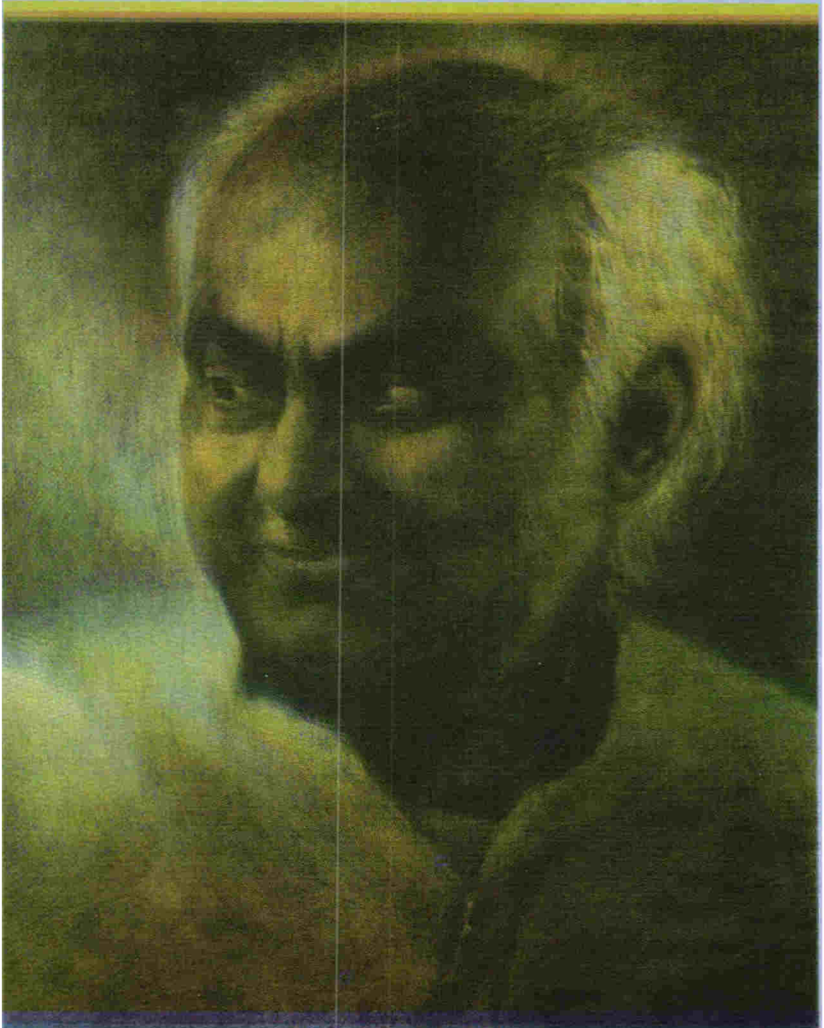

শিল্পী আলপ্তগীন তুষার অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

www.icsbook.info